



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
September 2024

"আশীর্বাদ দাও - আশীর্বাদ নাও, কারণের নিবারণ করে সব সমস্যার সমাধান করো"

আজ ভালবাসার সাগর বাপদাদা নিজের ভালোবাসা- স্বরূপ বাচ্চাদের ভালবাসার ডোরের টানে মিলন উদযাপন করতে এসেছেন। বাচ্চারা ডেকেছে আর হজুর হাজির হয়ে গেছেন। অব্যক্ত মিলন তো তোমরা সদা উদযাপন করতে থাকো, তবুও সাকারে আহ্বান করেছ তো বাপদাদা বাচ্চাদের বিশাল মেলাতে পৌঁছে গেছেন। বাপদাদা বাচ্চাদের স্নেহ, বাচ্চাদের ভালবাসা দেখে খুশি হন এবং মনে মনে চতুর্দিকের বাচ্চাদের জন্য গীত গেয়ে থাকেন - "বাঃ! শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান বাচ্চারা বাঃ! ভগবানের ভালবাসার যোগ্য আত্মা বাঃ!" এত বড় ভাগ্য আর এত সাধারণভাবে সহজে প্রাপ্ত হতে পারে, এটা স্বপ্নেও তোমরা ভাবনি। কিন্তু আজ সাকার রূপে ভাগ্যকে দেখছ। বাপদাদা দেখছেন যে দূরে বসেও বাচ্চারা মিলন মেলা উদযাপন করছে। বাপদাদা তাদেরকে দেখে মিলন উদযাপন করছেন। মাতাদের মেজরিটির গোল্ডেন চাম্প প্রাপ্ত হয়েছে এবং বাপদাদাও বিশেষ শক্তি সেনা দেখে খুশি হন যে চার দেওয়ালের মধ্যে থাকা মাতারা বাবার দ্বারা বিশ্ব কল্যাণকারী হয়ে, বিশ্বের রাজ্য অধিকারী হয়ে গেছে। হয়ে গেছো নাকি হচ্ছ, কী বলবে? হয়ে গেছো তো তাই না! বিশ্ব-রাজত্বের মাখনের গোলা তোমাদের সকলের হাতে রয়েছে তো না! বাপদাদা দেখেছেন যে, যে মাতারাই মধুবনে পৌঁছেছে তাদের একটা ব্যাপারে খুব খুশি, কোন খুশি? বাপদাদা আমরা সব মাতাকে বিশেষভাবে আহ্বান জানিয়েছেন। সুতরাং, মাতাদের প্রতি বিশেষ ভালবাসা আছে, আছে না! নেশার সাথে বলে - বাপদাদা আহ্বান জানিয়েছেন। আমাকে আহ্বান করেছেন, আমি কেন আসবো না! বাপদাদাও সকলের অধ্যাত্ম আলাপচারিতা শুনতে থাকেন, এই খুশির নেশা দেখতে থাকেন। কার্যতঃ, পান্ডবও কম নয়, পান্ডব ব্যতীত বিশ্বের কার্যের সমাপ্তি হতে পারে না। কিন্তু আজ পান্ডবরা মাতাদেরকে বিশেষভাবে সামনে রেখেছে।

বাপদাদা সব বাচ্চাকে সহজ পুরুষার্থের অনেক সহজ বিধি বলছেন। মাতাদের সহজ বিধি চাই তো না! তো বাপদাদা সব মাতাকে, বাচ্চাদের বলেন, সবচাইতে সহজ পুরুষার্থের সাধন হলো - "শুধু ঘুরতে-ফিরতে সম্বন্ধ-সম্পর্কে এসে প্রত্যেক আত্মাকে হৃদয় থেকে শুভ ভাবনার আশিস দাও আর আশিস নাও।" তোমাদের যা কিছু কেউ দিক না কেন, যদি অমঙ্গলও কামনা করে, তবুও তোমরা সেই অশুভ কামনাও তোমাদের শুভ ভাবনার শক্তি দ্বারা আশীর্বাদে পরিবর্তন করে দাও। তোমাদের থেকে সব আত্মার যেন শুভাশিস অনুভব হয়। সেই সময় অনুভব করো, যে অশুভ কামনা করছে সে এই সময় কোনো না কোনো বিকারের বশীভূত। বশীভূত আত্মাদের প্রতি অথবা পরবশ আত্মাদের প্রতি কখনও অহিতকর ভাবনা বেরনো উচিত নয়। তার প্রতি সহযোগ দেওয়ার শুভ ভাবনা বের হবে। শুধু একটা বিষয় মনে রাখো যে আমাকে নিরন্তর একটাই কার্য করতে হবে - সংকল্পের দ্বারা, বোল দ্বারা, কর্মণ-র দ্বারা, সম্বন্ধ-সম্পর্কের দ্বারা আশীর্বাদ দেওয়া আর আশীর্বাদ নেওয়া। যদি কোনও আত্মার প্রতি কোনও ব্যর্থ সংকল্প কিংবা নেগেটিভ সংকল্প আসেও তবে এটা স্মরণে রাখো আমার কর্তব্য কী! যেমন, যদি কোথাও আগুন লাগছে, তো সেই আগুন নেভানোর জন্য যারা থাকে তারা আগুন দেখে জল ঢালার যে নিজের কার্য তা' ভোলে না, তাদের স্মরণে থাকে যে আমরা জল ঢালি আগুন নেভাই, ঠিক তেমনই যদি কেউ কোনও বিকারের অগ্নি বশে এমন কোনো কার্য করে যা তোমাদের ভালো লাগে না তবে নিজের কর্তব্য মনে রাখো যে আমার কর্তব্য হলো - যে কোনো ধরনের আগুন নেভানোর, আশীর্বাদ দেওয়ার। শুভ ভাবনার ভাবনা দ্বারা সহযোগ দেওয়ার। শুধু একটা শব্দ স্মরণে রাখতে হবে - "আশীর্বাদ দাও, আশীর্বাদ নাও।" মাতারা এটা করতে পারো? (সব মাতা হাত তুলছে) করতে পারো নাকি করতেই হবে? পান্ডব তোমরা করতে পারো? পান্ডব বলছে করতেই হবে। গায়ন আছে, পান্ডব অর্থাৎ সদা বিজয়ী এবং শক্তির সদা বিশ্ব- কল্যাণকারী নামে প্রসিদ্ধ।

চতুর্দিকের বাচ্চাদের কাছে বাপদাদার এখনো পর্যন্ত একটি আশা থেকে গেছে। প্রত্যেক আত্মাকে হৃদয় থেকে শুভ ভাবনার আশীর্বাদ দাও এবং আশীর্বাদ নাও। বাবা বলবেন তোমাদের সেটা কোন আশা? জেনে তো গেছো, তাই না! টিচার্স জেনে গেছো তো না! তোমরা বাচ্চারা সবাই যথাশক্তি পুরুষার্থ তো করছো। বাপদাদা পুরুষার্থ দেখে মৃদু মৃদু হাসেন। কিন্তু একটা আশা এটাই যে পুরুষার্থে এখন তীব্রগতি প্রয়োজন। পুরুষার্থ হয়, কিন্তু এখন তীব্রগতি প্রয়োজন। এর বিধি হলো - 'কারণ' শব্দ সমাপ্ত হবে আর সদা নিবারণ স্বরূপ হয়ে যাবে। সময় অনুসারে কারণ তো তৈরি হয়েই যায় এবং তৈরি হতেও থাকবে। কিন্তু তোমরা সবাই নিবারণ স্বরূপ হও। কেননা বাচ্চারা, তোমাদের সবাইকে বিশ্বের (সমস্যার) নিবারণ করে সবাইকে, মেজরিটি আত্মাকে নির্বাণধামে পাঠাতে হবে। সুতরাং, যখন নিজেকে নিবারণ স্বরূপ বানাবে তখন বিশ্বের

আত্মাদেরকে তোমাদের নিবারণ স্বরূপ এর দ্বারা সব সমস্যার নিবারণ করে নির্বাণধামে পাঠাতে পারবে। এখন বিশ্বের আত্মারা মুক্তি চায়, আর বাবার দ্বারা মুক্তির উত্তরাধিকার দেওয়ার নিমিত্ত হলে তোমরা। তো নিমিত্ত আত্মারা প্রথমে বিভিন্ন সমস্যার কারণকে নিবারণ করে নিজেকে মুক্ত বানাবে তবেই বিশ্বকে মুক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করাতে পারবে। তো মুক্ত হয়েছো তোমরা? কোনও প্রকারের সমস্যার কারণ যেন সামনে না আসে, এই কারণ, এই কারণ, এই কারণ... যখন কোনও কারণ তোমাদের সামনে তৈরি হয় তখন সেকেন্ডে কারণের নিবারণ ভাবো, এটা ভাবো যে, আমি যখন বিশ্বের নিবারণকারী তখন নিজের ছোট ছোট সমস্যার নিবারণ নিজে করতে পারবো না! এখন তো আত্মাদের কু্য তোমাদের সামনে আসবে "হে মুক্তিদাতা মুক্তি দাও", কেননা, মুক্তিদাতার ডাইরেক্ট বাচ্চা তোমরা, অধিকারী বাচ্চা। তোমরা মাস্টার মুক্তিদাতা তো না! কিন্তু কু্য'র সামনে তোমরা সব মাস্টার মুক্তিদাতাদের তরফ থেকে একটা প্রাচীরের দরজা বন্ধ। কু্য তৈরি আছে কিন্তু কোনও দরজা বন্ধ রয়েছে? পুরুষার্থের ক্ষেত্রে দুর্বল পুরুষার্থের একটি শব্দের দরজা রয়ে গেছে, সেটা হলো 'কিউ'। কোশ্চেন মার্ক, (?) কেন, এই কেন শব্দ এখন কু্য'কে সামনে আসতে দিচ্ছে না। তাইতো বাপদাদা এখন দেশবিদেশের সব বাচ্চাকে এটা স্মরণ করানো যে তোমরা সমস্ত সমস্যার দরজা "কেন" - এটা সমাপ্ত করো। করতে পারো? টিচার করতে পারো? পান্ডব করতে পারো? সবাই হাত উঠাচ্ছে নাকি কেউ কেউ? ফরেনার্স এভাররেডি তো না! হ্যাঁ নাকি না? যদি হ্যাঁ হয় তাহলে সোজা হাত উঠাও। কেউ কেউ এভাবে এভাবে করছে। এই তথ্যএখন কোনও সেবাকেন্দ্রে সমস্যার লেশমাত্র যেন না থাকে। এমন হতে পারে? প্রত্যেকের এটা বোঝা উচিত আমাকে করতে হবে। টিচারদের বোঝা উচিত আমাকে করতে হবে, স্টুডেন্টের বোঝা উচিত আমাকে করতে হবে, যারা প্রবৃত্তির তাদের বোঝা উচিত আমাকে করতে হবে, মধুবন নিবাসীদের বোঝা উচিত আমাদের করতে হবে। করতে পারো তো না? এটা হতে পারে কি যাতে সমস্যা শব্দই সমাপ্ত হয়ে যায়, কারণ সমাপ্ত হয়ে নিবারণ থাকবে! হতে কী পারে না! স্থাপনের শুরুর সময়তে যখন বাচ্চারা এসেছিল তখন কী প্রমিস করেছিল এবং তারা করে দেখিয়েছিল! অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছিল। দেখিয়েছিল না? তো এখন কত বছর হয়ে গেছে? স্থাপনের কত বছর হয়েছে? (৬৫) তাহলে, এত বছরে অসম্ভব থেকে সম্ভব হতে পারে না? হতে পারে? মুখ্য টিচাররা হাত উঠাও। পাজাব হাত উঠাচ্ছে না, সম্ভব কি? একটু ভাবছে, ভেবো না। করতেই হবে। অন্যদের সম্পর্কে ভেবো না, প্রত্যেকের নিজের ব্যাপারে ভাবা উচিত, নিজের সম্বন্ধে তো ভাবতে পারো, পারো তো না? অন্যদেরটা ভুলে যাও, নিজের সম্বন্ধে ভেবে নিজের জন্য তো সাহস রাখতে পারো, তাই না? নাকি পারো না? ফরেনার্স রাখতে পারো? (হাত তুলেছে) অভিনন্দন। আচ্ছা, এখন, যারা বুঝতে পারছে তারা হৃদয় থেকে হাত উঠাও, দেখানোর জন্য নয়। এরকম না হয় যে, সবাই তুলছে তো আমিও তুলি। যদি হৃদয়ে দৃঢ় সংকল্প করবে যে কারণকে সমাপ্ত করে নিবারণ স্বরূপ হতেই হবে, যা কিছু হোক, যদি সহনও করতে হয়, মায়া'র মোকাবিলা করতে হয়, তোমাদের সম্বন্ধ সম্পর্কে একে অপরকে যদি সহন করতে হয়, আমি সমস্যা হবো না। হতে পারে? যদি দৃঢ় নিশ্চয় আছে তো পিছন থেকে নিয়ে সামনে পর্যন্ত তোমরা হাত উঠাও। (বাপদাদা সবাইকে দিয়ে হাত তুলিয়েছেন এবং সমস্ত দৃশ্য টি. ভি.তে দেখেছেন) ঠিক আছে তো না, এক্সারসাইজ হয়ে গেল! এই জন্য বাপদাদা তোমাদের হাত উঠিয়ে থাকেন, ঠিক যেমন এখন একে অপরকে দেখে হাত উঠাতে উৎসাহ থাকে, সেভাবেই যখনই কোনো সমস্যা আসবে তখন সামনে বাপদাদাকে দেখ, হৃদয় থেকে বলো বাবা, আর বাবা হাজির হয়ে যাবেন, সমস্যা শেষ হয়ে যাবে। সমস্যা সামনে থেকে সরে যাবে আর আমার কর্তব্য হলো - যে কোনও ধরনের আগুন নেভানোর, আশীর্বাদ দেওয়ার। বাপদাদা তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়ে যাবেন। "মাস্টার সর্বশক্তিমান" নিজেদের এই টাইটেল সবসময় স্মরণ করো। নয়তো, বাপদাদা এখন স্মরণ-স্নেহে মাস্টার সর্বশক্তিমান না বলে সর্বশক্তিমান বলবেন? শক্তিমান বাচ্চাদের স্মরণ-স্নেহ ভালো লাগবে? মাস্টার সর্বশক্তিমান তোমরা, মাস্টার সর্বশক্তিমান কী না করতে পারে! শুধু নিজের টাইটেল আর কর্তব্য স্মরণ করো। টাইটেল "মাস্টার সর্বশক্তিমান" আর কর্তব্য হলো "বিশ্ব-কল্যাণকারী"। সুতরাং সদা নিজের টাইটেল আর কর্তব্য স্মরণ করায় শক্তিসমূহ ইমার্জ হয়ে যাবে। মাস্টার হও, সমূহ শক্তিরও মাস্টার হও, অর্ডার করো, সমস্ত শক্তিকে সময়মতো অর্ডার করো। কার্যতঃ, তোমরা শক্তি ধারণ করেও থাকো, আছেও কিন্তু শুধু ত্রুটি হয়ে যায় এটাই যে তোমরা জানো না প্রয়োজনের সময় কীভাবে ইউজ করতে হয়! সময় চলে যাওয়ার পর স্মরণে আসে, এমন যদি করতাম তো খুব ভালো হতো! এখন অভ্যাস করো, যে শক্তিসমূহ সমাহিত হয়ে আছে, তা' সময়মতো ইউজ করতে। এই কর্মেন্দ্রিয়গুলো যেমন অর্ডার করে চালাও - হাত, পা চালাও তো না! ঠিক তেমনই সমূহ শক্তিকে অর্ডারে চালাও। কার্যে প্রয়োগ করো। তোমরা সমাহিত করে রাখো, কার্যে কম প্রয়োগ করো। সময়মতো কার্যে প্রয়োগ করলে শক্তি আপনা থেকেই কার্য অবশ্যই করবে। আর খুশি থাকো, কখনো কখনো কোনো কোনো বাচ্চার মুখ অতিরিক্ত বিচার-বিশ্লেষণে, কম-বেশি গম্ভীর প্রতীয়মান হয়। খুশি থাকো, নাচো গাও, তোমাদের ব্রাহ্মণ জীবনই হলো খুশিতে নাচার এবং নিজের এবং ভাগ্য আর ভগবানের গীত গাওয়ার। তো যারা নাচিয়ে-গাইয়ে হয় তারা এরকম গম্ভীর হয়ে যদি নাচে তাহলে বলবে কীভাবে নাচতে হয় জানো না!

গাষ্টীর্থ ভালো কিন্তু টু মাচ গাষ্টীর্থ, তোমাদের কিছুটা চিন্তাভিভূত দেখায়।

বাপদাদা তো এখন শুনেছেন যে দিল্লির উদ্ঘাটন হচ্ছে (৯ ডিসেম্বরে দিল্লিতে ওম্ শান্তি রিট্রিট সেন্টারের উদ্ঘাটন স্থির করা হয়েছে) কিন্তু বাপদাদা এখন কোন্ উদ্ঘাটন দেখতে চান? সেই ডেট তো ফিক্স করো, এই ছোটখাটো উদ্ঘাটন হয়েই যাবে। কিন্তু বাপদাদা এই উদ্ঘাটন চান - "বিশ্বের স্টেজে সবাই বাবা সমান সাক্ষাৎ ফরিস্তা সামনে আসুক আর পর্দা খুলে যাক।" এমন উদ্ঘাটন তোমাদের সকলেরও ভালো লাগে তো না! অধ্যাত্ম আলাপচারিতায় সবাই বলতে থাকে, বাবাও শুনতে থাকেন, ব্যস! এখন এটাই ইচ্ছা - বাবাকে প্রত্যক্ষ করাও আর বাবার ইচ্ছা হলো প্রথমে বাচ্চারা প্রত্যক্ষ হোক। বাবা বাচ্চাদের সাথে প্রত্যক্ষ হবেন, একা হবেন না। সুতরাং বাপদাদা সেই উদ্ঘাটন দেখতে চান। উৎসাহ উদ্দীপনাও ভালো, যখন তোমরা অধ্যাত্ম বার্তালাপ করো তখন অধ্যাত্ম বার্তালাপের সময় সবার উৎসাহ উদ্দীপনা খুব ভালো থাকে। কিন্তু যখন তোমরা কর্মযোগী হও তখন কিছুটা ফারাক হয়ে যায়। তো মাতারা কী করবে? মাতাদের দল অনেক বড়। আর মাতাদের দেখে বাপদাদা খুব খুশি হন। কেউই মাতাদের এত সামনে নিয়ে আসেনি। কিন্তু বাপদাদা মাতাদের সামনে এগিয়ে যেতে দেখে খুশি হন। মাতাদের এটা বিশেষ সংকল্প যে যা কেউ করে দেখায়নি সেটা আমরা মাতারা বাবার সাথে করে দেখাব। করে দেখাবে তোমরা? এখন এক হাতের তালি বাজাও। মাতারা সব কিছু করতে পারে। উৎসাহ উদ্দীপনা ভালো। এমনকি তোমরা কিছু যদি বুঝতে না পারো অন্ততঃ এটা বুঝেছো তো না যে আমি বাবার, বাবা আমার। এটা বুঝেছো তো, তাই না! আমার বাবা তো সবাই বলে, বলে তো না? ব্যস হৃদয় থেকে এই গীত গাইতে থাকো - আমার বাবা, আমার বাবা, আমার বাবা...

আচ্ছা - এখন বাবা তোমাদেরকে এক সেকেন্ড দিচ্ছন, অ্যালাট হয়ে বসো। বাপদাদার প্রতি সকলের ভালোবাসা ১০০ পার্সেন্ট আছে তো না! ভালোবাসা তো পার্সেন্টেজে নেই, তাই না। ১০০% আছে? তাহলে ১০০% ভালবাসার রিটার্ন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত তোমরা? ১০০% ভালোবাসা আছে তো না। যার কিছু কম আছে সে হাত তোলো। পরে বেঁচে যাবে। যদি কম থাকে তো হাত তোলো। তোমাদের মধ্যে যাদের ১০০% ভালবাসা নেই তারা হাত তোলো। বাবা ভালবাসার ব্যাপারে বলছেন। (দু-একজন হাত তুলেছে) আচ্ছা ভালোবাসা নেই, কোনো অসুবিধা নেই, হয়ে যাবে। যাবে কোথায়, ভালোবাসতে তো হবেই। আচ্ছা - এখন সবাই অ্যালাট হয়ে বসেছো তো? এখন সবাই ভালোবাসার রিটার্নে এক সেকেন্ড বাবার সামনে অন্তর্মুখী হয়ে নিজের অন্তর থেকে, হৃদয়ে সংকল্প করতে পারবে যে এখন থেকে আমি নিজের প্রতি এবং অন্যদের প্রতি সমস্যা হয়ে উঠবো না? ভালবাসার রিটার্নে এই দৃঢ় সংকল্প তোমরা করতে পারবে? যারা মনে করো যে - যা কিছুই হয়ে যাক না কেন, এমনকি যদি কিছু হয়েও যায় তো সেকেন্ডে নিজেকে পরিবর্তন করে দেবো, তারা তাদের হৃদয়ে সংকল্পকে দৃঢ় করো। যে দৃঢ় সংকল্প করতে পারবে, বাপদাদা তাকে সহায়তা দেবেন কিন্তু সহায়তা নেওয়ার বিধি হলো দৃঢ় সংকল্পের স্মৃতি। বাপদাদার সামনে সংকল্প নিয়েছো, এই স্মৃতির বিধি তোমাদের সহযোগ দেবে। তাহলে, করতে পারবে তোমরা? কাঁধ নাড়াও। দেখো, সংকল্পের দ্বারা কিই না হতে পারে! ঘাবড়ে যেও না, বাপদাদার এক্সট্রা সহায়তা অবশ্যই প্রাপ্ত হবে।

এমন সকল তীর পুরুষার্থী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সদা বাবার ভালবাসার রিটার্ন দেওয়া সাহসী বাচ্চাদের, সদা নিজের বিশেষত্ব দ্বারা অন্যদেরকেও বিশেষ আত্মা বানায়, এমন পুণ্য আত্মা বাচ্চাদের, সদা সমস্যা সমাধান স্বরূপ, বিশেষতঃ সামনে উড়ছে এমন

বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বিদায়কালে : - আজ মধুবনে বিশেষতঃ উপরে সিকিউরিটির কার্যে যারা বিজি রয়েছে, তারা বাপদাদার সামনে আসছে। যারা যন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করে তাদের অনেক বড় ডিউটি রয়েছে, তাইতো সময়ে দেখাশোনা করছে, দূরে বসেও স্মরণ করছে। তো উপরে যারা কোনও সেবার্থে বসে আছে, হয় জ্ঞান সরোবরে কিম্বা পান্ডব ভবনে অথবা শান্তিবনে যারাই দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করছে, বাপদাদা তাদেরকে বিশেষ স্মরণের স্নেহ-সুমন দিচ্ছন। তোমরা দুর্দান্ত পরিশ্রম করছে। আচ্ছা - দেশ বিদেশের সবাই, যারাই স্মরণ পার্টিয়েছো, তারা প্রত্যেকে যেন এটা মনে করে যে আমাকে বিশেষভাবে বাপদাদা স্মরণ করেছেন। আচ্ছা।

বরদানঃ- পুরানো সংস্কার এবং সংসারের সম্বন্ধের আকর্ষণ হতে মুক্ত থেকে ডবল লাইট ফরিস্তা ভব ফরিস্তা অর্থাৎ পুরানো সংসার থেকে মুক্ত, না সম্বন্ধ রূপে আকর্ষণ হবে, না নিজের এবং নিজের দেহ অথবা

কোনো দেহধারী ব্যক্তি কিংবা কোনো বস্তুর প্রতি আকর্ষণ হবে, এভাবেই পুরানো সংস্কারের আকর্ষণ থেকেও মুক্ত - সংকল্প, বৃত্তি, বাণী রূপে কোনও সংস্কারের আকর্ষণ হবে না। যখন এরকম পুরানো সংস্কারের আকর্ষণ অর্থাৎ ব্যর্থ সময়, ব্যর্থ সঙ্গ, ব্যর্থ বাতাবরণ থেকে মুক্ত হবে, তখনই বলা হবে ডবল লাইট ফরিস্তা।

স্লোগান:- শান্তির শক্তির দ্বারা যারা সকল আত্মার প্রতিপালন করে তারাই আধ্যাত্মিক সোশ্যাল ওয়ার্কার।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - যেমন তোমাদের এই নিশ্চয় রয়েছে যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন, তিনি তোমাদের পিতা, ঠিক তেমনই অন্যদেরকেও বুঝিয়ে নিশ্চয় করাও, তারপর তাদের ওপিনীয়ন (মতামত) নাও"

*প্রশ্নঃ - বাবা তাঁর নিজের সন্তানদের এমন কোন্ কথা জিজ্ঞাসা করেন, যা অন্য কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে না?

*উত্তরঃ - বাবা যখন বাচ্চাদের সঙ্গে মিলিত হন তখন জিজ্ঞাসা করেন - বাচ্চারা, পূর্বে তোমরা কবে মিলিত হয়েছিলে? যা শুধু বাচ্চারাই বোঝে, তারা তৎক্ষণাৎ বলে - হ্যাঁ বাবা, আমরা ৫ হাজার বছর পূর্বে তোমার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম। আর যারা বোঝে না, তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এইরকম প্রশ্ন করার মতো বুদ্ধি অন্য কারোর মধ্যে থাকেই না। বাবা-ই তোমাদেরকে সমগ্র কল্পের রহস্য বোঝান।

ওম্ শান্তি । আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে আত্মাদের অসীম জগতের পিতা বোঝান যে - এখানে তোমরা বাবার সম্মুখে বসে রয়েছে। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় যেন এই ভাবনাই চলে যে, আমরা শিববাবার কাছে যাই, যিনি ব্রহ্মার রথে(শরীর) বসে আমাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন। আমরা স্বর্গে ছিলাম, পুনরায় ৮৪ জন্ম পরিক্রমা করে এখন নরকে এসে পড়েছি। আর কোনো সৎসঙ্গে, কারোর বুদ্ধিতে এইসমস্ত কথা আসে না। তোমরা জানো, আমরা শিববাবার কাছে যাই, যিনি এই রথে এসে পড়ানও। তিনি আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এসেছেন। অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অবশ্যই অসীম জগতের উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে। একথা তো বাবা বুঝিয়েছেন যে, আমি সর্বব্যাপী নই। সর্বব্যাপী হলো ৫ বিকার। তোমাদের মধ্যেও ৫ বিকার রয়েছে, তাই তো তোমরা অত্যন্ত দুঃখী হয়ে পড়েছো। ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন - এই ওপিনীয়ন অবশ্যই লেখাতে হবে। বাচ্চারা, তোমাদের তো পূর্ণ নিশ্চয় রয়েছে যে, ঈশ্বর পিতা সর্বব্যাপী নন। বাবা তো পরমপিতা, পরমশিক্ষক এবং গুরুও। তিনি অসীম জগতের সঙ্গতি দাতা। তিনি শান্তি প্রদান করেন। আর কোনো জায়গায় এমন কথা কেউ মনে ভাবেও না যে, আমরা কি প্রাপ্ত করবো। এ কেবলমাত্রই কানরস - রামায়ণ, গীতা ইত্যাদি শুনতে যায়। এর অর্থ কিছুই বুদ্ধিতে নেই। পূর্বে আমরাও পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলতাম। এখন বাবা-ই বোঝান যে - এসবই মিথ্যা। এ বড় গ্লানির বিষয়। তাই (সর্বব্যাপী নন) এই ওপিনীয়ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরী। আজকাল যাদের দ্বারা তোমরা উদ্বোধন ইত্যাদি করাও, তারাও লেখে ব্রহ্মাকুমারীরা ভালো কাজ করছে। অত্যন্ত ভালোভাবে বোঝায়। ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ বলে দেয়। এতে মানুষের মনে অবশ্যই ভালো প্রভাব পড়ে। তাছাড়া, এইধরনের ওপিনীয়ন কেউ লেখে না যে, সমগ্র দুনিয়ার মানুষ যে বলে - ঈশ্বর সর্বব্যাপী, একথা সম্পূর্ণ ভুল। ঈশ্বর তো পিতা, টিচার, গুরু। এক তো মুখ্য কথাই হলো এটা, দ্বিতীয় হলো, আবার এই ওপিনীয়নও চাই যে - এটা জানার পরে আমরা বুঝতে পেরেছি যে গীতার ভগবান কৃষ্ণ নয়। কোনো মানুষ বা দেবতাকে ভগবান বলা যায় না। ভগবান এক, আর তিনি হলেন পিতা। সেই পিতার কাছ থেকেই শান্তি আর সুখের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। এমন-এমনভাবে ওপিনীয়ন নিতে হবে। তোমরা এখন যেসমস্ত ওপিনীয়ন নিয়ে থাকো, সেসবের মধ্যে তারা কোনো কাজের কথা লেখে না। হ্যাঁ, এতটা তো লেখে যে, এখানে অত্যন্ত ভালো শিক্ষা দেওয়া হয়। এছাড়া, মুখ্যকথা হলো যার মধ্যে তোমাদের বিজয় নিহিত রয়েছে সেটা লেখাও যে ব্রহ্মাকুমারীরা সত্যকথাই বলে যে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন। তিনি হলেন পিতা, তিনিই গীতার ভগবান। বাবা এসে ভক্তিমার্গ থেকে মুক্ত করে জ্ঞান প্রদান করেন। এই মতামত নেওয়ারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যে, এই জলবাহিত নদী গঙ্গা পতিত-পাবনী নয়, তা হলেন একমাত্র বাবা। এমন-এমন ওপিনীয়ন যখন লিখবে তখনই তোমাদের বিজয় হবে। এখনও সময় আছে। এখন তোমাদের সার্ভিস যেভাবে চলে, এত খরচ হয়, এ তো তোমরা বাচ্চারাই একে-অপরকে সাহায্য করো। বাইরের লোকেরা তো কিছুই জানে না। তোমরাই নিজেদের তন-মন-ধন খরচ করে নিজেদের জন্যই রাজধানী স্থাপন করো। যে করবে সেই পাবে। যে করে না, সে পায়ও না। প্রতি কল্পে তোমরাই কর। তোমরাই নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন হও। তোমরাই জানো যে, বাবা যেমন পিতাও, তেমন শিক্ষকও, আবার তিনি গীতা-জ্ঞানও যথার্থ রীতি অনুসারে শোনান। ভক্তিমার্গে যদিও গীতা শুনেছো কিন্তু রাজ্য কি প্রাপ্ত করেছ, না করনি। ঈশ্বরীয় মত বদলে গিয়ে আসুরী মত হয়ে গেছে। ক্যারেক্টার বিগড়ে গিয়ে পতিই হয়ে গেছে। কুস্তমেলায় কত কোটি-কোটি মানুষ যায়। যেখানে-যেখানে জল দেখে, সেখানেই চলে যায়। মনে করে জলের দ্বারাই পবিত্র হবে। এখন জল তো এখান-ওখান থেকে নদীর মাধ্যমে আসতেই থাকে। এর দ্বারা কি পবিত্র হতে পারে ! জলে স্নান করলেই কি আমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে দেবতা হয়ে যাব? এখন তোমরা জানো যে, কেউ-ই পবিত্র হতে পারে না। এটা ভুল। তাহলে এই ৩টি বিষয়ে ওপিনীয়ন নেওয়া উচিত। এখন বলে যে, সংস্থাটি খুব ভালো, তাই অনেকের ভিতরে এই যে এক ভ্রান্ত-কথা ভরা ছিল যে ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে সম্মোহন-শক্তি (জাদু) রয়েছে, তারা (ঘর-পরিবার

থেকে) ভাগিয়ে নিয়ে যায় - সেইসব চিন্তাধারা দূর হয়ে যাবে, কারণ তাদের আওয়াজ এখন অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছে, তাই না। বিদেশেও এই আওয়াজ পৌঁছে গিয়েছিল যে এঁনার ১৬১০৮-জন রানী চাই, তারমধ্যে ৪০০ পাওয়া গেছে কারণ ওইসময় সংসঙ্গে শ'চারেক আসতো। বহু লোক বিরোধিতা করেছিল, পিকেটিং ইত্যাদিও করেছিল, কিন্তু বাবার বিরুদ্ধে কেউ-ই কিছু করতে পারেনি। সকলেই বলতো, এই জাদুকর আবার কোথা থেকে এসেছে। আবার কেমন ওয়াল্ডার দেখো, বাবা তো করাচীতে থাকতেন। পুরো দল তখন নিজেকেই নিজেরাই নিজেদের একত্রিত করে পালিয়ে এসেছিল। কেউ জানতেও পারেনি যে, নিজেদের ঘর থেকে তারা কিভাবে পালিয়েছে। এও ভাবেনি যে, এরা এতজন কোথায় গিয়ে থাকবে। তখন বাবা তৎক্ষণাৎ একটি বাংলা কেনেন। তাই এটাই হলো ম্যাজিক, তাই না। এখনও বলে যে এরা জাদুকরী (ব্রহ্মাকুমারী)। ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে গেলে আর ফিরে আসবে না। এরা স্বামী-স্ত্রীকে ভাই-বোন বানিয়ে দেয়, তাই অনেকে তো আর আসেই না। এখন তোমাদের প্রদর্শনী ইত্যাদি দেখে, সেই যে কথাগুলো বুদ্ধিতে বসে গিয়েছিল, তা দূর হয়। এছাড়া বাবা যে ওপিনীয়ন চায়, সেসব তো কেউ লেখেই না। বাবার তো সেই ওপিনীয়ন চাই - তারা যেন লেখে যে, গীতার ভগবান কৃষ্ণ নয়। সমগ্র দুনিয়া মনে করে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ। কিন্তু কৃষ্ণ তো ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে। শিববাবা হলেন পুনর্জন্ম-রহিত। তাই এরজন্য অনেকের মতামত চাই। অনেকেই রয়েছে যারা গীতা-জ্ঞান শোনে, পুনরায় দেখবে একথা সংবাদপত্রেও বেরিয়েছে যে, গীতার ভগবান পরমপিতা পরমাত্মা শিব। একাধারে তিনিই পিতা, শিক্ষক, সকলের সঙ্গতি দাতা। শান্তি আর সুখের উত্তরাধিকার একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া যায়। এছাড়া এখন তোমরা পরিশ্রম করো, উদ্ঘাটন করাও, মানুষের ভ্রান্তি দূর হয়, ভালো শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। এছাড়া বাবা যেমন বলেন, তাদের তেমনই ওপিনীয়ন লেখা উচিত। মুখ্য ওপিনীয়ন হলো এটাই। এছাড়া ওরা শুধু রায় দেয় যে - এই সংস্থা খুব ভাল। এতে আর কি হবে। হ্যাঁ, ভবিষ্যতে যখন বিনাশ আর স্থাপনা আরো সমীপে আসবে তখন তোমরা এই ওপিনীয়নও পাবে। বুঝে লিখবে। এখন তোমাদের কাছে আসতে শুরু করেছে, তাই না। এখন তোমরা জ্ঞান পেয়েছো - এক পিতার সন্তান আমরা সকলে ভাই-ভাই। একথা কাউকে বোঝান অতি সহজ। সর্ব আত্মাদের পিতা হলেন এক পরমপিতা। তাঁর থেকে অবশ্যই পরম অসীম জগতের পদও প্রাপ্ত হবে। যা ৫ হাজার বছর পূর্বে তোমরা পেয়েছিলে। ওরা (অজ্ঞানী লোক) বলে কলিযুগের আয়ু লক্ষ-লক্ষ বছর। আর তোমরা বল ৫ হাজার বছর, কত পার্থক্য।

বাবা বোঝান, ৫ হাজার বছর পূর্বে বিশ্বে শান্তি ছিল। এই এইম অবজেক্ট (লক্ষ্মী-নারায়ণ) সম্মুখে রয়েছে। এঁনাদের রাজত্বে বিশ্বে শান্তি ছিল। সেই রাজধানী আমরা পুনরায় স্থাপন করছি। সমগ্র বিশ্বে সুখ-শান্তি ছিল। দুঃখের কোনো নামই ছিল না। এখন দুঃখ তো অপার। গুপ্ত রীতিতে আমরা সেই সুখ-শান্তির রাজ্য স্থাপন করছি নিজেদেরই তন-মন-ধনের সহযোগ দ্বারা। বাবাও গুপ্ত, নলেজও গুপ্ত, তোমাদের পুরুষার্থও গুপ্ত, তাই বাবা সঙ্গীত-কবিতা ইত্যাদি পছন্দ করেন না। ওটা হলো ভক্তিমার্গ। এখানে তো নীরব থাকতে হবে, শান্তিতে চলা-ফেরা করতে-করতেই বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর বুদ্ধির দ্বারা সৃষ্টিচক্র-কে মন্থন করতে হবে। এখন এই পুরানো দুনিয়ায় এ তোমাদের অন্তিম জন্ম। পুনরায় আমরা নতুন দুনিয়ায় প্রথম জন্ম নেব। অবশ্যই পবিত্র আত্মা চাই। এখন সব আত্মারাই পতিত। আত্মাকে পবিত্র করার জন্যই তোমরা বাবার সঙ্গে যোগ-যুক্ত হও। স্বয়ং বাবা বলেন - বাচ্চারা, দেহ-সহ দেহের সর্ব সম্বন্ধ ত্যাগ করো। বাবা নতুন দুনিয়া তৈরী করছেন, ওঁনাকে স্মরণ করলেই তোমাদের পাপ খন্ডন হবে। আরে! বাবা, যিনি তোমাদের বিশ্বের রাজ্য-ভাগ্য দেন, এমন বাবাকে তোমরা কেমন করে ভুলে যাও ! তিনি বলেন - বাচ্চারা, শুধুমাত্র এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হও। এই মৃত্যুলোকে এখন বিনাশ সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই বিনাশও ৫ হাজার বছর পূর্বে হব্ব এইভাবেই হয়েছিল। একথা স্মৃতিতে তো আসে, তাই না। নিজেদের রাজ্য ছিল, তখন অন্য কোন ধর্ম ছিল না। বাবার কাছে যখন কেউ আসে তখন তাকে জিজ্ঞাসা করি - পূর্বে কবে মিলিত হয়েছিলে? কোনো কোনো সুবুদ্ধি সম্পন্ন বাচ্চা তো ঝট করে বলে দেয় ৫ হাজার বছর পূর্বে। আবার নতুন কেউ এলে তখন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। বাবা বুঝে যায় যে, ব্রাহ্মণী ঠিকমত বোঝায়নি। পুনরায় তিনি বলেন মনে করো, তখন স্মৃতিতে আসে। একথা তো আর কেউ-ই জিজ্ঞাসা করতে পারে না। তাদের জিজ্ঞাসা করার মতন বুদ্ধি আসবেই না। তারা কি এই কথা জানে ! যারা এই কুলের হবে, ভবিষ্যতে তারা অনেকেই তোমাদের কাছে এসে শুনবে। দুনিয়ার পরিবর্তন তো অবশ্যই হবে। চক্রের রহস্যও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যাও। বাবা নতুন ঘর তৈরী করছেন তাই বুদ্ধি তখন সেইদিকে চলে যায়। পুরানো ঘরের প্রতি তখন আর মোহ থাকে না। এ হলো অসীম জগতের কথা। বাবা নতুন দুনিয়া, স্বর্গ স্থাপন করছেন তাই এখন এই পুরানো দুনিয়াকে দেখেও দেখো না। মমস্ব যেন নতুন দুনিয়ায় থাকে। এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি যেন বৈরাগ্য আসে। ওরা(সন্ন্যাসী) হঠযোগের দ্বারা পার্থিব জগতের থেকে সন্ন্যাস নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে বসে। তোমাদের হলো সমগ্র দুনিয়ার থেকেই বৈরাগ্য, এতে অনেক দুঃখ রয়েছে। নতুন সত্যযুগী দুনিয়ায় অপার সুখ রয়েছে তাই একে অবশ্যই স্মরণ করবো। এখানে সবকিছুই দুঃখদায়ক। মা-বাবা প্রভৃতির সকলেই বিকারের পথে ঠেলে দেয়। বাবা বলেন, কাম মহাশত্রু। একে

জিততে পারলেই তো তোমরা জগৎ-জীত হয়ে যাবে। এই রাজযোগ বাবা শেখান, যার দ্বারা আমরা এই পদ প্রাপ্ত করি। তোমরা বলো, আমাদেরকে ভগবান স্বপ্নে বলেছেন, পবিত্র হও তবেই স্বর্গের রাজত্ব পাওয়া যাবে। তাহলে আমরা এক জন্ম অপবিত্র হয়ে নিজেদের রাজত্ব হারাব কী, না হারাব না। এই পবিত্রতার কথাতেই তো ঝগড়া হয়ে থাকে। দ্রৌপদীও ডাকে যে, দুঃশাসন আমাকে নগ্ন করছে। তারা এমন নাটকও দেখায় যে, দ্রৌপদীকে কৃষ্ণ ২১টি শাড়ি প্রদান করছে। এখন বাবা বসে বোঝান যে, কত দুর্গতি হয়েছে। দুঃখ তো অপার, তাই না। সত্যযুগে অপার সুখ ছিল। এখন আমি এসেছি - অনেক ধর্মের বিনাশ আর এক সত্য ধর্ম স্থাপন করতে। তোমাদের রাজত্ব প্রদান করে বাণপ্রস্থে চলে যাব। আধাকল্প আমার প্রয়োজনই পড়বে না। তোমরা কখনো আমাকে স্মরণ করবে না। তাই বাবা বোঝান - তোমাদের প্রতি সকলের মনে যে ভ্রান্ত বা ব্যর্থ ভাইব্রেশন রয়েছে এখন তা দূর হয়ে সঠিক ভাইব্রেশন তৈরী হচ্ছে। এছাড়া মুখ্যকথাই হলো, 'ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন' - সকলের থেকে এই ওপিনীয়েন লিখিয়ে নাও। তিনিই তো এসে রাজযোগ শিখিয়েছেন। পতিত-পাবনও তো বাবা-ই। জলবাহিত নদী কি পবিত্র বানাতে পারে, না পারে না। জল সর্বত্রই পাওয়া যায়। এখন অসীম জগতের পিতা বলেন, নিজেকে আত্মা মনে কর। দেহ-সহ দেহের সর্ব সম্বন্ধ ত্যাগ করো। আত্মাই এক শরীর পরিত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। ওরা বলে যে, আত্মা নির্লেপ (দাগ লাগে না)। আত্মা তথা পরমাত্মা - এ হলো ভক্তিমার্গের কথা। বাচ্চারা বলে যে - বাবা, কিভাবে স্মরণ করব? আরে! নিজেকে আত্মা মনে করো, তাই না। আত্মা কত ছোট বিন্দু তাহলে তাদের বাবাও এত ছোটই হবে। তিনি পুনর্জন্মে আসেন না। এই জ্ঞান বুদ্ধিতে রয়েছে। বাবার স্মরণ কেন আসবে না। চলা-ফেরা করতে-করতেই বাবাকে স্মরণ কর। আত্মা! বাবার রূপকে বড়ই মনে কর। কিন্তু স্মরণ একজনকেই কর, তাই না, তবেই তোমাদের পাপ খন্ডন হবে। আর তো কোন উপায় নেই। যারা বোঝে, তারা বলে, বাবা তোমাকে স্মরণ করেই তো আমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়া, বিশ্বের মালিক হই, তাহলে তোমাকে কেন স্মরণ করব না। একে-অপরকে স্মরণ করাও, তবেই পাপখন্ডন হয়ে যাবে। আত্মা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যেমন বাবা আর নলেজ গুপ্ত, তেমনই পুরুষার্থও গুপ্তভাবে করতে হবে। সঙ্গীত-কবিতা ইত্যাদির পরিবর্তে নীরব হয়ে থাকাই ভাল। শান্তিতে চলা-ফেরা করতে-করতে স্মরণ করতে হবে।

২) পুরানো দুনিয়া পরিবর্তিত হতে চলেছে, তাই মোহ কাটিয়ে উঠতে হবে, একে দেখেও দেখবে না। বুদ্ধি নতুন দুনিয়ার প্রতি যুক্ত করতে হবে।

বরদানঃ:- ব্রাহ্মণ জন্মের বিশেষত্বকে ন্যাচারাল নেচার বানানো সহজ পুরুষার্থী ভব
ব্রাহ্মণ জন্মও হলো বিশেষ, ব্রাহ্মণ ধর্ম আর কর্মও হলো বিশেষ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ। কেননা ব্রাহ্মণরা কর্ম করার সময় সাকার ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করে। তাই ব্রাহ্মণের নেচারই হল বিশেষ নেচার, সাধারণ বা মায়াবী নেচার ব্রাহ্মণদের নেচার নয়। কেবল এটাই স্মৃতি স্বরূপে যেন থাকে যে আমি হলাম বিশেষ আত্মা, এই নেচার যখন ন্যাচারাল হয়ে যাবে তখন বাবার সমান হওয়া সহজ অনুভব করবে। স্মৃতি স্বরূপ তথা সমর্থী স্বরূপ হয়ে যাবে - এটাই হল সহজ পুরুষার্থ।

স্লোগানঃ:- পবিত্রতা আর শান্তির লাইট যে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়, সে-ই হলো লাইট হাউস।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা কোনো পতিত দেহধারীদের প্রতিই ভালোবাসা রাখবে না, কেননা তোমরা পবিত্র দুনিয়াতে যাচ্ছে, তোমাদের একমাত্র বাবাকেই ভালোবাসতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমরা কোন্ জিনিসের প্রতি বিরক্ত হবে না আর কেন?

*উত্তরঃ - তোমরা তোমাদের এই শরীরের প্রতি কোনরকম বিরক্ত হবে না, কেননা তোমাদের এই শরীর হলো অত্যন্ত ভ্যালুয়েবল। আমরা এই শরীরে বসে বাবাকে স্মরণ করে অনেক বড় লটারী পাচ্ছে। তোমরা বাবার স্মরণে থাকলে খুশীর মতো পুষ্টিকর আহার পেতে থাকবে।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি-মিষ্টি আমরা রুপী বাচ্চারা, এখন তোমরা দূরদেশের বাসিন্দা, এরপর হলে দূরদেশের প্যাসেঞ্জার। আমরা হলাম আমরা, এখন আমরা অনেক দূরদেশে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। এ কথা কেবল তোমরা আমাদেরই জানো যে, আমরা দূরদেশের বাসিন্দা, আর আমরা দূরদেশে থাকা বাবাকে ডাকি যে, তুমি এসে আমাদেরও সেই দূরদেশে নিয়ে চলো। বাচ্চারা, এখন দূরদেশে থাকা বাবা তোমাদের ওখানে নিয়ে যান। তোমরা হলে আধ্যাত্মিক প্যাসেঞ্জার, কেননা তোমরা তো এই শরীরের সঙ্গেই আছো, তাই না। আমরাই তো ট্র্যাভেলিং করবে। শরীর তো তোমরা এখানেই ত্যাগ করবে। কেবল আমরাই ট্র্যাভেল করবে। আমরা কোথায় যাবে? নিজের আত্মিক দুনিয়ায়। এ হলো শরীরের দুনিয়া আর ওটা হলো আমাদের দুনিয়া। বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন, এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে, যেখান থেকে তোমরা এখানে পাট প্লে করতে এসেছো। এ হলো অনেক বড় মণ্ডপ বা স্টেজ। এই স্টেজে অ্যাক্ট করে আবার সবাইকে ফিরে যেতে হবে। নাটক যখন সম্পূর্ণ হবে, তখনই তো তোমরা যাবে, তাই না। এখন তোমরা এখানে বসে আছো, তোমাদের বুদ্ধিযোগ কিন্তু ঘর আর রাজধানীর প্রতি। এ কথা খুব পাকাপাকি ভাবে মনে রেখো। কেননা এমন মহিমা তো আছেই - অস্তিম সময়ে যেমন মতি, তেমনই গতি। এখন এখানে তোমরা পাঠ গ্রহণ করছো, তোমরা জানো যে, ভগবান শিববাবা আমাদের পড়ান। এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ ছাড়া ভগবান কখনোই পড়াবেন না। সম্পূর্ণ পাঁচ হাজার বছরে নিরাকার ভগবান বাবা একবারই এসে পড়ান। এ বিষয়ে তো তোমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত। এই পাঠও কতো সহজ, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। ওই ঘরের প্রতি তো সম্পূর্ণ দুনিয়ার ভালোবাসা আছে। সকলেই তো মুক্তিধামে যেতে চায়, কিন্তু অর্থ কেউই বোঝে না। সাধারণ মানুষের বুদ্ধি এখন কেমন আর তোমাদের বুদ্ধি এখন কেমন তৈরী হয়েছে, দুইয়ের কতো ফারাক। পুরুষার্থের নম্বর অনুযায়ী তোমাদের এখন স্বচ্ছ বুদ্ধি। তোমরা খুব ভালোভাবে এই বিশ্বের আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান জানো। তোমাদের মনে আছে যে, আমাদের এখন পুরুষার্থ করে নর থেকে অবশ্যই নারায়ণ হতে হবে। এখান থেকে তো প্রথমে নিজেদের ঘরে ফিরে যাবে, তাই না। তাই খুশীর সঙ্গে যেতে হবে। সত্যযুগে যেমন দেবতারা খুশীর সঙ্গে এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে, তেমনই তোমাদের এই পুরানো শরীরকে খুশীর সঙ্গে ত্যাগ করতে হবে। এই শরীরের প্রতি বিরক্ত হয়ো না। কেননা এই শরীর হলো খুবই মূল্যবান। এই শরীরের দ্বারাই আমরা বাবার থেকে লটারী পায়। আমরা যতক্ষণ না পবিত্র হতে পারি, ততক্ষণ ঘরে ফিরে যেতে পারি না। তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে সেই যোগবলের দ্বারাই পাপের ভার মুক্ত হবে। নাহলে অনেক সাজা ভোগ করতে হবে। তোমাদের তো অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। লৌকিক সম্বন্ধেও কোনো বাচ্চা কোনো খারাপ - পতিত কাজ করলে বাবা তাকে রাগ করে লাঠির আঘাত করেন, কেননা নিয়ম বহির্ভূতভাবে তারা পতিত হয়ে যায়। কারোর সঙ্গে যদি নিয়মের বাইরে প্রেমের সম্পর্ক রাখে, তাহলে বাবা - মায়ের ভালো লাগে না। অসীম জগতের এই বাবা বলেন, বাচ্চারা, তোমরা তো এখানে চিরকাল থাকবে না। এখন তোমাদের নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে। ওখানে কোনো বিকারী - পতিত থাকে না। এক পতিত - পাবন বাবা এসেই তোমাদের এমন পবিত্র বানান। বাবা নিজেই বলেন, আমার জন্ম দিব্য এবং অলৌকিক, আর কোনো আমরাই আমার মতো শরীরে প্রবেশ করতে পারে না। যদিও ধর্মস্থাপকরা আসেন, তাঁদের আমরা প্রবেশ করে, কিন্তু সেকথা আলাদা। আমি তো সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই আসি। ওরা তো নীচে নেমে আসে তাঁদের ভূমিকা পালন করার জন্য। আমি তো সবাইকে নিয়ে যাই, তারপর বলে দিই, তুমি কিভাবে প্রথমদিকে নতুন দুনিয়াতে আসবে। ওই নতুন দুনিয়াতে কেউই বক থাকে না। বাবা তো বকেদের মাঝেই আসেন। তারপর তোমাদের হংসে পরিণত করেন। তোমরা এখন হংসে পরিণত হয়েছো এবং মুক্তো চয়ন করছো। সত্যযুগে তোমরা এই রত্ন পাবে না। এখানে তোমরা এই জ্ঞান রত্নের চয়ন করে হংসে পরিণত হও। তোমরা কিভাবে বক থেকে হংসে পরিণত হও, সে কথা বাবা বসে তোমাদের বুঝিয়ে বলেন। তিনি এখন তোমাদের হংসে পরিণত করছেন। দেবতাদের হংস এবং অসুরদের বক বলা হবে। এখন তোমরা আবর্জনা ত্যাগ করে মুক্তো চয়ন করছো

তোমাদেরই পদ্মসম সৌভাগ্যশালী বলা হয়। তোমাদের পায়ে পদ্মের ছাপ লাগে। শিববার তো পা-ই নেই যে পদ্ম হতে পারবে। তিনি তো তোমাদের পদ্মসম সৌভাগ্যশালী বানান। বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছি। এই সমস্ত বিষয়ই খুব ভালোভাবে বোঝার। মানুষ তো এ কথা বোঝেই যে, একসময় স্বর্গ ছিলো, কিন্তু তা কবে ছিলো, আবার কিভাবে হবে, সে সব জানে না। বাচ্চারা, তোমরা এখন আলোতে এসেছো। ওরা সব অন্ধকারে আছে। এই লক্ষ্মী - নারায়ণ কিভাবে বিশ্বের মালিক হয়েছিলেন, এ কথা জানেই না। এ হলো পাঁচ হাজার বছরের কথা। বাবা বসে বোঝান, তোমরা যেভাবে তোমাদের ভূমিকা পালন করতে আসো, আমিও তেমনই আসি। তোমরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে ডাকো - হে বাবা, আমাদের মতো পতিতদের তুমি এসে পবিত্র বানাও। আর কাউকেই এমন বলবে না, এমনকি ধর্ম স্থাপকদেরও এমন বলবে না যে, এসে সকলকে পবিত্র বানাও। খ্রাইস্ট এবং বুদ্ধকে পতিত - পাবন বলবেই না। গুরু তিনিই, যিনি সঙ্গতি করবেন। তিনি তো প্রথমে আসেন, তাঁর পিছনে সবাইকেই আসতে হয়। এখান থেকে ফিরে যাওয়ার রাস্তা বলে দেওয়া, সকলের সদগতি করা অকালমূর্তি হলেন এক বাবা-ই। বাস্তবে সঙ্গুরু শব্দটিই হলো সঠিক। বরং তোমরা যা বলো তার তুলনায় সঠিক শব্দের প্রয়োগ তো শিখরাই করে, উচ্চৈশ্বরে বলে - সঙ্গুরু অকাল। তারা অনেক জোরে সুর করে বলে, তারা বলে সদগুরু অকালমূর্তি। মূর্তি যদি না হয়, তাহলে সঙ্গুরু কিভাবে হবে, সঙ্গতি কিভাবে দেবে? প্রকৃত সঙ্গুরু নিজে এসেই তাঁর পরিচয় দেন - আমি তোমাদের মতো জন্ম নিই না। আর তো সকলেই শরীরধারীরা বসে শোনান। তোমাদের অশরীরী আত্মাদের পিতা বসে শোনান। এ হলো রাত - দিনের তফাৎ। এই সময় মানুষ যা কিছুই করে তা ভুলই করে। কেননা তারা রাবণের মতো চলছে, তাই না। প্রত্যেকের মধ্যেই পাঁচ বিকার উপস্থিত। এখন হলো রাবণ রাজ্য, এইসব কথা বাবা ডিটেলে বসে বোঝান। নাহলে সম্পূর্ণ দুনিয়ার চক্রের কথা কিভাবে জানা যাবে? এই চক্র কিভাবে ঘোরে, তা তো জানা উচিত, তাই না। এও তোমরা বলো না যে, বাবা তুমি বোঝাও। বাবা নিজে থেকেই বোঝাতে থাকেন। তোমাদের একটি প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করার থাকে না। ভগবান তো হলেন বাবা। বাবার কাজ হলো সবকিছুই নিজে থেকে শোনানো, নিজে থেকে করা। স্কুলে গিয়ে বাবা বাচ্চাদের নিজে থেকেই ভর্তি করেন। তাদের চাকরী করতে পাঠান, তারপর বলেন, ৬০ বছর পরে এইসব ছেড়ে ভগবানের ভজন করো। বেদ - শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ো, পূজা করো। তোমরা অর্ধেক কল্প পূজারী হও আবার অর্ধেক কল্প পূজ্য। কিভাবে তোমরা পবিত্র হবে, তারজন্য কতো সহজভাবে বুঝিয়ে বলা হয়। এরপর ভক্তি সম্পূর্ণ ছেড়ে যায়। ওরা সব ভক্তি করছে আর তোমরা জ্ঞান নিচ্ছে। ওরা রাতে আছে আর তোমরা দিনে যাও অর্থাৎ স্বর্গে। গীতায় লেখা আছে 'মনমনাভব' - এই শব্দ তো বিখ্যাত। গীতা যারা পড়ে তারা বুঝতে পারবে, খুব সহজভাবে লেখা আছে। সারাজীবন গীতা পড়ে এসেছে অথচ কিছুই বুঝতে পারেনি। এখন সেই গীতার ভগবান বসে যখন শেখান, তখন পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাও। এখন আমরা ভগবানের থেকে গীতা শুনি তারপর অন্যদের শোনাই, আমরা পবিত্র হই।

বাবার মহাবাক্যই হলো - এ হলো সেই সহজ রাজযোগ। মানুষ কতো অন্ধশ্রদ্ধায় ডুবে আছে, তোমাদের কথা তো শোনেই না। এই অবিনাশী নাটকের নিয়ম অনুসারে যখন তাদের ভাগ্য খুলবে তখনই তোমাদের কাছে আসতে পারবে। তোমাদের মতো ভাগ্য অন্য কোনো ধর্মের মানুষের হতে পারবে না। বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমাদের এই দেবী - দেবতা ধর্ম খুব সুখদায়ী। তোমরাও বুঝতে পারো - বাবা ঠিকই বলছেন। শাস্ত্রে তো ওখানেও কংস - রাবণ আছে, দেখানো হয়েছে। ওখানকার সুখের খবর তো কেউ জানেই না। যদিও তারা দেবতাদের পূজা করে, তবুও বুদ্ধিতে কিছুই স্থায়ী হয় না। বাবা এখন বলছেন - তোমরা আমাকে স্মরণ করো কি? এমন কখনো শুনেছো কি, বাবা বাচ্চাদের বলছেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো। লৌকিক বাবা কখনো এমনভাবে স্মরণ করানোর পুরুষার্থ করান কি? এ কথা অসীম জগতের পিতা বসে বোঝান। তোমরা এই সম্পূর্ণ বিশ্বের আদি - মধ্য এবং অন্তকে জেনে চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। প্রথমে তোমরাই ঘরে ফিরে যাবে। তারপর আবার অভিনেতা হয়ে ফিরে আসতে হবে। এখন কেউই জানতে পারবে না, এ নতুন আত্মা নাকি পুরানো আত্মা। নতুন আত্মাদের অবশ্যই নাম হয়। এখনো দেখো, কারোর কারোর কতো নাম। অনেক মানুষ আসতে থাকে। অনায়াসেই তারা আসতে থাকে। তো সেই প্রভাবও পড়ে। বাবাও এনার মধ্যে অনায়াসেই আসেন, তখন সেই প্রভাবও পড়ে। সেও নতুন আত্মাই আসেন তাই পুরানোর উপর প্রভাব পড়ে। শাখাপ্রশাখা বের হয়ে যায়, তাদেরও মহিমা হতে থাকে। কেউই বুঝতে পারে না, এর এতো নাম কেন? নতুন আত্মা হলে তার মধ্যে প্রয়াস থাকে। এখন তো দেখো, কতো মিথ্যা ভগবান তৈরী হয়ে গেছে, তাই তো এমন গাওয়া হয়, সত্যের নৌকা টলমল করে, কিন্তু ডুবে যায় না। ঝড় তো অনেকই আসে কেননা ভগবান তো কান্ডারী, তাই না। বাচ্চারাও হেলতে থাকে, কারণ নৌকায় তো অনেক দোলা লাগে। অন্য সংসঙ্গে তো অনেকেই আসে, কেননা ওখানে তুফান ইত্যাদির কোনো কথা নেই। এখানে

অবলাদের উপর কতো অত্যাচার হয়, তবুও তো স্থাপনা হতেই হবে। বাবা বসে বোঝান - হে আত্মারা, তোমরা কতো জংলী কাঁটা হয়ে গেছো, তোমরা অন্যকে কাঁটার আঘাত করো, তাই তোমাদেরও কাঁটা লাগে। প্রতিটি বিষয়ের প্রতিদান তো পেতেই হবে। ওখানে দুঃখের কোনো ছি - ছি কথা নেই, তাই তাকে বলা হয় স্বর্গ। মানুষ স্বর্গ আর নরক বলে থাকে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। তারা বলে - অমুকে স্বর্গে গেছে, বাস্তবে এই কথা বলাও ভুল। নিরাকারী দুনিয়াকে স্বর্গ বলা হয় না। সে হলো মুক্তিধাম। এরা তবুও বলে - স্বর্গে গেছে।

এখন তোমরা জানো যে - এই মুক্তিধাম হলো আত্মাদের ঘর। এখানে যেমন ঘর হয়। ভক্তিমাগে যারা খুব ধনবান হয়, তারা কতো উঁচু মন্দির বানায়। শিবের মন্দির দেখো কিভাবে বানানো হয়েছে। লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দির যখন বানায় তখন সেখানে কতো রত্ন থাকে। সেখানে অনেক ধন - সম্পদ থাকে। এখন সবই নকল হয়ে গেছে। তোমরাও আগে অনেক আসল গয়না পড়তে। এখন তো সবাই সরকারের ভয়ে আসল রেখে নকল পড়ে থাকে। ওখানে তো সবই আসল। ওখানে নকল কিছুই হয় না। এখানে আসল থাকা সত্ত্বেও সবাই লুকিয়ে রেখে দেয়। দিন - দিন সোনার মূল্য বাড়তে থাকে। ওখানে তো হলোই স্বর্গ। ওখানে তোমরা সবকিছুই নতুন পাবে। নতুন দুনিয়াতে সবকিছুই নতুন ছিলো, সেখানে অথৈ ধন ছিলো। এখন তো দেখো প্রতিটি জিনিসই কতো মূল্যবান হয়ে গেছে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের মূলধাম (বতন) থেকে শুরু করে সমস্ত রহস্য বুঝিয়ে বলা হয়েছে। মূলধামের রহস্য বাবা ব্যতীত আর কে বোঝাবেন? তোমাদেরও তো আবার টিচার হতে হবে। গৃহস্থ জীবনে থেকেও তোমরা কমল ফুলের মতো পবিত্র থাকো। তোমরা অন্যদেরও যদি নিজের মতো তৈরী করতে পারো তাহলে অনেক উঁচু পদ পেতে পারবে। এখানে যারা আছে, তাদের থেকেও অনেক উঁচু পদ পেতে পারে। নম্বরের ক্রমানুসারে তো আছেই, বাইরে থেকেও বিজয় মালাতে গ্রথিত হওয়া সম্ভব, তা সে এক সপ্তাহের কোর্স করে বিলেতেই থাকুক বা যেখানেই থাকুক। সমস্ত দুনিয়াই এই খবর পাবে। বাবা এসেছেন এবং বলেছেন - কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করো। এই বাবাই হলেন উদ্ধারকর্তা এবং গাইড। ওখানে তোমরা গেলে খবরের কাগজেও অনেক নাম বের হবে। অন্যেরাও একে খুব সহজ কথা মনে করবে - আত্মা আর শরীর দুটো জিনিস। আত্মার মধ্যেই মন এবং বুদ্ধি আছে, শরীর তো জড়। আত্মাই হলো অভিনেতা। তাই আত্মাই হলো বিশেষ, তাই এখন আত্মাকে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এখানে যারা থাকে, তারা ততটা স্মরণ করে না, যতটা বাইরে যারা থাকে, তারা করে। যারা বাবাকে খুব স্মরণ করে, অন্যদেরও নিজের তুল্য বানান, কাঁটাকে ফুলে পরিণত করেন, তারা উঁচু পদ পান। তোমরা জানো যে, তোমরাও প্রথমে কাঁটা ছিলে। এখন বাবা অর্ডিনেন্স জারি করেছেন - কাম হলো মহাশত্রু, একে জয় করলে তোমরা জগৎজিৎ হতে পারবে কিন্তু এই লেখাতে কেউ বুঝতেই পারে না। বাবা এখন বুঝিয়ে বলেছেন। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সদা জ্ঞান রত্নের চয়ন করে হংস হতে হবে। মুক্তো চয়ন করতে হবে। আবর্তনা ত্যাগ করতে হবে। প্রতি পদে পদ্ব সম উপার্জন জমা করে পদে পদে পদ্বসম ভাগ্যশালী হতে হবে।

২) উচ্চ পদ প্রাপ্তির জন্য শিক্ষক হয়ে অনেকের সেবা করতে হবে। কমল ফুল সম পবিত্র হয়ে অন্যদের নিজ সম বানাতে হবে। কাঁটাকে ফুলে পরিণত করতে হবে।

বরদানঃ:- তোমার আমার - এর দোলাচলকে সমাপ্ত করে দয়ার ভাবনা ইমার্জকারী মাসীফুল (করুণাময়) ভব সময়ে সময়ে কত কত আত্মার উপরে দুঃখের ঢেউয়ে আসে, প্রকৃতি কিঞ্চিৎ দোলাচল হলে, বিপর্যয় হলে অনেক আত্মারা ছটফট করতে থাকে, মাসী, দয়া প্রার্থনা করতে থাকে। তো এইরকম আত্মাদের আতর্নাদ শুনে দয়ার ভাবনা ইমার্জ করো। পূজ্যস্বরূপ, মাসীফুলের রূপ ধারণ করো। নিজেকে সম্পন্ন বানিয়ে নাও তো এই দুঃখের দুনিয়া সম্পন্ন হয়ে যাবে। এখন পরিবর্তনের শুভ ভাবনার ঢেউ তীব্রগতিতে ছড়িয়ে দাও তো তোমার আমার দোলাচল সমাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- ব্যর্থ সংকল্পের হাতুড়ি দিয়ে সমস্যার পাথরকে ভাঙার পরিবর্তে হাই জাম্প দিয়ে সমস্যারূপী পাহাড়কে অতিক্রমকারী হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা অসীম জগতের বাবার কাছে এসেছো বিকারী থেকে নির্বিকারী হওয়ার জন্য, সেইজন্য তোমাদের মধ্যে কোনো ভূত (বিকার) থাকা উচিত নয়"

*প্রশ্নঃ - বাবা তোমাদের এখন এমন কোন্ ধরনের পড়াশুনা করাচ্ছেন যা সমস্ত কল্পেও পড়ানো হয় না?

*উত্তরঃ - নূতন রাজধানী স্থাপন করার পাঠ, মানুষকে রাজ্য পদ দেওয়ার পাঠ, এই সময় সুপ্রিম বাবা-ই পড়ান। এই নূতন পাঠ সমগ্র কল্পতে পড়ানো হয় না। এই পড়াশোনার দ্বারা সত্যযুগী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এটা তো জানে যে আমি হলাম আত্মা, শরীর নই। একে বলা হয় দেহী- অভিমানী। এটা হলোই তো পাপ আত্মাদের দুনিয়া বা বিকারী দুনিয়া। রাবণ রাজ্য। সত্যযুগ পাস্ট হয়ে গেছে। ওখানে সবাই ছিলো নির্বিকারী। বাচ্চারা জানে - আমরাই ছিলাম পবিত্র দেবী-দেবতা, যারা কিনা ৮৪ জন্মের পরে আবার পতিত হয়েছি। সকলে তো ৮৪ জন্ম নেয় না। ভারতবাসীই দেবী-দেবতা ছিল, যারা ৮২, ৮৩, ৮৪ জন্ম নিয়েছে। তারাই পতিত হয়েছে। অবিনাশী ভূমি হিসেবে ভারতই গৌরবান্বিত হয়েছে। ভারতে যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিলো তখন এমন নূতন দুনিয়া, নূতন ভারত বলা হতো। এখন হলো পুরানো দুনিয়া, পুরানো ভারত। সে তো ছিলো সম্পূর্ণ নির্বিকারী, কোনো বিকার ছিলো না। সেই দেবতারাই ৮৪ জন্ম নিয়ে এখন পতিত হয়েছে। কাম-এর ভূত, ক্রোধের ভূত, লোভের ভূত - এই সব কড়া ভূত বা বিকার রয়েছে। এর মধ্যে মুখ্য হলো দেহ-অভিমানের ভূত। রাবণের রাজ্য যে। ভারতের অর্ধ-কল্পের শত্রু হলো এই রাবণ, যখন মানুষের মধ্যে ৫ বিকার প্রবেশ করে। এই দেবতাদের মধ্যে এসব ভূত ছিলো না। এরপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে এদের আত্মাও বিকারী হয়ে গেছে। তোমরা জানো যে, আমরা যখন দেবী-দেবতা ছিলাম তখন কোনোই বিকারের ভূত ছিলো না। সত্যযুগ-এতাকে বলা হয় রাম রাজ্য, দ্বাপর-কলিযুগকে বলা হয় রাবণ রাজ্য। এখানে প্রত্যেক নর-নারীর মধ্যে ৫ বিকার আছে। দ্বাপর থেকে কলিযুগ পর্যন্ত ৫ বিকার চলতে থাকে। এখন তোমরা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে বসে আছো। অসীম জগতের পিতার কাছে এসেছো বিকারী থেকে নির্বিকারী হতে। কেউ যদি নির্বিকারী হওয়ার পর বিকারের অধোগতিতে নেমে আসে তখন বাবা লেখেন- তুমি মুখ কালো করেছো বা কলঙ্কিত হয়েছো, এখন মুখ পরিষ্কৃত করা মুশকিল। ৫ তলা থেকে পড়ে গেলে যেমন হয়। হাড় ভেঙে যায়। গীতাতেও আছে ভগবানুবাচ - কাম হলো মহাশত্রু। বাস্তবিক ভাবে ভারতের ধর্ম শাস্ত্র হলোই গীতা। প্রত্যেক ধর্মের একটাই শাস্ত্র। ভারতবাসীর তো প্রচুর শাস্ত্র আছে। ওকে বলা হয় ভক্তি। নূতন দুনিয়া হলো সতাপ্রধান গোল্ডেন এজ, ওখানে কোনো লড়াই ঝগড়া ছিলো না। সকলের দীর্ঘ আয়ু ছিলো, এভার হেল্দি-ওয়েল্দি (স্বাস্থ্য- সম্পদ পূর্ণ) ছিলো। তোমাদের মনে পড়ে গেছে যে আমরাই সুখী ছিলাম। সেখানে অকাল মৃত্যু হয় না। মৃত্যুর ভয় থাকে না। সেখানে হেল্থ, ওয়েল্থ, হ্যাপিনেস (স্বাস্থ্য, সম্পদ, খুশী) সব থাকে। নরকে হ্যাপিনেস হয় না। শরীরের রোগ কিছু না কিছু লেগে থাকে। এটা হলো অপার দুঃখের দুনিয়া। ওটা হলো অপার দুঃখের দুনিয়া। অসীম জগতের পিতা তো আর দুঃখের দুনিয়া রচনা করবেন না! বাবা তো সুখের দুনিয়া রচনা করেন। আবার রাবণ রাজ্য এলে সেখানে দুঃখ, অশান্তি পাওয়া যায়। সত্যযুগ হলো সুখধাম, কলিযুগ হলো দুঃখধাম। বিকার যুক্ত হওয়া মানে কাম-কাটারি চালানো। মানুষ তো বলে, এটা তো ভগবানের রচনা। কিন্তু না, ভগবানের রচনা নয়, এটা হলো রাবণের রচনা। ভগবান তো স্বর্গ রচনা করেছেন। সেখানে কাম-কাটারি হয় না। ভগবান দুঃখ-সুখ দেন - এরকম নয়। আরে, ভগবান হলেন অসীম জগতের পিতা, তিনি বাচ্চাদের দুঃখ দেবেন কীভাবে। উনি বলেন আমি সুখের উত্তরাধিকার দিই আবার অর্ধ-কল্প পরে রাবণ অভিশপ্ত করে দেয়। সত্যযুগে সুখ ছিলো অপার, ঐশ্বর্যে ভরপুর ছিলো। একই সোমনাথ মন্দিরে কতো হীরে-জহরত ছিলো। ভারত কতো সলভেন্ট (স্বয়ম্ভুর, বিত্তশালী) ছিলো। এখন তো ইনস্যলভেন্ট (দেউলিয়া)। সত্যযুগে একশো ভাগ সলভেন্ট, কলিযুগে একশভাগ ইনসলভেন্ট- এই খেলা নির্ধারিত। এখন হলো আয়রন এজ, খাদ পড়তে পড়তে একদম তমোপ্রধান হয়ে গেছে। কতো দুঃখ এখানে। এই এয়ারোপ্লেন ইত্যাদিও ১০০ বছরে তৈরী হয়েছে। একে বলা হয় মায়ার আড়ম্বর। তাই মানুষ মনে করে সায়েন্স তো স্বর্গ তৈরী করে দিয়েছে। কিন্তু এটা হলো রাবণের স্বর্গ। কলিযুগে মায়ার দম্ব দেখে তোমাদের কাছে সমস্যা আসে। মনে করে আমাদের কাছে তো গাড়ি বাড়ি সব আছে। বাবা বলেন স্বর্গ তো সত্যযুগকে বলা হয়, যখন এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিলো। এখন কি আর এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য আছে ! এখন কলিযুগের পরে আবার এনাদের রাজত্ব শুরু হবে। ভারত প্রথমে অনেক ছোট ছিলো। নূতন দুনিয়াতে হয়েই থাকে ৯ লক্ষ দেবতারা। ব্যাস। শেষের দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমগ্র সৃষ্টি বৃদ্ধি পেতে থাকে যে। প্রথম দিকে শুধুমাত্র দেবী-দেবতারা ছিলো। অসীম জগতের পিতা ওয়ার্ল্ডের সেই হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি বসে বোঝান।

বাবা ব্যতীত আর কেউ বলতে পারে না। ঔঁনাকে বলা হয় নলেজফুল গড ফাদার। সমস্ত আত্মাদের ফাদার। আত্মারা সবাই হলো ভাই-ভাই, এরপর ভাই-বোন হয়ে ওঠে। তোমরা সকলেই হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার অ্যাডপ্টেড (পালিত) চিলড্রেন। সকল আত্মারা হলো তাঁরই তো সন্তান। ঔঁনাকে বলা হয় পরমপিতা, ঔঁনার নাম হলো শিব। ব্যস্। বাবা বোম্বান - আমার একটিই নাম, তা হলো শিব। ভক্তি মার্গে মানুষ আবার অনেক মন্দির তৈরী করে অনেক নাম রেখে দিয়েছে। ভক্তির সামগ্রী কতো শত রয়েছে। সে সবকে পড়াশুনা বলা হবে না। তাতে এইম অবজেক্ট কিছুই নেই। তা হলো নীচে নেমে যাওয়ার। নীচে নামতে নামতে তমোপ্রধান হয়ে যায়, আবার সতোপ্রধান হতে হবে সকলকে। তোমরা সতোপ্রধান হয়ে স্বর্গে যাবে, এছাড়া সকলে সতোপ্রধান ভাবে শান্তিধামে থাকবে। এটা ভালো করে স্মরণ করো। বাবা বলেন তোমরা আমাকে ডেকেছো- বাবা, পতিত হয়ে যাওয়া আমাদেরকে - এসে পবিত্র করো, তাই এখন আমি সমগ্র দুনিয়াকে পবিত্র করে তুলতে এসেছি। মানুষ মনে করে গঙ্গা-স্নান করলে পবিত্র হয়ে যাবে। গঙ্গাকে পতিত-পাবনী মনে করে। কুয়ার থেকে জল বের হয়ে, সেটাকেও গঙ্গা জল মনে করে স্নান করে। গুপ্ত গঙ্গা মনে করে। তীর্থ যাত্রাতে বা কোনো পাহাড়ীতে গেলে, সেটাকেও গুপ্ত গঙ্গা বলে। একে বলে মিথ্যা। গড ইজ ট্রুথ (ঈশ্বর সত্য) বলা হয়। এছাড়া রাবণ রাজ্যে সব মিথ্যা বলার। গড ফাদারই সত্য-ভূমি স্থাপন করেন। সেখানে মিথ্যার কোনো কিছুই থাকে না। দেবতাদের ভোগও শুদ্ধ নিবেদিত হয়। এখন তো হলো আসুরী রাজ্য, সত্যযুগ ত্রেতাতে হলো ঈশ্বরীয় রাজ্য, যা এখন স্থাপন হচ্ছে। ঈশ্বর এসেই সবাইকে পবিত্র করেন। দেবতাদের মধ্যে কোনো বিকার হয় না। যেমন রাজা-রাণী তেমন প্রজা সবাই পবিত্র হয়। এখানে সবাই পাপী, কামুক, ক্রোধী। নূতন দুনিয়াকে স্বর্গ আর একে নরক বলা হয়। বাবা ব্যতীত নরককে স্বর্গে পরিণত করতে কেউ পারবে না। এখানে সবাই হলো নরকবাসী পতিত। ওখানে এরকম বলবে না যে আমরা পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য স্নান করতে যাই। এটা হলো মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ। বীজরূপ হলেন ভগবান। উনিই রচনা রচয়িত করেন। সর্বপ্রথম রচনা করেন দেবী-দেবতাদের। এরপর বৃদ্ধি পেতে পেতে এতো ধর্ম হয়ে যায়। প্রথমে এক ধর্ম এক রাজ্য ছিলো। সুখ আর সুখ ছিলো। মানুষ চায়ই বিশ্বে শান্তি আসুক। সেটা এখন তোমরা স্থাপন করছো। এছাড়া সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর কিছু থাকবে। এই চক্র আবর্তিত হতে থাকে। এখন হলো কলিযুগের শেষ আর সত্যযুগ ইত্যাদির পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। একে বলা হয় কল্যাণকারী পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। কলিযুগের পরে সত্যযুগ স্থাপন হচ্ছে। তোমরা সঙ্গম যুগে পড়াশুনা করো এর ফল সত্যযুগে প্রাপ্তি হয়। এখানে যত পবিত্র হবে আর পড়াশুনা করবে ততোই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। এইরকম পড়াশুনা কোথাও হয় না। তোমাদের এই পড়াশুনার সুখ নূতন দুনিয়াতে প্রাপ্ত হবে। যদি কোনো ভূত (বিকার) হয়, এক তো শাস্তি পেতে হবে, দ্বিতীয়ত আবার ওখানে কম পদ প্রাপ্ত হবে। কতো সেন্টর্ রয়েছে, লক্ষ-লক্ষ সেন্টার হয়ে যাবে। সমগ্র বিশ্বে সেন্টর্স খুলে যাবে। পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মা হতেই হবে। তোমাদের এইম অবজেক্টও রয়েছে। পড়ানোর জন্য এক শিববাবা রয়েছেন। উনি হলেন জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। বাবা এসেই পড়ান। ইনি (ব্রহ্মা) পড়ান না, এনার দ্বারা পড়ান। এনাকে বলা হয় ভগবানের রথ। তোমাদের কত লক্ষ কোটি গুণ ভাগ্যশালী তৈরী করেন। তোমরা অনেক বিত্তশালী হও। কখনো রোগগ্রস্ত হও না। হেল্থ, ওয়েল্থ, হ্যাপিনেস সব প্রাপ্ত হয়। এখানে যদিও ধন থাকে কিন্তু রোগ ইত্যাদিও আছে। সেই হ্যাপিনেস থাকে না। কিছু না কিছু দুঃখ থাকে। তার তো নামই হলো সুখধাম, স্বর্গ, প্যারাডাইস। এই যে লক্ষ্মী-নারায়ণ তাদের এই রাজ্য কে দিয়েছে? এটা কেউ জানে না। এরা ভারতে ছিলো। বিশ্বের মালিক ছিলো। কোনো পার্টিশন ছিলো না। এখন তো কতো পার্টিশন। রাবণ রাজ্য। কতো টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে। লড়াই লেগে থাকে। ওখানে তো সমগ্র ভারতে এই দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিলো। ওখানে উপদেষ্টা ইত্যাদি থাকে না। এখানে তো কতো উপদেষ্টা আছে কারণ হলো বুদ্ধিহীনতা। তো উপদেষ্টাও সেরকম পতিত। পতিত পতিতকেই আকৃষ্ট করে, কর আর ঋণে ডুবে যায়...। কাঙ্গাল হয়ে যায়, ধারে ডুবে যায়। সত্যযুগে তো চাল-ডাল-আটা, ফল ইত্যাদি খুব সুস্বাদু। তোমরা ওখানে গিয়ে সব অনুভব করে আসো। সূক্ষ্মবতনে গেলে তো স্বর্গও যাবে। বাবা বলেন সৃষ্টিচক্র কিভাবে আবর্তিত হয়। ভারতে প্রথমে একই দেবী-দেবতা ধর্ম ছিলো। দ্বিতীয় কোনো ধর্ম ছিলো না। এরপর দ্বাপরে রাবণ রাজ্য শুরু হয়। এখন হলো বিকারী দুনিয়া আবার তোমরা পবিত্র হয়ে নির্বিকারী দেবতা হও। এটা হলো স্কুল। ভগবানুবাচ আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছি। তোমরা ভবিষ্যতে এরকম হবে। রাজ্য-ভাগ্যের পড়াশুনা আর কোথাও প্রাপ্ত হবে না। বাবা-ই পড়াশুনা করিয়ে নূতন দুনিয়ার রাজধানী দেন। সুপ্রিম ফাদার, টিচার, সঙ্কর হলেন একই শিববাবা। বাবা মানে অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া উচিত। ভগবান অবশ্যই স্বর্গের উত্তরাধিকার দেবেন। রাবণ, যাকে প্রতি বছর জ্বালানো হয়, এ হলো ভারতের নশ্বর ওয়ান শত্রু। রাবণ কিরকম অসুর বানিয়ে দিয়েছে ! এর রাজ্য ২৫০০ বছর চলে। বাবা তোমাদের বলেন, আমি তোমাদের সুখধামের মালিক করি। রাবণ তোমাদের দুঃখধামে নিয়ে যায়। তোমাদের আয়ুও কম হয়ে যায়। হঠাৎ করে অকালে মৃত্যু হয়ে যায়। অনেক রোগ হতে থাকে। ওখানে এরকম কোনো ব্যাপার থাকে না। নামই হলো স্বর্গ। মানুষ এখন নিজেকে হিন্দু বলতে থাকে, কারণ পতিত হয়েছে, দেবতা বলার যোগ্য নেই। বাবা এই রথ দ্বারা বসে বোঝাচ্ছেন, এই আত্মার পাশে বসেন তোমাদের পড়ানোর জন্য। তাই ইনিও অধ্যয়ন করেন। আমরা সকলে হলাম স্টুডেন্ট। এক বাবা

হলেন টিচার। এখন বাবা পড়াচ্ছেন। আবার ৫ হাজার বছর পরে এসে পড়বেন। এই জ্ঞান, এই পড়াশুনা আবার বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পড়াশুনা করে তোমরা দেবতা হলে, ২৫০০ হাজার বছর আবার সুখের উত্তরাধিকার নিয়েছো, আবার দুঃখ এলো, রাবণের অভিশাপও শুরু। এখন ভারত খুবই দুঃখী। এটা হলো দুঃখধাম। মানুষ তাই ডাকে - পতিত-পাবন এসো, এসে পবিত্র করো। এখন তোমাদের মধ্যে কোনোই বিকার থাকতে নেই, কিন্তু অর্ধ-কল্পের রোগ কেউ কি আর তাড়াতাড়ি বের করে দিতে পারে! ওই পড়াশুনাতেও যে ভালো ভাবে পড়ে না, সে ফেল করে। যে পাশ উইথ অনার হয় সে তো স্কলারশিপ নেয়। তোমাদের মধ্যে যে ভালো ভাবে পবিত্র হয় আর তারপর অপরকে পবিত্র করে, সে প্রাইজ নেয়। মালা হয় ৮ এর। তারা হলো পাশ উইথ অনার। এরপর ১০৮ এর মালাও হয়ে থাকে, সেই মালাও জপ হয়। মানুষ এই রহস্য কি আর বোঝে! মালার উপরে আছে ফুল তারপর হলো ডবল দানা মেরু। স্ত্রী আর পুরুষ দুজনে পবিত্র হয়। তারা তো পবিত্র ছিলেন। তাদের স্বর্গবাসী বলা হতো। এই আল্লাই পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন পতিত হয়ে গেছে। আবার এখান থেকে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়াতে যাবে। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপোর্ট হয়। বিকারী রাজা নির্বিকারী রাজাদের মন্দির ইত্যাদি তৈরী করে তাদের পূজা করে। তারাই আবার পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে যায়। বিকারী হওয়াতে আবার সেই লাইটের মুকুটও থাকে না। এই খেলা পূর্বনির্ধারিত। এটা হলো অসীম জগতের ওয়ান্ডারফুল ড্রামা। প্রথমে একই ধর্ম হয়ে থাকে, যাকে রাম রাজ্য বলা হয়, তারপর আরো আরো ধর্মের লোক আসে। এই সৃষ্টির চক্র কি ভাবে আবর্তিত হতে থাকে সেটা একমাত্র বাবা-ই বোঝাতে পারেন। ভগবান তো হলেন একই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আল্লাদের পিতা তাঁর আল্লা রুপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ভগবান স্বয়ং টিচার হয়ে পড়ান, সেইজন্য তিনি খুব ভালো ভাবে পড়ান। স্কলারশিপ নেওয়ার জন্য পবিত্র হয়ে অন্যদের পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে।

২) ভিতরে ভিতরে কাম, ক্রোধ, ইত্যাদির যা কিছু ভূত প্রবেশ করে রয়েছে, সে সব বের করে দিতে হবে। এইম-অবজেক্টকে সামনে রেখে পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদানঃ:- মায়ার ছায়া থেকে বেরিয়ে স্মরণের ছত্রছায়ায় থাকা নিশ্চিত বাদশাহ ভব যারা সদা বাবার স্মরণের ছত্রছায়ার নীচে থাকে তারা নিজেকে সদা সেফ অনুভব করে। মায়ার ছায়ায় থেকে বাঁচার সাধন হলো বাবার ছত্রছায়া। ছত্রছায়ার নীচে থাকা আল্লারা সদা নিশ্চিত বাদশাহ হবে। যদি কোনও চিন্তা থাকে তাহলে খুশী হারিয়ে যায়। খুশী হারিয়ে গেলে, দুর্বল হয়ে গেলে তো মায়ার ছায়ায় প্রভাব পড়ে যায়। কেননা দুর্বলতাই মায়াকে আহ্বান করে। স্বপ্নেও যদি মায়ার ছায়া পড়ে তাহলে ভয়ানক অতিষ্ঠ করে তোলে। সেইজন্য সদা ছত্রছায়ার নীচে থাকো।

স্লোগানঃ:- বোধ-এর স্কু ড্রাইভার দ্বারা অলসতার লুজ স্কুকে টাইট করে সদা অ্যালাইন থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখানে তোমরা প্রবৃত্তি মার্গের লভ পেয়ে থাকো, কেননা বাবা আন্তরিক ভাবে বলেন - আমার বাচ্চারা, তোমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে থাকো, এই লভ দেহধারী গুরু দিতে পারবে না"

*প্রশ্নঃ - যেসকল বাচ্চার বুদ্ধিতে জ্ঞানের ধারণা হয়েছে, শ্রুত বুদ্ধি তাদের - কেমন লক্ষণ হবে তাদের?

*উত্তরঃ - অন্যকে জ্ঞান শোনানোর খুব শখ থাকবে তাদের । ওদের বুদ্ধি আত্মীয় পরিজনদের দিকে ঘোরাফেরা করবে না। যারা শ্রুত (তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন) বুদ্ধির, পড়াশোনার সময়ে তারা কখনো হাই তুলবে না। স্কুলে কখনো চোখ বন্ধ করে কেউ বসবে না। যেসব বাচ্চারা এখানে গরম চাটুর মতো এখানে বসে, তাদের বুদ্ধি এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করতে থাকে, তারা জ্ঞানকে বোঝে না, বাবাকে স্মরণ করা তাদের কাছে খুব কঠিন ।

ওম্ শান্তি । এ হলো বাবা আর বাচ্চাদের মেলা। গুরু আর চেলা বা শিষ্যদের মেলা নয়। দুনিয়ার গুরুদের দৃষ্টি থাকে যে, এরা আমার শিষ্য বা ফলোয়ার্স বা জিজ্ঞাসু। হাঙ্কা দৃষ্টি হয়ে গেল না! তারা সেই দৃষ্টিতেই দেখবে। আত্মাকে নয় । গুরুরাও শরীরকেই দেখে আর তার চেলারাও দেহ-অভিমানী হয়ে বসে থাকে। তাকে নিজের গুরু বলে মনে করে এবং সেই দৃষ্টিতেই দেখে। গুরুকে খুব সম্মান করে। কিন্তু তার সাথে এখানে বিস্তর ফারাক। এখানে তো বাবা স্বয়ং বাচ্চাদের রিগার্ড রাখেন। তিনি জানেন যে, এই বাচ্চাদেরকে পড়াতে হবে, কিভাবে এই সৃষ্টি চক্র আবর্তিত হয় এবং অসীম জগতের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি সব এই বাচ্চাদেরকে বোঝাতে হবে। ওইসব গুরুদের মনে বাচ্চাদের প্রতি লভ থাকবে না। বাবার অন্তরে তো বাচ্চাদের জন্য অনেক লভ থাকে এবং বাচ্চাদের অন্তরেও বাবার প্রতি লভ থাকে । তোমরা জানো যে, বাবা আমাদেরকে সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান শোনান। ওরা কি শেখায়? অর্ধ কল্প ধরে শাস্ত্র ইত্যাদি শোনায়, ভক্তিমার্গের ক্রিয়াদি করে, গায়ত্রী, সঙ্ক্যা ইত্যাদি শেখাতে থাকে । এখানে তো বাবা এসেছেন, নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। আমরা তো বাবাকে একেবারেই জানতাম না, সর্বব্যাপী বলে দিতাম। কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে পরমাত্মা কোথায় থাকেন, তো সাথে সাথে বলে দেবে যে তিনি তো সর্বব্যাপী। তোমাদের কাছে যখন মানুষ আসে তখন তারা প্রশ্ন করে যে, এখানে কি শেখানো হয়? বলো - আমরা রাজযোগ শেখাই যার দ্বারা আপনি মানুষ থেকে দেবতা অর্থাৎ রাজা হতে পারবেন । অন্য কোনো সংসঙ্গে এইরকম বলবে না যে, আমরা দেবতা হওয়ার শিক্ষা দিই। দেবতার সত্যযুগে থাকে। কলিযুগে তো হলো মানুষ । আমরা এখন আপনাকে সমগ্র সৃষ্টিচক্রের রহস্য বোঝাবো, যার দ্বারা আপনি চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবেন এবং তারপর আপনাকে পবিত্র হওয়ার জন্য খুব ভালো যুক্তি (উপায়) বলা হবে। এইরকম যুক্তি কেউ কখনো বোঝাতে পারবে না। এ হলো সহজ রাজযোগ। বাবা হলেন পতিত পাবন। সর্বশক্তিমানও তিনি, তাই তাঁকে স্মরণ করলেই পাপ ভস্ম হবে। কারণ যোগ-অগ্নি যে। সুতরাং এখানে নুতন বিষয় শেখানো হয়।

এ হলো জ্ঞানমার্গ। জ্ঞানের সাগর একমাত্র বাবা। জ্ঞান আর ভক্তি দুটো সম্পূর্ণ আলাদা । জ্ঞান শেখানোর জন্য বাবাকে আসতে হয়। কারণ তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি নিজে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন যে, আমি হলাম সকলের পিতা, আমি ব্রহ্মার দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিকে পবিত্র বানাই। সত্যযুগ হলো পবিত্র দুনিয়া। কলিযুগ হলো পতিত দুনিয়া। এটা হলো সত্যযুগের আদি এবং কলিযুগের অন্তিমের মধ্যবর্তী সময় বা সঙ্গমযুগ। এটাকে লিপ-যুগ বলা হয়। এই যুগে আমরা জাম্প (লাফ) দিই। কোথায় ? পুরাতন দুনিয়া থেকে নুতন দুনিয়াতে জাম্প দিই। গোটা দুনিয়া ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এসেছে। এখন আমরা ছিঃ ছিঃ দুনিয়ার থেকে নুতন দুনিয়ায় একদম জাম্প দিচ্ছি। সরাসরি চলে যাই উপরে । পুরাতন দুনিয়াকে ত্যাগ করে আমরা নুতন দুনিয়াতে যাচ্ছি। এ'সব হলো অসীমিত জাগতিক কথা। অসীমিত এই পুরাতন দুনিয়াতে অনেক অনেক মানুষ । নুতন দুনিয়াতে তো খুব কম মানুষ থাকবে, তাকে স্বর্গ বলা হয়। ওখানে সকলেই পবিত্র থাকে। কলিযুগে তো সকলেই অপবিত্র। রাবণ অপবিত্র বানিয়ে দেয়। সবাইকেই বোঝানো হয় যে, আমরা এখন রাবণ রাজ্য বা পুরাতন দুনিয়াতে রয়েছি। আসলে আমরা রাম-রাজ্যে ছিলাম, যেটাকে স্বর্গ বলা হয়। তারপর কিভাবে আমরা ৮৪ বার জন্ম গ্রহণ করে অধঃপতিত হয়েছি, সেটা আমরা আপনাকে বোঝাবো। যে ভালো বিচক্ষণ ব্যক্তি হবে, সে তাড়াতাড়ি বুঝে যাবে। যার বুদ্ধিতে ধারণ হবে না সে গরম চাটুর মতো (গরম চাটুতে জল দিলে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়) এদিক ওদিক দেখতে থাকবে। অ্যাটেনশন দিয়ে শুনবে না। বলা হয় না যে, তুমি তো একেবারে গরম তাওয়া। সল্ল্যাসীরাও যখন কথোকথা শোনায় তখন যদি কেউ ঢুলতে থাকে কিংবা অন্যদিকে অ্যাটেনশন থাকে তখন তাকে হঠাৎ

করে জিপ্তোস করা হয় যে কি শোনানো হলো? বাবাও সবাইকে দেখেন। গরম চাটুতে জল পড়লে বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে যায়। এই রকম কেউ এখানে বসে নেই তো? শ্রুত বুদ্ধি (ভীক্ষ বুদ্ধি সম্পন্ন) যাদের, তারা কখনো পড়ার সময়ে হাই তুলবে না। স্কুলে তো চোখ বন্ধ করে বসার কোনো নিয়ম থাকে না। জ্ঞান এতটুকুও বোঝে না। তাদের পক্ষে তো বাবাকে স্মরণ করা খুব কঠিন কাজ। তাই পাপ নাশ কিভাবে হবে? শ্রুত বুদ্ধি সম্পন্ন যে, ভালোভাবে জ্ঞান ধারণ করে অন্যকেও শোনানোর উৎসাহ থাকবে তার। জ্ঞান যদি না থাকে, তবে আত্মীয় পরিজনদের দিকে বুদ্ধি আবর্তিত হবে। এখানে তো বাবা বলেন, অন্য সবকিছু ভুলে যেতে হবে। অন্তিম সময়ে যেন কোনোকিছুই স্মরণে না আসে। বাবা তো কয়েকজন সন্ন্যাসীকে দেখেছেন যারা হলেন পাক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানী। ভোরবেলা উঠে ব্রহ্ম মহাতত্ত্বকে স্মরণ করতে করতে শরীর ত্যাগ করে। তখন তার থেকে অনেক শান্তির তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। কিন্তু ওরা তো ব্রহ্মে লীন হয় না। পুনরায় কোনো মাতৃগর্ভে জন্ম নিতে হয়।

বাবা বুঝিয়েছেন, বাস্তবে তো কৃষ্ণকেই মহাত্মা বলা হবে। মানুষ তো কোনো অর্থ না বুঝে এমনিই যাহোক বলে দেয়। বাবা বোঝাচ্ছেন যে কৃষ্ণ হলো সম্পূর্ণ নির্বিকারী। কিন্তু তাঁকে সন্ন্যাসী নয়, দেবতা বলা হয়। সন্ন্যাসী বলা বা দেবতা বলা তারও অর্থ রয়েছে। কৃষ্ণ কিভাবে দেবতা হয়েছিল? সন্ন্যাসী থেকে দেবতা হয়েছিল। অসীম জগতের থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিল এবং নুতন দুনিয়াতে চলে গিয়েছিল। কিন্তু ওই সন্ন্যাসীরা তো সীমিত জাগতিক সন্ন্যাস করে। অসীম জাগতিক সন্ন্যাস করা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এই সীমিত জগতের মধ্যেই পুনরায় বিকারের দ্বারা জন্ম নিতে হয়। ওরা অসীম জগতের মালিক হতে পারবে না, রাজা-রানী হবে না। ওদের ধর্মই হলো আলাদা। সন্ন্যাস ধর্ম আর দেবী-দেবতা ধর্ম এক নয়। বাবা বলেন, আমি অধর্মের বিনাশ করে দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করছি। বিকারগুলোকেও তো অধর্ম বলা হবে। তাই বাবা বলছেন যে এই সবকিছু বিনাশ করে এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করার জন্য আমাকেই আসতে হয়। ভারতে যখন সত্যযুগ ছিল তখন একটাই ধর্ম ছিল। সেই ধর্মটাই অধর্মে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এখন তোমরা পুনরায় আদি-সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করছ। যে যত বেশি পুরুষার্থ করবে, সে তত উঁচু পদ পাবে। নিজেকে আত্মরূপে অনুভব করতে হবে। ঘর গৃহস্থ থেকেও উঠতে বসতে যত বেশি সম্ভব অভ্যাস করে এটা রপ্ত করো। যেমন ভক্তরা ভোরবেলা উঠে নিরিবিলি স্থানে বসে মালা জপ করে, সেইরকম তোমরাও সারাদিনের হিসাব চেক করো। অমুক সময়ে এতক্ষণ স্মরণ করেছি, সারাদিনে এতক্ষণ স্মরণ করেছি। তাহলে টোটাল (মোট) কতক্ষণ স্মরণ করছি। ওরা তো ভোরবেলা উঠে মালা জপ করে। হয়তো কেউই সত্যিকারের ভক্ত নয়, বুদ্ধি বাইরে কোথাও না কোথাও ঘুরতে থাকে। এখন তোমরা বুঝে গেছ যে, ভক্তি করে কোনো লাভ নেই। এটা হলো জ্ঞানমার্গ। এতে অনেক লাভ। এখন তোমরা ক্রমোন্নতি করছ। প্রতি মুহূর্তে বাবা বলতে থাকেন - "মন্বনা ভব"। গীতাতেও রয়েছে, কিন্তু এর অর্থ কেউই বলতে পারবে না। ওদের কাছে কোনো উত্তর নেই। বাস্তবে এর অর্থ তো লেখাও রয়েছে যে, নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে, সকল দৈহিক ধর্মকে পরিত্যাগ করে কেবল আমাকে স্মরণ করো। এটা হলো ভগবানুবাচ। কিন্তু ওদের বুদ্ধিতে রয়েছে কৃষ্ণই ভগবান। কৃষ্ণ তো দেহধারণ করে। অর্থাৎ পুনর্জন্ম নেয়। তাই তাকে কিভাবে ভগবান বলা যাবে? সুতরাং সন্তানের প্রতি বাবার যেমন দৃষ্টি থাকে, সন্ন্যাসী কিংবা অন্য কোনো গুরুর দৃষ্টি সেইরকম হতেই পারে না। হয়তো গান্ধীজীকে বাপুজী বলা হত কিন্তু সেক্ষেত্রেও যে পিতা এবং সন্তানের সম্বন্ধ ছিল, সেটা বলা যাবে না। সেও তো একজন সাকার ব্যক্তি ছিল। তোমাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে, নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করো। এনার মধ্যে যে বাবা বসে আছেন, তিনি হলেন অসীম জগতের বাপুজী। লৌকিক এবং পারলৌকিক উভয় পিতার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। কিন্তু বাপুজীর কাছ থেকে তো কিছুই পাওয়া যায়নি। ঠিক আছে, হয়তো ভারতের রাজধানী ফেরং পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু এটাকে তো উত্তরাধিকার বলা যাবে না। সুখের প্রাপ্তি হওয়া উচিত।

উত্তরাধিকার দুই প্রকারের হয় - এক, জাগতিক পিতার, দুই, অসীম জাগতিক পিতার। ব্রহ্মার কাছ থেকে কোনো উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না। যদিও ইনি হলেন সকল প্রজার পিতা, এনাকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয়। ইনি নিজে বলেন, আমার কাছ থেকে তোমরা কোনো উত্তরাধিকার পাবে না। যখন ইনিও বলছেন যে আমার কাছ থেকে কোনো উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে না, তাহলে ঐ বাপুজী-র কাছ থেকে কি কোনো উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে? কিছুই পাওয়া যাবে না। ইংরেজরা তো চলে গেছে। কিন্তু এখন কি পরিস্থিতি? দারিদ্র, হরতাল, পিকেটিং, স্ট্রাইক ইত্যাদি হতেই থাকে, কত মারামারি হতে থাকে। কাউকেই ভয় পায় না। বড় বড় অফিসারদেরকেও মেরে ফেলে। সুখের পরিবর্তে আরও দুঃখ এসেছে। তো এখানে হলো অসীম জাগতিক বিষয়ে। বাবা বলেন - আগে এটা ভালো ভাবে পাক্ষা করো যে, আমি আত্মা, শরীর নয়। বাবা আমাদেরকে দত্তক নিয়েছেন। আমরা হলাম দত্তক নেওয়া সন্তান। তোমাদেরকে বোঝানো হয় যে, বাবা অর্থাৎ জ্ঞানের সাগর এসেছেন এবং তিনি সৃষ্টিচক্রের রহস্য বোঝাচ্ছেন। অন্য কেউ এটা বোঝাতে পারবে না। বাবা

বলছেন, দেহ সহ সকল দৈহিক ধর্মকে ভুলে কেবল আমাকে স্মরণ করো। সত্যপ্রধান তো অবশ্যই হতে হবে। তোমরা এটাও জানো যে পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। নূতন দুনিয়াতে খুব কম জন থাকবে। কোথায় এত কোটি আত্মা আর কোথায় নয় লক্ষ। বাকি এতজন কোথায় যাবে? তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে, আমরা আত্মারা সবাই ওপরে ছিলাম। তারপর এখানে এসেছি পাট প্লে করতে। আত্মাকেই অ্যাক্টর বলা হবে। আত্মা অ্যাক্ট করে এই শরীরের দ্বারা। আত্মার তো অরগ্যান্সের (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের) প্রয়োজন তাই না। আত্মা কতো ছোট। ৮৪ লক্ষ জন্ম হয় না। প্রত্যেকে যদি ৮৪ লক্ষ জন্ম নেয়, তবে পাট রিপট করবে কিভাবে? কিছুই তো মনে থাকবে না। স্মৃতির বাইরে চলে যাবে। ৮৪ টা জন্মই তোমরা মনে রাখতে পারো না, ভুলে যাও। বাচ্চারা, এখন বাবাকে স্মরণ করে তোমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। এই যোগ অগ্নির দ্বারা-ই বিকর্মের বিনাশ হবে। এটাও নিশ্চিত যে, আমরা প্রতি কল্পেই অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অসীম জাগতিক উত্তরাধিকার নিয়ে থাকি। এখন পুনরায় স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য বাবা বলছেন - কেবল আমাকেই স্মরণ করো। কারণ আমিই হলাম পতিত-পাবন। তোমরাই তো বাবাকে ব্যাকুল হয়ে ডেকেছিলে। তাই বাবা এখন পবিত্র বানানোর জন্য এসেছেন। দেবতারা পবিত্র হয় আর মানুষ পতিত হয়। পবিত্র হওয়ার পরে শান্তিধামে যেতে হবে। তোমরা শান্তিধামে যেতে চাও, নাকি সুখধামে আসতে চাও? সন্ন্যাসীরা তো বলে যে, সুখ আসলে কাক-বিষ্ঠার সমান, আমরা শান্তি পেতে চাই। তারা কখনো সত্যযুগে আসবে না। সত্যযুগে তো প্রবৃত্তি মার্গের ধর্ম থাকবে। দেবতারা নির্বিকারী ছিল। তারাই পুনর্জন্ম নিতে নিতে পতিত হয়ে গেছে। এখন বাবা বলছেন নির্বিকারী হতে হবে। যদি স্বর্গে যেতে চাও, তাহলে আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের পাপ নাশ হয়ে তোমরা পুণ্য আত্মা হয়ে যাবে এবং তারপর শান্তিধামে ও সুখধামে চলে যাবে। ওখানে শান্তিও ছিল, সুখও ছিল। এখন এটা হলো দুঃখধাম। এখন বাবা এসে সুখধাম স্থাপন করে দুঃখধামের বিনাশ করছেন। চিত্র তো সামনেই রয়েছে। ওদেরকে জিজ্ঞেস করো যে, আপনারা এখন কোথায় রয়েছেন? এটা হলো কলিযুগের অন্তিম সময়। বিনাশ অতি নিকটে। খুব ছোট টুকরো অবশিষ্ট থাকবে। ওখানে তো এত বড় ভূখন্ড থাকবে না। বাবা-ই বসে থেকে এইসব ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বোঝাচ্ছেন। এ হলো পাঠশালা। ভগবানুবাচ হলো - আগে বাবার পরিচয় দিতে হয়। এখন কলিযুগ। এরপর সত্যযুগে যেতে হবে। ওখানে তো কেবল সুখ আর সুখ থাকবে। কেবল একজনকে স্মরণ করলে সেটাকে অব্যাভিচারী স্মরণ বলা হয়। শরীরকেও ভুলে যেতে হবে। শান্তিধাম থেকে এসেছি এবং শান্তিধামেই ফিরে যাব। ওখানে কোনো পতিত আত্মা যেতে পারবে না। বাবাকে স্মরণ করতে করতে পবিত্র হয়ে তোমরা মুক্তিধামে চলে যাবে। এইসব বিষয়গুলো ভালোভাবে বসে বোঝাতে হয়। আগে তো এত চিত্র ছিল না। ছবি ছাড়াই সংক্ষেপে বোঝানো হত। এই পাঠশালাতে শিক্ষালাভ করে মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে। এই জ্ঞান আসলে নতুন দুনিয়ার জন্য। এই জ্ঞান তো স্বয়ং বাবা-ই দেবেন, তাই না? বাচ্চাদের ওপরে বাবার দৃষ্টি থাকে। তিনি আমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে পড়ান। তোমরাও অন্যদেরকে বোঝাও যে, অসীম জগতের বাবা আমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে, তাঁর নাম হলো শিববাবা। কেবল অসীম জগতের পিতা বললেও সংশয় প্রকাশ করবে। কারণ এখন চারিদিকে অনেক বাবা হয়ে গেছে। মিউনিসিপ্যালিটির মেয়রকেও বাবা বলা হয়। বাবা বলছেন, আমি এনার (ব্রহ্মা) মধ্যেই আসি এবং আমার নাম হলো শিব। আমি এই রথের দ্বারা-ই তোমাদেরকে জ্ঞান শোনাই। একে আমি দত্তক নিয়েছি এবং নাম রেখেছি প্রজাপিতা ব্রহ্মা। ব্রহ্মাও আমার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পায়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এখন হলো পুরাতন দুনিয়ার থেকে নূতন দুনিয়াতে জাম্প (লাফ) দেওয়ার সময়। তাই এই পুরাতন দুনিয়ার প্রতি সম্পূর্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে। একে বুদ্ধির দ্বারা ভুলতে হবে।

২) পড়াশুনার প্রতি সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দিতে হবে। স্কুলে চোখ বন্ধ করে বসে থাকার নিয়ম নেই। খেয়াল রাখতে হবে যাতে পড়ার সময়ে বুদ্ধি এদিকে ওদিকে ধাবিত না হয় এবং হাই না ওঠে। শোনার সঙ্গে সঙ্গেই যেন সেটা ধারণ হয়ে যায়।

বরদানঃ:- আত্মিক নেশার দ্বারা পুরানো দুনিয়াকে ভুলে গিয়ে স্বরাজ্য তথা বিশ্ব রাজ্য অধিকারী ভব সঙ্গম যুগে যারা বাবার উত্তরাধিকারের অধিকারী আছে তারাই স্বরাজ্য আর বিশ্ব রাজ্যের অধিকারী হয়। আজ স্বরাজ্য আছে কাল বিশ্বের রাজ্য হবে। আজ-কালের কথা, এইরকম অধিকারী আত্মারা আত্মিক নেশাতে থাকে আর নেশা পুরানো দুনিয়াকে সহজেই ভুলিয়ে দেয়। অধিকারী কখনও কোনও বস্তুর,

ব্যক্তির, সংস্কারের অধীন হতে পারে না। তাদেরকে লৌকিক কথা ছাড়তে হয় না, স্বতঃই ত্যাগ হয়ে যায়।
স্লোগান:- প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি শ্বাস, প্রতিটি খাজানাকে সফলকারীই সফলতামূর্তি হয়ে ওঠে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই পড়াশোনা হলো সোস অফ ইনকাম, এই পড়াশোনার দ্বারা ২১ জন্মের উপার্জনের ব্যবস্থা হয়ে যায়"

*প্রশ্ন:- মুক্তিধামে যাওয়া কি লাভের না ক্ষতির?

*উত্তর:- ভক্তদের জন্য এও অর্জন, কারণ অর্ধকল্প শান্তি-শান্তি বলে প্রার্থনা করে এসেছে। অনেক পরিশ্রম করেও শান্তি লাভ হয়নি। এখন বাবার দ্বারা শান্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মুক্তিধামে যায়। সুতরাং এও হলো অর্ধকল্পের পরিশ্রমের ফল তাই একেও লাভজনক উপার্জন বলা হবে, ক্ষতির নয়। তোমরা বাচ্চারা তো জীবনমুক্তিতে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সম্পূর্ণ বিশ্বের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি নাচছে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদের আত্মিক পিতা এই কথা তো বুঝিয়েছেন যে, আত্মা সবকিছু বুঝতে পারে। এই সময় বাচ্চারা তোমাদের আত্মিক পিতা আত্মাদের দুনিয়ায় নিয়ে যান। সেই দুনিয়াকে বলা হয় আধ্যাত্মিক (রুহানী) দৈবী দুনিয়া, একে বলা হয় দৈহিক দুনিয়া, মানুষের দুনিয়া। বাচ্চারা বুঝতে পারে যে, রুহানী দৈবী দুনিয়া ছিল, সেটা ছিল দৈবী মানুষের পবিত্র দুনিয়া। এখন মানুষ অপবিত্র হয়েছে তাই সেই দেবতাদের গায়ন পূজন করে। এই স্মৃতি রয়েছে যে, অবশ্যই প্রথমে সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ একটি ধর্ম ছিল। বিরাট রূপে বৃক্ষের বিষয়েও বোঝাতে হবে। এই বৃক্ষের বীজরূপ রয়েছে উপরে। বৃক্ষের বীজ হলেন বাবা, সুতরাং যেমন বীজ তেমনই ফল অর্থাৎ পাতা ইত্যাদি বের হয়। এও ওয়াল্ডার তাইনা। কত সূক্ষ্ম জিনিস কতো ফল দেয়। কত রূপ পরিবর্তন হয়। এই মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের কথা কেউ জানে না, একেই বলা হয় কল্প বৃক্ষ, এই বৃক্ষের বর্ণনা একমাত্র গীতায় রয়েছে। সবাই জানে গীতা হলো নম্বরওয়ান ধর্ম শাস্ত্র। শাস্ত্রও নম্বর অনুযায়ী হয়, তাই না। কিভাবে নম্বর অনুযায়ী ধর্ম স্থাপন হয়, সে কথাও শুধুমাত্র তোমরাই বোঝো, অন্য আর করে বুদ্ধিতে এই জ্ঞান নেই। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে সর্বপ্রথমে কোন্ ধর্মের বৃক্ষ হয় তারপরে তাতে অন্য ধর্মের বৃদ্ধি কিভাবে হয়। একেই বলা হয় বিরাট নাটক। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ বৃক্ষটি আছে। বৃক্ষের উৎপত্তি কিভাবে হয়, এই হল মুখ্য কথা। দেবী-দেবতাদের বৃক্ষ এখন আর নেই, অন্য শাখা-প্রশাখা উপস্থিত রয়েছে। যদিও আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন নেই। এই বিষয়েও কথিত আছে - এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করে, বাকি অন্য ধর্মের বিনাশ হয়ে যায়। এখন তোমরা জানো দৈবী বৃক্ষ কতখানি ছোট সাইজের হবে। তখন এত গুলি অন্য ধর্ম সব থাকবে না। বৃক্ষ প্রথমে ছোট থাকে তারপরে বড় হয়ে যায়। বাড়তে বাড়তে এখন কত বড় হয়েছে। এখন এই বৃক্ষের আয়ু পূর্ণ হয়েছে, এর জন্য শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে ব্যানিয়ান ট্রি-র (বট গাছের) দৃষ্টান্ত দিয়ে ভালো ভাবে বোঝানো হয়। এও হলো গীতা জ্ঞান, যা বাবা তোমাদের সামনে বসে বলেন, যার দ্বারা তোমরা রাজার রাজা হও। তারপরে ভক্তি মার্গে এই গীতা শাস্ত্র ইত্যাদি তৈরি হবে। এই রূপ অনাদি ড্রামা নির্ধারিত রয়েছে। তবুও এমনই হবে। পরে যে ধর্ম গুলি স্থাপন হবে তাদের নিজস্ব শাস্ত্র থাকবে। শিখ ধর্মের নিজের শাস্ত্র, খ্রীস্টান ও বৌদ্ধদের নিজের নিজের শাস্ত্র থাকবে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে বিশ্বের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি নাচছে। বুদ্ধি জ্ঞান-ডান্স করছে। তোমরা সম্পূর্ণ বৃক্ষকে জেনেছো। কিভাবে ধর্মের আগমন হয়, কিভাবে বৃদ্ধি হয়। তারপরে আমাদের একটি ধর্ম স্থাপন হয়, বাকি গুলি শেষ হয়। গাওয়া হয় - জ্ঞান সূর্য প্রকট হলো, হবে অজ্ঞান তিমির বিনাশ - এখন ঘোর অন্ধকার যে। অসংখ্য মানুষ এখন, এত সংখ্যা পরে থাকবে না। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে এত ছিল না। তারপরে একটি ধর্ম স্থাপন হতেই হবে। এই নলেজ বাবা স্বয়ং প্রদান করেন। তোমরা বাচ্চারা উপার্জন করার জন্য এসে কত নলেজ গ্রহণ কর। বাবা টিচার রূপে আসেন, ফলে অর্ধকল্পের জন্য তোমাদের উপার্জনের ব্যবস্থা হয়ে যায়। তোমরা কত বিত্তবান হয়ে যাও। তোমরা জানো, আমরা এখন পড়াশোনা করছি। এ হলো অবিনাশী জ্ঞান রত্নের পড়াশোনা। ভক্তিকে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন বলা হবে না। ভক্তিতে মানুষ যা কিছু পড়ে, তাতে ক্ষতিই হয়। রত্ন তৈরি হয় না। জ্ঞান রত্নের সাগর একমাত্র বাবাকেই বলা হয়। বাকি সব হল ভক্তি। ভক্তিতে কোনো মুখ্য উদ্দেশ্য নেই। উপার্জন হয় না। উপার্জনের জন্য তো স্কুলে পড়াশোনা করে। তখন ভক্তি করার জন্য গুরুর কাছে যায়। কেউ যৌবনে গুরুর কাছে দীক্ষা নেয়, কেউ বৃদ্ধ বয়সে দীক্ষা নেয়। কেউ শৈশবে সন্ন্যাস নেয়। কুস্ত্র মেলায় অসংখ্য মানুষ আছে। সত্যযুগে তো এইসব কিছু হবে না। বাচ্চারা, তোমাদের স্মরণে সব কথা এসে গেছে। রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে তোমরা জেনে গেছ। তারা তো কল্পের আয়ু বাড়িয়ে দিয়েছে। ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। জ্ঞানের কথা জানা নেই। বাবা এসে অন্ধকার নিদ্রা থেকে সজাগ করেন। এখন তোমাদের জ্ঞানের ধারণা হতে থাকে। ব্যাটারি ভরতে থাকে। জ্ঞানের দ্বারা উপার্জন হয়, ভক্তি দ্বারা হয় ক্ষতি। টাইম অনুযায়ী যখন ক্ষতি হওয়ার সময় পূর্ণ হয়

তখন বাবা আবার উপার্জন করাতে আসেন। মুক্তিতে যাওয়া - এও হল উপার্জন। শান্তি তো সবাই চায়। শান্তিদেব বললে বুদ্ধি বাবার দিকে চলে যায়। বলা হয় - বিশ্বে শান্তি হোক, কিন্তু শান্তি হবে কিভাবে - তা কেউ জানে না। শান্তিধাম, সুখধাম হল আলাদা - সে কথাও জানে না। যে এক নম্বরে আছেন, তিনিও কিছু জানতেন না। এখন তোমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। তোমরা জানো - আমরা এই কর্ম-ক্ষেত্রে কর্মের পার্ট প্লে করতে এসেছি। কোথা থেকে এসেছি? ব্রহ্মলোক থেকে। নিরাকারী দুনিয়া থেকে এসেছি এই সাকারী দুনিয়ায় পার্ট প্লে করতে। আমরা আত্মারা অন্য স্থানে বাস করি। এখানে এই পাঁচ তত্ত্বের শরীর থাকে। শরীর আছে বলেই তো আমরা কথা বলতে পারি। আমরা হলাম চৈতন্য পার্টধারী। এখন তোমরা এমন বলবে না যে, এই ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে আমরা জানি না। প্রথমে জানতে না। নিজের পিতাকে, নিজের নিবাসকে, নিজের রূপকে যথার্থ রীতি জানতে না। এখন জানো আত্মা কিভাবে পার্ট প্লে করে। স্মৃতিতে আছে। প্রথমে স্মৃতি ছিল না।

তোমরা জানো যে, সত্য পিতাই সত্য কথা শোনান, যার ফলে আমরা সত্যখণ্ডের মালিক হই। সত্যের উপরেও সুখমণী-তে (গ্রন্থসাহেবের মনে শান্তি আর আনন্দ প্রদানকারী কিছু পদ) আছে। সত্য বলা হয় - সত্যখন্ডকে। দেবতারা সবাই সত্যবাদী হয়। সত্যের শিক্ষা প্রদান করেন বাবা। তাঁর মহিমা দেখো কতখানি। প্রচলিত মহিমা গীতি গুলি তোমাদের কাজে লাগে। শিববাবার মহিমা বর্ণনা করে। তিনি-ই বৃষ্ণের আদি-মধ্য-অন্তের কথা জানেন। সত্য জ্ঞান বাবা বলে দেন, ফলে তোমরা বাচ্চারা সত্যনিষ্ঠ হয়ে যাও। সত্যখন্ডও তৈরি হয়ে যায়। ভারত সত্যখন্ড ছিল। নম্বরওয়ান উঁচু থেকে উঁচু তীর্থ স্থলও হল ভারত। কারণ সকলের সঙ্গতি দাতা পিতা ভারতেই আসেন। এক ধর্মের স্থাপনা হয়, বাকি সব ধর্মের বিনাশ হয়। বাবা বুঝিয়েছেন - সূক্ষ্মবতনে কিছুই নেই। এই সব সাক্ষাৎকার হয়। ভক্তিমার্গেও সাক্ষাৎকার হয়। সাক্ষাৎকার না হলে এই মন্দির ইত্যাদি কিভাবে তৈরি হয়েছে ! পূজা কেন হতো। সাক্ষাৎকার করে, অনুভব করে তাঁরা চৈতন্যে ছিলেন। বাবা বোঝান - ভক্তি মার্গে যা মন্দির ইত্যাদি তৈরি হয়ে আছে, যা তোমরা দেখেছ, সেসব রিপটি হবে। চক্র পরিক্রমা করতেই থাকে। জ্ঞান ও ভক্তির খেলা নির্দিষ্ট আছে। সর্বদা বলা হয় জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য। কিন্তু ডিটেল কিছু জানে না। বাবা বসে বোঝান - জ্ঞান হল দিন, ভক্তি হল রাত। বৈরাগ্য হয় রাতের। তারপরে দিনেরও হয়। ভক্তিতে আছে দুঃখ তার প্রতি বৈরাগ্য। সুখের প্রতি তো বৈরাগ্য, তা তো বলবে না ! সন্ন্যাস ইত্যাদি দুঃখের কারণে নেওয়া হয়। তারা বোঝে পবিত্রতায় সুখ আছে, তাই স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে যায়। আজকাল তো মানবের হাতে অনেক ধন এসে গেছে। সম্পত্তি ছাড়া সুখের প্রাপ্তি নেই। মায়া আক্রমণ করে জঙ্গল থেকে শহরে নিয়ে আসে। বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ দু'জনই খুব বড় মাপের সন্ন্যাসী ছিলেন। সন্ন্যাসের শক্তি রামকৃষ্ণের মধ্যে ছিল। বাকি ভক্তি বোঝানো এবং তার প্র্যাকটিস ইত্যাদি ছিল বিবেকানন্দের কাজ। দু'জনের অনেক পুস্তক রয়েছে। বই লেখার সময়ও একাগ্রচিত্তে বসে লিখতে হয়। রামকৃষ্ণ যখন লেখাতেন, তখন শিষ্যদের বলতেন দূরে গিয়ে বসতে। সে ছিল খুব কড়া আর নির্ণাবান সন্ন্যাসী, তাঁর নামও ছিল অনেক। বাবা এমন বলেন না যে স্ত্রীকে মা বলে ডাকো। বাবা বলেন তাকেও আত্মা নিশ্চয় করো। আত্মারা সবাই হলো ভাই-ভাই। সন্ন্যাসীদের কথা আলাদা, তিনি (রামকৃষ্ণ) স্ত্রীকে মাতা গণ্য করেছিলেন। তিনি অনেক উঁচু স্থানে বসিয়েছেন। এ হলো জ্ঞানের পথ, বৈরাগ্যের কথা হলো আলাদা। বৈরাগ্যে এসে তিনি স্ত্রীকে মাতৃ গণ্য করেছেন। মাতৃ শব্দে ক্রিমিনাল আই থাকবে না। বোনের ক্ষেত্রেও ক্রিমিনাল দৃষ্টি হতে পারে, মায়ের প্রতি কখনও কু-চিন্তন হবে না। পিতার কন্যা সন্তানের প্রতি কু দৃষ্টি হতে পারে, মায়ের প্রতি হবে না। সন্ন্যাসী স্ত্রীকে মাতা রূপে স্বীকার করতেন। তার জন্য এমন বলা হয় না যে দুনিয়া কিভাবে চলবে, জন্ম কিভাবে হবে ? সে তো একজনই, যিনি বৈরাগ্য ভাবের জন্য স্ত্রীকে মাতৃ আসনে বসিয়েছিলেন। তার জন্য রামকৃষ্ণের কতখানি মহিমা দেখো। এখানে ভাই-বোন বললেও অনেকের কু দৃষ্টি হয়, তাই বাবা বলেন - ভাই-ভাই নিশ্চয় করো। এ হল জ্ঞানের কথা। ওটা হল একজনের (রামকৃষ্ণের বিষয়) কথা। এখানে তো প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান অসংখ্য ভাই-বোন আছে, তাই না। বাবা বসে সব কথা বোঝান। ইনিও (ব্রহ্মা বাবা) তো শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েছেন। ওই নিবৃত্তি মার্গের ধর্ম (সন্ন্যাস ধর্ম) হলো একেবারেই আলাদা, শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য। সেটা হলো দৈহিক জগতের বৈরাগ্য বৃত্তি, তোমাদের তো হলো সম্পূর্ণ অসীম জাগতিক বৈরাগ্য। সঙ্গমেই বাবা এসে তোমাদের অসীম জগতের কথা বুঝিয়ে দেন। এখন এই পুরানো দুনিয়ার উদ্দেশ্যে বৈরাগ্য করতে হবে। এ হলো অত্যন্ত পতিত ছিঃ-ছিঃ দুনিয়া। এখানে শরীর পবিত্র হতে পারে না। আত্মার নতুন শরীর প্রাপ্তি সত্যযুগেই হতে পারে। যদিও আত্মা এখানে পবিত্র হয়, কিন্তু শরীর তবুও অপবিত্র থাকে, যতক্ষণ না কর্মভীতি অবস্থা হবে। সোনা খাদ মেশানো হয় তো গহনা গুলিও খাদ মিশ্রিত তৈরি হয়। খাদ বেরিয়ে গেলে গহনাও হবে খাঁটি। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের আত্মা ও শরীর দুই-ই হল সতোপ্রধান। তোমাদের আত্মা ও শরীর দুই-ই হলো তমোপ্রধান কালিমা যুক্ত। আত্মা কাম চিতায় বসে কালো হয়েছে। বাবা বলেন আমি এসে আবার শ্যামবর্ণ থেকে গৌরবর্ণে পরিণত করি। এই হল সব জ্ঞানের কথা। যদিও জল ইত্যাদির কোনও কথা নেই। সব কাম চিতায় বসে পতিত

হয়েছে তাই রাখী বন্ধন করা হয় যাতে পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করো।

বাবা বলেন, আমি আত্মাদের সাথে কথা বলি। আমি হলাম আত্মাদের পিতা, যাঁকে তোমরা স্মরণ করে এসেছো - বাবা এসো, আমাদের সুখধামে নিয়ে চলো। দুঃখ হরণ করো, কলিযুগে থাকে অপার দুঃখ। বাবা বোঝান তোমরা কাম চিতায় বসে কালো তমোপ্রধান হয়েছ। এখন আমি এসেছি - কাম চিতা থেকে নামিয়ে জ্ঞান চিতায় বসানোর জন্য। এখন পবিত্র হয়ে স্বর্গে যেতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা আকৃষ্ট করেন। বাবার কাছে যুগলে আসে - একজন আকৃষ্ট হয়, অন্যজন হয় না। পুরুষ চট করে বলে দেয় - আমি এই শেষ জন্মে পবিত্র থাকব, কাম চিতায় বসবো না। এমন নয় নিশ্চয় হয়ে গেল। নিশ্চয় যদি হতো, তাহলে তো অসীম জাগতিক বাবাকে পত্র লিখতো, কানেকশন রাখতো। শোনা যায় পবিত্র থাকে, নিজের ব্যবসা ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে। বাবার স্মরণ কোথায় আছে। এমন বাবাকে তো খুব ভালোবাসা সহ স্মরণ করা উচিত। স্ত্রী-পুরুষের নিজেদের মধ্যে কত ভালোবাসা থাকে, স্বামীকে কত স্মরণ করে। অসীমের পিতাকে তো সবচেয়ে বেশি স্মরণ করা উচিত। বলাও হয় - ভালোবাসো বা না বাসো, আমরা কখনও হাত ছাড়বো না। এমন নয়, এখানে এসে থাকবে, তাহলে তো সন্তোষ হয়ে গেল। ঘর সংসার ছেড়ে এখানে এসে থাকলে। তোমাদের তো বলা হয়, গৃহস্থ থেকে পবিত্র হও। প্রথমে এইরূপ ভাড়া তো হওয়ারই ছিল, ফলে এতজন তৈরি হয়ে বেরিয়েছে, সে সব বৃত্তান্তও শোনার মতো। যারা বাবার আপন হয়ে যন্তো থেকে রূহানী সার্ভিস করে না, তারা গিয়ে দাস-দাসী হয়, তারপরে শেষের দিকে নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে মুকুট প্রাপ্ত হয়। তাদেরও বংশ থাকে, প্রজায় আসতে পারে না। বাইরের কেউ এসে ভিতরের একজন হতে পারে না। বল্লভাচার্য বাইরের কাউকে ভিতরে আসতে দিতেন না। এইসব বিষয় ভালো ভাবে বুঝতে হবে। জ্ঞান হল সেকেন্ডের, তাহলে বাবাকে জ্ঞানের সাগর কেন বলা হয়? বাবা বাচ্চাদের বোঝাতেই থাকেন এবং শেষ সময় পর্যন্ত বোঝাতেই থাকবেন। যখন রাজধানী স্থাপন হয়ে যাবে তোমরা কর্মজীত অবস্থায় পৌঁছে যাবে, তখন জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। যদিও কথাটি হলো সেকেন্ডের। কিন্তু বোঝাতে হয়। জাগতিক পিতার কাছ থেকে জাগতিক উত্তরাধিকার পাওয়া যায় আর অসীম জগতের পিতা বিশ্বের মালিক করেন। তোমরা সুখ ধামে যাবে তো বাকি সবাই শান্তিধামে চলে যাবে। সেখানে তো রয়েছেই সুখই সুখ। বাবা এসেছেন আত্মাদের আমন্ত্রণে। আমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হচ্ছি - রাজযোগের পড়াশোনার দ্বারা। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই পতিত ছিঃ ছিঃ দুনিয়ার প্রতি অসীম জাগতিক বৈরাগ্য ভাব রেখে আত্মাকে পবিত্র করার পুরোপুরি পুরুষার্থ করতে হবে। একমাত্র বাবার আকর্ষণেই থাকতে হবে।

২) জ্ঞানের ধারণা দ্বারা নিজের ব্যাটারি ফুল করতে হবে। জ্ঞান রত্নের দ্বারা নিজেকে বিভবান বানাতে হবে। এখন হলো উপার্জনের সময়, তাই ক্ষতির থেকে বাঁচতে থাকবে।

বরদানঃ:- জ্ঞান রত্নগুলিকে ধারণ করে ব্যর্থকে সমাপ্তকারী হোলীহংস ভব হোলী হংসের বিশেষত্ব হলো দুটি - এক হলো জ্ঞান রত্ন চয়ন করা আর দ্বিতীয় হলো নির্ণয় শক্তির দ্বারা দুধ আর জলকে আলাদা করা। দুধ আর জলের অর্থ হলো - সমর্থ আর ব্যর্থের নির্ণয়। ব্যর্থকে জলের সমান বলা হয় আর সমর্থ হলো দুধের সমান। তো ব্যর্থকে সমাপ্ত করা অর্থাৎ হোলীহংস হওয়া। সবসময় বুদ্ধিতে জ্ঞান রত্ন চলতে থাকলে, মনন চলতে থাকলে রত্নে ভরপুর হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- সদা নিজের শ্রেষ্ঠ পজিশনে স্থিত থেকে অপজিশনকে সমাপ্তকারী-ই হলো বিজয়ী আত্মা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা : জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র সর্বদা উন্মোচিত থাকলে খুশিতে রোমাঞ্চিত হয়ে যাবে, খুশির পারদ সর্বদা উর্ধ্বে থাকবে"

*প্রশ্নঃ - এইসময় মানুষের নজর খুবই দুর্বল হয়ে গেছে, সেইজন্য তাদের বোঝানোর জন্য কেমন যুক্তি চাই?

*উত্তরঃ - বাবা বলছেন, তাদের জন্য তোমরা এমন বড় বড় চিত্র বানাও যা তারা দূর থেকে দেখেই বুঝে যায়। এই গোলকের (সৃষ্টিচক্রের) চিত্র তো খুব বড় হওয়া চাই। এ হলো অন্ধের সামনে আয়নার মতো।

ওম্ শান্তি । গাওয়াও হয়ে থাকে যে - "বাবার থেকে এক সেকেন্ডে উত্তরাধিকার অর্থাৎ জীবন মুক্তি" । বাকিরা তো সব হলো জীবনবন্ধে। এই একমাত্র ত্রিমূর্তি আর গোলকের চিত্র - কেবল এই দুটিই হলো মুখ্য। চিত্রগুলি অনেক বড় বড় হওয়া চাই। অন্ধদের জন্য তো বড় বড় আয়নার দরকার, তাই না, যাতে তারা ভালভাবে দেখতে পাবে। এখন সকলেরই নজর দুর্বল হয়ে গেছে, বুদ্ধিও কম। বুদ্ধি বলা হয় তৃতীয় নেত্রকে। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন খুশি বিরাজ করছে। খুশিতে যাদের রোমাঞ্চিত হয় না, শিব বাবাকে স্মরণ না করলে বলা যাবে, জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র অল্প খোলা আছে, দৃষ্টি ঘোলাটে। বাবা বোঝাচ্ছেন - কাউকে বোঝাতে হলে জ্ঞানের বিষয় খুব শর্টে বোঝাও। বড় বড় মেলা ইত্যাদি হয়। বাচ্চারা জানে সেবা করার জন্য বাস্তবে একটি চিত্রই যথেষ্ট। যদি গোলকের চিত্রও হয়, তাহলেও কোন অসুবিধা নেই। বাবা - ড্রামা আর ঝাড়ের অথবা কল্পবৃক্ষের আর ৮৪ জন্মের চক্রের রহস্য বোঝাচ্ছেন । ব্রহ্মার দ্বারা শিববাবার এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এটাও একদম পরিষ্কার। এই চিত্রটিতেই সকল জ্ঞানের সার আছে। আর অন্যান্য সব চিত্রের দরকারই নেই। এই দুই চিত্র অনেক বড় হবে আর বড় বড় অক্ষরে থাকবে। লিখিত আকারেও থাকবে - "জীবনমুক্তি গড ফাদারের থেকে আমাদের বার্থ রাইট, আসল বিনাশের পূর্বে"। বিনাশ তো অবশ্যই হবে। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে সবাই তা বুঝে যাবে। তোমাদের বোঝানোর দরকার থাকবে না। অসীম জগতের পিতার থেকে অসীম জগতের এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এটা তো অবশ্যই স্মরণে রাখা চাই। কিন্তু মায়া তোমাদেরকে ভুলিয়ে দেয়। সময়ও অতিবাহিত হয়ে চলেছে। গীতও আছে না - "অনেক গেছে, মাত্র অল্পই বাকি আছে"। এর অর্থ এই সময়কার-ই। বাকি অল্প সময়ই অবশিষ্ট রয়েছে। স্থাপনার কার্য হয়ে চলেছে। বিনাশের জন্য অল্প সময়ই অবশিষ্ট আছে। অল্পের থেকেও অল্প অবশিষ্ট থাকবে। ভাবো, তাহলে কি হবে? এখনও তো কেউ অস্ত্রাননিদ্রা থেকে জাগরিত হচ্ছে না। অন্তিম সময় জাগরিত হবে। ধীরে ধীরে তাদের চোখ বড় বড় হবে। এটা স্থূল নেত্র নয়, বুদ্ধিরূপী নেত্র। ছোট ছোট চিত্রে এত মজা আসে না। বড় বড় চিত্রের দরকার। বিজ্ঞানও অনেক সাহায্য করবে। বিনাশের সময় পঞ্চতন্ত্রও সাহায্য করবে। বিনা কড়ি ব্যয়ে তোমাদেরকে কত সাহায্য করবে। তোমাদের জন্য একদম সাফাই করে দেয়। এটা একদম নোংরা দুনিয়া। আজমিরে স্বর্গের নিদর্শন আছে। এই দিলওয়ারা মন্দিরে স্থাপনার নিদর্শন আছে। পূর্বে তোমাদের এসব কিছুই বোধগম্য ছিল না। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো। যদিও মানুষ বলে যে, - আমরা তো জানতামই না যে, বিনাশ হয়ে যাবে, বুঝতেই পারিনি। একটা গল্প আছে না, বাঘ এসেছে... বাঘ এসেছে...। কেউ বিশ্বাস করতো না। একদিন সব গরুকে খেয়ে নিল। তোমরাও বলতে থাকো - এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হলো বলে । অনেক সময় চলে গেছে...আর অল্পই অবশিষ্ট আছে।

এই সমস্ত জ্ঞান বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে থাকতে হবে। আত্মাই ধারণা করে। বাবার আত্মার মধ্যেও জ্ঞান রয়েছে । তিনি যখন শরীর ধারণ করেন তখন জ্ঞান শোনা। অবশ্যই তার মধ্যে অনেক জ্ঞান আছে, তবেই তো তাঁকে "জ্ঞানের সাগর", "গডফাদার" বলা হয়। তিনি সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানেন। নিজেকেও জানেন, আর সৃষ্টিচক্র কিভাবে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে সেই জ্ঞানও তাঁর আছে। এইজন্য ইংরেজীতে 'নলেজফুল' কথাটি খুব সুন্দর বলা হয়েছে। মনুষ্য সৃষ্টিরূপী বৃক্ষের বীজরূপ, তাই তাঁর মধ্যে সমস্ত জ্ঞান আছে। তোমরা এটা জানো পুরুষার্থের ক্রমানুসারে। শিববাবা তো হলেনই নলেজফুল। এটা ভালোভাবে বুদ্ধিতে থাকা চাই। এইরকম নয় যে, সবার বুদ্ধিতেই একইরকম ধারণা হবে। হয়তো ডায়রিতেও লেখে, কিন্তু ধারণা কিছু নেই। নামমাত্র লেখে। কাউকে কিছুই বোঝাতে পারে না। শুধু কাগজকেই বলে। কাগজ কি করবে। কাগজ দেখে তো কেউ বুঝতে পারবে না। এই চিত্রের দ্বারা ভালোভাবে বুঝতে পারবে। বড়ের থেকেও বড় জ্ঞান, তাই অক্ষরও বড় বড় হওয়া চাই। বড় বড় চিত্র দেখে মানুষ বুঝবে এর মধ্যে অবশ্যই কিছু সার আছে। স্থাপনা আর বিনাশও লেখা আছে। রাজধানী স্থাপনা, এটা হচ্ছে পরমপিতা পরমাত্মার জন্মগত অধিকার। প্রত্যেক বাচ্চারই অধিকার হলো জীবনমুক্তি লাভ করা। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকবে যে সবাই জীবনবন্ধতে আছে, সবাইকে জীবনবন্ধ থেকে

জীবনমুক্তিতে কিভাবে নিয়ে যাওয়া হবে? প্রথমে শান্তিধামে যাবে, তারপর সুখধামে। সুখধামকে জীবনমুক্তি বলা হয়। এই চিত্র অনেক বড় হওয়া চাই। মুখ্য চিত্র এটাই, তাই না। অনেক বড় বড় অক্ষরে লেখাও থাকবে। তবে তো মানুষ বলবে বি.কে. -রা এত বড় চিত্র বানিয়েছে, অবশ্যই কিছু জ্ঞান আছে। তো যেখানে যেখানে এত বড় বড় চিত্র দেখবে, সেখানে জিজ্ঞাসা করবে- এটা কি? বলা - এত বড় চিত্র আপনাদের বোঝানোর জন্যই করা হয়েছে। এখানে পরিষ্কার লেখা আছে - অসীম জগতের রাজ্যপদ এদেরই ছিল। এ তো কালকেরই কথা। আজ সেটা নেই, কেননা ৮৪ বার পুনর্জন্ম নিতে নিতে নিচে এসে গেছে। সত্যপ্রধান থেকে তমোপ্রধান তো হতেই হবে। জ্ঞান আর ভক্তি, পূজ্য আর পূজারীর খেলা। অর্ধেক - অর্ধেক করে পুরো খেলা চলছে। তো এইরকম বড় বড় চিত্র বানানোর সাহস চাই। সেবা করার শখ চাই। দিল্লিতে তো প্রতিটি কোণে কোণে সেবা হওয়া দরকার। মেলা প্রভৃতিতে তো অনেক মানুষ যায়। সেখানে তোমাদের এই চিত্র অনেক কাজে আসবে। ত্রিমূর্তি আর গোলকের চিত্রই হলো মুখ্য। এটা খুব ভালো জিনিস। অন্ধের সামনে আয়নার সমান। অন্ধদের পড়ানো হয়ে থাকে। পড়াশোনা তো আত্মা করে। কিন্তু ছোট অবস্থায় আত্মার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছোট হয়। তাই তাদের পড়ানোর জন্য চিত্র ইত্যাদি দেখানো হয়। তারপর একটু বড় হলে তো পৃথিবীর ম্যাপ দেখানো হয়। তারপর সেই সমস্ত ম্যাপ (নকশা) বুদ্ধিতে ধারণ হয়ে যায়। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সমগ্র ড্রামার চক্র আছে, এতসব ধর্ম আছে। কিভাবে নাস্ত্রার অনুসারে ওপর থেকে নামে, আবার চলেও যায়। সেখানে তো একটাই আদি সনাতন দেবীদেবতা ধর্ম হবে। যাকে স্বর্গ বলা হয়। বাবার সাথে যোগযুক্ত হলে আত্মা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যায়। ভারতের প্রাচীন যোগ প্রসিদ্ধ আছে। যোগ অর্থাৎ স্মরণ। বাবাও বলেন আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। বাবাকে এটা বলতেই হয়। লৌকিক বাবাকে এটা বলতে হয় না যে, আমাকে স্মরণ করো। বাচ্চারা নিজে থেকেই বাবা-মাম্মা বলতে থাকে। সেটা হলো লৌকিক মাতা-পিতা, এটা হচ্ছে পারলৌকিক। গীত আছে - "তোমার কৃপাতে গহীন সুখ পাওয়া যায়..."। যার গভীর দুঃখ হয়, সে-ই তখন এই গীত গায়। সুখের সময় তো বলার দরকার হয় না। দুঃখ হলে তবেই ডাকে। এখন তোমরা বুঝে গেছো, ইনি মাতা-পিতা। বাবা বলেন যে, প্রতিদিন আমি তোমাদের গুপ্ত রহস্য শোনাই। আগে জানা ছিল কি যে, মাতা পিতা কাকে বলা হয়? এখন তোমরা জেনে গেছো, পিতা তো তাঁকেই বলা হয়। পিতার থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, ব্রহ্মা বাবার মাধ্যমে (উত্তরাধিকার দেন শিব বাবা)। মাতাও চাই, কেননা বাচ্চাদেরকে দত্তক নিতে হয়। এসব কথা কেউই বুঝতে পারবে না। তাই বাবা বারবার বলেন, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, বাবাকে স্মরণ করো। জীবনের লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়েছে। এখন তোমরা যেখানেই যাও, যদি বিদেশেও যাও, সাত দিনের কোর্স তো করেছো, বাবার থেকে সত্যযুগের অবিনাশী উত্তরাধিকার তো নিয়েছো। স্মরণের যাত্রাতেই আত্মা পবিত্র হবে। স্বর্গের মালিক হবে, এই লক্ষ্য তো বুদ্ধিতে আছে! তারপর তো যেখানে খুশি যাও। সমগ্র গীতার জ্ঞান এই ব্যাজে আছে। কাউকে জিজ্ঞাসা করারও দরকার নেই যে, কি করব? বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিতে হলে, বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। তোমরা অনেকবার বাবার থেকে এই উত্তরাধিকার নিয়েছো। ড্রামার চক্র পুনরাবৃত্তি হতেই থাকবে। অনেকবার তোমরা শিক্ষকের কাছ থেকে পড়ে কোনো না কোনো পদ প্রাপ্ত করেছো। পড়ার সময় বুদ্ধিযোগ শিক্ষকের সাথেই থাকে, তাইনা! পরীক্ষা ছোট হোক বা বড়, আত্মাই তো পড়ে। এঁনার আত্মাও এখন পড়ছে। শিক্ষককে আর লক্ষ্য-বস্তুকে স্মরণ করতে হবে। সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান বুদ্ধিতে রাখতে হবে। বাবা আর সত্যযুগকে স্মরণ করতে হবে। দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে। যত যত ধারণ করবে ততই উঁচু পদ পাবে। ভালো ভাবে স্মরণ করলে এখানে আসার কি দরকার থাকে! তবুও সবাই আসে। এইরকম শ্রেষ্ঠ বাবা, যাঁর থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আসে। মন্ত্র নিয়েই সবাই আসে। সবাই তো অত্যন্ত উঁচু মন্ত্র পেয়েছো। জ্ঞান তো সব ভালোভাবে বুদ্ধিতে আছে।

এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝে গেছো যে, বিনাশী উপার্জনের পিছনে বেশি টাইম ওয়েস্ট করার দরকার নেই। সেসব তো মাটিতে মিশে যাবে। বাবার কি কিছু চাই? কিছুই চাইনা। যা কিছু খরচা ইত্যাদি তোমরা করো, তা তো নিজের জন্যই করো। জ্ঞানপ্রাপ্ত করার জন্য এক পয়সাও খরচ করতে হয় না। কোনো গোলাবারুদ, ট্যাঙ্ক ইত্যাদি কেনার দরকার তো নেই যুদ্ধ করবার জন্য। তোমাদের লড়াই চলছে, সমগ্র দুনিয়ার থেকে গুপ্ত ভাবে। তোমাদের লড়াই দেখা কেমন! একে বলা হয় যোগবল। সমস্ত বিষয় গুপ্ত। এখানে কাউকে মারার (বধ করার) প্রয়োজন নেই। তোমরা শুধু বাবাকে স্মরণ করো। তাদের সকলের মৃত্যু ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে। প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পর তোমরা যোগবল জমা করার জন্য এই পড়াশোনা করো। পড়াশোনা সম্পূর্ণ হলে পুনরায় প্রালব্ধ চাই নতুন দুনিয়ার জন্য। পুরানো দুনিয়ার জন্য রয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। গীতও আছে না - "নিজের কুলের বিনাশ কিভাবে করে..."। কত বড় কুল। এতে সমগ্র ইউরোপ এসে যাবে। এই ভারত তো আলাদা ভাবে অবস্থান করছে। বাকি সব শেষ হয়ে যাবে। যোগবলের দ্বারাই তোমরা সমগ্র বিশ্বের ওপর বিজয় প্রাপ্ত করবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো পবিত্রও হতে হবে। সেখানে ক্রিমিনাল দৃষ্টি হবে না। পরবর্তীকালে তোমাদের অনেক সাক্ষাৎকার হবে। নিজেদের দেশের নিকটে আসতেই গাছপালা চোখে পড়তেই মন খুশিতে ভরে যায়।

তোমরাও এখন নিজের ঘরের সামনে এসে পৌঁছেছো। তোমরাও ঘরে চলে যাবে। পুনরায় সুখধামে আসবে। আর অল্প সময় আছে। স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়েছিলে, কত সময় অতিক্রান্ত হলো? এখন পুনরায় স্বর্গ নিকটে আসছে। তোমাদের বুদ্ধি উপরে চলে যায়। সেখানে হল নিরাকার দুনিয়া, যাকে ব্রহ্মাওও বলা হয়ে থাকে। আমি সেখানকার নিবাসী। এখানে তোমরা ৮৪ জন্ম ধরে তোমাদের কর্মফল অনুযায়ী ভূমিকা পালন করে চলেছো। এখন আমি ফিরে যাচ্ছি। তোমরা বাচ্চারা হলে অলরাউন্ডার (শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পার্টি)। শুরু থেকে সম্পূর্ণ ৮৪ বার জন্ম তোমরাই নিয়েছো। যারা দেহীতে আসে তাদের অলরাউন্ডার বলা যাবে না। বাবা বুঝিয়েছেন, সর্বাধিক এবং সর্বনিম্ন কতজন্ম নাও। সর্বনিম্ন এক জন্ম পর্যন্ত। বাকিরা সবাই পরমধাম ফিরে যাবে। নাটক সম্পূর্ণ হলেই খেলা শেষ। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন, - "আমাকে স্মরণ করো। অন্তিম সময় যাকে মনে পড়বে সেই মতোই গতি হবে।" তোমরা বাবার কাছে পরমধামে চলে যাবে। তাকে মুক্তিধাম বা শান্তিধামও বলা হয়। তারপর এখানে হলো সুখ ধাম। এখন এটা দুঃখধাম। উপর থেকে প্রত্যেক আত্মাই সত্যোপধান তারপর সত্য:-রজ:-তমোতে আসে। এক জন্ম হলেও এই চারটি পর্যায়ে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। বাবা কত সুন্দর করে বাচ্চাদেরকে বসে বোঝান, তবুও বাচ্চারা স্মরণ করে না। বাবাকে ভুলে যায়। নম্বরানুসারেই সব কিছু হয়, তাই না ! বাচ্চারা জানে যে, নম্বর ক্রমানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী রুদ্র মালা তৈরি হয়। কতো কোটির মালা হয়। অসীম জগতের এই মালা। ব্রহ্মার থেকে বিষ্ণু, বিষ্ণুর থেকে ব্রহ্মা- দুজনেরই পদবী দেখো, এ হল প্রজাপিতা ব্রহ্মারই নাম। অর্ধকল্প পর আবার রাবণ আসে। ডিটিজম, তারপর ইসলামিজম ইত্যাদি ইত্যাদি.....। মানুষ আদম-বিবিকেও স্মরণ করে আবার প্যারাডাইসকেও স্মরণ করে। ভারত স্বর্গ ছিলো, বাচ্চাদের তো অনেক খুশি হওয়া চাই। অসীম জগতের বাবা, উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান, উঁচুর থেকেও উঁচু জ্ঞান শোনান। উঁচুর থেকেও উঁচু পদ পাওয়া যায়। সবার থেকে উঁচু শিক্ষক হলেন - বাবা। তিনি শিক্ষক, আবার সঙ্গুরু হয়ে সাথেও নিয়ে যাবেন। এইরকম বাবাকে, কেন স্মরণে থাকে না? খুশির পারদ চড়তেই থাকবে। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে, মায়া চিন্তা করার সময় দেবে না। তোমরা বারবার হেরে যাও। বাবা তো বলেন, - বাচ্চারা, স্মরণের দ্বারাই তোমরা মায়াজিৎ হতে পারবে। আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতার তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবা যা কিছু শেখাচ্ছেন তাকে প্র্যাক্টিসে নিয়ে আসতে হবে। শুধু কাগজে নোট করলেই হবে না। বিনাশের আগে জীবনবন্ধ থেকে জীবনমুক্ত পদ প্রাপ্ত করতে হবে।

২) নিজের টাইম বিনাশী উপার্জনের পেছনে অধিক ওয়েস্ট করবে না, কেননা এসব তো মাটিতে মিশে যাবে। সেইজন্য অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অসীম জাগতিক উত্তরাধিকার নিতে হবে আর দিব্য গুণও ধারণ করতে হবে।

বরদান:- যোগবলের দ্বারা মায়ার শক্তির উপরে বিজয় প্রাপ্তকারী সদা বিজয়ী ভব জ্ঞান-বল আর যোগ বল হলো সবথেকে শ্রেষ্ঠ বল। যেরকম সায়েন্সের বল অন্ধকারের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করে প্রকাশময় করে তোলে। সেইরকমই যোগবল সবসময়ের জন্যে মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করে বিজয়ী বানিয়ে দেয়। যোগবল এতটাই শ্রেষ্ঠ বল যে মায়ার শক্তি এই বলের কাছে কিছুই নয়। যোগী আত্মারা স্বপ্নেও মায়ার কাছে পরাজিত হয় না। স্বপ্নেও কোনও দুর্বলতা আসতে পারে না। এইরকম বিজয়ের তিলক তোমাদের ললাটে লেগে আছে।

স্লোগান:- নম্বর ওয়ানে আসতে হলে ব্যর্থকে সমর্থ পরিবর্তন করে দাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"একরতা হয়ে পবিত্রতার ধারণার দ্বারা আধ্যাত্মিকতায় থেকে মন্সা সেবা করো"

আজ আত্মাদের পিতা চতুর্দিকের আত্মা রূপী বাচ্চাদের আধ্যাত্মিকতাকে দেখছেন। প্রত্যেক বাচ্চার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার ঝলকানি কতটা আছে? আধ্যাত্মিকতা নয়নে প্রত্যক্ষ হয়। আধ্যাত্মিকতার শক্তির আত্মা সদা নয়নের দ্বারা অন্যদেরও অধ্যাত্ম শক্তি দিয়ে থাকে। অধ্যাত্ম হাসি অন্যদেরও খুশির অনুভূতি করায়। তাদের আচরণ, মুখমন্ডল ফরিস্তাসম ডবল লাইট প্রতীয়মান হয়। এমন আধ্যাত্মিকতার আধার হলো পবিত্রতা। মন-বাণী- কর্মতে যতটা পবিত্রতা হবে ততটাই আধ্যাত্মিকতা দেখা যাবে। পবিত্রতা ব্রাহ্মণ জীবনের রূপসজ্জা। পবিত্রতা ব্রাহ্মণ জীবনের মর্যাদা। তাইতো বাপদাদা পবিত্রতার আধারে প্রত্যেক বাচ্চার আধ্যাত্মিকতা দেখছেন। আধ্যাত্মিক আত্মা এই লোকে থেকেও অলৌকিক ফরিস্তা প্রতীয়মান হবে।

সুতরাং নিজে নিজেকে দেখো, চেক করো - আমার সংকল্পে, বোলে আধ্যাত্মিকতা রয়েছে? অধ্যাত্ম সংকল্প নিজের মধ্যেও শক্তি ভরে দেয় আর অন্যদেরও শক্তি দেয়। অন্য কথায় যাকে তোমরা বলে থাকো অধ্যাত্ম সংকল্প মন্সা সেবার নিমিত্ত হয়। অধ্যাত্ম বোল নিজেকে এবং অন্যকে সুখের অনুভব করায়। শান্তির অনুভব করায়। একটা অধ্যাত্ম বোল অন্য আত্মাদের জীবনে সামনে এগিয়ে যাওয়ার আধার হয়ে যায়। যারা অধ্যাত্ম বোল বলে তারা বরদানী আত্মা হয়ে যায়। অধ্যাত্ম কর্ম সহজভাবে নিজেকেও কর্মযোগী স্থিতির অনুভব করায় এবং অন্যদেরও কর্মযোগী বানানোর স্যাম্পল হয়ে যায়। যারাই তাদের সম্পর্কে আসে তারা সহজযোগী, কর্মযোগী জীবনের অনুভাবী হয়ে যায়। কিন্তু তোমাদের বলা হয়েছিল আধ্যাত্মিকতার বীজ হলো পবিত্রতা। স্বপ্নে পর্যন্ত পবিত্রতা ভঙ্গ হবে না, তবেই আধ্যাত্মিকতা দেখা যাবে। পবিত্রতা শুধু ব্রহ্মচর্য নয়, বরং প্রতিটা বোল ব্রহ্মাচারী হবে, প্রতিটা সংকল্প ব্রহ্মাচারী হবে, প্রতিটা কর্ম ব্রহ্মাচারী হবে। যেমন, লৌকিকে কোনো কোনো বাচ্চার চেহারা তার বাবার মতো হয়, তখন বলা হয় যে এর মধ্যে বাবাকে দেখা যায়। ঠিক তেমনই ব্রহ্মাচারী ব্রাহ্মণ আত্মার চেহারায় আধ্যাত্মিকতার আধারে ব্রহ্মা বাবা সমান যেন অনুভূত হয়। সম্পর্কে থাকা আত্মারা যেন অনুভব করে যে - ইনি বাবা সমান। ঠিক আছে, শতকরা একশ' ভাগ যদি নাও হয়, তবুও সময় অনুসারে কত পার্সেন্ট তোমাদের থাকা উচিত? কত পর্যন্ত পৌঁছেছো? ৭৫ পার্সেন্ট, ৮০ পার্সেন্ট, ৯০ পার্সেন্ট, কত পর্যন্ত পৌঁছেছো? এর পরের লাইন বোলো, দেখ বসার জন্য তো তোমরা সামনের নম্বর পেয়েছো। সুতরাং ব্রহ্মাচারী হতেও নম্বর সামনে হওয়া উচিত তো না! আছো তোমরা সামনে নাকি না?

বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চার পবিত্রতার আধারে আধ্যাত্মিকতা দেখতে চান। বাপদাদার কাছে সবার চার্ট রয়েছে। তিনি বলেন না, কিন্তু চার্ট আছে। পবিত্রতাতেও এখনও কিছু কিছু বাচ্চার পার্সেন্টেজ অনেক কম। সময় অনুসারে বিশ্বের আত্মারা তোমরা সব আত্মাকে আধ্যাত্মিকতার স্যাম্পল হিসেবে দেখতে চায়। এর সহজ সাধন হলো - শুধু একটা বাক্য অ্যাটেনশনে রাখো, বারবার সেই একটা বাক্যকে নিজে থেকে আন্ডারলাইন করো, সেই একটা বাক্য হলো - একরতা ভব। যেখানে এক আছে সেখানে আপনা থেকেই একাগ্রতা বজায় থাকে। আপনা থেকেই অনড়, অটল হয়ে যায়। একরতা হওয়ায় একমতে চলা খুব সহজ হয়ে যায়। যখন একরতা হয়েই আছে তখন একের মতের দ্বারা একমতি সঙ্গতি সহজ হয়ে যায়। একরস স্থিতি আপনা থেকেই হয়ে যায়। সুতরাং চেক করো - একরতা হয়েছে কিনা। সারাদিনে মন-বুদ্ধি একরতা থাকে? হিসেবের ক্ষেত্রেও হিসেব শুরু হয়েছিল এক থেকে। এক বিন্দু আর এক শব্দ, যদি সংখ্যায় যোগ করতে থাকো, তবে এক বিন্দু যোগ করতে থাকলে দেখ কত বাড়তে থাকবে! তখন যদি কিছুই স্মরণে না আসে, তবে 'এক' শব্দ স্মরণে থাকবে তো না! সময় এবং আত্মারা তোমরা সব একরতা আত্মাদের কাতরভাবে আহ্বান করছে। হে দেব আত্মা সময়ের এই ডাক, আত্মাদের আহ্বান তোমরা শুনতে পাচ্ছ না? এমনকি প্রকৃতিও তোমরা সব প্রকৃতিপতিকে দেখে আহ্বান করছে - হে প্রকৃতিপতি! আধ্যাত্মিক সংকল্প নিজের মধ্যে এবং অন্যদের মধ্যে ভরে দেওয়া হে আত্মারা, এবার পরিবর্তন করো। এটা তো মাঝে মাঝে ছোট ছোট হাঙ্কা ধাক্কা লাগছে। অসহায় আত্মাদের বারবার দুঃখের, ভয়ের ধাক্কা খাইও না। তোমরা মুক্তি দেওয়ানোর আত্মা মাস্টার মুক্তিদাতা, কবে এই আত্মাদের মুক্তি দেওয়াবে? মনে কি তোমাদের করুণার উদ্বেগ হয় না? নাকি সমাচার শুনে তোমরা চুপ হয়ে যাও, ব্যস, হয়ে গেছে, শুনে নিয়েছ। সেইজন্য বাপদাদা এখন প্রত্যেক বাচ্চার মার্সিফুল স্বরূপ দেখতে চান। নিজের সীমিত বিষয়গুলো ছেড়ে দাও, মার্সিফুল হও। মন্সা সেবায় নিয়োজিত হও। সকাশ দাও, শান্তি দাও, সহায়তা দাও। যদি মার্সিফুল হয়ে অন্যদের সহায়তা দিতে বিজি থাকবে তবে সীমিত আকর্ষণ থেকে,

সীমিত পরিসরের বিষয় থেকে আপনা থেকেই দূরে সরে যাবে। পরিশ্রম থেকে বেঁচে যাবে। বাণী- সেবায় অনেক সময় দিয়েছ, সময়কে উপযোগী বানিয়েছ, বার্তা দিয়েছ। আত্মাদের সম্বন্ধ- সম্পর্কে নিয়ে এসেছো, ডামানুসারে এখনো পর্যন্ত যা করেছে তা খুব ভালো করেছে। কিন্তু এখন বাণীর সাথে মম্মা সেবার আবশ্যিকতা অধিক। আর এই মম্মা সেবা প্রত্যেক নতুন, পুরানো, মহারথী, ঘোড়সওয়ার, পেয়াদা সবাই করতে পারে। এতে বড়রা করবে, আমি তো ছোট, আমি তো অসুস্থ, আমার কাছে তো কোনো সাধন নেই... কোনও আধারের প্রয়োজন নেই। এমনকি এটা ছোট ছোট বাচ্চারাও করতে পারে। বাচ্চারা, মম্মা সেবা করতে পারো তো না? (হাঁ জী) সেইজন্য এখন বাচ্চা আর মম্মা সেবার ব্যালেন্স বজায় রাখো। তোমরা যারা মম্মা সেবা করো তাদের এই সেবার মাধ্যমে অনেক লাভ আছে। কেন? যে আত্মাকে মম্মা সেবা অর্থাৎ সংকল্প দ্বারা শক্তি দেবে, সকাশ দেবে সেই আত্মা তোমাকে আশীর্বাদ দেবে। তাছাড়া, তোমাদের খাতায় স্ব-পুরুষার্থ তো আছেই, কিন্তু আশীর্বাদের খাতাও জমা হয়ে যাবে। সুতরাং তোমাদের জমা খাতা ডবল রীতিতে বাড়তে থাকবে, তা তোমরা নতুন হও বা পুরানো। এই বার অনেক নতুন এসেছে, তাই না! নতুন যারা প্রথমবার এসেছে তারা হাত তোলো। প্রথমবার আসা বাচ্চাদের বাপদাদা জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আত্মারা মম্মা সেবা করতে পারো? (বাপদাদা পান্ডবদের, মাতাদের সবাইকে আলাদা আলাদা জিজ্ঞাসা করেছেন) তোমরা মম্মা সেবা করতে পারো? এরা তো খুব ভালোই হাত তুলেছে, হতে পারে কেউ টি. ভি.তে দেখছে শুনছে, কেউ সমুখে বসে শুনছে, এখন বাপদাদা সব বাচ্চাকে দায়িত্ব দিচ্ছেন যে সারাদিনে কত ঘন্টা মম্মা সেবা যথার্থ রীতিতে করেছে, তার প্রত্যেকটা চার্ট নিজের কাছে রাখো। তারপরে বাপদাদা হঠাৎ করে চার্ট চাইবেন, ডেট বলবেন না। হঠাৎই চাইবেন, দেখবেন যে, দায়িত্ব পালনের মুকুট পরেছ নাকি নড়ছে! দায়িত্বের মুকুট পরতে হবে তো না! টিচাররা তো দায়িত্বের মুকুট পরে আছে, তাই না! এখন তাতে এটা অ্যাড করো। ঠিক আছে না! ডবল ফরেনার্স হাত উঠাও। দায়িত্বের এই মুকুট যদি ভালো লাগে তো এইভাবে হাত তোলো। টিচাররাও হাত তোলো, তোমাদের দেখে সকলে প্রেরণা পাবে। তাহলে, চার্ট রাখবে? আচ্ছা, বাপদাদা একদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করবেন, নিজের নিজের চার্ট লিখে পাঠাও, তার পরে দেখবো কেননা, বর্তমান সময়ে এর আবশ্যিকতা রয়েছে। নিজের পরিবারের দুঃখ, পীড়া, সংকট তোমরা দেখতে পারবে! দেখতে পারবে? অন্ততঃ, দুঃখী আত্মাদের এক আঁজলা তো দাও। তোমাদের যে গীত রয়েছে - এক ফোঁটার পিপাসার্ত আমরা ... আজকের সময়তে এক ফোঁটা সুখ শান্তির জন্য আত্মারা পিপাসার্ত। সুখ-শান্তির অমৃতের এক ফোঁটা পেলেও তারা খুশি হয়ে যাবে। বাপদাদা বারবার বলতে থাকেন - সময় তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। ব্রহ্মা বাবা নিজের ঘরের গেট খোলার জন্য অপেক্ষা করছেন। প্রকৃতি তীব্রগতিতে পরিষ্কার করার জন্য অপেক্ষা করছে। সুতরাং হে ফরিস্তা, এখন নিজের ডবল লাইট দ্বারা অপেক্ষার অবসান ঘটান। এভাররেডি শব্দ তো সবাই বলে থাকো, কিন্তু সম্পন্ন আর সম্পূর্ণ হওয়ায় এভাররেডি হয়েছে? কেবল শরীর ছাড়ার জন্য এভাররেডি হওয়া নয়, বরং বাবার সমান হয়ে যাওয়ায় এভাররেডি হতে হবে।

এরা মধুবনের সবাই সামনে সামনে বসে, এটা ভালো। সেবাও করে। যারা মধুবনের তারা এভাররেডি হয়েছে? হাসছে, আচ্ছা প্রথম লাইনের মহারথী এভাররেডি হয়েছে? বাবা সমান হওয়ায় এভাররেডি? যদি এভাবে যাও তো অ্যাডভান্স পার্টিতে যাবে। অ্যাডভান্স পার্টি তো না চাইতেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন বাণী আর মম্মা সেবার ব্যালেন্স বজায় রাখতে তোমরা বিজি হয়ে যাবে, যেখানে এক সেখানে একাগ্রতা আপনা থেকেই এসে যায় তো অনেক ব্লেসিং প্রাপ্ত হয়। ডবল খাতা জমা হয়ে যাবে - পুরুষার্থেরও এবং আশীর্বাদেরও। সুতরাং সংকল্পের দ্বারা, শব্দের দ্বারা, বাণীর দ্বারা, কর্মের দ্বারা, সম্বন্ধ-সম্পর্কের দ্বারা শুভ আশিস দাও আর শুভ আশিস নাও। একটাই বিষয়, ব্যাস্ আশীর্বাদ দিতে হবে। হতে পারে কেউ অভিশাপ দিলো, তবুও তোমরা তাকে শুভ আশিস দাও কেননা, আশীর্বাদের সাগরের বাচ্চা তোমরা। এমনকি যদি কেউ অসন্তুষ্ট হয়, তোমরা অসন্তুষ্ট হয়ো না। তোমরা সন্তুষ্ট থাকো। এটা হতে পারে? ১০০ জন তোমাকে অসন্তুষ্ট করবে আর তুমি সন্তুষ্টতা বজায় রাখবে, এটা হতে পারে? হতে পারে? দ্বিতীয় লাইনের যারা আছ তারা বলো হতে পারে? এখন তারা তোমাদেরকে আরও অসন্তুষ্ট করবে, দেখো! পেপার তো আসবে, তাই না! মায়াও শুনছে তো না! শুধু এই ব্রত নাও, দূঢ় সংকল্প করো - "আমাকে আশীর্বাদ দিতে হবে আর নিতে হবে, ব্যাস্!" এটা হতে পারে? মায়া অসন্তুষ্ট করলেই বা কি! তোমরা তো সন্তুষ্ট করবে, তাই না! তবে শুধু একটাএ কাজ করো, ব্যাস্! না অসন্তুষ্ট হওয়ার আছে, না করার আছে। যদি কেউ করে তো করবে, আমি অসন্তুষ্ট হবো না। আমি না করবো, না হবো। প্রত্যেকে নিজের দায়িত্ব নাও। অন্যকে দেখো না, এ' করে, এ' করে, আমি সাক্ষী হয়ে খেলা দেখব, শুধু সন্তুষ্টির খেলা দেখবে কি! অসন্তুষ্টিরও তো মাঝে মাঝে দেখা দরকার তো না! যতই হোক, প্রত্যেকে নিজেকে নিজে সন্তুষ্ট রাখো।

মাতারা, পান্ডবরা হতে পারে এটা? বাপদাদা নকশা দেখে নেবেন। বাপদাদার কাছে অনেক বড় টি. ভি. আছে, অনেক বড়। একেকজনেরটা দেখতে পারেন, কোন সময় কে কী করছে, বাপদাদা দেখেন কিন্তু বলেন না, তোমাদের শোনান না।

এছাড়া, অনেক রঙ (আচরণ) দেখেন। লুকিয়ে লুকিয়ে তোমরা কী করো সেটাও দেখেন। বাচ্চাদের মধ্যে খুব চালাকিও আছে তো না! তারা খুব চালাক। যদি বাপদাদা বাচ্চাদের সমস্ত চালাকির সম্বন্ধে শোনাতে যান না তখন শুনেই তোমরা একটু ভাবতে শুরু করে দেবে, সেইজন্য তিনি তোমাদের বলেন না। তিনি কেনই বা তোমাদের চিন্তায় ফেলবেন? যতই হোক, সবকিছু করা হয় খুব দক্ষতার সঙ্গে। সবচাইতে বেশি চতুর যদি দেখতে চাও সেটাও ব্রাহ্মণের মধ্যে দেখ। কিন্তু এখন কিসে দক্ষ হবে? মন্সা সেবাতে। সামনের নম্বর নিয়ে নাও। পিছনে থেকো না। এর জন্য কোনো অজুহাত নয় - আমার সময় নেই, আমাকে চাম্স দেওয়া হয়নি, শরীর চলছে না, আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি এসব কিছু নয়। সব করতে পারো। বাচ্চারা দৌড় লাগানোর খেলা খেলছিল তো না, এবারে এতে দৌড় লাগাও। মন্সা সেবায় দৌড় লাগাও। আচ্ছা।

কর্নাটকের টার্ন - কর্ণাটকের যারা সেবাতে এসেছে, তারা ওঠো। এত সবাই সেবার জন্য এসেছে! ভালো, এটাও সহজ শ্রেষ্ঠ পুণ্য জমা করার গোল্ডেন চাম্স পাওয়া যায়। ভক্তিতে বলা হয়ে থাকে - একজন ব্রাহ্মণেরও যদি সেবা করো তো বড় পুণ্য অর্জন হয় আর এখানে কত প্রকৃত ব্রাহ্মণের সেবা করো! তো এটা ভালো চাম্সের প্রাপ্তি তো না! ভালো লেগেছে নাকি পরিশ্রম হয়েছে? ক্লান্ত হওনি তো! আনন্দ হয়েছে তো না! যদি প্রকৃত হৃদয় থেকে পুণ্য মনে করে সেবা করো তবে তার প্রত্যক্ষ ফল হলো - তার ক্লান্তি বোধ হবে না, খুশি থাকবে। এই প্রত্যক্ষ ফল পুণ্য জমার অনুভব হয়। যদি সামান্য কোনও কারণে ক্লান্ত বোধ হয় কিংবা সামান্য একটুও অনুভব হয় তবে বুঝবে প্রকৃত হৃদয় থেকে সেবা হয়নি। সেবা অর্থাৎ প্রত্যক্ষফল, মেওয়া। তোমরা শুধু সেবাই করো না, মেওয়া খাও। তো কর্ণাটকের সব সেবাধারী নিজের ভালো সেবার পার্ট প্লে করেছে আর সেবার ফল খেয়েছে।

আচ্ছা টিচাররা সবাই ভালো আছে? টিচারদের তো সিজনে কতবার টার্ন প্রাপ্ত হয়। এই টার্ন প্রাপ্ত হওয়াও ভাগ্যের লক্ষণ। এখন টিচারদের মন্সা সেবাতে রেস করতে হবে। কিন্তু এরকম করো না যে সারাদিন বসে থাকবে, আমি মন্সা সেবা করছি। কেউ কোর্স করতে আসবে তো তুমি বলবে, না, না আমি তো মন্সা সেবা করছি। কোনো কর্মযোগের টাইম আসবে তো বলবে, মন্সা সেবা করছি, না। ব্যালেঞ্চ প্রয়োজন। কারও কারও তো অনেক নেশা চড়ে যায়, তাই না! সুতরাং এমন নেশা যেন না চড়ে। ব্যালেঞ্চে ব্লেসিং আছে। ব্যালেঞ্চ নেই তো ব্লেসিং নেই। আচ্ছা।

এখন সবাই এক সেকেন্ডে মন্সা সেবার অনুভব করো। আত্মাদের আঁজলাভের শান্তি আর শক্তি দাও। আচ্ছা। চতুর্দিকের সর্ব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিকতার যারা অনুভব করায় সেই আধ্যাত্মিক আত্মাদের, সর্ব সংকল্প এবং স্বপ্নেও পবিত্রতার পার্ট পড়া ব্রাহ্মাচারী বাচ্চাদের, সর্ব দৃঢ় সংকল্পধারী, মন্সা সেবাধারী তীর পুরুষাথী আত্মাদের, সদা শুভ আশিস দেওয়া এবং নেওয়া পুণ্য আত্মাদেরকে পূর্ণরূপে বাপদাদার, দিলারাম বাবার হৃদয়ের গভীর এবং আন্তরিক প্রেম সহ স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

দাদি জী, দাদি জানকিজীর সাথে পার্সোনাল সাক্ষাৎকার :

বাপদাদা ত্রিমূর্তি ব্রহ্মার দৃশ্য দেখিয়েছেন। সবাই তোমরা দেখেছো? কেননা, বাবা সমান, বাবার সব কার্যের সাথী তোমরা, তাই তো না! সেইজন্য এই দৃশ্য দেখিয়েছেন। বাপদাদা তোমাদের দুজনকে বিশেষ পাওয়ার্স-এর উইল করেছেন। উইল পাওয়ার্সও দিয়েছেন আর সর্ব পাওয়ার্সের উইলও করেছেন। সেইজন্য সেই পাওয়ার্স নিজের কাজ করছে। করাবনহার করাচ্ছেন, আর তোমরা নিমিত্ত হয়ে করছ। আনন্দানুভব হয় তো না! করণ-করাবনহার বাবা করাচ্ছেন। করানোর মালিক করাচ্ছেন, সেইজন্য তোমরা নিশ্চিত হয়ে করছ, তোমাদের চিন্তা থাকে না। নিশ্চিত বাদশাহ। আচ্ছা। স্বাস্থ্যের বিষয়েও নলেজফুল হও। অল্পস্বল্প হানিকারক হয়ে থাকে। এতেও নলেজফুল হতেই হবে, কেননা অনেক সেবা করতে তো হবে, তাই না! অতএব, ডবল নলেজফুল হও। আচ্ছা, ওম্ শান্তি।

বরদান:- ঈশ্বরীয় সঙ্গে থেকে ভুল সঙ্গের আঘাত থেকে রক্ষা পেয়ে সদাসর্বদার সংসঙ্গী ভব যত খারাপ সঙ্গই হোক না কেন, তোমাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্গ তার সামনে অনেক শক্তিশালী। ঈশ্বরীয় সঙ্গের সামনে সেই সঙ্গ কিছুই না। সব হীনবল। যখন তোমরা বলহীন হয়ে যাও তখনই ভুল সঙ্গের চোট লাগে। যে সদা এক বাবার সঙ্গে থাকে অর্থাৎ সদাসর্বদার সংসঙ্গী হয়, সে অন্য কোনও সঙ্গের রঙে প্রভাবিত হতে পারে না। ব্যর্থ বিষয়, ব্যর্থ সঙ্গ অর্থাৎ কুসঙ্গ তাকে আকর্ষণ করতে পারে না।

স্নোগান:- যে মন্দকে ভালোতে পরিবর্তন করতে পারে সে-ই প্রসন্নচিত্ত থাকতে পারে।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - যোগবলের দ্বারা খারাপ সংস্কারকে পরিবর্তন করে নিজের মধ্যে সু-সংস্কার ভরো। জ্ঞান আর পবিত্রতার সংস্কার হলো সু-সংস্কার"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের বার্থ রাইট কোনটি? এখন তোমাদের কেমন ফিলিং আসে?

*উত্তরঃ - তোমাদের বার্থ রাইট হলো মুক্তি আর জীবনমুক্তি। এখন তোমাদের ফিলিং আসে যে, যে, আমাদের বাবার সাথে ঘরে ফিরে যেতে হবে। তোমরা জানো যে -- বাবা এসেছেন ভক্তির ফল মুক্তি এবং জীবনমুক্তি দিতে। এখন সকলকে শান্তিধামে ফিরে যেতে হবে। নিজেদের ঘরের দর্শন করতে হবে।

ওম্ শান্তি । মানুষ, বাবাকে সত্য-সম্রাট (সাম্রাট পাতশাহ) বলে। ইংরেজীতে সম্রাট বলা হয় না, ওখানে শুধুমাত্র সত্য-পিতা বলা হয়। তারা বলে, গডফাদার ইজ ট্রুথ অর্থাৎ গডফাদার হলেন সত্য। ভারতেই বলা হয় সত্যিকারের সম্রাট (সাম্রাট পাতশাহ) । এরমধ্যে পার্থক্য তো অনেক, তিনি শুধু সত্য বলেন, সত্য শেখান, সত্য বানান। এখানেই বলা হয় সত্য-সম্রাট। সত্যও(পবিত্র) বানান আবার সত্যখন্ডের রাজাও বানান। এটাই সত্য যে, তিনি মুক্তিও দেন, জীবনমুক্তিও দেন - যাকে ভক্তির ফল বলা হয়। লিবারেশন আর ফ্রুসন (সিদ্ধি/ফললাভ)। ভক্তির ফল দেন আর মুক্ত করেন। বাচ্চারা জানে যে, বাবা আমাদের দুইই দেন। লিবারেট তো সকলকেই করেন, আর ফল তোমাদেরকে দেন। লিবারেশন আর ফ্রুসন - এমন ভাষাও তো তৈরী করা হয়েছে, তাই না। ভাষা তো অনেক। শিববাবারও তো অনেক নাম রাখা হয়েছে। কাউকে যদি বলে যে, ওঁনার নাম তো শিববাবা, তখন বলে - আমি তো প্রভু (মালিক) বলি। প্রভু তো অবশ্যই, কিন্তু তারও তো একটা নাম চাই, তাই না। নাম-রূপের উর্ধ্ব কোনো বস্তু হয় না। মালিকও তো কোন জিনিসেরই হয়, তাই না। নাম-রূপ তো অবশ্যই আছে। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো -- বাবা সত্যিই তোমাদের মুক্তও করেন আবার সকলকে শান্তিধামেও অবশ্যই যেতে হবে। নিজ নিকেতনের দর্শন সকলকেই করতে হবে। ঘর থেকে এসেছো তাই প্রথমে ঘরের দর্শন করবে। একেই বলা হয় গতি-সঙ্গতি। শব্দ গুলো তো(মুখে) বলে কিন্তু অর্থবিহীন। বাচ্চারা, তোমরা এমনভাবে অনুভব কর যে, আমরা ঘরেও ফিরে যাব আর ফলও প্রাপ্ত করব। নস্বরের ক্রমানুসারেই তোমরা তা পাও। আবার অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও নির্দিষ্ট সময়ানুসারে সবকিছু পায়। বাবা বুঝিয়েছিলেন যে, এই পরচা (প্রচার পত্র) খুবই কাজের জিনিস - তোমরা স্বর্গবাসী না নরকবাসী? বাচ্চারা, একমাত্র তোমরাই জানো যে, এই মুক্তি-জীবনমুক্তি দুইই আমাদের গডফাদারলী বার্থ রাইট। তোমরা লিখতেও পারো। বাচ্চারা, পিতার থেকেই তোমরা এই জন্মসিদ্ধ অধিকার লাভ কর। বাবার কাছে সমর্পণের মাধ্যমে তোমরা এই দুটো জিনিস প্রাপ্ত কর। ওটা হলো রাবণের বার্থ-রাইট, আর এ হলো পরমপিতা পরমাত্মার বার্থ-রাইট। অর্থাৎ এ হলো ভগবানের থেকে প্রাপ্ত করা জন্মসিদ্ধ অধিকার। এমনভাবে লেখা উচিত যাতে কিছু বুঝতে পারে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের স্বর্গ স্থাপন করতে হবে। কত কাজ করতে হবে। এখনও তো মনে হয় যেন শিশু, যেমন মানুষ কলিযুগের ক্ষেত্রে বলে যে, এ এখনও শিশু। বাবা বলেন, সত্যযুগের স্থাপনা এখনও শৈশবাবস্থায় রয়েছে। বাচ্চারা, এখন তোমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছ। রাবণের কোনো উত্তরাধিকারের কথা বলা যাবে না। উত্তরাধিকার পাওয়া যায় গডফাদারের কাছ থেকে। সে (রাবণ) কি পিতা? না পিতা নয়, একে শয়তান বলা হয়। শয়তানের কাছ থেকে কি উত্তরাধিকার পাওয়া যায়? ৫ বিকার পাওয়া যায়, শো' (কর্মও ব্যবহারে) সেভাবেই করে, তমোপ্রধান হয়ে যায়। এখন লোকেরা দশহরা কতরকমভাবে পালন করে, সেরিমনী পালিত হয়, অনেক খরচও করে। বিদেশ থেকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনা হয়। মহীশূরের দশহরা উৎসব সবচেয়ে বিখ্যাত। সেখানে ধনীও প্রচুর। রাবণ-রাজ্যে যখন ধনের আগমন হয়, তখন বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে যায়। বাবা ডিটেলে বোঝান। এর নামই হলো রাবণ-রাজ্য। ওখানে একে বলা হয় ঈশ্বরীয়-রাজ্য। রাম-রাজ্য বলাও ভুল। গান্ধীজী রাম-রাজ্য চাইতেন। মানুষ মনে করে, গান্ধীজীও অবতার ছিলেন। তাকে কত ধনদান করতো। তাকে ভারতের বাপুজী (ফাদার অফ দ্য নেশন) বলা হতো। আর ইনি (শিব বাবা) তো সমগ্র বিশ্বের বাপু (ফাদার)। এখন তোমরা এখানে বসে রয়েছে, তোমরা জানো যে, জীবাত্মাদের সংখ্যা কত হবে। জীব (শরীর) তো বিনাশী, এছাড়া আত্মা হলো অবিনাশী। আত্মা তো অসংখ্য। যেমন উপরে নক্ষত্র থাকে, তাই না। নক্ষত্র অধিক না আত্মারা অধিক রয়েছে? কারণ তোমরা হলে ধরনীর নক্ষত্র আর ওরা আকাশের নক্ষত্র। তোমাদের দেবতা বলা হয়, ওরা (অজ্ঞানী) তো ওগুলোকেই(জড় নক্ষত্র) দেবতা বলে। তোমাদেরকে লাকী নক্ষত্র বলা হয়, তাই না।

আচ্ছা, নিজেদের মধ্যে এই বিষয়ে ডিসকাস করবে। বাবা, এখন আর এই কথায় যেতে চাইছেন না। এটা বুঝিয়েছেন যে,

সকল আত্মাদের পিতা একজনই, এনার বুদ্ধিতে সবই রয়েছে। যত মনুষ্য রয়েছে, তাদের সকলেরই পিতা তিনি। তোমরা সকলেই জানো যে, সমগ্র বিশ্ব সমুদ্রের (জলের) উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। কারোরই কিন্তু একথা জানা নেই। বাবা বুঝিয়েছিলেন যে, সমগ্র সৃষ্টির উপরেই এখন রাবণ-রাজ্য। এমনও নয় যে, রাবণ-রাজ্য কোনো সাগরের তীরে অবস্থিত। চারিদিকে সমুদ্র তো রয়েছেই। কথিতও আছে তাই না যে - নীচে ষাঁড়, আর তার শিং-এর উপর (সমগ্র) সৃষ্টি দাঁড়িয়ে রয়েছে। যখন ক্লান্ত হয়ে যায় তখন পুনরায় শিং বদল করে। এখন পুরানো দুনিয়া বিনাশ হয়ে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হয়। শাস্ত্রে অনেকপ্রকারের পৌরানিক গল্প-কাহিনী লিখে দিয়েছে। বাচ্চারা তো একথা জানে যে -- এখানে(সাকার দুনিয়া) সব আত্মারা শরীরে রয়েছে, এদের বলা হয় জীবাত্মা। ওখানে আত্মাদের যে ঘর রয়েছে সেখানে তো শরীর নেই। তাদের বলা হয় নিরাকারী। জীবের আকার আছে, তাই সাকার বলা হয়। নিরাকারের শরীর থাকে না। এ হলো সাকারী সৃষ্টি। ওট নিরাকারী আত্মাদের দুনিয়া। সৃষ্টি তো একেই বলা হয়, ওটাকে ইনকরপোরিয়াল ওয়ার্ল্ড (নিরাকারী দুনিয়া) বলা হবে। আত্মা যখন শরীরে আসে তখন সচল হয়। তা নাহলে তো শরীর কোনো কাজেই আসে না। ওটাকে (পরমধাম) বলাই হয় নিরাকারী দুনিয়া। যত আত্মা রয়েছে, তাদের সবাইকেই পরে আসতে হবে। তাই একে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ বলা হয়। সব আত্মারা যখন এখানে চলে আসে, তখন ওখানে একটিও (আত্মা) থাকে না। ওখানে যখন সব খালি হয়ে যায়, তখন পুনরায় সব ফিরে যায়। তোমরা পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে নিজেদের সংস্কার নিয়ে যাও। কেউ জ্ঞানের সংস্কার নিয়ে যায়, কেউ পবিত্রতার সংস্কার নিয়ে যায়। আসতে পুনরায় এখানেই হবে। কিন্তু প্রথমে তো ঘরে যেতে হবে। ওখানে থাকে সু-সংস্কার, এখানে হয় খারাপ সংস্কার। সুসংস্কার খারাপ সংস্কারে পরিবর্তিত হয়ে যায়। পুনরায় খারাপ সংস্কার যোগবলের দ্বারা ভাল হয়ে যায়। ওখানে তো সুসংস্কার নিয়ে যাবে। বাবার মধ্যেও পড়ানোর সংস্কার রয়েছে, তাই না। যা তিনি এসে বোঝান। রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান। বীজের বিষয়েও বোঝান, আবার সমগ্র বৃক্ষের (ঝাড়) ব্যাপারেও বোঝান। বীজের বিষয়ে বোঝানো, সেটা হলো জ্ঞান আর বৃক্ষ সম্বন্ধে বোঝানো, সেটা হলো ভক্তি। ভক্তিতে অনেক ডিটেল থাকে, তাই না। বীজকে স্মরণ করা তো অতি সহজ। ওখানেই তো যেতে হবে। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে অতি অল্প সময় লাগে। পুনরায় সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হতে পুরোপুরি ৫ হাজার বছর লাগে। এই চক্র একদম সঠিকভাবে বানানো হয়েছে, যা রিপীট হয়ে চলেছে। আর কেউ-ই একথা বলতে পারবে না। কেবল তোমরাই বলতে পারো। আধা-আধা করা হয়। আধা স্বর্গ, আধা নরক পুনরায় তা ডিটলে বলা হয়। স্বর্গে জন্ম হয় কম। কারণ আয়ু দীর্ঘ হয়। নরকে জন্ম হয় বেশী, কারণ গড় আয়ু কম হয়। ওখানে হয় যোগী, এখানে হয় ভোগী, তাই এখানে অনেক জন্ম হয়। এই কথা অন্যেরা কেউ জানে না। মানুষের তো কিছু জানা নেই। কখন দেবতারা ছিল, তারা কিভাবে দেবতা হয়েছিল, কত কত বোধ বুদ্ধি সম্পন্ন ছিল -- এও তোমরাই জানো। বাবা এইসময় বাচ্চাদের পড়িয়ে ২১ জন্মের জন্য অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন। তোমাদের এই সংস্কার পরে আর থাকে না। তখন হয়ে যায় দুঃখের সংস্কার। যেমন রয়্যালিটির (রাজত্বের) সংস্কার যখন তৈরী হয়, তখন জ্ঞান অর্জনের সংস্কার সমাপ্ত হয়ে যায়। এই সংস্কার সম্পূর্ণ হলে, পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে রুদ্রমালায় গাঁথা হবে, পুনরায় নশ্বরের ক্রমানুসারে নিজ ভূমিকা পালন করতে আসবে। যে সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছে, সে-ই প্রথমে আসে। ওঁনার নামও বলে দেন। কৃষ্ণ হলো ফার্স্ট প্রিন্স অফ হেভেন। তোমরা জানো যে, শুধু একজনই কি হবে? না হবে না। সমগ্র রাজধানী তৈরী হবে, তাই না। রাজার সাথে তো প্রজাও চাই। এমনও হতে পারে যে একের থেকেই অন্যদের সৃষ্টি হবে। যদি বলো যে, ৮ জন্মই একসাথে আসে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো নশ্বরের ক্রমানুসারেই আসবে, তাই না। ৮ জন যদি একসাথে আসে, তাহলে শ্রীকৃষ্ণের এত মহিমা-কীর্তন হয় কেন? এই সমস্ত কথা পরে বোঝাবো। তিনি বলেনও তো এমন, তাই না ! আজ অতি রহস্যময় কথা তোমাদের শোনাচ্ছি। (বিস্তারিতভাবে বলার জন্য) কিছু তো রয়ে যায়, তাই না। এই যুক্তি দেওয়া ভালো যে - যদি দেখো লোকেরা বিশেষ কোনো বিষয়ে বুঝতে পারছে না, তখন বলো যে, আমাদের বড়দিদি এর উত্তর দিতে পারবে অথবা বলা উচিত, বাবা এখনও এই বিষয়ে বলেননি। বাবা দিন-দিন অতি রহস্যপূর্ণ কথা শোনান। একথা বলার মধ্যে কোনো লজ্জার ব্যাপার নেই। অতি রহস্যপূর্ণ পয়েন্টস্ যখন শোনান তখন তোমাদের তা শুনে অত্যন্ত আনন্দ হয়। পরে আবার বলে দেন --- 'মনমনাভব', 'মধ্যজীভব'। শাস্ত্র যারা বানিয়েছে তারাই তো এই শব্দ গুলোকে ব্যবহার করেছে। বিভ্রান্ত হয়ে পড়ার প্রয়োজন নেই। বাচ্চারা, বাবার হয়ে গেছে (সমর্পিত) আর অসীম জগতের সুখ পেয়েছে। এখানে মন-বাণী-কর্মতে পবিত্রতার প্রয়োজন। লক্ষ্মী-নারায়ণ তো বাবার উত্তরাধিকার লাভ করেছে, তাই না। এঁনারা হলেন প্রথম স্থানাধিকারী, যাদেরই পূজা এখন হয়। নিজেকে দেখো -- আমাদের মধ্যেও এইসব গুণ রয়েছে কিনা। এখন তো গুণহীন (বেগুণ), তাই না। নিজের অবগুণের কথাও কেউ জানে না।

এখন তোমরা বাবার হয়ে গেছো, তাই অবশ্যই তোমাদের চেঞ্জ হতে হবে। বাবা বুদ্ধির তালা খুলে দিয়েছেন। ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর রহস্যও বুঝিয়েছেন। ইনি (ব্রহ্মা) পতিত, উনি (বিষ্ণু) পবিত্র। অ্যাডপশন এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই হয়। যখন

প্রজাপিতা ব্রহ্মা থাকেন তখনই অ্যাডপশন করা হয়। সত্যযুগে তো হয় না। এখানেও যদি কারো সন্তান না থাকে তখন দত্তক নেয়। প্রজাপিতারও অবশ্যই ব্রাহ্মণ সন্তান চাই। এ হলো ব্রহ্মা মুখ-জাত (মুখবংশীয়), ওরা হলো গর্ভজাত। ব্রহ্মা তো খ্যাতনামা। এঁনার পদবীও অসীম জগতের। সকলেই মনে করে প্রজাপিতা ব্রহ্মা আদিদেব, ওঁনাকে ইংরেজীতে বলা হয় গ্রেট-গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার। এ হলো অসীম জাগতিক সারনেম। ওসব হলো পার্থিব জগতের সারনেম। তাই বাবা বোঝান - একথা অবশ্যই সকলের জানা উচিত যে, ভারতই হলো সর্ববৃহৎ তীর্থস্থান, যেখানে অসীম জগতের পিতা আসেন। এমনও নয় যে, তিনি সমগ্র ভারতেই বিরাজমান। শাস্ত্রে তো তারা মগধ লিখে দিয়েছে, কিন্তু বাবা নলেজ কোথায় শিখিয়েছে ? আবুতে কিভাবে এসেছে ? দিলওয়াড়া মন্দিরেও এর সম্পূর্ণ স্মরণ-চিহ্ন রয়েছে। যারা তৈরী করেছে, তাদের বুদ্ধিতে এসেছে বলেই তো বসে বানিয়েছে। সম্পূর্ণ সঠিক মূর্তি (মডেল) তো তৈরী করতে পারে না। বাবা এখানে এসেই সকলের সঙ্গতি করেন, সিন্ধুপ্রদেশে করেন না। সেটা তো পাকিস্তানে। এ হলো পাক অর্থাৎ পবিত্র স্থান। বাস্তবে পাক স্থান স্বর্গকে বলা হয়। পাক (পবিত্র) আর নাপাক (অপবিত্রের) সমগ্র এই ড্রামা পূর্ব-নির্ধারিত।

তাই মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা - তোমরা একথা জানো যে, আত্মারা আর পরমাত্মা বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে বহুকাল..... কতকাল পরে মিলিত হয়েছে? পুনরায় কবে মিলিত হবে? সুন্দর মিলন-মেলা হয়েছে যখন দালাল-রূপে সঙ্কর-কে পাওয়া গেছে। গুরু তো অনেক, তাই না, সেইজন্য তাঁকে সঙ্কর বলা হয়। বিবাহের সময় যখন গাঁটছড়া (কঙ্কন পড়ানো হয়) বাঁধা হয়, তখন তাকে বলা হয় যে, তোমার স্বামীই তোমার গুরু, তোমার ঈশ্বর। আর স্বামীই সর্বপ্রথমে অপবিত্র বানায়। আজকাল দুনিয়া অত্যন্ত নোংরা(অপবিত্র) হয়ে গেছে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের সুন্দর সুন্দর ফুল (গুলগুল) হতে হবে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের হাতে সুদৃঢ় গাঁটছড়া (কঙ্কন) বাঁধেন।

এমনিতে তো শিবজয়ন্তীর সাথেই রাখীবন্ধন হয়ে যায়। গীতাজয়ন্তীও হয়ে যাওয়া উচিত। কৃষ্ণজয়ন্তী সামান্য দেরীতে নতুন দুনিয়ায় হয়। বাকি আর সব উৎসব এইসময়ের। রামনবমী কবে হয়েছে -- তাও কি কেউ জানে? তোমরা বলবে নতুন দুনিয়ায় ১২৫০ বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর রামনবমী পালিত হয়। শিব-জয়ন্তী, কৃষ্ণ-জয়ন্তী, রাম-জয়ন্তী কবে হয়েছিল...? একথা কেউ-ই বলতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরাও এখনই বাবার মাধ্যমে জেনেছ। ভালোভাবে বলতে পারো। সমগ্র দুনিয়ার জীবন-কাহিনী তোমরা বলতে পারো। লক্ষ-লক্ষ বছরের কথা কি বলতে পারবে? না পারবে না। বাবা কত ভালোভাবে অসীম জগতের পাঠ পড়ান। একবারেই তোমরা ২১ জন্মের জন্য নগ্ন (অপবিত্র) হওয়া থেকে বেঁচে যাও। এখন তোমরা ৫ বিকার-রূপী রাবণের পর-রাজ্যে রয়েছো। এখন সম্পূর্ণ ৮৪-র চক্র তোমাদের স্মৃতিতে এসে গেছে। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অসীম জাগতিক সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য মন-বাণী-কর্মে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। যোগবলের দ্বারা সুসংস্কার ধারণ করতে হবে। নিজেকে গুণবান বানাতে হবে।

২) সর্বদা খুশীতে থাকার জন্য বাবা প্রত্যহ যে রহস্যপূর্ণ কথা শোনান, তা শুনতে হবে এবং অন্যকে শোনাতে হবে। কোনো কথায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ো না। যুক্তিযুক্তভাবে উত্তর দিতে হবে। এতে লজ্জা করা উচিত নয়।

বরদান:- সুখ স্বরূপ হয়ে প্রত্যেক আত্মাকে সুখ প্রদানকারী মাস্টার সুখদাতা ভব
যে বাচ্চারা সদা যথার্থ কর্ম করে, সেই কর্মের প্রত্যক্ষফল স্বরূপ তাদের খুশী আর শক্তি প্রাপ্ত হয়। তাদের মন সদা খুশীতে থাকে, তাদের সংকল্পেও দুঃখের ঢেউ আসতে পারে না। সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ অর্থাৎ দুঃখের নাম লক্ষণ নেই, কেননা তোমরা হলে সুখদাতার বাচ্চা। এইরকম সুখদাতার বাচ্চারা নিজেরাও মাস্টার সুখদাতা হবে। তারা প্রত্যেক আত্মাকে সর্বদা সুখ দেবে। তারা কখনও কাউকে দুঃখ দেবে না, আর দুঃখ নেবেও না।

স্নোগান:- মাস্টার দাতা হয়ে সহযোগ, স্নেহ আর সহানুভূতি দেওয়া - এটাই হলো দয়াবান আত্মার লক্ষণ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - মায়াকে বশ করার মন্ত্র হলো মন্মনাভব, এই মন্ত্রে সব বিশেষত্ব সমাহিত আছে, এই মন্ত্রই তোমাদের পবিত্র করে তোলে"

*প্রশ্নঃ - আত্মার নম্বর ওয়ান সেক্টির (সুরক্ষার) সাধন (উপায়) কোনটি আর কি ভাবে?"

*উত্তরঃ - স্মরণের যাত্রাই হলো সেক্টির নম্বর ওয়ান পদ্ধতি। কারণ এই স্মরণের দ্বারাই তোমাদের ক্যারেক্টার শুদ্ধ হতে থাকে। তোমরা মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করো। স্মরণের দ্বারা পতিত কর্মেন্দ্রীয় শান্ত হয়ে যায়। স্মরণের দ্বারাই শক্তি আসে। জ্ঞানের তলোয়ারে যোগের ধার চাই। স্মরণের দ্বারাই মধুর সতোপ্রধান হবে। কাউকেই নিরাশ করবে না। সেইজন্য স্মরণের যাত্রাতে দুর্বল হতে নেই। নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করতে হবে আমি কতটা স্মরণে থাকি?"

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদের অবশ্যই সাবধান করতে হয়। কি রকম? সেক্টি ফাস্ট । কীসের সেক্টি? স্মরণের যাত্রার মাধ্যমে তোমরা খুবই সফল (সুরক্ষিত) থাকো। বাচ্চাদের জন্য মুখ্য ব্যাপারই হলো এটি। বাবা বুঝিয়েছেন - বাচ্চারা, তোমরা যত স্মরণের যাত্রায় তৎপর থাকবে, ততই খুশীতে থাকবে আর ম্যানার্সও (আচরণ) ঠিক হবে। কারণ পবিত্র হতে হবে। ক্যারেক্টার্সও শুধরাতে হবে। নিজেকে নিরীক্ষণ করতে হবে-আমার ক্যারেক্টার্স কাউকে কাউকে দুঃখ দেওয়ার মতো নয় তো ! আমার মধ্যে কোনো দেহ-অভিমান এসে যাচ্ছে কি? এটা ভালো ভাবে নিজেকে নিরীক্ষণ করতে হবে। বাবা বসে বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা নিজেরাও অধ্যয়ণ করো আবার অধ্যয়ণ করিয়েও থাকো। অসীম জগতের পিতা শুধুমাত্র অধ্যয়ণ করান। এছাড়া সকলেই তো হলো দেহধারী। এর মধ্যে সমগ্র দুনিয়া এসে যায়। একমাত্র বাবা হলেন বিদেহী। তিনি তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বলেন যে, তোমাদেরও বিদেহী হতে হবে। আমি এসেছি তোমাদের বিদেহী করে তুলতে। পবিত্র হয়েই সেখানে যাবে। ছিঃ ছিঃ কিছু তো সাথে নিয়ে যাবে না, সেইজন্য সর্বপ্রথম মন্ত্রই এটা দেওয়া হয়। মায়াকে বশীভূত করার মন্ত্র হতো এটাই। পবিত্র হওয়ার মন্ত্র এটা। এই মন্ত্র অনেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, এর দ্বারাই পবিত্র হতে হবে। মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে। অবশ্যই আমরা দেবতা ছিলাম, সেইজন্য বাবা বলেন, নিজের সেক্টি যদি চাও, শক্তিশালী মহাবীর হতে চাও তো এই পুরুষার্থ করো। বাবা তো শিক্ষা দিতে থাকেন। এমনকি বারবার বলতেও থাকেন এ হল ড্রামা। ড্রামা অনুযায়ী একদম ঠিকঠাকই চলছে, তবুও বাচ্চাদের উল্লতির জন্য বোঝাতে থাকেন। স্মরণের যাত্রাতে দুর্বল হতে নেই। বন্ধনের জালে আবদ্ধ গোপিকারা, যারা বাইরে থাকে তারা যত স্মরণ করে, সামনে থাকে যারা ততো স্মরণ করে না, কারণ তারা যে শিববাবার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল। যারা মিলিত হয়, তাদের যেন পেট ভরে যায়। যে অনেক স্মরণ করে, সে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে। দেখা যায়- ভালো-ভালো, বড়ো-বড়ো সেন্টার পরিচালনা করার মুখ্য যারা তারাও স্মরণের যাত্রায় দুর্বল। স্মরণের তীক্ষ্ণতা খুব ভালো রকমের দরকার। জ্ঞানের তলোয়ারে যোগের ধার না থাকার কারণে কারোর তির লাগেই না, সম্পূর্ণ মরে না (লৌকিক স্থিতিকে ভোলে না)। বাচ্চারা প্রচেষ্টা করে জ্ঞানের তীর বিঁধিয়ে বাবার করে তুলতে বা মরজীবা করতে। কিন্তু মরে না, তাই অবশ্যই জ্ঞান তলোয়ারে কোনো ত্রুটি আছে। যদিও বাবা জানেন- ড্রামা একদম অ্যাকিউরেট চলছে, কিন্তু উল্লতির জন্য তো বোঝাতে থাকেন যে না! প্রত্যেকে নিজের মন থেকে জিজ্ঞাসা করো- আমি কতটা স্মরণ করি? স্মরণেই শক্তি জাগ্রত হয়, সেইজন্য বলা হয় - জ্ঞান তলোয়ারে ধার চাই। জ্ঞান তো খুব সহজ ভাবে বোঝাতে পারা যায়।

তোমরা যত বেশি যোগে থাকবে, ততো মধুর হতে থাকবে। তোমরা সতোপ্রধান ছিলে, তাই খুব মধুর ছিলে। এখন আবার সতোপ্রধান হতে হবে। কখনো অপ্রসন্ন হতে নেই। এমন বাতাবরণ যেন না হয় যে কেউ বিক্ষুব্ধ হলো। এরকম প্রচেষ্টা করা চাই কারণ এই ঈশ্বরীয় কলেজ স্থাপন করার সার্ভিস খুবই উচ্চ মানের। ভারতে তো অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েরই সুনাম আছে। বাস্তবে তো সেটা নয়। বিশ্ববিদ্যালয় তো একই হয়। বাবা এসে সকলকে মুক্তি-জীবনমুক্তি দেন। বাবা জানেন সমগ্র দুনিয়াতে যত মানুষই থাকুক, সবাই-ই নিঃশেষ হওয়ার। বাবাকে ডাকাও হয় এইজন্য যে, ঘণ্য দুনিয়ার বিনাশ আর নূতন দুনিয়ার স্থাপনা করো। বাচ্চারাও বোঝে বাবা একই ভাবে এসে থাকেন। এখন মায়ার কতো দাপট। ফল অফ পম্পই নাটকও দেখায়। বড়-বড় অটালিকা ইত্যাদি তৈরী করছে - এ সবই হলো মিথ্যা আড়ম্বর। সত্যযুগে বহুতল অটালিকা তৈরী হয় না। এখানে তৈরী হয় কারণ থাকার জমি কম। যখন বিনাশ হয় তখন বড়-বড় সব অটালিকা ভেঙে পড়ে। আগে এত বড়-বড় বিল্ডিং তৈরী হতো না। বম্ব যখন ছাড়া হয়, এমন ভাবে পড়তে থাকে যেন

একেকটা তাস পড়ছে। এর অর্থ এটা নয় যে ওরাই মরবে আর বাকি সবাই থেকে যাবে। না, যেখানেই থাকুক, তা সমুদ্র হোক বা পৃথিবী, আকাশ, পাহাড়ে বা উড়ন্ত...সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। এটা পুরানো দুনিয়া যে না। যে সব ৮৪ যোনি আছে (সমগ্র প্রাণীকূল) এই সব ধ্বংস হয়ে যাবে। সেখানে নূতন দুনিয়াতে এসব কিছুই থাকবে না। না এত মানুষ থাকবে, না মশা, না কোনো জীব-জন্তু ইত্যাদি থাকবে। এখানে তো অনেক আছে। বাচ্চারা, এখন তোমরাও দেবতা হচ্ছে বলে ওখানে প্রতিটা জিনিস সতোপ্রধান হয়। এখানেও বড় কোনো মানুষের বাড়ী গেলে তো ভালো রকমের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। তোমরা তো সবচেয়ে বেশী বড় দেবতা হচ্ছে। বড় মানুষও বলবে না। তোমরা অনেক উচ্চ দেবতা হচ্ছে, এটা কোনো নূতন কথা না। ৫ হাজার বছর পূর্বেও তোমরা এরকম হয়েছিলে নম্বর অনুযায়ী। এই এতো আবর্জনা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না ওখানে। বাচ্চাদের অনেক খুশী থাকে - আমরা অনেক উঁচু দেবতা হচ্ছি। আমাদের অধ্যয়ন করানোর জন্য এক বাবা-ই আছেন। তিনি আমাদের অনেক উচ্চ মানের করে তোলেন। পড়াশুনাতে প্রায়ই নম্বর অনুযায়ী পোজিশন প্রাপ্ত হয়। কেউ কম পড়ে, কেউ বেশী পড়ে। বাচ্চারা এখন পুরুষার্থ করছে, বড়-বড় সেন্টার খুলছে, যেন বড় বড় ব্যক্তির জানতে পারে। ভারতের প্রাচীন রাজযোগও বিখ্যাত। বিশেষ ভাবে বিদেশীদেরও বেশী রকম উৎসাহ জাগে রাজযোগ শেখার। ভারতবাসী তো তমোপ্রধান বুদ্ধিসম্পন্ন। বিদেশীরাও তমো বুদ্ধি সম্পন্ন, তাই তাদের শখ থাকে ভারতের প্রাচীন রাজযোগ শেখার। ভারতের প্রাচীন রাজযোগ নামি-দামী, যার দ্বারা ভারত স্বর্গে পরিণত হয়েছিলো। খুব কমই আসে যারা সম্পূর্ণ ভাবে বোঝে। স্বর্গ হেভেন পাস হয়ে গেছে, তাই অবশ্যই আবার হবে। হেভেন বা প্যারাডাইস হলো সবচেয়ে ওন্ডার অফ ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ বিশ্বের বিস্ময়। স্বর্গের কতো মহিমা। স্বর্গ আর নরক, শিবালয় আর বেশ্যালয়। এখন বাচ্চাদের নম্বর অনুযায়ী স্মরণে আছে যে, আমাদের শিবালয়ে যেতে হবে। ওখানে যেতে গেলে শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। উনিই হলেন সকলকে নিয়ে যাওয়ার পান্ডা। ভক্তিকে বলা হয় রাত। জ্ঞানকে বলা হয় দিন। এটা হলো অসীম জগতের কথা। নূতন আর পুরানো জিনিসে পার্থক্য থাকে। এখন বাচ্চাদের অন্তরে জাগে- এতো উচ্চতম থেকেও উচ্চ এই পঠন-পাঠন, বড় বড় বাড়িতে যদি এই পঠন-পাঠন করানো হয়, তবে বড়-বড় ব্যক্তির আসবে। একেক জনকে বোঝাতে হবে বসে। বাস্তবে অধ্যয়ন বা শিক্ষার জন্য উত্তম স্থান হলো নিরিবিলা স্থান। ব্রহ্মজ্ঞানীদের আশ্রমও দূরে দূরে হয় আর নীচেই থাকে। এতো উপরে বহুতলে থাকে না। এখন তো তমোপ্রধান হওয়াতে শহরের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। সেই শক্তি শেষ হয়ে গেছে। এই সময় সকলের ব্যাটারী শেষ। এখন ব্যাটারীকে কীভাবে ভর্তি করতে হবে - এই বাবা ব্যতীত আর কেউই চার্জ করতে পারে না। ব্যাটারী চার্জ হলেই বাচ্চাদের মধ্যে শক্তি আসে। এর জন্য মুখ্য হলো স্মরণ। এতেই মায়ার বিদ্ব ঘটে। কেউ সার্জেনের সামনে সত্যি বলে, কেউ লুকিয়ে নেয়। ভিতরে যে ত্রুটি আছে, সেটা তো বাবাকে বলতে হবে। এই জন্মে যে পাপ করে ফেলেছে, সেটা অবিনাশী সার্জেনের কাছে বর্ণনা করতে হবে, তা না হলে মনের ভিতরে ক্ষত হতে থাকবে। শোনালে পরে তখন ক্ষত থাকবে না। ভিতরে রেখে দেওয়া সেটাও ক্ষতিকারক। যারা সত্যিকারের বাচ্চা হয়, তারা সব বাবাকে বলে দেয়- এই জন্মে এই-এই পাপ করেছি। প্রত্যেক দিন বাবা জোর দিতে থাকেন, এটা তোমাদের অন্তিম জন্ম। তমোপ্রধান হওয়াতে অবশ্যই পাপ হয়ে থাকে যে।

বাবা বলেন, আমি অনেক জন্মের শেষে যে নম্বর ওয়ান পতিত হয়েছে, তার মধ্যেই প্রবেশ করি। কারণ ওনাকেই আবার নম্বর ওয়ানে যেতে হবে। খুব পরিশ্রম করতে হয়। এই জন্মে পাপ তো হয়েছে, তাই না। কেউ জানতেই পারে না যে, আমরা এটা কি করছি। সত্যি বলে না। কেউ-কেউ সত্যি বলে দেয়। বাবা বুঝিয়েছেন - বাচ্চারা, তোমাদের কর্মেন্দ্রীয় তখনই শান্ত হবে, যখন কর্মাতীত অবস্থা তৈরী হয়। যেমন মানুষ বুড়ো হয়ে গেলে তখন কর্মেন্দ্রীয় অটোমেটিক্যালি শান্ত হয়ে যায়। এতে তো ছোটবেলাতেই সব শান্ত হয়ে যাওয়া চাই। যোগবলে ভালো ভাবে থাকলে এই সব ব্যাপার এন্ড (শেষ) হয়ে যায়। ওখানে এরকম কোনো ঘৃণ্য রোগ, নোংরা বসতি ইত্যাদি কিছুই থাকে না। মানুষ খুব পরিষ্কার-শুদ্ধ থাকে। ওখানে হলোই রাম রাজ্য। এখানে হলো রাবণ রাজ্য, তাই অনেক ধরনের নোংরা রোগ ইত্যাদি আছে। সত্যযুগে এসব কিছু হয় না। সেই দুনিয়ার বিষয়ে আর কী বলব ! নামটাই কতো ফাস্ট ক্লাস - স্বর্গ, নূতন দুনিয়া। সব কিছুই সেখানে খুব পরিষ্কার। বাবা বোঝান- এই পুরুষোত্তম যুগেই তোমরা এই সব কথা শুনছো। আগে শোনোনি। আগে ছিলে মৃত্যু লোকের মালিক, আজ অমর লোকের মালিক হয়ে যাও। সুনিশ্চিত হয়ে যাও কাল মৃত্যুলোকে ছিলে, এখন সঙ্গমযুগে আসাতে অমরলোকে যাওয়ার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো। ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ানোর জন্য কাউকে এখন পাওয়া গেছে। যে ভালোভাবে অধ্যয়ন করে, সে পয়সা কড়ি ইত্যাদিও ভালো উপার্জন করে। লৌকিক দুনিয়াতেও শিক্ষার স্থান অনেক উঁচুতে। এখানেও তাই। এই আধ্যাত্মিক পঠন-পাঠনের বলে তোমরা অনেক উচ্চ পদ প্রাপ্ত করো। এখন তোমরা আলোতে আছো। এটাও তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের ছাড়া আর কারও জানা নেই। তোমারাও আবার বারে বারে ভুলে যাও। পুরানো দুনিয়াতে চলে যাও। ভুলে যাওয়ার মানে পুরানো দুনিয়াতে চলে যাওয়া।

এখন তোমাদের অর্থাৎ সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণদের জানা আছে যে আমরা কলিযুগে নেই। সর্বোপরি এটা স্মরণ রাখতে হবে, আমরা নূতন দুনিয়ার মালিক হচ্ছি। বাবা আমাদের পড়াচ্ছেনই নূতন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য। এটা হলো শুদ্ধ অহংকার। সেটা হলো অশুদ্ধ অহংকার। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের তো কখনো অশুদ্ধ ভাবনাও আসা উচিত নয়। পুরুষার্থ করতে করতে অবশেষে শেষের দিকে রেজাল্ট বেরোবে। বাবা বোঝান, এই সময় পর্যন্ত সকলেই হলো পুরুষার্থী। পরীক্ষা যখন হয় তখন নম্বর অনুযায়ী পাস করে তারপর ট্রান্সফার হয়। তোমাদের হলো অসীম জগতের অধ্যয়ন যা শুধুমাত্র তোমরাই জানো। তোমরা অন্যদের কতো বোঝাও। নূতন-নূতন আসতে থাকে অসীম জগতের পিতার থেকে উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য। যদিও দূরে থাকে আবার শুনতে শুনতে সুনিশ্চিত বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে যায়। এরকম বাবার কাছে যাওয়া উচিত। যে বাবা বাচ্চাদের এমন পড়াশুনা করাচ্ছেন, তেমন বাবার সাথে তো অবশ্যই মিলিত হতে হবে। ভালো করে বুঝেই এখানে আসে। কেউ না বুঝলেও এখানে এলে বুঝে যায়। বাবা বলেন মনের মধ্যে যেকোনো কথাই থাকুক না কেন, বুঝতে না পারলে তবে জিজ্ঞাসা করো। বাবা তো চুপ্চক ! যার ভাগ্যে আছে সে ভালো ভাবে ধরতে পারে। ভাগ্যে না থাকলে সব বের হয়ে গেল। শুনে না শোনার মতো করে দেয়। এখানে কে বসে পড়ান? ভগবান। ওঁনার নাম হলো শিব। শিববাবা-ই আমাদের স্বর্গের বাদশাহী দেন। তবে কোন্ পড়াশুনা ভালো? তোমরা বলবে আমাদের শিববাবা পড়ান, যার দ্বারা ২১ জন্মের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। এইভাবে বুঝিয়ে তাদেরকে তোমাদের বাবার কাছে নিয়ে যেতে হবে। কেউ তো সম্পূর্ণ বুঝতে না পারার কারণে এত সার্ভিস করতে পারে না। বন্ধনের শিকলে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে। শুরুতে তো তোমরা কীভাবেই না নিজেকে শৃঙ্খল মুক্ত করে এসেছো। নেশাগ্রস্তের মতো। এও ড্রামাতে পার্ট ছিল যার জন্য এই সব প্রচেষ্টা হয়েছিল। ড্রামাতে ভাঙি (যোগ ভাঙি) রচিত হয়েছিল। জীবিত থেকেও মৃত হয়েছিল অনেকে, আবার মায়ার দিকে কেউ কেউ চলে গেছে। যুদ্ধ তো হয়, তাই না ! মায়া দেখে - এ তো খুব সাহস দেখিয়েছে। এখন আমি বাজিয়ে দেখবো সুপরিপক্ক কিনা? বাচ্চাদের কতো যত্নে লালন পালন করা হতো। সব কিছু শেখানো হতো। বাচ্চারা, তোমরা অ্যালবাম ইত্যাদি দেখো কিন্তু শুধুমাত্র চিত্র দেখলে বুঝতে পারবে না। কে বসে বোঝাবে যে কি কি হতো ! তোমরা তো জানো, তোমরা কীভাবে ভাঙিতে পড়েছো, আবার এক একজন কীভাবে কীভাবে বেরোলো ! যেমন টাকা ছাপলে কিছু-কিছু খারাপও বের হয়। এও ঈশ্বরীয় মিশনারী। ঈশ্বর বসে ধর্মের স্থাপনা করেন। এই কথা কারও জানা নেই। বাবাকে ডাকে, কিন্তু গরম চাটুতে জলের ছিটা দিলে যেমন বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, তেমনি এখানেও মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়, বোঝেই না। বলে এটা কীভাবে হতে পারে? মায়া রাবণ একদম এ'রকম করে দেয়। শিববাবার পূজাও করে আবার বলে দেয় সর্বব্যাপী। শিববাবা বলেন, তবে আবার সর্বব্যাপী কীভাবে হবে? পূজা করে, লিঙ্গকে শিব বলে। এটা কি আর বলে যে এর মধ্যে শিব বসে আছেন? এখন পাথরে-নুড়িতে ভগবানকে বলা...তবে কি সব ভগবান আর ভগবান হলো। ভগবান আনলিমিটেড তো হবেন না তাই না! তাই বাবা বাচ্চাদের বোঝান, পূর্ব-কল্পেও এরকম বুঝিয়েছিলেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এইরকম মধুর বাতাবরণ তৈরী করতে হবে যেন কেউ ক্ষুদ্র না হয়। বাবার সমান বিদেহী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। স্মরণের বল এর দ্বারা নিজের স্বভাব মধুর আর শান্ত করতে হবে।

২) সর্বদা এইরকম নেশাতে থাকতে হবে যেন এখন আমরা সঙ্গমযুগী, কলিযুগী নয়। বাবা আমাদের নূতন বিশ্বের মালিক বানানোর জন্য পাঠ পড়াচ্ছেন। অশুদ্ধ ভাবনা চিন্তা নির্মূল করতে হবে।

বরদানঃ:- অকাল সিংহাসন আর হৃদয় সিংহাসনে বিরাজিত সর্বদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করা কর্মযোগী ভব বাচ্চারা এইসময় তোমাদের দুটি সিংহাসন প্রাপ্ত হয় - এক হলো অকাল সিংহাসন আর অন্যটি হলো হৃদয় সিংহাসন। কিন্তু সিংহাসনে সে-ই বসবে, যার রাজ্য হবে। যখন অকাল সিংহাসনাসীন রয়েছে তবে সে স্বরাজ্য অধিকারী। আর বাবার হৃদয় সিংহাসনাসীন থাকলে তো বাবার উত্তরাধিকারের অধিকারীও হবে, যেখানে রাজ্য ভাগ্য সব এসে যাবে। কর্মযোগী অর্থাৎ দুই সিংহাসনে আসীন। এইরকম সিংহাসনাসীন আত্মার প্রতিটি কর্মই শ্রেষ্ঠ হয়। কেননা সকল কর্মেন্দ্রিয় ল' এবং অর্ডারে থাকে।

স্লোগানঃ:- যে সর্বদা স্বমানের সিটে সেট থাকে, সে-ই গুণবান আর।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা বাবার কাছে এসেছো নিজেদের ক্যারেক্টারস সংশোধন করতে, তোমাদের এখন দৈবী ক্যারেক্টারস বানাতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের চোখ বন্ধ করে বসতে কেন নিষেধ করা হয়?

*উত্তরঃ - কেননা দৃষ্টি দ্বারা ভরপুর করেন যিনি সেই বাবা তোমাদের সম্মুখে রয়েছেন। যদি চোখ বন্ধ থাকে তবে ভরপুর হবে কীভাবে। স্কুলে চোখ বন্ধ করে বসতে নেই। চোখ বন্ধ থাকলে আলস্য আসবে। তোমরা বাচ্চারা তো এই স্কুলে পড়াশোনা করছো, এ হলো সোর্স অফ ইনকাম। লক্ষ লক্ষ পদম উপার্জন হচ্ছে তোমাদের, উপার্জন করতে গিয়ে আলস্য, উদাসীনতা আসা উচিত নয়।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চাদেরকে বাবা বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা তো জানে আত্মিক বাবা পরমধাম থেকে এসে আমাদের পড়াচ্ছেন। কি পড়াচ্ছেন? বাবার সাথে আত্মার যোগযুক্ত হওয়ার পদ্ধতি শেখাচ্ছেন, যাকে স্মরণের যাত্রা বলা হয়। বাবা এও বলেছেন - বাবাকে স্মরণ করতে করতে মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা তোমরা পবিত্র হয়ে নিজেদের পবিত্র শান্তিধামে পৌঁছে যাবে। কত সহজভাবে বুঝিয়েছেন। নিজেকে আত্মা মনে করো আর নিজের প্রীতম অসীম জাগতিক বাবাকে স্মরণ করো, তবে তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের যে পাপ সঞ্চিত হয়ে আছে, তা ভস্মীভূত হতে থাকবে। একেই বলা হয় যোগ অগ্নি। এ হলো ভারতের প্রাচীন রাজযোগ, যা বাবা প্রতি ৫ হাজার বছর পরে এসে শিথিয়ে থাকেন। অসীম জাগতিক বাবাই এই ভারতে, সাধারণ শরীরে (ব্রহ্মা বাবা) প্রবেশ করে তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে বলেন। এই স্মরণের দ্বারাই তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ কেটে যাবে। কেননা বাবা হলেন পতিত-পাবন এবং সর্বশক্তিমান। তোমাদের আত্মা রূপী ব্যাটারি এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। যা সতোপ্রধান ছিল এখন তাকে পুনরায় সতোপ্রধান কীভাবে করে তুলবে, যাতে তোমরা সতোপ্রধান দুনিয়াতে যেতে পার বা শান্তিধামে ঘরে ফিরে যেতে পার। বাচ্চাদের এটা খুব ভালোভাবে স্মরণে রাখা উচিত। বাবা বাচ্চাদের এই ডোজ দিচ্ছেন, এই স্মরণের যাত্রা তোমরা উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে করতে পারো। যতটা সম্ভব গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্মফুলের মতো পবিত্র থাকতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর সাথে সাথে দৈবীগুণও ধারণ করতে হবে। কেননা, এই দুনিয়ার মানুষের হলো আসুরি ক্যারেক্টার। তোমরা বাচ্চারা এখানে এসেছো দৈবী ক্যারেক্টার গড়ে তুলতে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের ক্যারেক্টার খুব মিষ্টি ছিল। ভক্তি মার্গে ওদেরই মহিমা গাওয়া হয়েছে। ভক্তি মার্গ কবে থেকে শুরু হয়েছে, এটা কারও জানা নেই। এখন তোমরা বুঝেছো আর রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয়েছে, এটাও এখন জেনেছো। বাচ্চারা, তোমাদের এই সম্পূর্ণ নলেজ বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। যখন জানো যে আমরা জ্ঞানের সাগর রুহানী বাবার সন্তান, এখন রুহানী বাবা আমাদের শিক্ষা প্রদান করতে এসেছেন। এটাও জানো যে ইনি কোনও অর্ডিনারী পিতা নন। ইনি হলেন অসীম জাগতিক পিতা যিনি আমাদের পড়াতে এসেছেন। ওঁনার নিবাস স্থান হল ব্রহ্মলোকে। সবার লৌকিক পিতা তো এখানেই। বাচ্চাদের এটা দৃঢ়তার সাথে নিশ্চয় হওয়া উচিত - আমরা আত্মাদের শিক্ষা প্রদানকারী পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি অনন্ত অসীম জগতের পিতা। ভক্তি মার্গে লৌকিক পিতা থাকা সত্ত্বেও পরমপিতা পরমাত্মাকে আহ্বান করে। ওঁনার যথার্থ নাম শিব। বাবা স্বয়ং বুঝিয়ে বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, আমার একটাই নাম শিব। যদিও অনেক নামে অনেক মন্দির নির্মাণ করেছে, কিন্তু সেসবই হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী। আমার একটাই যথার্থ নাম, তা হল শিব। তোমরা বাচ্চাদের আত্মা-ই বলা হয়, শালগ্রাম বললেও কোনও ভুল নেই। অসংখ্য শালগ্রাম আছে, কিন্তু শিব একজনই। তিনি হলেন অসীম জগতের পিতা, বাকি সবাই তাঁর সন্তান। এর আগে তোমরা ছিলে লৌকিক (হদের) সন্তান, লৌকিক পিতার কাছে থাকতে। জ্ঞান তো ছিল না। সুতরাং অনেক রকমের ভক্তি করতে। অর্ধকল্প ধরে ভক্তি করেছে, দ্বাপর থেকে ভক্তি শুরু হয়। রাবণ রাজ্যও ঐ সময় থেকে শুরু হয়েছে। এ হলো অতি সহজ বিষয়। কিন্তু এতো সহজ কথাও খুব কম জনই বুঝতে পারে। রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয়েছিল, এটাও কেউ জানে না। তোমরা মিষ্টি বাচ্চারা জান - বাবাই হলেন জ্ঞানের সাগর। যা ওঁনার কাছে আছে তাই তিনি এসে বাচ্চাদের দিয়ে থাকেন। শাস্ত্র তো ভক্তি মার্গের জন্য।

এখন তোমরা বুঝেছো - জ্ঞান, ভক্তি তারপর হলো বৈরাগ্য। এই ৩ টিই হলো প্রধান। সন্ন্যাসীরাও জানে জ্ঞান ভক্তি আর বৈরাগ্য। কিন্তু সন্ন্যাসীদের হলো নিজেদের সসীম বৈরাগ্য। ওরা অসীম জগতের বৈরাগ্য সম্পর্কে শেখাতে অপারগ। দুই প্রকারের বৈরাগ্য রয়েছে - এক হলো সীমিত বৈরাগ্য, অপরটি হলো অসীম জগতের বৈরাগ্য। ওটা হলো হঠযোগী

সন্ন্যাসীদের বৈরাগ্য । এ হলো অসীম জগতের বৈরাগ্য । তোমাদের হলো রাজযোগ । ওরা ঘরবাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে চলে যায়, সুতরাং ওদের সন্ন্যাসী নাম দেওয়া হয় । হঠযোগী ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যায় পবিত্র থাকার জন্য । এটাও ভালো । বাবা বলেন - ভারত তো পবিত্র ছিল । এর মতো পবিত্র খন্ড আর কিছু হয় না । ভারতের এতো উচ্চ মহিমার কথা ভারতবাসীরা নিজেরাই জানে না । বাবাকে ভুলে যাওয়ার কারণে সব কিছু ভুলে যায় অর্থাৎ নাস্তিক আর অনাথ হয়ে যায় । সত্যযুগে কতো সুখ-শান্তি ছিল । এখন কতো দুঃখ-অশান্তি ! মূলবতন-ই তো হলো শান্তিধাম, যেখানে আমরা আত্মারা বাস করি । আত্মারা নিজের ঘর থেকে এখানে আসে অসীম জগতের ভূমিকা পালন করতে । এখন হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, যখন অসীম জগতের পিতা আসেন নতুন দুনিয়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য । বাবা এসে উত্তম থেকে উত্তম (শ্রেষ্ঠতম) করে তোলেন । ওঁনাকে উচ্চতমের থেকেও উচ্চ - ভগবান বলা হয় । কিন্তু তিনি কে, কাকে বলা হয়, এসব কিছুই জানে না । একটা বড় শিবলিঙ্গ রেখে দিয়েছে । ভেবেছে এই লিঙ্গই নিরাকার পরমাত্মা । আমরা আত্মাদের পিতা তিনি - মানুষ এটাও বোঝে না, শুধুই পূজা করে। সবসময় শিববাবা বলেন, রুদ্র বাবা বা বাবুলনাথ বাবা বলবে না । তোমরা লিখেও থাক শিববাবা স্মরণ আছে? এই স্লোগান ঘরে-ঘরে লাগানো উচিত যে - শিববাবাকে স্মরণ করলে পাপ ভস্ম হবে। কেননা পতিত-পাবন একজনই - বাবা । এই পতিত দুনিয়াতে একজনও পবিত্র হতে পারে না। আবার পবিত্র দুনিয়াতেও একজনও পতিত থাকে না । শাস্ত্রে তো সব জায়গায়ই পতিত বলে লেখা আছে । ত্রেতাতেও বলে দেয় রাবণ ছিল, সীতাকে হরণ করা হয়েছিল । কৃষ্ণের সাথেও কংস, জরাসন্ধ, হিরণ্যকশিপু ইত্যাদি দেখানো হয়েছে । কৃষ্ণের উপর কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে । সত্যযুগে এসব হতেই পারে না । কত মিথ্যে কলঙ্ক দেওয়া হয়েছে । বাবার উপরেও কালিমা লেপন করেছে, দেবতাদের উপরেও কালিমা লেপন করা হয়েছে । সবারই গ্লানি করতে থাকে । সুতরাং এখন বাবা বলছেন, এ হলো স্মরণের যাত্রা, আত্মাকে পবিত্র করে তোলার । পবিত্র হয়ে তারপর পবিত্র দুনিয়াতে যেতে হবে । বাবা ৮৪ চক্রও ব্যাখ্যা করেছেন । এখন তোমাদের এটা হলো অন্তিম জন্ম, তারপর ঘরে ফিরে যেতে হবে । ঘরে তো শরীর যাবে না । সব আত্মাকে যেতে হবে। সেইজন্য মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা মনে করে বসো, নিজেকে দেহ মনে কোরো না । সংসঙ্গে তোমরা দেহ-অভিমানী হয়ে বসো । এখানে বাবা বলেন - দেহী-অভিমানী হয়ে বসো । যেমন আমার মধ্যে সংস্কার আছে - আমি জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর ইত্যাদি... বাচ্চারা, তোমাদেরও এমন হতে হবে । তিনি অসীম জগতের পিতা এবং সীমিত জগতের পিতার মধ্যে বৈসাদৃশ্যও ব্যাখ্যা করেছেন । অসীম জগতের বাবা বসে তোমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান বুঝিয়ে বলেন । আগে তোমরা জানতে না। এখন সৃষ্টি চক্র কীভাবে ঘোরে, এর আদি-মধ্য-অন্ত এবং চক্রের আয়ু কত সব বুঝিয়ে দেন। ভক্তি মার্গে তো কল্পের আয়ু লক্ষ বছর শুনিয়ে ঘোর অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে । অবনতির দিকেই নেমে এসেছে । বলাও হয়ে থাকে যত আমরা ভক্তি করবো ততই পিতাকে টেনে আনবো । বাবা এসে আমাদের পবিত্র করে তোলেন । বাবাকে টেনে আনে (আহ্বান করে, ডাকে) কেননা পতিত হয়ে বড়ই দুঃখী হয়ে পড়ে । তারপর বলে আমরা বাবাকে আহ্বান করি। বাবাও তখন দেখেন বাচ্চারা সম্পূর্ণ দুঃখী হয়ে তমোপ্রধান হয়ে গেছে, ৫ হাজার বছর পূর্ণ হওয়ার পর তবেই তিনি আসেন । এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন পুরানো দুনিয়ার জন্য নয় । তোমাদের আত্মা তা ধারণ করে সাথে নিয়ে যাবে । যেমন আমি জ্ঞানের সাগর, তোমরাও তেমনি জ্ঞানের নদী । এই নলেজ এই দুনিয়ার জন্য নয় । এই দুনিয়া তো ছিঃ ছিঃ, শরীরও ছিঃ ছিঃ হয়ে গেছে, একে তো ত্যাগ করতে হবে। শরীর তো এখানে পবিত্র হতে পারে না । আমি হলাম আত্মাদের পিতা । আত্মাদের পবিত্র করে তুলতে এসেছি । এইসব বিষয় মানুষ তো কিছুই জানে না । সম্পূর্ণ পাথর বুদ্ধি পতিত হয়ে গেছে। আর সেইজন্যই গেয়ে ওঠে পতিত-পাবন.....। আত্মাই পতিত হয়ে গেছে । আত্মাই সবকিছু করে। ভক্তিও আত্মাই করে, শরীরও আত্মাই ধারণ করে।

এখন বাবা বলেন, আমি তোমাদের, অর্থাৎ আত্মাদের নিয়ে যেতে এসেছি । আমি অসীম জাগতিক পিতা, আত্মারা তোমাদের আহ্বান শুনেই এসেছি, তোমরা কতো ডেকেছো । এখনও পর্যন্ত আহ্বান করে বলে - হে পতিত-পাবন, ও গডফাদার! তুমি এসে যদি এই পুরানো দুনিয়ার দুঃখ থেকে, ডেভিলের (শয়তান) থেকে লিবারেট করো, তবে আমরা সবাই ঘরে ফিরে যাবো । আর তো কেউ জানেই না যে - আমাদের ঘর কোথায়, ঘরে কিভাবে যাবো, কবে যাবো । মুক্তিতে যাওয়ার জন্য কত মাথা ঠোকে, কত গুরু করে । জন্ম-জন্মান্তর ধরে মাথা ঠুকে এসেছে । ঐ সব গুরুরা জীবন মুক্তির সুখকে তো জানেই না । ওরা শুধুই মুক্তি চায় । বলেও থাকে বিশ্বে শান্তি কিভাবে হবে? সন্ন্যাসীরাও মুক্তিকেই জানে, জীবন মুক্তিকে জানেনা । কিন্তু মুক্তি-জীবনমুক্তি দুইয়েরই অবিনাশী উত্তরাধিকার বাবা-ই প্রদান করে থাকেন । তোমরা যখন জীবনমুক্তিতে থাকো বাকি সবাই মুক্তিধামে চলে যায় । এখান তোমরা বাচ্চারা নলেজ গ্রহণ করছো, এই রকম হওয়ার জন্য । তোমরাই সবচেয়ে বেশি সুখ দেখেছ তারপর সবচেয়ে বেশী দুঃখও তোমরা দেখেছো । আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের তোমরাই ছিলে, তারপর ধর্ম-ভ্রষ্ট, কর্ম-ভ্রষ্ট হয়ে গেছো । তোমরা পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের ছিলে, এই লক্ষী-নারায়ণও পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের । ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া এটা সন্ন্যাসীদের ধর্ম । সন্ন্যাসীরা প্রথমে খুব ভালো

ছিল, তোমরাও প্রথমে ভালো ছিলে, এখন তোমোপ্রধান হয়ে গেছে। বাবা বলেন এটাই হলো ড্রামার খেলা। বাবা বোঝান - এই পড়াশোনাই হলো নতুন দুনিয়ার জন্য। পতিত শরীর, পতিত দুনিয়ায় ড্রামানুসারে আমাকে আবার ৫ হাজার বছর পরে আসতে হয়। না কল্প লক্ষ বছরের, না আমি সর্বব্যাপী। তোমরা তো আমার গ্লানি করে এসেছো, তারপরও আমি তোমাদের উপকার করি। শিববাবার যত গ্লানি করা হয়েছে, তেমনটা আর কারও ক্ষেত্রে হয়নি। যে বাবা তোমাদের বিশ্বের মালিক করে তোলেন তাঁকেই তোমরা বলো সর্বব্যাপী। যখন গ্লানির সীমা অতিক্রম করে, তখনই আমি এসে উপকার করি। এ হলো পুরুষোত্তম সপ্তম যুগ, কল্যাণকারী যুগ। যখন তোমাদের পবিত্র করে তুলতে আসি। পবিত্র বানানোর জন্য কত সহজ উপায় বলে দেন। তোমরা ভক্তি মার্গে অনেক ধাক্কা খেয়েছো, পুকুরেও স্নান করতে গেছো। ভেবেছো এর দ্বারাই পবিত্র হয়ে যাব। এখন কোথায় সেই জল আর কোথায় পতিত-পাবন পিতা। ওসব হলো ভক্তি মার্গ, এ হলো জ্ঞান মার্গ। মানুষ কত ঘোর অন্ধকারে পড়ে আছে। কুস্কর্ণের নিদ্রায় শায়িত। এ তো তোমরা জানো - গাওয়াও হয়ে থাকে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি বিনাশ ডেকে আনে। এখন তোমাদের হলো নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী প্রীতবুদ্ধি। এখনও সম্পূর্ণ প্রীতবুদ্ধি নয়, কেননা মায়া প্রতি মুহূর্তে ভুল করিয়ে দেয়। এ হলো ৫ বিকারের লড়াই। পাঁচ বিকারকে রাবণ বলা হয়। রাবণের উপর গাধার শির দেখানো হয়েছে।

বাবা এও বুঝিয়েছেন যে - স্কুলে কখনও চোখ বন্ধ করে বসা উচিত নয়। ওটা তো ভক্তি মার্গে বলা হয় যে চোখ বন্ধ করে ভগবানের স্মরণে বসো। এখানে তো বাবা বলেন এটা হলো স্কুল। শুনেছো যে দৃষ্টি দ্বারা ভরপুর করে সব কিছুই উর্ধ্ব নিয়ে যান। তাই তো বলা হয় যে ইনি হলেন জাদুকর। আরে তো গাওয়াও তো হয়ে থাকে যে, দেবতারাও দৃষ্টি দ্বারা ভরপুর হয়ে যায়। দৃষ্টি দ্বারা মানুষকে দেবতা করে তোলেন যিনি, তিনি তো জাদুকরই হলেন, তাই না। বাবা বসে আত্মা রূপী ব্যাটারি চার্জ করছেন আর বাচ্চারা চোখ বন্ধ করে বসে থাকলে তাকে কি বলবে! স্কুলে চোখ বন্ধ করে বসতে নেই। নয়তো আলস্য আসে, পড়াশোনা হল সোর্স অফ ইনকাম। লক্ষ লক্ষ পদ্ম উপার্জন। উপার্জন করতে বসে কখনও হাই তুলতে নেই। এখানে আত্মাদেরকে এটা সংশোধন করতে হবে। এটাই হলো এইম অক্কেট, যা সম্মুখে রয়েছে (সামনের লক্ষ্মী-নারায়ণের ছবি)। তাদের রাজধানী দেখতে হলে দিলওয়ারা মন্দিরে যাও। ওটা হলো জড়, আর এ হলো (মধুবন) চৈতন্য দিলওয়ারা মন্দির। এখানে দেবতারাও আছে, স্বর্গও আছে (যদিও এখন তারা পুরুষার্থী রূপে রয়েছে)। সবার সঙ্গতি দাতা আবুতেই আসেন, সেইজন্যই সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ হলো আবু। ধর্ম স্থাপক বা গুরু যারাই আছে, সবারই সঙ্গতি বাবা এখানে এসেই করেন। এটাই হলো সবচেয়ে বড় তীর্থ, কিন্তু গুপ্ত রূপে। একে কেউ-ই জানে না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) যে সংস্কার বাবার মধ্যে রয়েছে, সেই সংস্কারই ধারণ করতে হবে। বাবার সমান জ্ঞানের সাগর হতে হবে। দেহী-অভিমানী হয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে।

২) আত্মা রূপী ব্যাটারিকে সতোপ্রধান করে তোলার জন্য চলতে-ফিরতে স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে। দৈবী ক্যারেক্টারস ধারণ করতে হবে। অত্যন্ত মিষ্টি হতে হবে।

বরদান:- ত্রিকালদশী হয়ে দিব্যবুদ্ধির বরদানকে কার্যে প্রয়োগকারী সফলতা সম্পন্ন ভব বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চাকে দিব্য বুদ্ধির বরদান দিয়েছেন। দিব্য বুদ্ধির দ্বারাই বাবাকে, নিজেকে আর তিন কালকে স্পষ্ট ভাবে জানতে পারো। সর্ব শক্তিগুলিকে ধারণ করতে পারো। দিব্যবুদ্ধি যুক্ত আত্মা কোনও সংকল্পকে কর্ম বা বাণীতে নিয়ে আসার পূর্বে প্রতিটি বাণী আর কর্মের তিনকালকে জেনে প্র্যাক্টিক্যালি নিয়ে আসে। তার সামনে পাস্ট আর ফিউচারও এতটাই স্পষ্ট হয় যতটা প্রেজেন্ট স্পষ্ট হয়। এইরকম দিব্য বুদ্ধি সম্পন্ন আত্মারা ত্রিকালদশী হওয়ার কারণে সদা সফলতা সম্পন্ন হয়ে যায়।

স্নোগান:- সম্পূর্ণ পবিত্রতাকে যে ধারণ করতে পারে, সে-ই পরমানন্দের অনুভব করতে পারে।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ব্রাহ্মণ হলো শিখা আর শূদ্র হলো পা, তোমরা যখন শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হতে পারবে, তখনই দেবতা হতে পারবে"

*প্রশ্নঃ - তোমরা কী শুভ ভাবনা করো, যার বিরোধিতা মানুষ করে?

*উত্তরঃ - তোমাদের শুভ ভাবনা হলো, এই পুরানো দুনিয়ার অবসান হয়ে নতুন দুনিয়ার যেন স্থাপনা হয়ে যায়, এরজন্যই তোমরা বলো, এই পুরানো দুনিয়া এখন বিনাশ হলো বলে। মানুষ এরই বিরোধিতা করে।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদের বসে বোঝাচ্ছেন। আত্মিক বাচ্চারা জানে যে, আমরা নিজেদের জন্য দৈবী রাজ্য পুনরায় স্থাপন করছি, কেননা তোমরা হলেও ব্রহ্মাকুমার - কুমারী, তোমরাই এই কথা জানো। কিন্তু মায়া তোমাদেরও এই কথা ভুলিয়ে দেয়। তোমরা দেবতা হতে চাও, তো মায়া তোমাদের ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র বানিয়ে দেয়। শিববাবাকে স্মরণ না করার কারণে ব্রাহ্মণ, শূদ্র হয়ে যায়। বাচ্চারা এই কথা জানে যে, আমরা নিজেদের রাজ্য স্থাপন করছি। রাজ্য যখন স্থাপন হয়ে যাবে, তখন আর এই পুরানো সৃষ্টি থাকবে না। আমি সবাইকে এই বিশ্ব থেকে শান্তিধামে পাঠিয়ে দিই। এই হলো তোমাদের ভাবনা। কিন্তু তোমরা যে বলো, এই দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে, তখন মানুষ অবশ্যই এর বিরোধিতা করবে, তাই না। তারা বলবে, ব্রহ্মাকুমারীরা এই কথা কি বলছে? ওরা বিনাশ - বিনাশ, এই কথাই বলতে থাকে। তোমরা জানো যে, এই বিনাশেই প্রধানতঃ ভারতের আর সাধারণভাবে সম্পূর্ণ দুনিয়ার ভালোই হবে। এই কথা দুনিয়ার মানুষ জানে না। বিনাশ হলে সকলেই মুক্তিধামে চলে যাবে। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের হয়েছো। প্রথমে তোমরা আসুরী সম্প্রদায়ের ছিলে। ঈশ্বর তোমাদের নিজেই বলেন - মামেকম স্মরণ করো। বাবা তো এই কথা জানেন যে, সর্বদা স্মরণে কেউই থাকতে পারে না। সর্বদা স্মরণে থাকলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে, তখন কর্মাতীত অবস্থা এসে যাবে। এখন তো তোমরা সকলেই পুরুষার্থী। যারা ব্রাহ্মণ হতে পারবে তারাই দেবতা হবে। ব্রাহ্মণের পরেই হলো দেবতা। বাবা বুঝিয়েছেন যে, ব্রাহ্মণ হলো শিখা। বাচ্চারা যেমন ডিগবাজির খেলা খেলে - প্রথমে মাথার শিখা বা টিকি আসে। ব্রাহ্মণদের সবসময় শিখা বা টিকি থাকে। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ। প্রথমে তোমরা শূদ্র অর্থাৎ পা ছিলে। এখন হয়েছো ব্রাহ্মণের টিকি, এরপর দেবতা হবে। দেবতা বলে মুখকে, ক্ষত্রিয় হলো ভুজ, বৈশ্য উদর, শূদ্র বলা হয় চরণকে। শূদ্র অর্থাৎ ক্ষুদ্র বুদ্ধি, তুচ্ছ বুদ্ধি। তুচ্ছ বুদ্ধি তাদের বলা হয় যারা বাবাকে জানে না আর বাবার গ্লানি করতে থাকে। বাবা তখন বলেন - যখন ভারতে অতি গ্লানি হয়, তখনই আমি আসি। যারা ভারতবাসী বাবা তাদের সঙ্গেই কথা বলেন। "যদা যদা হি ধর্মস্য...." বাবা এই ভারতেই আসেন। তিনি অন্য কোনো জায়গায় আসেন না। ভারতই হলো অবিনাশী খণ্ড। বাবাও অবিনাশী। তিনি কখনোই জন্ম - মরণে আসেন না। বাবা বসে অবিনাশী আত্মাদেরই এই কথা শোনান। এই শরীর তো হলো বিনাশী। তোমরা এখন শরীরের ভাব ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করতে লেগেছো। বাবা বুঝিয়েছেন যে, হোলিতে কোকি (মিষ্টি চাপাটি) তৈরী করা হয়, তো সমস্ত কোকি জ্বলে যায় কিন্তু সুতো জ্বলে না। আত্মার কখনো বিনাশ হয় না। এর উপরেই এই উদাহরণ। এ কোনো মনুষ্যমাত্রই জানে না যে, আত্মা হলো অবিনাশী। ওরা তো বলে দেয়, আত্মা নির্লিপ্ত। বাবা বলেন - তা নয়, আত্মাই এই শরীরের দ্বারা ভালো বা মন্দ কর্ম করে। আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে এবং কর্মভোগ করে, সে তো হিসেব - নিকেশ নিয়েই আসে, তাই না, তাই আসুরী দুনিয়াতে মানুষ অপার দুঃখ ভোগ করে। এখানে আয়ুও মানুষের কম থাকে কিন্তু মানুষ এই দুঃখকেই সুখ মনে করে বসে আছে। বাচ্চারা, তোমরা কতো বলতে থাকো, তোমরা নির্বিকারী হও, তবুও তারা বলে, বিষ ছাড়া আমরা থাকতে পারি না, কেননা এ তো শূদ্র সম্প্রদায়। সকলেরই ক্ষুদ্র বুদ্ধি। তোমরা ব্রাহ্মণের শিখা হয়েছো। এই শিখা বা টিকি তো সবথেকে উঁচু। দেবতাদের থেকেও উঁচু। তোমরা এই সময় দেবতাদের থেকেও উঁচু কেননা তোমরা বাবার সঙ্গে আছো। বাবা এইসময় তোমাদের পড়ান। বাবা ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট হয়েছেন তাই না। বাবা তো বাচ্চাদের ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট হয়ে থাকে, তাই না। বাচ্চার জন্ম দিয়ে, মানুষ করে পড়িয়ে, বড় করে তারপর যখন নিজে বৃদ্ধ হয়, তখন সমস্ত সম্পত্তি বাচ্চাদের দিয়ে, একেবারে গুরুর কাছে গিয়ে বসে। বাণপ্রস্তু হয়ে যায়। মুক্তিধামে যাওয়ার জন্য গুরু করে। কিন্তু এভাবে তো মুক্তিধামে যেতে পারে না। তো মা - বাবা বাচ্চাদের দেখাশোনা করেন। মনে করো, মা অসুস্থ হয় পড়লে, বাচ্চা মলত্যাগ করে ফেললে, তখন বাবাকেই তো তা পরিষ্কার করতে হয়, তাই না। তাহলে তো মা - বাবা বাচ্চাদের সেবকই হলো। তারা সমস্ত সম্পত্তি বাচ্চাদের দিয়ে দেয়। অসীম জগতের এই বাবাও বলেন - আমি যখন আসি, তখন কোনো ছোটো বাচ্চার কাছে আসি না। তুমি তো বড়। তোমাকে বসে আমি শিক্ষা দিই। তোমরা যখন শিববাবার সন্তান হয়ে যাও, তখন

তোমাদের বি.কে বলা হয় । এর আগে তোমরা শূদ্রকুমার - কুমারী ছিলে, বেশ্যালয়ে ছিলে । এখন তোমরা বেশ্যালয়ে থাকো না । এখানে কোনো বিকারী থাকতে পারে না । তার অনুমতি নেই । তোমরা হলে বি.কে । এই স্থানই হলো বি.কে. দেব থাকার জন্য । এমনও অনেক আনাড়ী বাচ্চা আছে, যারা বোঝেও না যে, পতিত, বিকারে থাকা মানুষদের শূদ্র বলা হয়, তাদের এখানে থাকার অনুমতি নেই, তারা এখানে আসতেই পারে না । এ তো ইন্দ্র সভার কথা, তাই না । ইন্দ্রসভা তো এখানেই, যেখানে জ্ঞানের বর্ষণ হয় । কোনো বি.কে. যদি অপবিত্রকে লুকিয়ে এখানে বসায় তো দুজনেরই অভিশাপ লাগে যে, পাথর বুদ্ধির হয়ে যাও । এই তো হলো প্রকৃত ইন্দ্রপ্রস্থ, তাই না । এ কোনো শূদ্রকুমার - কুমারীদের সংসঙ্গ নয় । দেবতারা পবিত্র হয় আর পতিত হয় শূদ্ররা । বাবা এসে পতিতদের পবিত্র দেবতা বানান । এখন তোমরা পতিত থেকে পবিত্র দেবতা হচ্ছে । তাহলে এ হয়ে গেলো ইন্দ্রসভা । যদি জিজ্ঞাসা না করে কেউ বিকারীকে নিয়ে আসে, তাহলে অনেক সাজা পেতে হয় । তারা পাথর বুদ্ধির হয়ে যায় । এখানে তো তোমরা পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধির তৈরী হচ্ছে, তাই না । তাই ওদের যারা নিয়ে আসে, তারাও শাপগ্রস্ত হয় । তোমরা কেন বিকারীদের লুকিয়ে নিয়ে এসেছো? ইন্দ্রকে (বাবাকে) জিজ্ঞাসাও করেনি । তাহলে কতো সাজা পাবে । এ হলো গুপ্ত কথা । তোমরা এখন দেবতা তৈরী হচ্ছে । এখানকার নিয়ম খুবই শক্ত । অবস্থাই পড়ে যেতে থাকে । একদম পাথর তুল্য বুদ্ধির হয়ে যায় । ওরা পাথরবুদ্ধিরই । পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধি হওয়ার জন্য পুরুষাথী করে না । এ হলো গুপ্ত কথা, যা তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারো । এখানে বি.কেরা থাকে, বাবা তাদের দেবতা অর্থাৎ পাথর বুদ্ধির থেকে পরশ পাথর বুদ্ধির তৈরী করছেন ।

বাবা তাঁর মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের বোঝান - তোমরা কোনো নিয়ম ভঙ্গ কোরো না । তা না হলে তোমাদের পাঁচ ভূত ধরে ফেলবে । কাম - ক্রোধ - লোভ - মোহ এবং অহংকার - এই হলো পাঁচ বড় বড় ভূত, অর্ধেক কল্পের । তোমরা এখানে ভূতদের দূর করতে এসেছো । যে আত্মা শুদ্ধ, পবিত্র ছিলো, সে আজ অপবিত্র, দুঃখী, রোগী হয়ে গিয়েছে । এই দুনিয়াতে এখন অগাধ দুঃখ । তাই বাবা এখন এসে জ্ঞানের বর্ষণ করেন । বাচ্চারা, তিনি তোমাদের দ্বারাই এই জ্ঞানের বর্ষণ করেন । তিনি তোমাদের জন্য স্বর্গের রচনা করেন । তোমরাই যোগবলের দ্বারা দেবতা হও । বাবা কিন্তু নিজে তা হন না । বাবা তো হলেন সার্ভেন্ট । শিক্ষকও ছাত্রদের সার্ভেন্ট হন । তাঁর এই পড়ানোই হলো সার্ভিস । শিক্ষক বলেন, আমি তোমাদের মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট । কাউকে ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি তৈরী করে, তাহলে তো সার্ভেন্টই হলো, তাই না । যদিও গুরুরাও পথ বলে দেয় । তারাও সার্ভেন্ট হয়ে মুক্তিধামে নিয়ে যাওয়ার সার্ভিস করে কিন্তু আজকাল তো গুরুরা কোথাও নিয়ে যেতে পারে না, কেননা তারাও পতিত । একমাত্র সদ্ধুর্নই যিনি সদা পবিত্র, বাকি গুরুরা তো সকলেই পতিত । এই সম্পূর্ণ দুনিয়াই পতিত । সত্যযুগকে পবিত্র দুনিয়া বলা হয়, পতিত দুনিয়া বলা হয় কলিযুগকে । সত্যযুগকেই সম্পূর্ণ স্বর্গ বলা হবে । ত্রেতাতে দুই কলা কম হয়ে যায় । বাচ্চারা, এই কথা তোমরাই বুঝে তারপর ধারণ করো । এই দুনিয়ার মানুষ তো কিছুই জানে না । এমন নয় যে সম্পূর্ণ দুনিয়াই স্বর্গে চলে যাবে । পূর্ব কল্পের মতো ভারতবাসীরাই আসবে এবং সত্যযুগ আর ত্রেতায় দেবতা হবে । ওরাই আবার দ্বাপর যুগ থেকে নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেবে । হিন্দু ধর্মে এখন যে আত্মারা উপর থেকে আসছে, তারাও নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয় কিন্তু তারা তো দেবতা হবে না, আর না তারা স্বর্গে যাবে । ওরা তো আবার দ্বাপর যুগের পর নিজের সময় অনুযায়ী নামবে এবং নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেবে । তোমরাই তো দেবতা হও যাদের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত পার্ট থাকে । এ হলো এই ড্রামার অনেক বড় যুক্তি । অনেকের বুদ্ধিতে এই কথা বসে না তাই উঁচু পদও পেতে পারে না ।

এ হলো সত্যনারায়ণের কথা । ওরা তো মিথ্যে কথা শোনায়, ওতে কেউ লক্ষ্মী - নারায়ণ হতেই পারে না । এখানে তোমরা প্র্যাক্টিক্যালি এমন তৈরী হও, কলিযুগে সবই হলো মিথ্যা । মিথ্যা মায়া - রাবণের রাজ্যই হলো মিথ্যা । বাবা সত্য থও বানান । এ কথাও তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা জানতে পারো, তাও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে কেননা এ হলো আধ্যাত্মিক পার্ট, কেউ যদি অল্প পার্ট গ্রহণ করে তাহলে ফেল হয়ে যায় । এই পড়াশোনা তো একবারই হতে পারে । তারপর এই পড়াশোনা হওয়া মুশকিল । শুরুতে যারা এই পার্ট গ্রহণ করার পর শরীর ত্যাগ করেছে, তারা সেই সংস্কার নিয়ে গেছে । তারা আবার এসে এই পার্ট গ্রহণ করবে । নাম আর রূপের তো পরিবর্তন হয়ে যায় । আত্মাই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মের পার্ট পেয়েছে যার ভিত্তিতে বিভিন্ন নাম - রূপ, দেশ এবং কালে পার্ট প্লে করতে থাকে । এতো ছোটো আত্মা কতো বড় শরীর পায় । আত্মা তো সকলের মধ্যেই আছে, তাই না । আত্মা কতো ছোটো যে, ছোটো মশার মধ্যেও থাকে । এ সবই হলো খুব সূক্ষ্ম বোঝার মতো কথা । যে বাচ্চারা এখানে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে, তারা মালার দানা হয় । বাকিরা গিয়ে তো পাই - পয়সার পদ পাবে । তোমাদের এখন এই ফুলের বাগান তৈরী হচ্ছে । প্রথমে তোমরা কাঁটা ছিলে । বাবা বলেন, কাম বিকারের কাঁটা খুবই খারাপ । এ আদি - মধ্য এবং অন্ত দুঃখই দেয় । দুঃখের মূল কারণই হলো কাম । কামকে জয় করতে পারলেই তোমরা জগৎজিৎ হতে পারবে, এতেই অনেকের কঠিন অনুভব হয় । খুব কম মানুষই পবিত্র হয় । বুঝতে পারা

যায়, কারা পুরুষার্থ করে উঁচুর থেকেও উঁচু দেবতা হবে। নর থেকে নারায়ণ এবং নারী থেকে লক্ষ্মী হয়, তাই না। নতুন দুনিয়াতে স্ত্রী - পুরুষ দুইই পবিত্র ছিলো। এখন সবাই পতিত। যখন পবিত্র ছিলো তখন সবাই সতোপ্রধান ছিলো। এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এখানে উভয়কেই পুরুষার্থ করতে হবে। এই জ্ঞান সন্ধ্যাসীরা দিতে পারেন না। ওদের ধর্ম হলো আলাদা, নিবৃত্তি মার্গের। এখানে ভগবান তো স্ত্রী - পুরুষ উভয়কেই পড়ান। তিনি উভয়কেই বলেন, এখন শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে তারপর লক্ষ্মী - নারায়ণ হতে হবে। সবাই তো তা হতে পারবে না। লক্ষ্মী - নারায়ণেরও সাম্রাজ্য থাকে। তাঁরা কিভাবে এই রাজ্য নিয়েছিলেন - এ কথা কেউই জানে না। সত্যযুগে এঁদের রাজ্য ছিলো, এও বুঝতে পারে, কিন্তু সত্যযুগকে তবুও লাখ বছর করে দিয়েছে, এ তো অজ্ঞানতা হয়ে গেলো। বাবা বলেন যে - এ হলোই কটার জঙ্গল। আর সে হলো ফুলের বাগান। এখানে আসার আগে তোমরা অসুর ছিলে। এখন তোমরা অসুর থেকে দেবতা হচ্ছে। তোমাদের এমন কে বানান? অসীম জগতের পিতা। যখন দেবতাদের রাজ্য ছিলো তখন দ্বিতীয় কিছুই ছিলো না। এও তোমরা বোঝো। যারা একথা বুঝতে পারে না, তাদেরই পতিত বলা হয়। এ হলো ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের সভা। এখানে কেউ যদি শয়তানীর কাজ করে তাহলে নিজেকেই অভিশপ্ত করে দেয়। তখন তারা পাথর বুদ্ধির হয়ে যায়। তারা তো সোনার বুদ্ধির নর থেকে নারায়ণ হওয়ার মতো নয় -- এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তৃতীয় শ্রেণীর যারা, তারা গিয়ে দাস - দাসী হবে। এখনো রাজাদের কাছে দাস - দাসী আছে। এমন গায়নও আছে -- কারো অর্থ চাপা পড়ে যাবে মাটির তলায়, কারো অর্থ খেয়ে নেবে রাজা....। আগুনের গোলা যদি আসে তো বিশ্বের গোলাও আসবে। মৃত্যু তো অবশ্যই আসবে। এমন - এমন জিনিস তৈরী করা হচ্ছে যে মানুষের হাতিয়ারের আর প্রয়োজন পড়বে না। ওখান থেকে বসে এমন বস্ত্র ছুড়বে, আর তার হাওয়া এমন ছড়িয়ে পড়বে যে ঝট করে সব শেষ করে দেবে। এতো কোটি - কোটি মানুষের বিনাশ হয়ে যাবে, এ কি কম কথা? সত্যযুগে কতো সামান্য মানুষ হয়। বাকি সবাই শান্তিধামে চলে যাবে, যেখানে আমরা সকল আত্মারা থাকি। সুখধামে থাকে স্বর্গ আর দুখধামে নরক। এই চক্র ঘুরতেই থাকে। মানুষ পতিত হওয়ার কারণে এই দুনিয়া দুখধাম হয়ে যায় এরপর বাবা এসে সুখধামে নিয়ে যান। পরমপিতা পরমাত্মা এখন সকলের সদগতি করছেন, তাই তোমাদের তো খুশী হওয়া উচিত, তাই না। মানুষ ভয় পায়, তারা বোঝে না যে, এই মৃত্যুতেই গতি - সদগতি হয়। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ফুলের বাগানে যাওয়ার জন্য ভিতরে কাম - ক্রোধের যে কাঁটা রয়েছে তাকে দূর করতে হবে। এমন কোনো কর্ম করবে না, যাতে শাপগ্রস্ত হতে হয়।

২) সত্যখণ্ডের মালিক হওয়ার জন্য সত্যনারায়ণের সত্যকথা শুনতে এবং শোনাতে হবে। এই মিথ্যা খণ্ড থেকে নিজেকে পৃথক করে নিতে হবে।

বরদানঃ:- লাইটের আধারে জ্ঞান যোগের শক্তিগুলির প্রয়োগকারী প্রয়োগশালী আত্মা ভব
যেরকম প্রকৃতির লাইট সায়েন্সের অনেক প্রকারের প্রয়োগ প্রাকৃতিক্যালে করে দেখায়, সেইরকম তোমরা অবিনাশী পরমাত্মা লাইট, আত্মিক লাইট আর সাথে-সাথে প্রাকৃতিক্যাল স্থিতির লাইট দ্বারা জ্ঞান যোগের শক্তিগুলিকে প্রয়োগ করো। যদি স্থিতি আর স্বরূপ ডবল লাইট হয় তাহলে প্রয়োগের সফলতা খুব সহজ হয়। যখন প্রত্যেকে নিজের প্রতি প্রয়োগে লেগে যাবে তখন প্রয়োগশালী আত্মাদের পাওয়ারফুল সংগঠন হয়ে যাবে।

স্নোগানঃ:- বিঘ্নের অংশ আর বংশকে সমাপ্তকারীই হলো বিঘ্ন-বিনাশক।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে সর্ব আত্মাদের কর্মবন্ধন থেকে স্যালভেজ করা স্যালভেশন আর্মী (উদ্ধারকারী সৈন্যদল), তোমাদের কোনো ক্রম কর্মবন্ধনে ফেঁসে যাওয়া উচিত নয়"

*প্রশ্নঃ - কোন প্র্যাক্টিসটি করতে থাকলে আত্মা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে যাবে?

*উত্তরঃ - যখনই সময় পাবে তখন শরীর থেকে ডিট্যাচ হওয়ার প্র্যাক্টিস করো। ডিট্যাচ থাকলে আত্মায় শক্তি সঞ্চিত হয়, বল ভরবে। তোমরা হলে আন্ডার গ্রাউন্ড মিলিটারি, তোমরা ডাইরেকশন পেয়েছো - অ্যাটেনশন প্লিজ অর্থাৎ একমাত্র বাবার স্মরণে থাকো, অশরীরী হয়ে যাও ।

ওম্ শান্তি। ওম্ শান্তির অর্থ তো বাবা ভালো ভাবে বুঝিয়েছেন। যেখানেই মিলিটারি দাঁড়িয়ে যায় তখন তারা বলে - অ্যাটেনশন। তাদের অ্যাটেনশন এর অর্থ হলো সাইলেন্স। এখানেও বাবা তোমাদের বলেন অ্যাটেনশন, অর্থাৎ এক বাবার স্মরণে থাকো। তোমরা তো মুখ দিয়েই কথা বলো, বাস্তবে না হলে বাকি সময় বাকীর উদ্দেশ্যেই থাকা উচিত। অ্যাটেনশন - বাবার স্মরণে আছো? বাবার ডাইরেকশন বা গ্রীমং প্রাপ্ত হয়, তোমরা আত্মাকেও চিনেছো, বাবাকেও চিনেছো। অতএব বাবার স্মরণ ব্যতীত তোমরা বিকর্মজিৎ বা সতোপ্রধান পবিত্র হতে পারবে না। মুখ্য কথা হলো, বাবা বলেন মিষ্টি মিষ্টি প্রিয় বাচ্চারা! নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। এইসব কথা হলো বর্তমান সময়ের, যা তারা অন্য দিকে নিয়ে গেছে। তারাও হলো মিলিটারী, তোমরাও হলে মিলিটারী। আন্ডারগ্রাউন্ড মিলিটারীও থাকে, তাইনা। অদৃশ্য হয়ে যায়। তোমরাও হলে আন্ডারগ্রাউন্ড। তোমরাও অদৃশ্য হয়ে যাও অর্থাৎ বাবার স্মরণে লীন (মগ্ন) হয়ে যাও। একেই বলে আন্ডারগ্রাউন্ড হওয়া। কেউ তোমাদের চিনতে পারে না। কারণ তোমরা তো হলে গুপ্ত, তাইনা। তোমাদের স্মরণের যাত্রা হলো গুপ্ত, বাবা শুধু বলেন আমাকে স্মরণ করো, কারণ বাবা জানেন, স্মরণের দ্বারাই বেচারাদের কল্যাণ হবে। এখন তোমাদের বেচারা বলা হবে, তাইনা। স্বর্গে তো কেউ গরিব বা বেচারা হয় না। বেচারা তাদের বলা হয় যারা কর্মবন্ধনে জড়িয়ে থাকে। এই কথাও তোমরা বুঝেছ, বাবা বুঝিয়েছেন - তোমাদের লাইট হাউসও বলা হয়। বাবাকেও লাইট হাউস বলা হয়। বাবা ক্ষণে ক্ষণে বোঝান - এক চোখে শান্তিধাম, অন্য চোখে সুখধাম রাখো। তোমরা হলে যেন লাইট হাউস। উঠতে, বসতে, চলতে ফিরতে তোমরা লাইট হয়ে থাকো। সবাইকে সুখধাম-শান্তিধামের পথ বলে দাও। এই দুঃখধামে সবার নৌকো আটকে আছে, তাই তো তারা বলে - আমার নৌকো পার করাও। হে মাঝি, সবার নৌকো আটকে আছে, তাদের স্যালভেজ (উদ্ধার) করবে কে? প্রকৃত অর্থে তারা কোনো স্যালভেশন আর্মী তো নয়, কেবল নামই রেখেছে। বাস্তবে উদ্ধারকারী আর্মী হলে তোমরা, যারা প্রত্যেককে স্যালভেজ করে থাকো। সবাই ৫ বিকারের শৃঙ্খলে আটকে আছে, তাই তারা বলে আমাদের লিবারেট করো, স্যালভেজ করো। তাই বাবা বলেন, এই স্মরণের যাত্রার দ্বারা তোমরা পার হয়ে যাবে। এখন তো সবাই ফেঁসে আছে। বাবাকে বাগানের মালিকও বলা হয়। এই সময়েরই সব কথা। তোমাদের ফুল হতে হবে, এখন তো সবাই হলো কাঁটা, কারণ সবাই হলো হিংসক। এখন অহিংসক হতে হবে। পবিত্র হতে হবে। যারা ধর্ম স্থাপন করতে আসে সেই আত্মারা তো পবিত্র আত্মা-ই আসে। তারা তো অপবিত্র হতে পারে না। সর্ব প্রথম যখন আসে তখন পবিত্র হওয়ার দরুন তাদের আত্মা বা শরীর কোনো দুঃখ প্রাপ্ত করে না। কারণ তাদের কোনও পাপ কর্ম নেই। আমরা যখন পবিত্র তখন কোনও পাপ থাকে না, সুতরাং অন্যদেরও থাকে না। প্রতিটি কথা বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। সেখান থেকে আত্মারা আসে ধর্ম স্থাপন করার জন্য। যাদের বংশ বিস্তার হয়। শিখ ধর্মেরও বংশ আছে। সল্ল্যাসীদের বংশ থোড়াই চলে, তারা রাজা হয় না। শিখ ধর্মে মহারাজা ইত্যাদি হয়, তাই যখন তারা আসেন স্থাপনা করতে তখন আত্মা নতুন থাকে। খ্রাইষ্ট এসে খ্রীস্টান ধর্ম স্থাপন করেন, বুদ্ধ স্থাপন করেন বৌদ্ধ ধর্ম, ইব্রাহিম করেন ইসলাম ধর্ম - সবার নামে রাশির মিল আছে। দেবী-দেবতা ধর্মের নাম পাওয়া যায় না। নিরাকার পিতা এসে দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন। তিনি দেহধারী নন। অন্য ধর্ম স্থাপকদের দেহের নাম আছে, ইনি তো দেহধারী নন। দেবী-দেবতা ধর্মের বংশ নতুন দুনিয়ায় চলে। তাই বাবা বলেন - বাচ্চারা, নিজেকে রুহানী মিলিটারী অবশ্যই নিশ্চয় করো। জাগতিক মিলিটারী ইত্যাদির কমান্ডার ইত্যাদি এসে বলে অ্যাটেনশন, তখন সবাই চট করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এবারে তারা তো প্রত্যেকে নিজের নিজের গুরুকে স্মরণ করবে বা শান্ত হয়ে থাকবে। কিন্তু সেটা তো মিথ্যা শান্তি। তোমরা জানো আমরা হলাম আত্মা, আমাদের ধর্ম হল শান্তি। তাহলে স্মরণ কাকে করবে। এখন তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করেছ। জ্ঞান যুক্ত হয়ে স্মরণে থাকলে পাপ বিনষ্ট হয়। এই জ্ঞান অন্য কারো নেই। মানুষ এই কথা বোঝে না যে - আমরা আত্মা, আমরা শান্ত স্বরূপ। আমাদের শরীর থেকে ডিট্যাচ হয়ে বসতে হবে। এখানে তোমরা সেই শক্তি প্রাপ্ত করো যার দ্বারা তোমরা নিজেকে

আত্মা নিশ্চয় করে বাবার স্মরণে বসতে পারো। বাবা বোঝান - কিভাবে নিজেকে আত্মা ভেবে ডিট্যাচ হয়ে বসো।

তোমরা জানো যে আমরা আত্মা, আমাদের ফিরে যেতে হবে। আমরা পরমধামের নিবাসী। এত দিন নিজের গৃহ ভুলে থেকেছি, অন্য কেউ কি বুঝবে - আমাদের ঘরে ফিরতে হবে। পতিত আত্মারা তো ফিরে যেতে পারবে না। না কেউ এমন করে বোঝাবে যে অমুককে স্মরণ করো। বাবা বোঝান - স্মরণ একজনকেই করতে হবে। অন্য কাউকে স্মরণ করে কি লাভ হবে ! ধরো, ভক্তি মার্গে শিব-শিব বলে, গুণান তো নেই যে লাভ কি হবে। শিবকে স্মরণ করলে পাপ বিনষ্ট হবে -এই কথা কেউ জানে না। তোমরা আওয়াজ শুনতে পাবে। শব্দ তো অবশ্যই ধ্বনিত হবে, কিন্তু সেসব কথায় কোনো লাভ নেই। বাবা (ব্রহ্মা বাবা) তো হলেন এইসব গুরুদের নিয়ম কায়দার অনুভাবী, তাই না।

বাবা বলেছেন না - হে অর্জুন, এই সব ত্যাগ করো.... সদ্ধরুকে যখন পেয়েছো, তখন এই সবার আর দরকার নেই। সদ্ধরু উদ্ধার করেন। বাবা বলেন, আমি তোমাদের অসুরী জগৎ থেকে পার করে নিয়ে যাই। বিষয় সাগর পার করতে হবে। এই সব হলো বোঝানোর বিষয়। মাঝি তো হলো নৌকো চালক, কিন্তু তোমাদের বোঝানোর মাঝি শব্দটা নেওয়া হয়েছে। তাঁকে বলা হয় প্রাণেশ্বর বাবা অর্থাৎ প্রাণ দান করেন এমন বাবা, তিনি অমর করেন। প্রাণ বলা হয় আত্মাকে। আত্মা বেরিয়ে গেলে বলা হয় প্রাণ বেরিয়ে গেল। তখন শরীরটাকে একদম রাখতে দেয় না। আত্মা আছে তো শরীরও সুস্থ থাকে। আত্মা ব্যতীত শরীরে দুর্গন্ধ হয়। তখন সেই শরীর রেখে কি করবে। পশুরাও এমন করে না। শুধু একমাত্র বানর এমন প্রাণী যার সন্তানের মৃত্যু হলেও, তাতে দুর্গন্ধ হওয়া সত্ত্বেও সেই শব দেহ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ত্যাগ করে না। সে তো হলো পশু, তোমরা তো মানুষ, তাই না। শরীর ত্যাগ করলেই বলা হয় শীঘ্র বাইরে বের করো। মানুষ বলে স্বর্গে গেছে। যখন শব দেহ তোলা হয় তখন প্রথমে পা থাকে শ্মশানের দিকে, তারপরে যখন সেখানে ভিতরে ঢোকে, পূজা ইত্যাদি করে বুঝতে পারে এখন স্বর্গে যাচ্ছে তখন তার মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হয় শ্মশানের দিকে। তোমরা কৃষ্ণকেও সঠিক দেখাও, নরককে লাথি মারছে। কৃষ্ণের এই শরীর তো নয়, তাঁর নাম রূপ তো পরিবর্তন হয়। কত রকমের কথা বাবা বোঝান তারপরে বলেন - "মন্মনাভব"।

এখানে এসে যখন বসো তখন অ্যাটেনশন। বুদ্ধি যেন বাবার দিকে থাকে। তোমাদের এই অ্যাটেনশন হলো ফর এভার। যত দিন জীবন আছে, বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণের দ্বারা জন্ম-জন্মান্তরের পাপ বিনষ্ট হয়। স্মরণ করবে না তো পাপও নষ্ট হবে না। বাবাকে স্মরণ করতে হবে, স্মরণের সময় চোখ বন্ধ করবে না। সন্ধ্যাসীরা চোখ বন্ধ করে বসে। কেউ আবার স্ত্রী-র মুখ দর্শন করে না। চোখ বেঁধে রাখে। তোমরা যখন এখানে বসো, তখন রচয়িতা ও রচনার আদি-মধ্য-অন্তের স্বদর্শন চক্র ঘোরানো উচিত। তোমরা হলে লাইট হাউস, তাই না। এটা হল দুঃখধাম, এক চোখে দুঃখধাম, অন্য চোখে সুখধাম। উঠতে বসতে নিজেকে লাইট হাউস নিশ্চয় করো। বাবা বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝান। তোমরা নিজেদেরও খেয়াল রাখো। লাইট হাউস হলে নিজেদের কল্যাণ কর। বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে, কারো সঙ্গে পথে দেখা হলে তাকেও বলতে হবে। পরিচিত অনেকের সঙ্গেই দেখা সাক্ষাৎ হয়, তারা তো একে অপরকে রাম-রাম বলে। তাদের বলো, তোমরা কি জানো এটা হলো দুঃখধাম, ওটা হলো শান্তিধাম ও সুখধাম। তোমরা শান্তিধাম - সুখধাম যেতে চাও? এই তিনটি চিত্র বোঝানো খুবই সহজ। তোমাদের ইঙ্গিত দেওয়া হয়। লাইট-হাউসও ইঙ্গিত দেয়। এই নৌকো যা রাবণের জেলখানায় আটকে আছে। মানুষ, মানুষকে উদ্ধার করতে পারে না। সেসব তো হল আর্টিফিসিয়াল দৈহিক জগতের কথা। এই হল অসীম জগতের কথা। সোশ্যাল সোসাইটির সেবাও নয়। বাস্তবে প্রকৃত সত্য সেবা হল - সকলের নৌকো পার করা। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে মানুষের কীরূপ সেবা করা যায়।

প্রথমে তো তাদেরকে বলতে হবে যে - তোমরা তো গুরুর কাছে দীক্ষিত হও - মুক্তিধাম যাওয়ার জন্য, বাবার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। কিন্তু কেউ মিলিত হয় না। মিলনের পথ এক বাবা-ই বলে দেন। তারা ভাবে - এই শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করলে ভগবান প্রাপ্ত হয়, আশায় থাকলে শেষে কোনো এক রূপে প্রাপ্ত হবে। কবে হবে - এই সব কথা বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন। তোমরা চিত্রে দেখিয়েছ একের স্মরণে থাকতে হবে। ধর্মস্থাপকরাও ইঙ্গিত করেন, কারণ তোমরা শিক্ষা দিয়েছ অতএব তারাও ইঙ্গিত দেয়। সাহেবকে জপ করো, উনি হলেন পিতা সদগুরু। বাকি তো অনেক রকমের শিক্ষা প্রদান করার অনেকে আছে। তাদের বলা হয় গুরু। অশরীরী হওয়ার শিক্ষা কেউ জানে না। তোমরা বলবে শিববাবাকে স্মরণ করো। তারা শিবের মন্দিরে যায়, তাই সর্বদা শিবকে বাবা বলার অভ্যাস আছে অন্য কাউকে বাবা বলে না, কিন্তু তিনি তো নিরাকার নন। তিনি তো হলেন শরীরধারী। শিব তো হলেন নিরাকার, প্রকৃত সত্য পিতা, তিনি হলেন সকলের পিতা। সব আত্মারা হলো অশরীরী।

তোমরা বাচ্চারা যখন এখানে বসো, তখন এই ধূন-এই (চিন্তনে) বসো - তোমরা জানো আমরা কীরূপ ফেঁসে ছিলাম। এখন বাবা এসে পথ বলেছেন, বাকিরা সবাই ফেঁসে আছে, মুক্তি নেই। দন্ড ভোগ করে তারপরে সবাই মুক্তি পাবে। বাচ্চারা, তোমাদের বোঝানো হয় সাজা ভোগ করে ছোটখাটো পুরস্কার পেতে চাও নাকি? অনেকে সাজা ভোগ করে তখন পদ ভ্রষ্ট হয়ে যায়, পুরস্কার অর্থাৎ পদ মর্যাদা প্রাপ্তিও কম হয়ে যায়। সাজা কম থাকলে প্রাপ্তি বেশি হয়। এটা হলো কাঁটার জঙ্গল। সবাই একে অপরকে কাঁটা বিদ্ধ করতেই থাকে। স্বর্গকে বলা হয় - গার্ডেন অফ আল্লাহ। খ্রীষ্টানরা বলে - প্যারাডাইজ ছিল। কখনও কারো সাক্ষাৎকার হতে পারে। এখানকার ধর্মের আত্মা হলে নিজের ধর্মে ফিরে আসতে পারে। বাকি শুধু দেখলে কি হবে ! শুধু দেখলে কেউ যেতে পারবে না। যদি এসে বাবার পরিচয় জানে, নলেজ গ্রহণ করে। সবাই তো আসতেও পারবে না। দেবতাদের সংখ্যা তো খুব কম সেখানে। এখন এত জন হিন্দু আছে, আসলে তো ছিল দেবতা, তাই না। কিন্তু তারা ছিল পবিত্র, এখন হল পতিত। পতিতকে দেবতা বলা শোভনীয় নয়। এই একটি ধর্ম, যাকে ধর্মব্রষ্ট, কর্মব্রষ্ট বলা হয়। আদি সনাতন হিন্দু ধর্ম বলে দেয়। দেবতা ধর্মের কোনো শ্রেণী রাখেনি।

তিনি হলেন আমরা আত্মারূপী বাচ্চাদের মোস্ট বিলাভেড বাবা, তিনি তোমাদের কীরূপ পরিবর্তন করে দেন। তোমরা বোঝাতে পারো, বাবা কীভাবে আসেন, যদিও দেবতাদের চরণ পুরানো তমোপ্রধান সৃষ্টিতে পড়ে না তো বাবা আসবেন কিভাবে? বাবা তো হলেন নিরাকার, তাঁর তো নিজের পা নেই, তাই এনার মধ্যে প্রবেশ করেন।

এখন তোমরা বাচ্চারা ঈশ্বরীয় দুনিয়ায় বসে আছো, তারা সবাই রয়েছে আসুরী দুনিয়ায়। এটা হলো খুব ছোট সঙ্গমযুগ। তোমরা বুঝেছো যে, আমরা না আছি দৈবী সংসারে, না রয়েছি আসুরী সংসারে। আমরা রয়েছি ঈশ্বরীয় সংসারে। বাবা এসেছেন আমাদের গৃহ পরমধাম ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। বাবা বলেন পরমধাম হলো আমার নিবাস স্থান। তোমাদের জন্য আমি নিজের ধাম ত্যাগ করে নেমে আসি। ভারত যখন সুখধামে পরিণত হয় তখন আমি আসি না। আমি বিশ্বের মালিক হই না, তোমরা হও। আমরা হলাম ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। ব্রহ্মাণ্ডে সব এসে যায়। এখনো সেখানে মালিক রূপে বসে আছে, যাদের আসা বাকি। কিন্তু তারা এসে বিশ্বের মালিক হয় না। অনেক বোঝানো হয়। কোনো কোনো স্টুডেন্ট খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়, স্কলারশিপ নিয়ে নেয়। কিন্তু এটাই আশ্চর্য যে, এখানে বলে আমরা পবিত্র হব আর গিয়ে পতিত হয়ে যায়। এমন কাঁচা মস্তিষ্কের মানুষদের আনবে না এখানে। ব্রাহ্মণীদের কর্তব্য হল পরীক্ষা করে নিয়ে আসা। তোমরা জানো যে আত্মা-ই শরীর ধারণ করে পাঁচ প্লে করে, তাদের অবিনাশী পাঁচ প্রাপ্ত হয়েছে। আত্মা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) লাইট হাউস হয়ে সবাইকে শান্তিধাম, সুখধামের পথ বলে দিতে হবে। সবার জীবন নৌকো দুঃখধাম থেকে বের করার সেবা করতে হবে। নিজেরও কল্যাণ করতে হবে।

২) নিজের শান্ত স্বরূপ স্থিতিতে স্থির হয়ে শরীর থেকে ডিট্যাচ হওয়ার অভ্যাস করতে হবে, স্মরণ করতে বসে চোখ খুলে বসতে হবে, বুদ্ধি দ্বারা রচয়িতা ও রচনাকে স্মরণ করতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের সংকল্পগুলিকে শুদ্ধ, জ্ঞান স্বরূপ আর শক্তি স্বরূপ বানিয়ে সম্পূর্ণ পবিত্র ভব বাবার সমান হওয়ার জন্য পবিত্রতার ফাউন্ডেশন পাচ্চা করো। ফাউন্ডেশনে ব্রহ্মচর্যের ব্রত ধারণ করা এটা তো হলো কমন কথা, কেবলমাত্র এতেই খুশী হয়ে যেও না। দৃষ্টি বৃত্তির পবিত্রতাকে আরও আন্ডারলাইন করো সাথে-সাথে নিজের সংকল্পগুলিকে শুদ্ধ, জ্ঞান স্বরূপ আর শক্তি স্বরূপ বানাও। সংকল্পে এখনও অনেক দুর্বল আছে। এই দুর্বলতাকেও সমাপ্ত করো তখন বলা হবে সম্পূর্ণ পবিত্র আত্মা।

স্লোগানঃ:- দৃষ্টিতে সকলের প্রতি দয়া আর শুভ ভাবনা থাকলে অভিমান আর অপমানের অংশও আসতে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার শ্রীমতে চলে নিজের শৃঙ্গার করো, পরচিন্তনে নিজের শৃঙ্গার খারাপ করো না, টাইম ওয়েস্ট করো না"

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা বাবার থেকেও তীক্ষ্ণ জাদুকর - কিভাবে?

*উত্তরঃ - এখানে বসে বসে তোমরা লক্ষ্মী - নারায়ণের মতো নিজের শৃঙ্গার করছো। এখানে বসে তোমরা নিজেদের চেঞ্জ করছো, এও জাদুগরী। কেবল অল্ফকে (আল্লাহ) স্মরণ করলেই তোমাদের শৃঙ্গার হয়ে যায়। কোনো হাত - পা চালানোর বিষয় নয়, কেবল চিন্তনের কথা। যোগের দ্বারা তোমরা স্বচ্ছ আর শোভনীয় হয়ে যাও, তোমাদের আত্মা এবং শরীর কাঞ্চন হয়ে যায়, এও তো ম্যাজিক, তাই না।

ওম্ শান্তি। রুহানী জাদুগর বসে রুহানী বাচ্চাদের, যারা বাবার থেকেও তীক্ষ্ণ জাদুগর, তাদের বোঝান - তোমরা এখানে কি করছো? এখানে বসে বসে কোনো শব্দও নেই, নড়াচড়াও নেই। বাবা অথবা সাজন, সজনীদের যুক্তি বলে দিচ্ছেন। সাজন বলেন - এখানে বসে তোমরা কি করছো? তোমরা নিজেরা এমন লক্ষ্মী - নারায়ণের মতো শৃঙ্গার করছো। কেউ বুঝবে কি? তোমরা এখানে সবাই বসে আছো, তবুও পুরুষার্থের ক্রমানুসারে তো আছোই, তাই না। বাবা বলেন, তোমাদের এমন শৃঙ্গারিত হতে হবে। ভবিষ্যৎ অমরপুরীর জন্য তোমাদের এইম অবজেক্ট হলো এটাই। এখানে বসে তোমরা কি করছো? প্যারাডাইসের শৃঙ্গারের জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো। একে কি বলা হবে? এখানে বসে তোমরা নিজেদের চেঞ্জ করছো। উঠতে - বসতে - চলতে - ফিরতে বাবা এক মন্মনাভবের চাবি দিয়েছেন। এক এই মন্মনাভব ছাড়া আর কোনো ফালতু কথা শুনে সময় নষ্ট করো না। তোমরা নিজেদের শৃঙ্গারে লেগে থাকো। অন্যে করলো, কি না করলো, এতে তোমাদের কি যায় - আসে? তোমরা নিজেদের পুরুষার্থে থাকো। এ কতো বোঝার মতো কথা। নতুন কেউ শুনলে কতো আশ্চর্য হয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তো নিজের শৃঙ্গার করছে, কেউ আবার আরোই খারাপ করে দিচ্ছে। তারা পরচিন্তন ইত্যাদিতে টাইম ওয়েস্ট করতে থাকে। বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে, তোমরা কেবল নিজেদের দেখো যে, আমরা কি করছি? বাবা খুব ছোটো উপায় বলে দিয়েছেন, ব্যস একটাই শব্দ - মন্মনাভব। তোমরা এখানে বসে আছো কিন্তু তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে, সম্পূর্ণ সৃষ্টির চক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে। এখন আবার আমরা এই বিশ্বের জন্য শৃঙ্গার করছি। তোমরা কতো পদ্মাপদম ভাগ্যবান। এখানে বসে বসে তোমরা কতো কার্য করো। এখানে তো হাত - পা চালানোর কোনো ব্যাপারই নেই। এখানে কেবল চিন্তনের (বিচারের) কথা। তোমরা বলবে, আমরা এখানে বসে উঁচুর থেকেও উঁচু বিশ্বের শৃঙ্গার করছি। মন্মনাভবের মন্ত্র কতো উঁচু। এই যোগের দ্বারাই তোমাদের পাপ ভস্ম হতে থাকবে আর তোমরা স্বচ্ছ হতে হতে তারপর কতো শোভনীয় হয়ে যাবে। এখন আত্মা পতিত, তাই তোমাদের শরীরের অবস্থাও দেখো কি হয়ে গেছে। এখন তোমাদের আত্মা আর কায়া উভয়ই কাঞ্চন হয়ে যাবে। এ তো ম্যাজিক, তাই না। তাই এইভাবেই নিজেদের শৃঙ্গার করতে হবে। দৈবীগুণও ধারণ করতে হবে। বাবা সবাইকেই একটাই রাস্তা বলে দেন - অল্ফ (আল্লাহ), বে (বাদশাহী)। কেবল অল্ফের কথা। বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলে তোমাদের সম্পূর্ণ শৃঙ্গার পরিবর্তন হয়ে যাবে।

তোমরা বাবার থেকেও বড় জাদুকর। তোমাদের উপায় বলে দেওয়া হয় যে, এমন - এমন করলে তোমাদের শৃঙ্গার তৈরী হয়ে যাবে। নিজের শৃঙ্গার না করলে তোমরা নিজেদের ক্ষতি করে ফেলে থাকো। এতটা তো বোঝাই যে, আমরা ভক্তিমার্গে কি কি করতাম। সমস্ত শৃঙ্গারই খারাপ করে দিয়ে তোমরা কি হয়ে গেছো। এখন একটাই শব্দ, বাবার স্মরণেই তোমাদের শৃঙ্গার হয়। বাচ্চাদের কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে ফ্রেস করে দেয়। তোমরা এখানে বসে কি করো? তোমরা স্মরণের যাত্রায় বসে আছো। কারোর খেয়াল যদি অন্যদিকে থাকে তাহলে শৃঙ্গার তো করাই যাবে না। তোমরা এখন শৃঙ্গার করছো, তাই তোমাদের অন্যদেরও পথ বলে দিতে হবে। বাবা তোমাদের এমনভাবে শৃঙ্গার করাতেই আসেন। শিব বাবা, তোমার কি জাদু, তুমি আমাদের কতো শৃঙ্গার করাও। উঠতে - বসতে, চলতে - ফিরতে আমাদের নিজের শৃঙ্গার করতে হবে। কেউ তো আবার নিজের শৃঙ্গার করে অন্যদেরও শৃঙ্গার করায়। কেউ তো আবার নিজের শৃঙ্গারও করে না আর অন্যদের শৃঙ্গারও খারাপ করতে থাকে। ফালতু বা ব্যর্থ কথা শুনিye তাদের অবস্থা আরো নীচে নামিয়ে দেয়। নিজেরাও শৃঙ্গার করে না, অন্যদেরও শৃঙ্গার করতে দেয় না। তাই খুব ভালোভাবে চিন্তা করো - বাবা কিভাবে যুক্তি বলে দেন। ভক্তিমার্গের শাস্ত্র পড়লে এই যুক্তি পাওয়া যায় না। শাস্ত্র তো হলো ভক্তিমার্গের। তোমাদের বলে থাকে যে, তোমরা

কেন শান্ত্র মানো না? বেলো যে, আমরা সব মানি । অর্ধেক কল্প আমরা ভক্তি করেছি । শান্ত্র পড়লে কে আর মানবে না? রাত আর দিন যখন হয়, তখন এই দুইকেই তো মানবে, তাই না । এ হলো অসীম জগতের দিন আর রাত।

বাবা বলেন যে - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের শৃঙ্গার করো । টাইম ওয়েস্ট করো না । সময় খুব অল্প বাকি আছে । তোমাদের বিশাল বুদ্ধির হওয়া প্রয়োজন। পারস্পরিক খুবই প্রেমের সম্বন্ধ থাকা চাই। টাইম ওয়েস্ট করা উচিত নয়, কেননা তোমাদের টাইম তো খুবই মূল্যবান। তোমরা কড়ি থেকে হীরে তুল্য তৈরী হচ্ছে। বিনা পয়সায় শুনছো নাকি । এ কি কোনো কথকথা নাকি? বাবা একটি শব্দই শোনান। বড় - বড় ব্যক্তির বেশী কথা বলে না । বাবা তো সেকেন্ডে জীবনমুক্তির পথ বলে দেন। এ তো হলো উচ্চ শৃঙ্গারের, তাই তো যাদের খুব পূজো করে, তাদের চিত্রই আছে । যত ধনী মানুষ হবে, ততো বড় মন্দির তৈরী করবে, অনেক বেশী শৃঙ্গার করাবে । পূর্বে তো দেবতাদের চিত্রে হীরের হার পরানো হতো । বাবার তো অনুভব আছে, তাই না। বাবা নিজেই লক্ষ্মী-নারায়ণের জন্য হীরের হার তৈরী করেছিলেন। বাস্তবে তারা যেমন শৃঙ্গার করেন, তেমন এখানে আর কেউই করতে পারে না । তোমরা এখন পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে তেমন তৈরী হচ্ছে। বাবা তাই বোঝান - বাচ্চারা, তোমরা না নিজের টাইম ওয়েস্ট করো, না অন্যদের টাইম ওয়েস্ট করাও। বাবা খুব সহজ যুক্তি বলে দেন। তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের পাপ দূর হয়ে যাবে । স্মরণ ছাড়া এমন শৃঙ্গার হতে পারে না । তোমরা তো এমন তৈরী হবে, তাই না । তোমাদের দৈবী স্বভাব ধারণ করতে হবে । এতে বলারও কোনো দরকার নেই কিন্তু পাথর বুদ্ধি হওয়ার কারণে সব বোঝাতে হয় । এ হলো এক সেকেন্ডের কথা । বাবা বলেন - মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা নিজের বাবাকে ভুলে তোমাদের শৃঙ্গার কতো খারাপ করে দিয়েছো । বাবা তো বলেন, তোমরা চলতে - ফিরতে নিজের শৃঙ্গার করতে থাকো, কিন্তু মায়াও কিছু কম নয় । কেউ কেউ লেখে - বাবা, তোমার মায়া আমাদের খুব বিরক্ত করে । আরে, আমার মায়া কোথায়, এ তো খেলা, তাই না । আমি তো তোমাদের মায়ার হাত থেকে ছাড়াতে এসেছি । আমার মায়া তাহলে আবার কোথা থেকে হলো ! এই সময় এই মায়ারই সমস্ত রাজত্ব। যেমন এই রাত আর দিনে তফাৎ হতে পারে না । এ আবার হলো অসীম জগতের রাত আর দিন। এখানে এক সেকেন্ডেরও ফারাক হতে পারে না । তোমরা বাচ্চারা এখন পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে এমন শৃঙ্গার করছো । বাবা বলেন - তোমাদের চক্রবর্তী রাজা হতে হলে তোমরা চক্র ঘোরাতে থাকো । গৃহস্থ জীবনে থাকলেও, সেখানে তোমাদের বুদ্ধির দ্বারা কাজ করতে হবে । আত্মার মধ্যেই মন এবং বুদ্ধি থাকে । এখানে তোমাদের বাইরের আবর্জনা কিছুই নেই। এখানে তোমরা আসোই নিজেদের শৃঙ্গার করতে আর রিফ্রেশ হতে । বাবা তো সবাইকে একইরকম পড়ান। এখানে বাবার কাছে আসে নতুন - নতুন পয়েন্টস সম্মুখে বসে শুনতে, তারপর ঘরে ফিরে যায়, তখন যা কিছু শুনছিলো, সব বাইরে বেড়িয়ে যায় অর্থাৎ ভুলে যায় । এখান থেকে বাইরে বেড়িয়ে গেলেই ঝুলি ঝেড়ে ফেলে । যা শুনলো তার উপর মনন - চিন্তন করে না । তোমাদের জন্য তো এখানে একান্তের জায়গা অনেক। বাইরে তো ছারপোকা ঘুরতে থাকে । তারা একে অপরকে খুন করতে থাকে আর রক্তপান করতে থাকে ।

বাবা তাই বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন - তোমাদের এই সময় হলো অত্যন্ত মূল্যবান, একে তোমরা ওয়েস্ট করো না । নিজেদের শৃঙ্গার করার জন্য তোমরা অনেক যুক্তি পেয়েছো । আমি সকলের উদ্ধার করতে এসেছি । আমি তোমাদের এই বিশ্বের বাদশাহী প্রদান করতে এসেছি । তাই তোমরা এখন আমাকে স্মরণ করো, টাইম ওয়েস্ট করো না । কাজকর্ম করার সময়ও বাবাকে স্মরণ করতে থাকো । এতো সমস্ত আত্মারা সবাই হলো প্রিয়তম পরমপিতা পরমাত্মার প্রেমিকা । ওইসব দৈহিক জাগতিক কথা কাহিনী (হীরে রাশ্মা, লয়লা মজনু...) ইত্যাদি তো তোমরা অনেক শুনে এসেছো । বাবা এখন বলছেন, তোমরা সেইসব ভুলে যাও। ভক্তিমার্গে তোমরা আমাকে স্মরণও করেছো, আর প্রতিষ্ঠাও করেছো যে, আমরা তোমার হবো । অনেক - অনেক প্রেমিকার এক প্রিয়তম । ভক্তিমার্গে বলে থাকে - ব্রহ্মে লীন হয়ে যাবে, এই সবই হলো ফালতু কথা । একজনও মানুষ মোক্ষ লাভ করতে পারে না । এ তো অনাদি ড্রামা, এখানে এতো সব অ্যাক্টস, এতে সামান্য তফাৎও হতে পারে না । বাবা বলেন যে, তোমরা এক অল্ফকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের এই শৃঙ্গার হয়ে যাবে । তোমরা এখন এমন তৈরী হচ্ছে । তোমাদের স্মৃতিতে আসে - আমরা অনেকবার এমন শৃঙ্গার করেছি । বাবা, আপনি কল্প - কল্প আসবেন, আর আমরা আপনার কাছেই শুনবো । এখানে কতো গুহ্য - গুহ্য পয়েন্টস। বাবা খুব ভালো ভালো যুক্তি বলে দিয়েছেন। এমন বাবার কাছে বলিহারি যাবো । আশিক - মাশুকও সবাই একরকম হয় না । ইনি তো সকল আত্মার একই প্রিয়তম । এখানে দেহের কোনো কথা নেই। তোমরা কিন্তু সঙ্গম যুগেই বাবার কাছ থেকে এমন যুক্তি পাও। তোমরা যেখানেই যাও না কেন, খাওয়াদাওয়া করো, বেড়াও, চাকরী করো, যাই করো না কেন, নিজের শৃঙ্গার করতে থাকো । আত্মারা সবাই এক প্রিয়তম প্রিয়তমা। ব্যস, কেবল তাঁকেই স্মরণ করতে থাকো । কোনো কোনো বাচ্চা বলে যে, আমরা তো ২৪ ঘন্টা স্মরণ করি কিন্তু সর্বদা তো এমন কেউ করতে পারে না । খুব বেশী করে দুই বা আড়াই ঘন্টা পর্যন্ত। খুব

বেশী যদি লেখে তাহলে বাবা মানেন না। অন্যকে স্মৃতি ফিরিয়ে দাও না, তাহলে বাবা কিভাবে মানবেন যে তোমরা স্মরণ করো? এ কি কোনো ডিফিকাল্টি কথা? এতে কোনো খরচ আছে কি? কিছুই নয়। ব্যস, কেবল বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলে তোমাদের পাপ দূর হয়ে যাবে। তোমাদের দৈবী গুণও ধারণ করতে হবে। পতিত ব্যক্তি শান্তিধাম বা সুখধামে যেতে পারে না। বাবা বাচ্চাদের বলেন, তোমরা নিজেদের আত্মা ভাই - ভাই মনে করো। ৮৪ জন্মের পার্ট এখন তোমাদের সম্পূর্ণ হচ্ছে। এই পুরানো বস্ত্র এখন ত্যাগ করতে হবে। এই ড্রামা দেখো কিভাবে তৈরী হয়েছে। তোমরা তা পুরুষার্থের ক্রমানুসারে জানতে পারো। দুনিয়াতে তো কেউই কিছুই বুঝতে পারে না। প্রত্যেকেই তোমরা নিজেকে জিজ্ঞেস করো যে - আমরা বাবার মতে চলি কি? যদি চলো তাহলে তোমাদের শৃঙ্গারও খুব ভালো হবে। একে অপরকে উল্টো কথা শুনিয়ে অথবা শুনে নিজের শৃঙ্গারও খারাপ করে দেয়, অন্যদেরও খারাপ করে দেয়। বাচ্চাদের তো এই ধুনেই (সুরে) লেগে থাকতে হবে যে, আমরা এমন শৃঙ্গারধারী কিভাবে হবো। বাকি তো যা কিছুই আছে তা ঠিক আছে। কেবল পেটের জন্য রুটি যেন সহজেই পাওয়া যায়। বাস্তবে পেট তো বেশী চায় না। যদিও তোমরা সল্ল্যাসী কিন্তু তোমরা রাজযোগী। না অনেক উঁচু, না নীচু। খাও কিন্তু বেশী খেও না (অভ্যাস না হয়ে যায়)। এই কথা একে অপরকে স্মরণ করিয়ে দাও - শিব বাবা স্মরণে আছে তো? উত্তরাধিকার স্মরণে আছে তো? বিশ্বের বাদশাহীর শৃঙ্গার স্মরণে আছে তো? বিচার করে দেখো - এখানে বসে বসে তোমাদের কি উপার্জন! এই উপার্জনের দ্বারা অপার সুখ প্রাপ্ত হয়, কেবলই স্মরণের যাত্রার দ্বারা, আর কোনো অসুবিধা নেই। ভক্তি মার্গে মানুষ কতো ধাক্কা খেতে থাকে। বাবা এখন এসেছেন তোমাদের শৃঙ্গার করতে। তাই তোমরা নিজেদের খুব ভালোভাবে খেয়াল করো। ভুলে যেও না। মায়া সব ভুলিয়ে দেয়, তখন সময় খুব নষ্ট করে ফেলে। তোমাদের এই টাইম তো খুবই মূল্যবান। লৌকিক পড়াতে মানুষ পরিশ্রমের ফলে কি থেকে কি হয়ে যায়। বাবা তোমাদের তো অন্য কোনো পরিশ্রম করান না। তিনি কেবল বলেন - তোমরা আমাকে স্মরণ করো। কোনো বই ইত্যাদি পড়ার কোনো দরকার নেই। বাবা কি কোনো বই পড়েন? বাবা বলেন, আমি এসে এই প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের এডাপ্ট করি। ইনি তো প্রজাপিতা, তাই না। তাহলে এতো মুখ বংশাবলী কিভাবে হবে? বাচ্চাদের অ্যাডপ্ট করা হয়। উত্তরাধিকার তো বাবার থেকে প্রাপ্ত হবে। বাবা ব্রহ্মার দ্বারা অ্যাডপ্ট করেন, তাই তাঁকে মাতা - পিতা বলা হয়। এও তোমরাই জানো। বাবার আগমন একদম অ্যাক্যুরেট (সঠিক)। তিনি অ্যাক্যুরেট সময়ে আসেন, আবার অ্যাক্যুরেট সময়ে যাবেন। দুনিয়ার পরিবর্তন তো হতেই হবে। বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের কতো বুদ্ধি দান করেন। তোমাদের বাবার মতে চলতে হবে। স্টুডেন্টরা যা পড়াশোনা করে, তাই তাদের বুদ্ধিতে চালাতে হবে। তোমরাও এই সংস্কার নিয়ে যাও। বাবার মধ্যে যেমন সংস্কার আছে, তেমনই তিনি তোমাদের আত্মার মধ্যেও এই সংস্কার ভরতে থাকেন। তারপর যখন এখানে আসবে তখন ওই পার্টই আবার রিপিট হবে। পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে আবার আত্মা আসবে। নিজের মনকে জিজ্ঞেস করো - নিজেকে শৃঙ্গার করানোর জন্য আমি কতটা পুরুষার্থ করেছি? কোথাও তো টাইম নষ্ট করি নি? বাবা সাবধান করে দেন - ব্যর্থ কথায় কোথাও সময় নষ্ট করো না। বাবার শ্রীমৎ স্মরণে রেখো। মনুষ্য মতে চলো না। তোমরা তো জানতেই না যে, আমরা পুরানো দুনিয়াতে আছি। বাবা বলেছেন যে, তোমরা কি ছিলে। এই পুরানো দুনিয়াতে কতো অপার দুঃখ আছে। এও ড্রামা অনুসারে পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। ড্রামা অনুসারে বিভিন্নপ্রকার বিঘ্ন এসে উপস্থিত হয়। বাবা বোঝান যে - বাচ্চারা, এ হলো জ্ঞান আর ভক্তির খেলা। এ হলো ওয়ান্ডারফুল ড্রামা। এতো ছোটো আত্মার মধ্যে এই সমস্ত পার্ট অবিনাশী ভরা আছে, যা প্লে হতেই থাকে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অন্য সব কথাকে ত্যাগ করে এই ধুনেই থাকতে হবে যে, আমি লক্ষ্মী - নারায়ণের মতো শৃঙ্গারধারী কিভাবে হবো?

২) নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে :-

অ) আমরা শ্রীমতে চলে "মন্মনাভবের" চাবির দ্বারা নিজের শৃঙ্গার ঠিক করছি কি?

আ) উল্টোপাল্টা কথা শুনে বা শুনিয়ে শৃঙ্গার খারাপ করে দিচ্ছি না তো?

ই) সম্বন্ধে পারস্পরিক প্রেমের সঙ্গে থাকি তো? নিজের ভ্যালুয়েবল (মূল্যবান) টাইম কোথাও ওয়েস্ট করি না তো?

ঈ) দৈবী স্বভাব ধারণ করেছি কি?

বরদান:- ব্যর্থ সঙ্কল্পের কারণ জেনে তা সমাপ্ত করে সমাধান স্বরূপ ভব
ব্যর্থ সঙ্কল্প উৎপন্ন হওয়ার মুখ্য দুই কারণ - ১) অহংকার আর ২) অপমান বোধ। আমার কম কেন, আমারও এই পদ পাওয়া উচিত, আমাকে প্রথমে রাখা উচিত,.....তাই এইসব কথায় এক তো নিজের অপমান মনে করো অথবা কখনো অহংকার বোধ এসে যায়, নাম, মান - মর্যাদায়, এগিয়ে যাওয়াতে, সেবাতে অহংকার বা অপমান অনুভব করা, এই হলো ব্যর্থ সঙ্কল্পের কারণ, এই কারণকে জেনে নিবারণ করাই হলো সমাধান স্বরূপ হওয়া।

স্নোগান:- সাইলেন্সের শক্তির দ্বারা সুইট হোমে যাত্রা করা খুবই সহজ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

রিভাইস: 31-12-2001 মধুবন

"এই নব বর্ষে সফলতা ভব"র বরদানের দ্বারা বাবা এবং নিজের প্রত্যক্ষতা সমীপে নিয়ে এসো"

আজ নব যুগের রচয়িতা নিজের মাস্টার নবযুগ- রচয়িতা বাচ্চাদের সাথে নব বর্ষ উদযাপন করতে এসেছেন। নব বর্ষ উদযাপন করা এটা তো বিশ্বের সবাই উদযাপন করে। কিন্তু তোমরা সবাই নব যুগ সৃজন করছ। নব যুগের খুশি সব বাচ্চার মধ্যে রয়েছে। তোমরা জানো যে নব যুগ এখন সমাগত প্রায়। দুনিয়ার লোকের নব বর্ষ উদযাপন করা একদিনের জন্য আর তোমরা সকলে সম্পূর্ণ সঙ্গমযুগই নব যুগের উদযাপন করো। নব বর্ষে খুশি উদযাপন করে, একে অপরকে গিফ্ট দেয়। সেই গিফ্টই বা কী! অল্প সময়ের জন্য সেই গিফ্ট। নব যুগ রচয়িতা বাবা তোমরা সব বাচ্চার জন্য কোন গিফ্ট নিয়ে আসেন? গোল্ডেন গিফ্ট, গোল্ডেন গিফ্ট অর্থাৎ গোল্ডেন যুগে যা আপনা থেকেই গোল্ড হয়ে যায়, নতুন হয়ে যায়। কিছু সময় পরে নতুন বছরের শুরু হবে কিন্তু সবকিছু নতুন হবে না। তোমাদের নব যুগে প্রকৃতিও নতুন হয়ে যাবে। আত্মাও নতুন বস্ত্র (শরীর)

ধারণ করবে। সব বস্তু নতুন অর্থাৎ সতোপ্রধান গোল্ডেন এজের হয়ে যাবে। তাইতো নতুন বছর উদযাপন করার সময় তোমাদের মনে, বুদ্ধিতে নতুন যুগই স্মরণে আসছে। নব যুগ স্মরণে আছে তো না! নাকি আজকের দিনে নতুন বছর স্মরণ আছে?

বাপদাদা প্রথমে অভিনন্দন জানান নব যুগের, আবার সেইসঙ্গে অভিনন্দন জানান নতুন বছরের, কেননা তোমরা সবাই নব বর্ষ উদযাপন করতে এসেছ তো না! উদযাপন করো, খুব ক'রে উদযাপন করো। অবিনাশী গিফ্ট যা বাপদাদার দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে তার অবিনাশী অভিনন্দন উদযাপন করো। সদাই একে অপরকে শুভ ভাবনার অভিনন্দন জ্ঞাপন করো। এটাই প্রকৃত অভিনন্দন। যখন অভিনন্দন জানাও তখন নিজেও খুশি হও আর অন্যেও। সুতরাং প্রকৃত হৃদয়ের অভিনন্দন হলো - পরস্পরের প্রতি হৃদয়ের শুভ ভাবনা, শুভ কামনার আনন্দ জ্ঞাপন। শুভ ভাবনা এমন শ্রেষ্ঠ অভিনন্দন যা কোনও আত্মার মধ্যে যেরকমই ভাবনা থাকুক না কেন, ভালো ভাবনা বা ভালো ভাব যদি নাও বা থাকে, তবুও তোমাদের শুভ ভাবনা তাদের ভাবও বদলাতে পারে, স্বভাবও বদলাতে পারে। কার্যতঃ, স্বভাব শব্দের অর্থই হলো - স্ব(সু) অর্থাৎ শুভ ভাব। সব সময় প্রত্যেক আত্মাকে এই অবিনাশী অভিনন্দন জ্ঞাপন করে চলো। তোমাকে যে যা কিছুই দিক না কেন তুমি সবাইকে শুভ ভাবনা দাও। তোমরা সব অবিনাশী আত্মার অবিনাশী আত্মিক স্থিতিতে স্থিত হওয়াতে সেই আত্মার পরিবর্তন হয়েই যাবে। সুতরাং এই নতুন বছরে কী বিশেষত্ব আনবে - নিজের মধ্যেও, সবার মধ্যেও এবং সেবাতেও? প্রত্যেকে নিজের নবীনত্বের প্ল্যান বানিয়েছ নাকি এখন শুধু নতুন বছর উদযাপন করে নেবে? মিলন উদযাপন করেছে, নতুন বছর উদযাপন করেছে, নবীনত্বের কী প্ল্যান বানিয়েছো?

বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চাকে এই বছরের জন্য বিশেষ এই ইশারা দিচ্ছেন যে, সময় অনুসারে এখন সব বাচ্চা, হয় তারা সাকারে সমুখে বসে আছে, অথবা দেশে, বিদেশে বিজ্ঞানের সাধন দ্বারা শুনছে, দেখছে, তাদের সবাইকে বাপদাদাও দেখছেন - সবাই খুব আরামে বসে, আনন্দে দেখছে। তো সমগ্র বিশ্বের বাপদাদার অতি প্রিয় অতি মিষ্টি বাচ্চাদেরকে বাপদাদা এই ইশারাই দিচ্ছেন যে "এখন নিজের এই ব্রাহ্মণ জীবনে অমৃতবেলা থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত সঞ্চয়ের খাতা বাড়াও, জমার খাতা বাড়াও।" প্রত্যেকে নিজের কার্য অনুসারে নিজের বানাও, ব্রাহ্মণ জীবনে যে ভান্ডারই প্রাপ্ত হয়েছে, সেই প্রতিটা ভান্ডারের সঞ্চয় বা পুঁজির খাতা বাড়াও কেননা, বাপদাদা আজ চতুর্দিকের বাচ্চাদের বছরের শেষ পর্যন্তের রেজাল্ট দেখেছেন। কী দেখেছেন, জেনে তো গেছ। টিচাররাও জেনে গেছে। ডবল ফরেনার্সও জেনে গেছে। মহারথীও জেনে গেছে। জমার খাতা যতটা হওয়া উচিত ততটা... বাবা কী বলতে পারেন? তোমরা নিজেরাই বলো, কেননা, বাপদাদা জানেন যে সর্ব ভান্ডার জমা করার সময় শুধু এখন, এই সঙ্গমে। এই ছোট যুগে যত জমা করেছে সেই অনুসারে সারা কল্প প্রালঙ্ প্রাপ্ত করতে থাকবে। যেটা তোমাদের স্লোগান রয়েছে না - কোন স্লোগান? এখন নয় তো... পরে কী আছে? "এখন নয় তো কখনো নয়।" এই স্লোগান মাথায় তো খুব স্মরণ থাকে। কিন্তু হৃদয়ে এবং স্মরণে তোমরা ভুলে যাও তো স্মরণও থাকে। সবচেয়ে বড় থেকে বড় ভান্ডার এই ব্রাহ্মণ জীবনের শ্রেষ্ঠত্বের আধার - সংকল্প শক্তির ভান্ডার,

সময়ের ভান্ডার, শক্তির ভান্ডার, জ্ঞানের ভান্ডার, বাকি স্থূল ধনের ভান্ডার তো কমন। তো বাপদাদা দেখেছেন, তোমরা প্রত্যেক ব্রাহ্মণ যতটা শ্রেষ্ঠ সংকল্পের ভান্ডার দ্বারা নিজেকে বা সেবাকে শ্রেষ্ঠ বানাতে পারো, তাতে এখন আরও আন্ডারলাইন করতে হবে।

তোমরা সব ব্রাহ্মণের একটা শ্রেষ্ঠ সংকল্পে, শুভ সংকল্পে এত শক্তি আছে যা আত্মাদের অনেক সহযোগ দিতে পারে। সংকল্প শক্তির মহত্ব এখন আরও যতটা চাও ততটা বাড়তে পারো। যখন সায়েন্সের সাধন রকেট, দূরে বসে যেখানে চাও, যখন চাও, যে স্থানে পৌঁছাতে চাও, এক সেকেন্ডে পৌঁছাতে পারো। তো তোমাদের শুভ শ্রেষ্ঠ সংকল্পের সামনে এটা কি! রিফাইন বিধিতে কার্যে প্রয়োগ করে দেখ, তোমাদের বিধির সিদ্ধি অনেক শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এখন অন্তর্মুখিতার ভাঙিতে বসো। সুতরাং এই নতুন বছরে নিজের ইচ্ছাতে সর্ব ভান্ডারের জমার স্কিম বানাও। জমার খাতা বাড়ো। সারাদিনে নিজেই নিজের জন্য অন্তর্মুখিতার ভাঙির জন্য সময় ফিক্স করো। নিজে নিজেই করতে পারো, অন্য কেউ করে দিতে পারে না।

প্রত্যক্ষতা-বর্ষের আগে এই বর্ষকে বাপদাদা "সফলতা ভব"-র বর্ষ বলে। সফলতার আধার সব ভান্ডার সফল করো। সফল করো, সফলতা প্রাপ্ত করো। সফলতা প্রত্যক্ষতাকে আপনা থেকেই প্রত্যক্ষ করবে। বাচা সেবা অনেক ভালো করেছে, কিন্তু এখন সফলতার বরদান দ্বারা বাবার, স্বয়ং-এর প্রত্যক্ষতা সমীপে নিয়ে এসো। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের জীবন সর্ব ভান্ডারে সম্পন্ন আত্মা অনুভূত হোক। আজকালকার আত্মারা তোমাদের অনুভাবী মূর্তরূপ দ্বারা অনুভূতি করতে চায়। তারা কম শুনতে চায়, অনুভূতি বেশি চায়। "অনুভূতির আধার হলো - ভান্ডারের জমা খাতা।" এখন সারাদিনে মাঝখানে মাঝখানে নিজের এই চার্ট চেক করো, সর্ব ভান্ডার কত জমা করেছে! জমার খাতা বের করো, জমা-খরচের হিসেব (পোতামেল) বের করো। এক মিনিটে কত সংকল্প চলে? সংকল্পের ফাস্ট গতি আছে তো না! কত সফল হয়েছে, কত ব্যর্থ হয়েছে? কত শক্তিশালী থেকেছে? কত সাধারণ থেকেছে? চেক করার মেশিন তো তোমাদের কাছে আছে তো না, নাকি নেই? সবার কাছে চেকিং মেশিন আছে? টিচারদের কাছে আছে? তোমাদের সেন্টারে যেমন কম্পিউটার রয়েছে, ই-মেল আছে তেমন এই চেকিং মেশিন আছে? ডবল ফরেনার্সের কাছে আছে? চলে নাকি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে? পান্ডবদের কাছে চেকিং মেশিন আছে? সবার কাছে আছে, কারও কাছে না থাকলে অ্যাপ্লিকেশন দাও। যেমন, কোথাও যদি অফিস খোলো তো প্রথমেই ভাবো যে অফিস বানানোর আগে, আজকালকার যুগে কম্পিউটার দরকার, ই-মেল দরকার, টাইপ মেশিন দরকার, কপি বের করার মেশিন দরকার, দরকার তো না? তো ব্রাহ্মণ জীবনে, তোমাদের হৃদয়ের অফিসে এই সব মেশিন আছে নাকি নেই?

বাপদাদা আগেও বলেছেন যে বাপদাদার কাছে প্রকৃতিও আসে এটা বলার জন্য যে, আমি এভাররেডি, সময়ও ব্রাহ্মণকে বারবার দেখতে থাকে, ব্রাহ্মণ প্রস্তুত আছে কিনা! বারবার ব্রাহ্মণদের কাছে ঘুরছে। তো বাপদাদা জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা হাত তো খুব ভালোই তুলে থাকো, বাপদাদাও খুশি হন। এখন এমনভাবে এভাররেডি হও যাতে প্রতিটা সংকল্প, প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা শ্বাস যা অতীত হয়েছে তা' যেন বাঃ, বাঃ হয়। হোয়াই নয়, বাঃ বাঃ হোক। এখন কোনো কোনো সময় বাঃ বাঃ হয়, কোনো কোনো সময় বাঃ-এর পরিবর্তে হোয়াই হয়ে যায়। কোনো কোনো সময় বিন্দু লাগাও আর কোনো কোনো সময় কোশ্চেন মার্ক এবং আশ্চর্যের চিহ্ন লেগে যায়। তোমাদের সকলের মনও যেন বলে বাঃ! আর যারই সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসো, হতে পারে ব্রাহ্মণের, অথবা যারা সেবা করে তাদের প্রতি বাঃ! বাঃ! শব্দ বের হতে দাও। আচ্ছা।

তো আজ গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার ব্রহ্মা বাবার এক শুভ আশা রয়েছে, ব্রহ্মা বাবা বলেছেন, আমার গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড সপ্সকে বিশেষ একটা কথা বলার আছে, সেটা কী? সেটা হলো সদা সব বাচ্চার মুখে, সদা আধ্যাত্মিকতার এক হাসি থাকবে, শুনেছ! ভালো করে কান খুলে শোনো। আর দ্বিতীয়তঃ, মুখে সদা মধুরতা থাকবে। একটি শব্দও বিনা মধুরতা হবে না। মুখমন্ডলে আধ্যাত্মিকতা হবে, মুখে মধুরতা হবে আর মন-বুদ্ধিতে সদা শুভ ভাবনা, দয়াবানের ভাবনা, দাতাভাবের ভাবনা হবে। প্রতিটা কদমে ফলো ফাদার হবে। তো এটা করতে পারো তোমরা? টিচার্স তোমরা এটা করতে পারো? ইয়ুথ তোমরা করতে পারো? (জ্ঞান সরোবরে দেশবিদেশের রিড্রিট চলছে) বাপদাদার কাছে ইয়ুথ গ্রুপের রেজাল্ট খুব ভালো এসেছে। পদ্ম গুন অভিনন্দন তোমাদের। এটা ভালো রেজাল্ট। ভালো অনুভবও করেছে, বাপদাদা খুশি হয়েছেন। বাপদাদা অনুভবও শুনেছেন, কিন্তু এখন অমর ভব-র বরদান দ্বারা এই অনুভব অবিনাশী রাখো। যা কিছু হয়ে যাক না কেন তোমাদের অধ্যাত্ম অনুভবকে সদা সামনে বাড়তে থাকো। কম হতে দিও না। তিন মাস পর মধুবনে আসো বা না আসো। তিন মাস পর ফরেন থেকে তো আসবে না, কিন্তু তোমাদের অ্যাকাউন্ট বজায় রেখো আর বাপদাদার কাছে পাঠিয়ে দিও, বাপদাদা রাইট করবেন। কিংবা যা হবে সেই পার্সেন্টেজ দেবেন। ঠিক আছে? হ্যাঁ, এক হাতের তালি বাজাও।

আচ্ছা।

আজ শুভ ভাবনার (মুবারক) দিন, তাইতো আরও খুশখবর শুনেছেন বাপদাদা, দেখেছেনও। ছোট ছোট বাচ্চারা মুকুটধারী হয়ে বসে আছে। তোমরা তো মুকুট পাবে, এদের এখনই প্রাপ্ত হয়েছে। উঠে দাঁড়াও। দেখো, মুকুটধারী গ্রুপ দেখো। বাচ্চারা সদাই হৃদয়ে বিশুদ্ধ। তোমরা বিশুদ্ধ হৃদয়ের, তাই তো না! ভালো হয়েছে বাচ্চাদের রেজাল্টও বাপদাদা ভালো দেখেছেন। অভিনন্দন তোমাদের। আচ্ছা।

ডবল ফরেনার্স - এদের পত্র এবং চিরকুটও দেখেছেন। উৎসাহ-উদ্দীপনার চিরকুট। কিন্তু বাপদাদা একটা বিষয় দেখেছেন, যা কোনো কোনো চিরকুটে আছে। কেউ কেউ তো অনেক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে তাদের পরিবর্তনের ব্যাপারে লিখেছে, তারা তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার সম্বন্ধেও লিখেছে। যতই হোক কেউ কেউ নিজের সামান্য অসাবধানতা দেখিয়েছে। কখনো অসাবধান হয়ো না। অ্যালাট! এক, বাপদাদার অসাবধানতা ভালো লাগে না, আরেক হলো হতাশ হওয়া ভালো লাগে না। যা কিছু হয়ে যাক উদারচিত্ত বজায় রাখো। হতাশ হৃদয় ছোট হৃদয় হয়। চিত্তানন্দ বড় হৃদয়। সুতরাং হতাশ হয়ো না, অসাবধান হয়ো না। উৎসাহ-উদ্দীপনায় সদা উড়তে থাকো। বাপদাদার ডবল বিদেশিদের প্রতি কোটি কোটি সমান আশা রয়েছে। ডবল ফরেনার্স এমন দীপ্তি দেখাবে যাতে ইন্ডিয়ান আত্মারা বিস্মিত হয়ে যাবে। আসতে হবে, সেই দিনও আসতে হবে, তাড়াতাড়ি আসবে। আসবে তো না? সেই দিন আসার আছে না? আসবে সেই দিন? (তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি আসবে) হাঁ জী তো বলো! বাপদাদা ইন অ্যাডভান্স অভিনন্দনের থালা ভরে ভরে দিচ্ছেন। বাপদাদা ডবল ফরেনার্সের মধ্যে এত সাহস দেখেছেন, এরকমই তো, তাই না? ফরেনে আমরা যে কর্ম, যে বোল, যে বৃত্তি, যে বিধি করবো, আমাদের দেখে সবাই করবে, ফরেনারদের থেকে অনেক আশা রয়েছে। তোমরা ভালো। ইয়ুথরাও ভালো। প্রবৃত্তির থেকেও অনেক আছে, কুমারীরাও অনেক রয়েছে, চমৎকার আর চমৎকার। ঠিক আছে? সিন্ধি পরিবার বলো! কী চমৎকার করবে তোমরা? নামে তোমরা সিন্ধি, কিন্তু তোমরা ব্রাহ্মণ। কী করবে তোমরা? বলো! (বাবার নাম উচ্ছ্বল করবো) কবে করবে? (এই বছরে) তোমাদের মুখে গোলাপজাম। সাহসী তোমরা। (আপনার বরদান সাথে আছে) বরদাতাই যখন সাথে আছেন তখন বরদান এমন কী বড় ব্যাপার! আচ্ছা।

যারাই এই কল্পে প্রথমবার এসেছ, তারা ওঠো। যারা প্রথমবার এসেছো, সেই বাচ্চাদের বাপদাদা বলেন যে, এসেছ পিছনে কিন্তু যেতে হবে সামনে, এত সামনে এগিয়ে যাও যাতে সবাই তোমাদেরকে দেখে খুশি হয়ে যায় আর সবার মুখ থেকে এই শব্দ বের হয় - চমৎকার! চমৎকার! চমৎকার! এমন সাহস আছে তোমাদের? প্রথমবার যারা এসেছ তাদের সাহস আছে তো না! নতুন বছর উদযাপন করতে এসেছ, তো নতুন বছরে কোনো চমৎকার তো করবে, তাই না! যদিও বাপদাদার সব বাচ্চা অতি প্রিয়। তবু তো তোমরা অনেক বুদ্ধির কাজ করেছ, টু লেট হওয়ার আগে এসে গেছ। এখন তবুও এই হলে বসার জন্য সিট তো পেয়েছ না! থাকার জন্য তোমরা খাট কিংবা মেঝে তো পেয়েছ, তাই না! আর যখন টু লেট- এর বোর্ড লেগে যাবে তখন তাদের নিজেদেরকে কু-তে দাঁড় করাতে হবে। সেইজন্য তোমরা তবুও ভালো সময়ে বাপদাদাকে চিনে নিয়েছ, এটা বুদ্ধির কাজ করেছ। আচ্ছা।

বিশ্বের চতুর্দিকের সর্ব সফলতা মূর্ত বাচ্চাদেরকে, সর্ব সফলকারী তীর পুরুষাংশী বাচ্চাদের, সদা নিজের অ্যাকাউন্ট চেক করা চেকার আর ভবিষ্যৎ মেকার এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সদা নিজের প্রতিটা কদমে বাবাকে প্রত্যক্ষ করানো গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদারের সর্ব গ্র্যান্ড সপ্নকে বাবা আর দাদার অনেক অনেক অনেক অনেক স্মরণের স্নেহ-সুমন, অভিনন্দন আর নমস্কার।

বাপদাদা দেশবিদেশের সব বাচ্চাকে নতুন বছরের অভিনন্দন জানিয়েছেন। চতুর্দিকের সফলতার সমুদয় নক্ষত্রকে পুরানো বছরের বিদায় সম্ভাষণ আর নতুন বছরের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন সঙ্গম সময়ের। সঙ্গম সময় হলো বিদায় সম্ভাষণ সেইসাথে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনও। সুতরাং তোমরা সদা সফল আর সফল থাকবে। কখনও অসফলতার লেশমাত্র থাকবে না। বাপদাদার অতি হারানিধি, অতি প্রিয়, অতি মিষ্টি, তাঁর নয়নের আলোক তোমরা। সব নক্ষত্র ওয়ান হতেই হবে, এই দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা নিরন্তর বাবা সমান তোমাদের প্রতি কদম নাও। পদ্ম গুন, কোটি কোটি গুন অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন। বাপদাদার অনেক অনেক অমূল্য ডায়মন্ডকে ডায়মন্ড মর্নিং, ডায়মন্ড মর্নিং, ডায়মন্ড মর্নিং। ওম্ শান্তি।

বরদান:- সেবার উৎসাহ উদ্দীপনার দ্বারা সেফটি অনুভব করে মায়াজিত ভব

যারা স্থূল কাজের সাথে সাথে যখন অধ্যাত্ম সেবার জন্য ছোট, এভাররেডি থাকে, তখন সেবার এই

উৎসাহ-উদ্দীপনা সেফটির সাধন হয়ে যায়। যারা সেবায় নিয়োজিত থাকে তারা মায়া থেকে নিরন্তর বেঁচে থাকে। মায়াও দেখে যে এদের ফুরসৎ নেই তো সেও ফিরে যায়। যে বাচ্চাদের বাবা আর সেবার প্রতি ভালবাসা আছে তাদের এক্সট্রা সাহসের সহায়তা প্রাপ্ত হয়। যার দ্বারা সহজেই তারা মায়াজিৎ হয়ে যায়।

স্লোগান:- জ্ঞান আর যোগকে যদি নিজের জীবনের নেচার বানিয়ে নাও, তবে পুরানো নেচার বদলে যাবে।

সূচনা:- আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, অন্তরীক্টিয় যোগ দিবস, সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট থেকে ৭:৩০মিনিট পর্যন্ত সংগঠিত রূপে সব ব্রহ্মা বংস বিশেষ সন্তুষ্টমনি হয়ে বায়ুমন্ডলে সন্তুষ্টতার কিরণ ছড়িয়ে দিন। অসন্তুষ্ট আত্মাদের সন্তুষ্ট থাকার শক্তি দিন, মন্সা সেবা করুন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এটা হলো এক ওয়ান্ডারফুল সংসঙ্গ, যেখানে তোমাদেরকে জীবন্মৃত হতে শেখানো হয়, যারা জীবন্মৃত হতে পারে, তারাই হংস হতে পারে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, এখন তোমাদের কোন্ বিষয়ে চিন্তা রয়েছে?

*উত্তরঃ - বিনাশের পূর্বে আমাদেরকে সম্পন্ন হতে হবে। যে বাচ্চারা জ্ঞান আর যোগে দৃঢ় হতে থাকে, তাদের মধ্যে মানুষকে দেবতা বানানোর এই অভ্যাস চলে আসে। তারা সেবা ছাড়া থাকতেই পারে না। তারা জিনের মতো দৌঁড়াতে থাকবে। সেবার সাথে সাথে নিজেকেও সম্পন্ন করার চিন্তা থাকবে।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের পিতা বসে তাঁর আত্মিক বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন - আত্মা এখন সাকারে রয়েছে এবং তারা হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান, কেননা তাদেরকে অ্যাডপ্ট করা হয়েছে। তোমাদের বিষয়ে সবাই বলে যে, এরা সবাইকে ভাই - বোন বানিয়ে দেয়। বাবা তাঁর বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন যে, প্রকৃতপক্ষে তোমরা আত্মারা হলে ভাই - ভাই। সৃষ্টি এখন নতুন হচ্ছে, তাই সর্বপ্রথমে ব্রাহ্মণ টিকি প্রয়োজন। তোমরা শূদ্র ছিলে, এখন তোমাদের পরিবর্তন হয়েছে। ব্রাহ্মণও তো অবশ্যই চাই। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম তো সুপ্রসিদ্ধ। এই হিসাবে তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা সমস্ত বাচ্চারা ভাই - বোন হলাম। যারা নিজেদের ব্রহ্মাকুমার - কুমারী বলে পরিচয় দেবে, তারা অবশ্যই ভাই - বোন হবে। সবাই যখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান, তখন অবশ্যই ভাই - বোন হওয়া উচিত। অবুঝদের এই কথা বুঝিয়ে বলা উচিত। অবুঝরাও যেমন আছে, তেমনই অন্ধ বিশ্বাসীরাও আছে। তারা যার পূজা করে, যার প্রতি বিশ্বাস রাখে যে, এ অমুক, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তারা লক্ষ্মী - নারায়ণের পূজা করে, কিন্তু তাঁরা কবে এসেছিলেন, কিভাবে এমন হয়েছিলেন, এরপর কোথায় গেলেন, এসব কেউই জানে না। কোনো মানুষ যদি নেহেরু ইত্যাদিকে জানে, তাহলে তাঁর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফিকেও অবশ্যই জানে। যদি তাঁর জীবনীই না জানে তাহলে কোন কাজের নয়? ওরা পূজা করে কিন্তু জীবন কাহিনীই জানে না। মানুষের জীবন কাহিনী তো জানে কিন্তু বড়রা, যারা অতীত হয়ে গেছেন তাদের একজনেরও জীবন কাহিনী জানে না। শিবের কতো পূজারী, তারা পূজা করে, তবুও মুখে বলে দেয়, ঈশ্বর নুড়ি - পাথরের মধ্যে আছেন, কণায় - কণায় আছেন। একি কোনো জীবন - কাহিনী হলো? এ তো কোনো বুদ্ধির কথাই নয়। মানুষ নিজেদেরও পতিত বলে দেয়। পতিত শব্দ কতটা সঠিক? পতিত কথার অর্থ বিকারী। তোমরা বুঝিয়ে বলতে পারো, আমাদের কেন ব্রহ্মাকুমার - কুমারী বলা হয়? কেননা আমরা ব্রহ্মার গৃহীত সন্তান। আমরা কুলজাত নয়, আমরা মুখ বংশাবলী। ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মাণীরা তো হলো ভাই - বোন। তাই তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো কুদৃষ্টি থাকতে পারে না। মুখ্য খারাপ চিন্তা হলো কাম বিকারের। তোমরা বলো যে, আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান, তাই ভাই - বোন হয়ে যাই। তোমরা মনে করো, আমরা সবাই শিববাবার সন্তান, ভাই - ভাই। এও পাকা কথা। এই দুনিয়া এসবের কিছুই জানে না। তারা নিজের মতো করে বলে দেয়। তোমরা সবাইকে বুঝিয়ে বলতে পারো, সমস্ত আত্মাদের বাবা হলেন এক। তাঁকেই সবাই ডাকতে থাকে। তোমরা তাঁর ছবিও দেখিয়েছো। বড় - বড় ধর্মের মানুষরাও এই নিরাকার বাবাকে মানেন। তিনি হলেন সমস্ত নিরাকার আত্মাদের বাবা, আর সাকারে সকলের বাবা হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা, যার থেকে বৃদ্ধি হতে থাকে এবং বৃক্ষের ঝাড় বৃদ্ধি হতে থাকে। আত্মা ক্রমাগত ভিন্ন - ভিন্ন ধর্মে আসতে থাকে। আত্মা তো এই শরীর থেকে পৃথক। শরীর দেখে মানুষ বলে - এ আমেরিকান, এ অমুক। আত্মাকে তো সে কথা বলে না। আত্মারা সকলেই শান্তিধামে থাকে। সেখান থেকে অভিনয় করার জন্য এখানে আসে। তোমরা যে কোনো ধর্মের মানুষদের এ কথা শোনাও, পুনর্জন্ম তো সবাই নেয় আর উপর থেকেও নতুন আত্মা আসতে থাকে। তাই বাবা বলেন - তোমরাও মানুষ আর মানুষেরই তো সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানা উচিত যে, এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে ঘুরছে, এর রচয়িতা কে, এই সৃষ্টিচক্রের পুনরাবৃত্তি হতে কতটা সময় লাগে? এ কথা তোমরাই জানো, দেবতারা তো জানেই না। মানুষই সব জেনে দেবতা হয়। আর এই মানুষকে দেবতা বানান বাবা। বাবা নিজের এবং রচনার পরিচয় দেন। তোমরা জানো যে, আমরা বীজরূপ বাবার বীজরূপ সন্তান। বাবা যেমন এই উল্টো বৃক্ষকে জানেন, তেমনই আমরাও জেনে গেছি। মানুষ, মানুষকে এ কথা কখনোই বোঝাতে পারবে না। বাবা কিন্তু তোমাদের তা বুঝিয়েছেন।

যতক্ষণ না তোমরা ব্রহ্মার সন্তান হচ্ছে ততক্ষণ তোমরা এখানে আসতে পারবে না। যতক্ষণ না তোমরা কোর্স সম্পূর্ণ করে বুঝতে পারছো ততক্ষণ এই ব্রাহ্মণদের সভায় কিভাবে বসতে পারবে? একে ইন্দ্র সভাও বলা হয়। ইন্দ্র কখনো জলের

বর্ষণ করেন না। 'ইন্দ্র সভা' বলা হয় আর 'পরী'-ও তোমাদেরই হতে হবে। অনেক প্রকার পরীর মহিমা আছে। কোনো কোনো বাচ্চা খুব সুন্দর হলে যেমন বলা হয়, এ তো যেন পরীর মতো। পাউডার লাগিয়ে সুন্দর হয়ে যায়। সত্যযুগে তোমরা পরী হও, পরীজাদা হও। এখন তোমরা জ্ঞানের সাগরে জ্ঞান স্নান করতে পরী (দেবী - দেবতা) হয়ে যাও। তোমরা জানো যে, আমরা কি থেকে কি হচ্ছি। সেই পরিব্রাজক বাবা, যিনি সদা পবিত্র, চির সুন্দর, তিনি তোমাদেরও তাঁর তুল্য বানানোর জন্য অপবিত্র শরীরে প্রবেশ করেন। এখন গোরা অর্থাৎ নির্বিকারী, সুন্দর কে বানাবেন? বাবাকেই তো বানাতে হবে, তাই না। এই সৃষ্টিচক্রকে তো পুনরাবৃত্তি হতেই হবে। তোমাদের এখন গোরা অর্থাৎ সুন্দর হতে হবে। একমাত্র জ্ঞানের সাগর বাবা-ই তোমাদের পড়ান। তিনি জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর। এই বাবার মহিমার গায়ন যেমন হয়, লৌকিক বাবার তেমন হয় না। এ হলো অসীম জগতের পিতার মহিমা। তাঁকেই সবাই ডাকতে থাকে যে, তুমি এসে আমাদেরও এমন মহিমা সম্পন্ন করো। এখন তোমরা পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে তেমন তৈরী হচ্ছে। এই পড়াতে সবাই একরস হয় না। এতে রাতদিনের তফাৎ থাকে। এরপর তোমাদের কাছেও অনেকেই আসবে। তোমাদের অবশ্যই ব্রাহ্মণ হতে হবে। এরপর কেউ ভালোভাবে পড়ে, কেউ আবার কম। এই আধ্যাত্মিক পঠনে যে ভালো হবে, সে আবার অন্যদেরও পড়াতে পারবে। তোমরা এখন বুঝতে পারো, কতো আধ্যাত্মিক কলেজ তৈরী হচ্ছে। বাবাও বলেন, এমন কলেজ তোমরা বানাও যাতে যে কেউ এসে যেন বুঝতে পারে যে, এই কলেজে রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান মেলে। বাবা এই ভারতেই আসেন তাই ভারতেই আধ্যাত্মিক কলেজ খোলা হয়। এর পরে বিদেশেও খুলতে থাকবে। অনেক কলেজ - ইউনিভার্সিটি তো চাই যেখানে অনেকে এসে পড়বে আর যখন এই পাঠ সম্পূর্ণ হবে তখন দেবী - দেবতা ধর্মে সবাই ট্রান্সফার হয়ে যাবে অর্থাৎ মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যাবে। তোমরা তো মানুষ থেকে দেবতা হও, তাই না। এমন মহিমাও আছে - 'মানুষ থেকে দেবতা করতে বেশী সময় লাগে না...'। এখানে এটা হলো মানুষের দুনিয়া আর ওটা হলো দেবতাদের দুনিয়া। দেবতা আর মানুষের মধ্যে রাতদিনের তফাৎ। দিন (অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকাশ) হল দেবতা আর রাত (অর্থাৎ অজ্ঞানের অন্ধকার) হল মানুষ। সমস্ত ভক্তই হলো ভক্ত এবং পূজারী। তোমরা এখন পূজারী থেকে পূজ্য পরিণত হচ্ছে। সত্যযুগে শাস্ত্র - ভক্তি ইত্যাদির কোনো নাম থাকে না। সেখানে সকলেই হলো দেবতা। মানুষ হলো ভক্ত। মানুষই আবার পরে দেবতা হয়। সে হলো দৈবী দুনিয়া আর একে বলা হয় আসুরী দুনিয়া। রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্য। পূর্বে তোমাদের বুদ্ধিতে ছিলোই না যে, রাবণ রাজ্য কাকে বলা হয়? রাবণ কবে এসেছিলো? তোমরা কিছুই জানতে না। মানুষ বলে, লক্ষা সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিলো। দ্বারকার জন্যও এমনই বলা হয়। এখন তোমরা জানো যে, এই সম্পূর্ণ লক্ষা ডুবে যাবে, এই সম্পূর্ণ দুনিয়া হলো অসীম জগতের লক্ষা। এ সবই ডুবে যাবে, অনেক জল এসে যাবে। কিন্তু স্বর্গ কখনোই ডুবে যায় না। সেখানে অগাধ ধন - সম্পদ ছিলো। বাবা বুঝিয়েছেন যে, এক সোমনাথ মন্দিরকে মুসলিমরা কতবার লুট করেছে। এখন দেখো, কিছুই নেই। ভারতে কতো অগাধ ধন ছিলো। ভারতকেই স্বর্গ বলা হয়। এখন কি একে স্বর্গ বলা হবে? এখন তো নরক, আবার স্বর্গ তৈরী হবে। কে স্বর্গ আর কে নরক বানায়? এ কথা এখন তোমরা জেনে গেছো। রাবণ রাজ্য কতো সময় ধরে চলে, এও তোমাদের বলা হয়েছে। রাবণ রাজ্যে কতো অজস্র ধর্ম হয়ে যায়। রামরাজ্যে তো কেবল সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশীরা থাকে। এখন তোমরা এই আধ্যাত্মিক পাঠ গ্রহণ করছো। এই পাঠ আর কারোর বুদ্ধিতেই নেই। তারা তো রাবণ রাজ্যেই আছে। রামরাজ্য হয় সত্যযুগে। বাবা বলেন, আমি তোমাদের যোগ্য বানাই। তারপর তোমরা অযোগ্য হয়ে যাও। অযোগ্য কেন বলা হয় তোমাদের? কেননা তোমরা পতিত হয়ে যাও। তোমরা দেবতাদের যোগ্যতার মহিমা করো আর নিজেদেরকে অযোগ্য বলে পরিচয় দাও।

বাবা বোঝাচ্ছেন - তোমরা যখন পূজ্য ছিলে তখন দুনিয়া নতুন ছিলো। সেখানে খুবই অল্প জনসংখ্যা ছিলো। তোমরাই সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক ছিলে। এখন তোমাদের খুবই খুশী হওয়া উচিত। তোমরা তো ভাই - বোন হয়ে গেছো, তাই না। ওরা বলে যে, তোমরা সংসার ভেঙ্গে দিচ্ছো। আবার ওরাই যখন এখানে এসে শিক্ষা গ্রহণ করে তখন বুঝতে পারে, এই জ্ঞান তো খুবই ভালো। তখন অর্থ বুঝতে পারে, তাই না। ভাই - বোনের সম্পর্ক ছাড়া পবিত্রতা কোথা থেকে আসবে? সমস্ত কিছুই পবিত্রতার উপর নির্ভর করে। বাবা আসেনই মগধ দেশে, যে দেশের অনেক পতন ঘটেছে, সেখানে অনেক পতিত বসবাস করে, খাওয়া - দাওয়াও সেখানে অশুদ্ধ। বাবা বলেন - যে আত্মা অনেক জন্মের পর অন্তিম জন্ম নিয়েছে তার শরীরে আমি প্রবেশ করি। ইনি ৮৪ জন্মগ্রহণ করেন। অন্ত থেকে আদি আর আদি থেকে অন্তে যান। একজনকেই তো উদাহরণ বানাবেন, তাই না। তোমাদের সাম্রাজ্য এখন তৈরী হচ্ছে। তোমরা যত ভালোভাবে বুঝতে পারবে, ততই তোমাদের কাছে অনেকে আসবে। এখন এই বৃক্ষের ঝড় খুবই ছোটো। ঝড়ও অনেক আসে। সত্যযুগে ঝড়ের কোনো কথাই নেই। উপর থেকে নতুন নতুন আত্মা আসতে থাকে। এখানে মায়ার ঝড় এলেই মানুষ মুমূর্ষু পড়ে। ওখানে মায়ার তুফান থাকেই না। এখানে তো বসে বসেই মানুষ প্রাণত্যাগ করে, আর তোমাদের তো মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ, তাই মায়াও তোমাদের হয়রান করে। সত্যযুগে এসব হয় না। দ্বিতীয় অন্য কোনো ধর্মে এমন বিষয় নেই। রাবণ রাজ্য আর রাম

রাজ্যকে আর কেউই বুঝতে পারে না। সত্যযুগে যদিও বা যায়, সেখানে বেঁচে থাকা বা মারা যাওয়ার কোনো কথাই নেই। এখানে তো বাম্বাদেরকে দত্তক নেওয়া হয়। তোমরা বলো, আমরা শিববার সন্তান, আমরা তাঁর থেকে অবিদ্যার উত্তরাধিকার গ্রহণ করি। এই উত্তরাধিকার নিতে নিতে আমরা নামতে থাকি তখন এই উত্তরাধিকারও শেষ হয়ে যায়। হংস থেকে পরিবর্তন হয়ে বক হয়ে যায়। বাবা তো দয়ালু, তাই তিনি আবারও বাম্বাতে থাকেন। কেউ আবার নতুন করে উঠতে থাকে। যে স্থির, অচল থাকে, তাকে বলা হয় মহাবীর, হনুমান। তোমরাই হলে সেই মহাবীর। তোমাদের নম্বরের ক্রমানুসারে তো থাকেই। সবথেকে শক্তিশালীকে মহাবীর বলা হয়। আদিদেবকেও মহাবীর বলা হয়, যার থেকে এই মহাবীরের জন্ম হয়, তিনিই এই বিশ্বের উপর রাজত্ব করেন। পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করতে থাকো। রাবণ হলো পাঁচ বিকার। এটা তো হলো বাম্বার মতো কথা। বাবা এখন তোমাদের বুদ্ধির তাল খুলছেন। এরপর তাল একদম বন্ধ হয়ে যায়। এখানেও এমন আছে, যার তাল খুলে যায়, সে-ও গিয়ে সার্ভিস করে। বাবা বলেন, তোমরা গিয়ে সার্ভিস করো, যারা গর্তে পড়ে আছে তাদের তুলে ধরো। এমন নয় যে, তোমরাও গর্তে পড়ে গেলে। তোমরা গর্ত থেকে বের হয়ে অন্যদেরও বের করো। বিষয় বৈতরণী নদীতে অপার দুঃখ থাকে। এখন তোমাদের অপার সুখের দুনিয়ায় যেতে হবে। যিনি অপার সুখ প্রদান করেন, তাঁর মহিমা গায়ন হয়। রাবণ, যে দুঃখ দেয়, তার কি মহিমা হবে? রাবণকে বলা হয় অসুর। বাবা বলেন যে, তোমরা রাবণ রাজ্যে ছিলে, এখন অপার সুখ ভোগ করার জন্য তোমরা এখানে এসেছো। তোমরা অপার সুখ ভোগ করো। তোমাদের কতটা খুশীতে থাকা উচিত আবার সাবধানও থাকা উচিত। নম্বরের ক্রমানুসারে তো তোমাদের পদ-পজিশন হয়। প্রত্যেক অভিনেতার পজিশন আলাদা। সবার মধ্যে তো ঈশ্বর থাকতে পারে না। বাবা প্রত্যেকটি কথা নিজে বসে বাম্বান। তোমরা পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে বাবাকে আর এই রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জেনে যাও। পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে এই পার্ঠের উপর মার্কস দেওয়া হয়। এ হলো অসীম জগতের পার্ঠ, এতে বাম্বাদের খুবই মনোযোগ দেওয়া উচিত। একদিনও যেন এই পার্ঠ বাদ না যায়। আমরা হলাম ছাত্র, গড ফাদার আমাদের পড়ান - বাম্বাদের এই নেশা থাকা উচিত। ভগবান উবাচঃ - ওরা কেবল নাম পরিবর্তন করে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। ভুল করে ওরা কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ ভেবে নিয়েছে কেননা কৃষ্ণ হলেন ভগবানের সবথেকে কাছের। বাবা যে স্বর্গ স্থাপন করেন তাতে এক নম্বর হলেন ইনি। এই জ্ঞান এখন তোমরা পেয়েছো। পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে তারা নিজেরও কল্যাণ করে, আর অন্যেরও কল্যাণ করতে থাকে, তাদের সেবা ছাড়া কিছুতেই সুখ আসবে না।

বাম্বারা, তোমরা যোগ আর জ্ঞানে দৃঢ় হয়ে যাবে, তখন এমনভাবে কাজ করবে, যেন জিন। মানুষের দেবতা হওয়ার অভ্যাস হয়ে যাবে। মৃত্যুর আগেই তোমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে। তোমাদের অনেক সেবা করতে হবে। এরপরে তো লড়াই লেগে যাবে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও আসবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাম্বাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাম্বাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) লাস্টে এসেও ফাস্ট (দ্রুত) যাওয়ার জন্য মহাবীর হয়ে পুরুষার্থ করতে হবে। মায়ার ঝড় দেখে ঘাবড়ে যেও না। বাবার সমান দয়ালু হয়ে মানুষের বুদ্ধির তাল খোলার সেবা করতে হবে।

২) জ্ঞানের সাগরে রোজ স্নান করে পরীজাদা হতে হবে। একদিনও এই আধ্যাত্মিক পার্ঠ বাদ দেবে না। ভগবানের স্টুডেন্ট আমরা - এই নেশায় থাকতে হবে।

বরদানঃ:- গম্ভীরতার গুণের দ্বারা ফুল মার্জ জমা করে গম্ভীরতার দেবী-দেবতা ভব বর্তমান সময়ে গম্ভীরতার গুণের বিশেষ প্রয়োজন। কেননা বলার অভ্যাস অনেক বেশী হয়ে গেছে, যেটা মনে আসে সেটাই বলে দাও। কেউ যদি ভালো কাজ করে বলে ফেলে তাহলে অর্ধেক পুণ্য শেষ হয়ে যায়। অর্ধেকই জমা হয় আর যারা গম্ভীর হয় তার সম্পূর্ণই জমা হয়, এইজন্য গম্ভীরতার দেবী-দেবতা হয়ে নিজের ফুল মার্জ জমা করো। বর্ণনা করলে মার্জ কমে যাবে।

স্লোগানঃ:- বিন্দু রূপে স্থিত থাকো তাহলে সমস্যাগুলিকে সেকেন্ডে বিন্দু লাগাতে পারবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই রহস্য সবাইকে শোনাও যে, আবু হলো সবচেয়ে বড় তীর্থ, স্বয়ং ভগবান এখানে সকলের সদগতি করেছেন"

*প্রশ্নঃ - কোন একটি কথা মানুষ যদি বুঝে যায় তাহলে এখানে ভিড় লেগে যাবে?

*উত্তরঃ - মুখ্য কথাটি যদি বুঝে নেয় যে, বাবা রাজযোগের শিক্ষা দিয়েছিলেন, তিনি এখন আবার শেখাচ্ছেন, তিনি সর্বব্যাপী নন। বাবা এই সময় আবুতে এসে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করেছেন, তারই জড় স্মৃতি চিহ্ন হল দিলওয়াড়া মন্দির। আদি দেব এখানে চৈতন্য অবস্থায় বসে আছেন, এইটি হল চৈতন্য দিলওয়াড়া মন্দির, এই কথা বুঝে নিলে আবু-র মহিমা বেড়ে যাবে আর এখানে ভিড় লেগে যাবে। আবু-র নাম খ্যাতি অর্জন করলে এখানে অনেকে আসবে।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের যোগ শিখিয়েছেন। অন্য সব জায়গায় নিজে নিজেই শেখে, শেখানোর জন্য পিতা থাকেন না। একে অপরকে শেখায়। এখানে তো বাবা বসে শেখান বাচ্চাদেরকে। রাত-দিনের তফাৎ আছে। সেখানে তো মিত্র-আত্মীয় স্বজন সবার স্মৃতি থাকে, এত স্মরণ করতে পারে না, তাই দেহী-অভিমানী হওয়া কঠিন হয়ে যায়। এখানে তো তোমাদের দেহী-অভিমানী খুব দ্রুত বেগে হওয়া উচিত, কিন্তু অনেকে আছে যাদের কিছুই জ্ঞান নেই। শিববাবা আমাদের সার্ভিস করেছেন, আমাদের বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। যে পিতা এনার (ব্রহ্মাবাবার) মধ্যে বিরাজমান আছেন, এখানে বসে আছেন, তাঁকেই স্মরণ করতে হয়। অনেক বাচ্চারা আছে যাদের এই নিশ্চয় নেই যে শিববাবা ব্রহ্মা দেহের দ্বারা আমাদের শেখাচ্ছেন, যেমন অন্যরা বলে আমরা কিভাবে বিশ্বাস করব তেমন এখানেও অনেকে আছে। যদি সম্পূর্ণ নিশ্চয় থাকে তাহলে তো খুব ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করতে করতে নিজেকে শক্তিশালী করবে, অনেক সার্ভিস করবে কারণ সম্পূর্ণ বিশ্বকে পবিত্র করতে হবে, তাই না। যোগেও কম তো জ্ঞানেও কম আছে। শোনে তো সবই কিন্তু ধারণা হয় না। ধারণা হয়ে থাকলে তো অন্যদেরও ধারণ করাতে পারবে। বাবা বুঝিয়েছিলেন তারা কনফারেন্স ইত্যাদি করে, বিশ্বে শান্তির জন্য কিন্তু বিশ্বে শান্তি কবে ছিল, কিরূপ ছিল, সেসব কিছুই জানা নেই। শান্তি কীরূপ ছিল, সেইরকমই চাই, তাইনা। এই কথা তো তোমরা বাচ্চারাও জানো বিশ্বে সুখ-শান্তির স্থাপনা এখন হচ্ছে। বাবা এসেছেন। কিভাবে এই দিলওয়াড়া মন্দির আছে, আদি দেবও আছেন এবং উপরে বিশ্বে শান্তির দৃশ্যও আছে। কোথাও কনফারেন্স ইত্যাদিতে তোমাদের ডাকলে তোমরা জিজ্ঞাসা করো - বিশ্বে শান্তি কি রকম চাই? এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে বিশ্বে শান্তি ছিল। দিলওয়াড়া মন্দিরে পূর্ণ স্মারক চিহ্ন আছে। বিশ্বে শান্তির স্যাম্পল তো চাই তাইনা। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দ্বারাও কিছু বোঝে না। পাথরবুদ্ধি যে। তো তাদের বলা উচিত যে আমরা বলতে পারি বিশ্বে শান্তির স্যাম্পল এক লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং তাঁদের রাজধানীও যদি দেখতে চাও তো সেসব দিলওয়াড়া মন্দিরে গিয়ে দেখো। মডেল-ই দেখানো হবে, তাইনা, সেসব গিয়ে আবুতে দেখো। মন্দির যারা তৈরি করেছে তারা নিজেরাও জানে না, তারা বসে এই স্মারক চিহ্ন তৈরি করেছে, যার নাম দিলওয়াড়া মন্দির নাম রেখে দিয়েছে। আদিদেবকেও বসিয়েছে, উপরে স্বর্গও দেখিয়েছে। যেমন ওটা হলো জড় তেমন তোমরা হলে চৈতন্য। চৈতন্য দিলওয়াড়া নাম রাখা যায়। কিন্তু তারপরে কত ভিড় হয়ে যাবে। মানুষ তো কনফিউজড হয়ে যাবে, এসব কি অদ্ভুত কথা ! বোঝাতে খুব পরিশ্রম লাগে। অনেক বাচ্চারাও বোঝে না। যদিও এখানে কাছে বসে আছে - কিন্তু কিছুই বোঝে না। প্রদর্শনী ইত্যাদিতে অনেক প্রকারের মানুষ আসে, অনেক মঠ-পন্থ আছে, বৈষ্ণব ধর্মের মানুষও আছে। বৈষ্ণব ধর্মের অর্থ বোঝে না। কৃষ্ণের বাদশাহী কোথায় জানে না। কৃষ্ণের রাজত্বকে স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ বলা হয়।

বাবা বলেছিলেন যেখানে আমন্ত্রণ করা হবে, সেখানে গিয়ে বোঝাও - বিশ্বে শান্তি কবে ছিল? এই আবু হল সবচেয়ে উঁচু থেকে উঁচু তীর্থ স্থল, এখানে বাবা বিশ্বের সঙ্গতি করেছেন, আবু পাহাড়িতে তার স্যাম্পল দেখতে হলে দিলওয়াড়া মন্দির দেখো। বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা হয়েছিল কীভাবে - তারই স্যাম্পল আছে। শুনে অনেক খুশী হবে। জৈন ধর্মাবলম্বীরাও খুশী হবে। তোমরা বলবে প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন আমাদের পিতা আদি দেব। তোমরা বোঝাও, কিন্তু তারা বোঝে না। তারা বলে ব্রহ্মাকুমারীরা কি জানি কি বলে। অতএব বাচ্চারা, এখন তোমাদের আবু তীর্থের উঁচু মহিমা বর্ণনা করে বোঝানো উচিত। আবু হলো শ্রেষ্ঠ তীর্থ। বস্ত্রতে গিয়েও বোঝাতে পারো - আবু পাহাড় সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ, কারণ পরমপিতা পরমাত্মা আবুতে এসে স্বর্গের স্থাপনা করেছেন। স্বর্গের রচনা কিভাবে করেছেন - সেই স্বর্গের এবং আদিদেবের মডেল সবই আবুতে

আছে, যে কথা মানুষ বোঝে না। আমরা এখন জানি, তোমরা জানো না, তাই তোমাদের বোঝাই। প্রথমে তো তোমরা জিজ্ঞাসা করো যে বিশ্বে কিরকমের শান্তি চাও, কখনও দেখেছ? বিশ্বে শান্তি তো লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে ছিল। একটি মাত্র আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, এঁদের বংশের রাজ্য ছিল। চলো এঁদের রাজধানীর মডেল আবুতে তোমাদের দেখাই। এ হলো পুরানো পতিত দুনিয়া। নতুন দুনিয়া তো বলবে না, তাইনা। নতুন দুনিয়ার মডেল তো এখানে আছে, নতুন দুনিয়া এখন স্থাপন হচ্ছে। তোমরা জানো তবেই বলো। সবাই জানে না। না বলে আর না বুঝতে পারে। এ'কথা খুব সহজ। উপরে স্বর্গের রাজধানী আছে, নীচে আদিদেব বসে আছেন যাকে অ্যাডম-ও বলা হয়। উনি হলেন গ্রেট-গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার। তোমরা এমন মহিমা বর্ণনা করলে শুনে তারা খুশি হবে। কথাটি যথার্থ ভাবে সঠিক, বলো তোমরা কৃষ্ণের মহিমা গান কর কিন্তু তোমরা তো কিছুই জানো না। কৃষ্ণ তো হলেন বৈকুণ্ঠের মহারাজা, বিশ্বের মালিক ছিলেন। তোমরা সেই মডেল দেখতে চাও তো চলো আবুতে, তোমাদের বৈকুণ্ঠের মডেল দেখাব। কিভাবে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে রাজযোগের শিক্ষা প্রাপ্ত করে বিশ্বের মালিক হই, সেই মডেল দেখাব। সঙ্গম যুগের তপস্য্যও দেখাব। প্রাক্তিক্যালে যা কিছু হয়েছিল তারই স্মরণিকা দেখাব। শিববাবা যিনি লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, তাঁরও চিত্র আছে, অশ্বা দেবীরও মন্দির আছে। অশ্বা দেবীর কোনও ১০-২০ টি ভূজ হয় না। ভূজ তো দুটিই হয়। তোমরা এসো তো তোমাদের দেখাব। বৈকুণ্ঠও আবুতে দেখাব। আবুতেই বাবা এসে সম্পূর্ণ বিশ্বকে স্বর্গে পরিণত করেন। সদগতি প্রদান করেন। আবু হল সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ, সব ধর্মের মানুষের সদগতি করেন যিনি তিনি হলেন একমাত্র পিতা, তাঁরই স্মরণিক চলো আবুতে দেখাব। তোমরা আবুর অনেক মহিমা বর্ণনা করতে পারো। তোমাদের সব স্মরণিকা দেখাই। খ্রীস্টানরাও জানতে চায় - প্রাচীন ভারতের রাজযোগ কে শিখিয়েছেন, সেটা কি জিনিস? বলো, আবুতে চলো দেখাব। বৈকুণ্ঠের চিত্রও সঠিক বানানো আছে উপরে ছাদে। তোমরা এমন তৈরি করতে পারো না। অতএব খুব ভালো ভাবে বলতে হবে। টুরিস্টরা যারা কষ্ট করে দেখতে আসে, তারাও এসে বুঝবে। তোমাদের আবুর নাম বিখ্যাত হলে অনেকে আসবে। আবু বিখ্যাত হয়ে যাবে। যখন কেউ জিজ্ঞাসা করে যে বিশ্বে শান্তি হবে কিভাবে? সন্মেলন ইত্যাদিতে নিমন্ত্রণ দিলে জিজ্ঞাসা করা উচিত - বিশ্বে শান্তি কবে ছিল, সে কথা কি জানো? বিশ্বে শান্তি কিভাবে ছিল - চলো আমরা বোঝাই, মডেল ইত্যাদি সব দেখাই। এমন মডেল অন্য কোথাও নেই। আবু হল একমাত্র উঁচু থেকে উঁচু তীর্থ, যেখানে বাবা এসে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করেন, সকলের সদগতি করেন। এইসব কথা কেউ জানে না। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী আছে, যতই মহারথী, মিউজিয়ামের সংরক্ষক হোক, কিন্তু ঠিক মত কাউকে বোঝাতে পারছে কি না সেসব তো বাবা লক্ষ্য তো করেন, তাইনা। বাবা সবই বোঝেন, যে যেখানে আছে, সবাইকে বোঝেন। কে কে পুরুষার্থ করে, কি পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে? এই সময় যদি মৃত্যু হয় তবে কিছুই পদ পাবে না। স্মরণের যাত্রার পরিশ্রম তারা বোঝে না। বাবা রোজ নতুন কথা বোঝান, এমন এমন বুঝিয়ে নিয়ে এসো। এখানে তো স্মরণিক রয়েছে।

বাবা বলেন আমিও এখানে আছি, আদিদেবও এখানে আছেন, বৈকুণ্ঠও এখানে আছে। আবুর বিরাট মহিমা হয়ে যাবে। আবু না জানি কি হয়ে যাবে। যেমন দেখো কুরুক্ষেত্রে করে ভালো করে তৈরি করতে কোটি টাকা খরচ করে। কত অসংখ্য মানুষ সেখানে গিয়ে একত্রিত হয়, এত আবর্জনা জমা হয় দুর্গন্ধ হয় যে বলার নয়। কত ভিড় হয়। খবর এসেছিল যে ভজন মন্ডলীর একটি বাস নদীতে ডুবে গেছে। এইসব তো দুঃখই, তাইনা। অকালে মৃত্যুও হয়। সেখানে তো এমন কিছুই হয় না, এইসব কথা তোমরা বোঝাতে পারো। যে কথা বলবে সে সেন্সিবল হওয়া চাই। বাবা জ্ঞান পাষ্প করছেন, বুদ্ধিতে বসাচ্ছেন। দুনিয়া কি এইসব কথা বোঝে ! তারা ভাবে নতুন দুনিয়ার যাত্রা করতে যায়। বাবা বলেন এই দুনিয়া এখন পুরানো হয়েছে, শেষ হল বলে। তারা বলে ৪০ হাজার বছর বাকি আছে। তোমরা তো বল সম্পূর্ণ কল্পের আয়ু হল ৫ হাজার বছরের। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ তো সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একেই বলা হয় ঘোর অন্ধকার। কুস্তকর্ণের নিদ্রায় সবাই নিদ্রিত। কুস্তকর্ণ অর্ধকল্প ঘুমাত, অর্ধকল্প জেগে থাকত। তোমরা কুস্তকর্ণ ছিলে। এই খেলাটি খুবই ওয়াল্ডারফুল। এইসব কথা সবাই কি আর বুঝবে। অনেকে তো এমনি ভাবের বশে চলে আসে। শোনে যে সবাই যাচ্ছে তো চলে আসে। তাদেরকে বলা হয় আমরা শিববাবার কাছে যাই, শিববাবা স্বর্গের স্থাপনা করছেন। অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করলে অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, ব্যসা। তখন তারাও বলে শিববাবা, আমরা আপনার সন্তান, আপনার কাছে উত্তরাধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত করব। ব্যসা, তাহলেই ভব সাগর পার। ভাবের মূল্য তো প্রাপ্ত হবেই। ভক্তিমার্গে থাকে অল্পকালের সুখ। এখানে তোমরা বাচ্চারা জানো অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অসীম জাগতিক উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। সেটা হলো ভাব এর (ভক্তির) মূল্য প্রাপ্তি, অল্পকালের সুখের প্রাপ্তি। এখানে তোমরা ২১ জন্মের জন্য ভাবের মূল্য প্রাপ্ত কর। যদিও সাক্ষাৎকার ইত্যাদিতে কিছুই নেই। কেউ বলে সাক্ষাৎকার হোক, তখন বাবা বোঝেন কিছুই বোঝেনি। সাক্ষাৎকার করতে হলে গিয়ে নবধা ভক্তি (অখন্ড ভক্তি) করো। তাতে প্রাপ্তি কিছুই নেই। ওইসব করে পরের জন্মে কিছু ভালো প্রাপ্তি হবে। সৎ ভক্ত হলে ভালো জন্ম লাভ করবে। এইখানে তো কথা-ই আলাদা। এই পুরানো দুনিয়া পরিবর্তন

হচ্ছে। বাবা হলেন দুনিয়া পরিবর্তনকারী। স্মরণিক তো রয়েছেই। খুব পুরানো এই মন্দির। কিছু ভাঙচুর হলে মেরামত করানো হয়। কিন্তু সেই শোভনীয় রূপ তো খর্ব হয়ে যায়। এইসবই হল বিনাশী বস্তু। অতএব বাবা বোঝান - বাচ্চারা, এক তো নিজের কল্যাণের জন্য নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। এ হল পড়াশোনার কথা। বাকি এই যে মথুরায় বৃন্দাবন, কুঞ্জগলী ইত্যাদি বসে বানিয়েছে, সেসব কিছুই নয়। গোপ-গোপীকাদের খেলাও নেই। এইসব বোঝাতে পরিশ্রম করতে হয়। এক-একটি পয়েন্ট ভালো করে বসে বোঝাও। কনফারেন্স ইত্যাদিতে এমন কাউকে চাই যে হবে যোগ যুক্ত। তলোয়ারে ধার না থাকলে, কারো তির লাগবে না। তখন বাবাও বলেন এখন দেরি আছে। এখন বিশ্বাস করে নিলে যে পরমাত্মা সর্বব্যাপী নন তাহলেই ভিড় লেগে যাবে। কিন্তু এখন সময় নয়। এখন একটি মূখ্য কথা বুঝে যাক যে রাজযোগের শিক্ষা পরমপিতা পরমাত্মা বাবা দিয়েছিলেন, বর্তমানে তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন। তাঁর নামের পরিবর্তে যে নাম (শ্রীকৃষ্ণের) লেখা হয়েছে তিনি এখন অসুন্দর হয়ে আছেন। কত বড় ভুল করেছে মানুষ। এই ভুলের জন্য তোমাদের পতন হয়েছে।

এখন বাবা বোঝাচ্ছেন - এই পড়াশোনা হলো সোর্স অফ ইনকাম, স্বয়ং পরমাত্মা পিতা মানুষকে দেবতায় পরিণত করতে পড়াতে আসেন, এতে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে, দৈবী গুণও ধারণ করতে হবে। নম্বর অনুযায়ী তো আছেই। যে সব সেন্টার গুলি আছে সবই হলো নম্বর অনুসারে। এই রূপ সম্পূর্ণ রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। মাসির বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ ব্যাপার নাকি। বলা, স্বর্গ বলা হয় সত্যযুগকে। কিন্তু রাজস্ব কিভাবে চলে, দেবতাদের দলকে দেখতে হলে চলো আবুতে। অন্য কোনও স্থান নেই যেখানে এমন ছাদের নীচে রাজস্ব দেখতে পাবে। যদিও আজমেরে স্বর্গের মডেল আছে কিন্তু সেইটি অন্য কথা। এখানে তো আদি দেবও আছেন, তাইনা। সত্যযুগকে কিভাবে স্থাপন করেছেন, সেই কথাটির সঠিক স্মরণিক তো আছে। এখন আমরা চৈতন্য দিলওয়াড়া নাম লিখতে পারি না। যখন মানুষ নিজেরাই বুঝবে তখন তারা বলবে তোমরা লেখো। এখন নয়। এখন তো সামান্য কথাও কী পরিণাম ধারণ করে! ক্রোধ করে, দেহ-অভিমাণে আছে কিনা। বাচ্চারা, তোমাদের ছাড়া দেহী-অভিমानी তো কেউ হতে পারে না। পুরুষার্থ করতে হবে। এমন নয় যে ভাগ্যে আছে, হবে। পুরুষার্থী এমন বলবে না। তারা তো পুরুষার্থ করে তারপরে যখন ফেল হয় তখন বলে যা ভাগ্যে ছিল। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) দেহী-অভিমानी হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। এমন কখনও ভাববে না যে - যা ভাগ্যে আছে, হবে। সম্ভবল হতে হবে।

২) জ্ঞান শুনে সেইসব স্বরূপে আনতে হবে, স্মরণের শক্তি ধারণ করে অন্যদের সেবা করতে হবে। সবাইকে আবু মহান তীর্থের মহিমা শোনাতে হবে।

বরদান:- এক ‘বাবা’ শব্দের স্মৃতিতে থেকে স্মরণ আর সেবাতে তৎপর থাকা সত্যিকারের যোগী সত্যিকারের সেবাধারী ভব

বাচ্চারা তোমরা মুখে বা মনে মনে অসংখ্যবার “বাবা” শব্দ বলে থাকো, বাচ্চা হয়েছে তো বাবা শব্দ স্মরণে আসা বা চিন্তা করাই হলো যোগ আর মুখ থেকে বার-বার বলা যে, বাবা এটা বলে থাকেন, বাবা এটা বলেছেন - এটাই হলো সেবা। কিন্তু এই বাবা শব্দকে কেউ হৃদয় থেকে বলে আবার কেউ নলেজের বুদ্ধি থেকে। যারা হৃদয় থেকে বলে তাদের হৃদয়ে সদা প্রত্যক্ষ প্রাপ্তি খুশী আর শক্তি প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধি দিয়ে বলা আত্মাদের বাবা শব্দ বলার সময় খুশী হয় কিন্তু সদাকালের জন্য নয়।

স্নোগান:- সত্যিকারের বহ্নি-পতঙ্গ হলো তারা যারা পরমাত্মা রূপী অগ্নির উপরে নিজেদেরকে সমর্পণ করে দেয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে ধরনীর চৈতন্য নক্ষত্র, তোমাদেরকেই সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, শিববাবা তোমাদের কায়া(শরীর) কিভাবে কাঞ্চে (পবিত্র) পরিণত করেন?

*উত্তরঃ - ব্রহ্মা মায়ের দ্বারা তোমাদের জ্ঞান-দুষ্ক পান করিয়ে তোমাদের কায়া কাঞ্চে (পবিত্র) পরিণত করে দেন, তাই তো তাঁর মহিমা-কীর্তন করা হয়, 'স্বমেব মাতাশ্চ পিতা স্বমেব.....'। এখন তোমরা ব্রহ্মা মায়ের দ্বারা জ্ঞান-দুষ্ক পান করছ, যার ফলে তোমাদের সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয়ে যাবে। তোমরা কাঞ্চে (পবিত্রস্বর্গে) পরিণত হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের (রুহানী) পিতা বসে বোঝান, যেমন আকাশে নক্ষত্র রয়েছে তেমনই বাচ্চারা তোমাদের উদ্দেশ্যেও গাওয়া হয় - এরা হলো ধরনীর নক্ষত্র। তাদের অর্থাৎ নক্ষত্রদেরও নক্ষত্র-দেবতা বলা হয়। কিন্তু তারা তো কোনো দেবতা নয়। তোমরা হলে ওদের থেকে মহা বলবান। কারণ নক্ষত্র-রূপী তোমরা সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত কর। তোমরাই দেবতা হবে। তোমাদেরই উত্থান আর পতন হয়। তারা তো শুধু ব্রহ্মান্ডকে আলোকিত করে, তাদের কেউ দেবতা বলে না। তোমরাই দেবতা হচ্ছে। তোমরা সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করবে। এখন সমগ্র বিশ্বই গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। প্রত্যেকেই অপবিত্র হয়ে পড়েছে। এখন বাবা তোমাদের অর্থাৎ মিষ্টি বাচ্চাদের দেবতা বানাতে আসেন। মানুষ তো সবকিছুকেই দেবতা মনে করে নেয়। এমনকি সূর্যকেও দেবতা বলে। কোথাও-কোথাও সূর্য-চিহ্নের পতাকাও উত্তোলন করে। আর নিজেদের সূর্যবংশীয় বলে। বাস্তবে তো তোমরাই সূর্যবংশী, তাই না। বাচ্চারা, তাই বাবা বসে তোমাদের বোঝান। ভারতই এখন ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন। এখন ভারতেই আলোর প্রয়োজন। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে জ্ঞান-অঞ্জন লাগিয়ে দিচ্ছেন। তোমরা অজ্ঞানতার নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলে, বাবা এসে তোমাদের পুনরায় জাগ্রত করছেন। তিনি বলেন, ড্রামা প্ল্যান অনুসারে প্রত্যেক কল্পের পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে আমি পুনরায় আসি। এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগের কথা কোনো শাস্ত্রে নেই। বাচ্চারা, এই যুগকে এখন কেবল তোমরাই জানো, কারণ নক্ষত্র-রূপী তোমরাই পুনরায় দেবতা হও। তোমাদেরই বলা হয় নক্ষত্র দেবতায় নমঃ। এখনই তোমরা পূজারী থেকে পূজ্য হচ্ছে। সেখানে তোমরা পূজ্য হয়ে যাও। এও তো বুঝতে হবে, তাই না। একে আধ্যাত্মিক পড়া(জ্ঞান) বলা হয়। এখানে কখনো কারোর মধ্যে লড়াই হয় না। টিচার সাধারণভাবে পড়ান আর বাচ্চারাও সাধারণ রীতিতে পড়ে। এখানে লড়াইয়ের (যুদ্ধ) কোনো প্রশ্নই ওঠে না। উনি কি এমনভাবে বলেন যে, আমি ভগবান, না বলেন না। বাচ্চারা, একমাত্র তোমরাই জানো যে, শিক্ষাদাতা হলেন ইনকরপরিয়াল (নিরাকার) শিববাবা। ওঁনার নিজস্ব শরীর নেই। তিনি বলেন, আমি এই রথকে লোন হিসাবে নিই। ভাগীরথ কেন বলা হয়? কারণ তিনি অত্যন্ত ভাগ্যশালী রথ। ইনিই পুনরায় বিশ্বের মালিক হন। তাহলে ভাগীরথই তো হলো, তাই না। তাই সবকিছুর অর্থ বুঝতে হবে, তাই না। এ হলো সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জ্ঞান। দুনিয়ায় তো সব মিথ্যাই মিথ্যা, তাই না। কথিতও তো রয়েছে না - সত্যের তরী হলে-দোলে কিন্তু ডোবে না। আজকাল তো অনেকপ্রকারের ভগবান বেরিয়ে গেছে। নিজেকে তো বলেই, আবার নুড়ি-পাথরেও ভগবান আছে বলে দেয়। ভগবানকে চতুর্দিকে কত ছড়িয়ে দিয়েছে। বাবা বসে বোঝান, যেমন লৌকিক পিতাও বাচ্চাদের বোঝান, কিন্তু তিনি (লৌকিক পিতা) এমন হন না। যিনি বাবাও, টিচারও আবার তিনি গুরুও। প্রথমে বাবার কাছে জন্ম নেয়, একটু বড় হলে আবার টিচারও চাই পড়ানোর জন্য। আবার ৬০ বছর পর গুরুও চাই। ইনি তো হলেন একজনই, তিনি একাধারে পিতা, শিক্ষক সতগুরু। তিনি বলেন, আমি তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা। পড়েও তো আত্মা। আত্মাকে তো আত্মাই বলা হয়। এছাড়া শরীরের তো বহু নাম রয়েছে। ভেবে দেখো এ হলো অসীম জগতের ড্রামা, যা পূর্ব-নির্ধারিত সেটাই রিপীট হচ্ছে.....এ কোনো নতুন কথা নয়। এ হলো অনাদি পূর্ব-নির্ধারিত ড্রামা, যা আবর্তিত হতেই থাকে। সকল আত্মাই যখন হলো (ড্রামার) অভিনেতা। আত্মারা কোথায় থাকে? বলে যে, আমরা নিজেদের গৃহ, পরমধামে থাকি আবার আমরা এখানে (সাকারলোকে) আসি। অসীম জাগতিক পার্ট প্লে করতে। বাবা তো সদা ওখানেই থাকেন। তিনি পুনর্জন্মে আসেন না। এখন তোমাদের রচয়িতা বাবা, তাঁর নিজের এবং রচনার সারমর্ম শোনান। তোমাদেরকে বলেন, বাচ্চারা তোমরাই হলে স্বদর্শন-চক্রধারী। এর অর্থ আর কেউ-ই বুঝতে পারে না। কারণ তারা তো মনে করে স্বদর্শন চক্রধারী হলো বিষ্ণু, তাই তারা প্রশ্ন করে, কেন একথা আবার মনুষ্যদের উদ্দেশ্যে বলা হয়? একথা একমাত্র তোমরাই জানো। যখন শূদ্র ছিলে তখনও মনুষ্যই ছিলে, এখন ব্রাহ্মণ হয়েছে এখনও মনুষ্যই রয়েছে আবার যখন দেবতা হবে তখনও মনুষ্যই থাকবে, কিন্তু শুধু চরিত্র বদলে যাবে। যখন

রাবণ(বিকার) আসে তখন তোমাদের চরিত্র কত নষ্ট হয়ে যায়। সত্যযুগে এই বিকার থাকেই না।

বাচ্চারা, এখন বাবা তোমাদের অমরকথা শোনাচ্ছেন। ভক্তিমার্গে তোমরা কত কথা শুনেছো। কথিত আছে, অমরনাথ পার্বতীকে কথা শুনিয়েছিলেন। কিন্তু তাকে (পার্বতী) তো শঙ্করই কথা শোনাবে, তাই না। শিব কিভাবে শোনাবে ! কত অসংখ্য মানুষ যায় শুনতে। এ হলো ভক্তিমার্গের কথা, বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। বাবা এমন কখনও বলেন না যে - ভক্তি করা খারাপ। না, এ তো হলো ড্রামা যা অনাদি, এও বোঝান হয়, এখন বাবা বলেন যে, প্রথমত, নিজেকে আত্মা মনে কর। মুখ্যকথাই হলো এটা। ভগবানুবাচ - "মনমনাভব" । এর অর্থ কি? একথা বাবা বসে মুখ দ্বারা শোনান তাহলে ইনি(ব্রহ্মা) হলেন গোমুখ। এও বোঝান হয় 'হ্রমেব মাতাশ্চ পিতা.....' - ওঁনার উদ্দেশ্যেই বলা হয়। এই মাতার (ব্রহ্মা) দ্বারাই তোমাদের অ্যাডপ্ট (দওক নেওয়া) করেন। শিববাবা বলেন, এই মুখ দ্বারা তোমাদের সকলকে জ্ঞান-দুগ্ধ পান করাই আর তাতে তোমাদের যে পাপ বাকি রয়ে গেছে, তা ভস্মীভূত হয়ে যায়। তোমাদের আত্মা কাঞ্চনে (পবিত্র) পরিণত হয়। আর কায়াও কাঞ্চন-তুল্য পাওয়া যায়। আত্মারা সম্পূর্ণ পবিত্র কাঞ্চন-সম হয়ে যায় এবং পুনরায় ধীরে-ধীরে সিঁড়ি নামতে থাকে। এখন তোমার বুঝে গেছো যে, আমরা অর্থাৎ আত্মারাও কাঞ্চন-সম ছিলাম, আর শরীরও কাঞ্চন-সম ছিল, পুনরায় ড্রামা অনুসারে আমরা ৮৪-র চক্রতে আসি। এখন আর কাঞ্চন-সম নেই। এখন ৯ ক্যারেট বলা হবে, অল্প পারসেন্টেজ রয়ে গেছে। সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলা যাবে না। এর কিছু না কিছু রয়ে যায়। বাবা এই চিহ্নের কথাও বলেছেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র হল নম্বর ওয়ান। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সমগ্র চক্রই (জ্ঞান) এসে গেছে। বাবার পরিচয়ও এসে গেছে। যদিও তোমাদের আত্মা এখনও সম্পূর্ণরূপে শোনায়ে (পবিত্র) পরিণত হয়নি, কিন্তু বাবার পরিচয় তো বুদ্ধিতে রয়েছে, তাই না। বাবা কাঞ্চন-সম হওয়ার যুক্তি বলেন। আত্মায় যে খাদ পড়ে রয়েছে তা কিভাবে বের করা যাবে ? তারজন্য চাই স্মরণের যাত্রা। একে বলা হয় যুদ্ধক্ষেত্র। তোমরা প্রত্যেকেই হলে যুদ্ধের ময়দানের (এক-একজন) স্বাধীন যোদ্ধা। তাই এখন প্রত্যেকেই যত চাও তত পুরুষার্থ করতে পারো। পুরুষার্থ করাই হলো স্টুডেন্টদের কাজ। যেখানেই যাও, একে-অপরকে সাবধান কর -- "মনমনাভব" । শিববাবা স্মরণে রয়েছে তো? একে-অপরকে সেই ইঙ্গিতই (স্মরণ করানো) দিতে থাকো। বাবার পড়াও হলো ইশারা, তবেই তো বাবা বলেন, এক সেকেন্ডে কায়া কাঞ্চনে পরিণত হয়ে যায়। আমি বিশ্বের মালিক বানিয়ে দিই। বাবার বাচ্চা হওয়া অর্থাৎ বিশ্বের মালিক হয়ে যাওয়া। পুনরায় বিশ্বে রাজত্ব করা (বাদশাহী)। তাতে উচ্চপদ অর্জন করা - সেটাই হলো পুরুষার্থ করা। তাছাড়া জীবনমুক্তি তো হয় এক সেকেন্ডে। এটাই তো সঠিক, তাই না। প্রত্যেকেই নিজস্ব পুরুষার্থ করতে হবে। তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলেই আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। সতোপ্রধান হয়ে সতোপ্রধান দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। কতবার তোমরা তমোপ্রধান থেকে পুনরায় সতোপ্রধান হয়েছ ! এই চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। এর কখনো অন্ত হয় না। বাবা বসে কত সঠিক রীতি অনুযায়ী বোঝান। তিনি বলেন, আমি প্রতি কল্পে আসি। তোমরা বাচ্চারা আমাকে ছিঃ ছিঃ দুনিয়ায় নিমন্ত্রণ করো। কিভাবে নিমন্ত্রণ করো? তারা বলে যে, আমরা পতিত হয়ে গেছি, তুমি এসে পবিত্র বানাও। বাহ ! কেমন তোমাদের নিমন্ত্রণ। তোমরা বলো যে, আমাদের শান্তিধাম-সুখধামে নিয়ে চলো, তাহলে আমি তো তোমার ওবিডিয়েন্ট স্টুডেন্ট। এও ড্রামারই খেলা। তোমরা জানো যে - আমরা প্রতি কল্পে সেই পড়াই পড়ি, আর সেই পাটই প্লে করি। আত্মাই তার (নিজ) ভূমিকা পালন করে। এখানে বসেও বাবা আত্মাদের দেখেন। তিনি নক্ষত্রদের দেখেন। আত্মা কত ছোট। যেন নক্ষত্রেরা স্বলস্বল করছে। কোনো কোনো নক্ষত্র অতি উজ্জ্বল, কোনটি আবার হালকা বা অনুজ্জ্বল। কোনটি আবার চন্দ্রমার অতি নিকটে থাকে। তোমরাও যোগবলের দ্বারা সঠিক রীতি অনুসারে পবিত্রতাকে ধারণ করো, তবেই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। বাবাও বলেন, বাচ্চাদের মধ্যে যারা অত্যন্ত ভালো অর্থাৎ উজ্জ্বল নক্ষত্র তাদেরকে ফুল দাও। বাচ্চারাও তো একে-অপরকে জানে, তাই না। কেউ-কেউ অতি তীক্ষ্ণ হয়, কেউ আবার অতি দুর্বল। সেইসব নক্ষত্রদের দেবতা বলা যেতে পারে না। তোমরাও হলে মানুষ কিন্তু তোমাদের আত্মাকে বাবা পবিত্র বানিয়ে বিশ্বের মালিক করে দেন। উত্তরাধিকারের আশীর্বাদ-স্বরূপ তোমাদের কত শক্তি প্রদান করেন। বাবা তো অলমাইটি, তাই না। বাবা বলেন, বাচ্চারা আমি তোমাদের অনেক শক্তি প্রদান করি। গাওয়াও তো হয়, তাই না - শিববাবা তুমি তো এখানে বসে আমাদের পড়াশোনা করিয়ে মনুষ্য থেকে দেবতা বানিয়ে দাও, বাঃ! এমন তো আর কেউ বানায় না। পড়াশোনাই হলো সোর্স অফ ইনকাম, তাই না। সমগ্র আকাশ, পৃথিবী ইত্যাদি সবই আমাদের হয়ে যায়। কেউ তা ছিনিয়ে নিতে পারে না। একে বলা হয় সুদূর অখন্ড রাজ্য। যা কেউ খন্ডিত করে দিতে পারে না। কেউ জ্বালিয়ে দিতে পারে না। এমন বাবার শ্রীমতে তোমাদের চলা উচিত, তাই না। প্রত্যেকে তার নিজের পুরুষার্থ করতে হবে।

বাচ্চারা, মিউজিয়াম ইত্যাদি তৈরী করে - এই চিত্রাদির মাধ্যমে সমগোত্রীয়দের (হামজিন্স) বোঝাও। বাবা ডায়রেকশন দিতে থাকেন - যে চিত্রের প্রয়োজন মনে করবে সেটাই তৈরী করো। বুদ্ধি তো সকলেরই কাজ করে। মানুষের কল্যাণের

উদ্দেশ্যই এগুলো তৈরী করা হয়। তোমরা জানো যে, সেন্টারে কেউ এলে, তখন আমরা কি যুক্তি রচনা করবো, যার ফলে লোকেরা নিজের থেকে এসেই এই মিষ্টি (জ্ঞান) গ্রহণ করবে? কারও মিষ্টি (জ্ঞানদান) ভালো হয় তখন আবার (তাদের দ্বারা যারা এর স্বাদগ্রহণ করেছে) অ্যাডভার্টাইজ হয়ে যায়। তখন সকলেই একে-অপরকে বলবে যে, অমুক দোকানে যাও। এ তো অতীব ভালো নম্বর ওয়ান মিঠাই (জ্ঞান)। এমন মিষ্টি আর কেউ দিতে পারে না। একজন যখন দেখে যায় তখন অন্যদেরও শোনায। মনে তো থাকে যে সমগ্র ভারত কিভাবে গোল্ডেন এজে (সত্যযুগে) পরিণত হয়, তারজন্য কত বোঝান হয় কিন্তু প্রস্তুতবুদ্ধি, তাই পরিশ্রম তো করতে হবে, তাই না। শিকার করাও শিখতে হয়, তাই না। সর্বপ্রথমে ছোট-ছোট শিকার শিখতে হয়। বড় শিকারের জন্য শক্তির প্রয়োজন, তাই না। কত বড়-বড় বিদ্বান-পন্ডিত রয়েছে। যাদের বেদ-শাস্ত্রাদি পড়া রয়েছে। নিজেদের কত বড় অথরিটি মনে করে। বেনারসে এরা কত বড়-বড় উপাধি পায়। তখন বাবা বুদ্ধিয়েছিলেন, প্রথমে বেনারসে সকলকে জড়ো করে সার্ভিস কর। গণ্যমান্যব্যক্তিদের থেকে যখন আওয়াজ উঠবে তখন অন্যরাও শুনবে। ছোটদের থেকে কেউ শোনে না। এইসব সিংহদের বোঝানো উচিত যারা নিজেদেরকে শাস্ত্রের অথরিটি বা শাস্ত্রজ্ঞ মনে করে। কত বড়-বড় টাইটেল তাদের। শিববারাও এত টাইটেল নেই। এ হলো ভক্তিমার্গের রাজ্য, তাই তো পুনরায় হয় জ্ঞানমার্গের রাজ্য। জ্ঞানমার্গে ভক্তি হয় না। ভক্তিতে আবার জ্ঞান একদমই থাকে না। এ'কথা বাবা-ই বোঝান, বাবা দেখেনও এইভাবে, মনে করেন নক্ষত্রেরা বসে রয়েছে। দেহ-ভান পরিত্যাগ করা উচিত। যেমনভাবে উপরে (আকাশে) নক্ষত্রেরা জ্বল-জ্বল করছে তেমনই এখানেও (আত্মা-রূপী নক্ষত্রেরা) জ্বল-জ্বল করছে। কেউ-কেউ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ প্রকাশময়। এঁরাই হলো ধরণীর নক্ষত্র, যাঁদের দেবতা বলা হয়। এ কত বড় অসীম ব্রহ্মান্দ। বাবা বোঝান, ওটা হলো পার্থিব জগতের দিন আর রাত। এ হলো আবার অসীম জগতের অর্ধকল্প রাত, আধাকল্প দিন। দিনে শুধু সুখই-সুখ। কোথাও ধাক্কা খাওয়ার প্রয়োজনই নেই। জ্ঞানে সুখ, ভক্তিতে দুঃখ রয়েছে। সত্যযুগে দুঃখের নামও থাকে না। ওখানে কাল (অকালমৃত্যু) হয়ই না। তোমরা কালের উপর বিজয়প্রাপ্ত কর। মৃত্যুর নামই থাকে না (যথা সময়ে মৃত্যু হয় বলে মৃত্যু ভয় থাকে না)। ওটা হলো অমরলোক। তোমরা জানো, বাবা আমাদের অমরকথা শোনাচ্ছেন অমরলোকে গমনের জন্য। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, এখন প্রথম থেকেই সমগ্র চক্রের জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। তোমরা জানো আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের ঘর হলো ব্রহ্মলোক। ওখান থেকে নম্বরের ক্রমানুসারে (নিজ) ভূমিকা পালন করতে এখানে আসে। সেখানে অসংখ্য আত্মারা রয়েছে, বাবা কী এক-একজনকে আলাদা করে বসে বোঝাবেন, না বোঝাবেন না। তিনি সবকিছু নাটশেলে (সংক্ষেপে) বোঝান। সেখানে অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। বৃক্ষ যখন বৃদ্ধি পায় তখন তার অনেক শাখা-প্রশাখাও বেরোতে থাকে। এমন অনেকেই রয়েছেন যারা নিজেদের ধর্মকেও জানে না। বাবা এসে বোঝান যে, তোমরা আসলে দেবী-দেবতা ধর্মের কিন্তু এখন ধর্মব্রষ্ট, কর্মব্রষ্ট হয়ে গেছে।

বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে, আমরা আসলে শান্তিধাম-নিবাসী, পরে আসি নিজের নিজের পার্ট প্লে করতে। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, তাদের ডাইনেস্টিও (রাজবংশ) ছিল। এখন আবার তোমরা সঙ্গমযুগে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাবা বলেন, তোমরা সূর্যবংশীয় ছিলে, পরে চন্দ্রবংশীয় হয়েছ। এছাড়া এর মাঝের যা কিছু, তা হলো বাই-প্লটস্। এ হলো অসীম জগতের খেলা। এ হলো কত ছোট বৃক্ষ। এ হলো ব্রাহ্মণকুল। পুনরায় কত বড় হয়ে যাবে, তখন তোমরা প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করতে বা মিলিত হতেও পারবে না। তোমরা সকলকে ঘেরাও করো (সেবা)। বাবা বলেন, বেনারস এবং দিল্লীতে প্রত্যেক জায়গায় গিয়ে জড়ো করে সেবা করো। পুনরায় তিনি বলেন, তোমরা সমগ্র দুনিয়াকেই ঘেরাও করবে। যোগবলের দ্বারা তোমরা সমগ্র দুনিয়ায় এক রাজ্য স্থাপন কর। কত আনন্দ পাও। কেউ কোথায়, কেউ কোথায় চলে যেতে থাকে। এখন তোমাদের কথা কেউ শোনে না। যখন গণ্যমান্যরা আসবে, সংবাদপত্রে পড়বে তখন বুঝবে। এখন ছোট-ছোট শিকার হচ্ছে। বড়-বড় ধনী ব্যক্তির মনে করে এটাই আমাদের 'স্বর্গ'। গরীবরাই এসে উত্তরাধিকার নেয়। তারা বলে - বাবা তুমি তো শুধু আমার, অন্য কেউ-ই আমার নয়, কিন্তু তা তো তখনই সম্ভব যখন সমগ্র দুনিয়ার থেকে মোহ কেটে যাবে, তাই না। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) আত্মাকে কাঙ্ক্ষন বানানোর জন্য একে-অপরকে সাবধান করতে হবে। "মনমনাভব"-র ইশারা (স্মরণ করানো) দিতে হবে। যোগবলের দ্বারা পবিত্র হয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র হতে হবে।

২) এই অসীম জগতের পূর্ব-নির্ধারিত ড্রামাকে সঠিকভাবে বুঝে স্বদর্শন-চক্রধারী হতে হবে। জ্ঞান-অঞ্জন দিয়ে মানুষকে অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকার থেকে বের করে আনতে হবে।

বরদান:- বালক তথা মালিকভাবের স্মৃতিতে থেকে সকল খাজানাগুলিকে নিজের বানানো স্বরাজ্য অধিকারী ভব এইসময় তোমরা বাচ্চারা কেবল বালক নও, বালক তথা মালিকও, একদিকে হলো স্বরাজ্য অধিকারী মালিক আবার অন্যদিকে বাবার উত্তরাধিকারের মালিক। যখন স্বরাজ্য অধিকারী আছো তখন স্ব-এর সকল কর্মেন্দ্রিয়গুলি অর্ডার অনুসারে চালিত হবে। কিন্তু সময় প্রতি সময়ে মালিকভাবের স্মৃতিকে ভুলিয়ে মন নিজের বশে করে নেয় এইজন্য বাবার মন্ত্র হল মন্মনা ভব। মন্মনা ভব থাকলে কোনও ব্যর্থ কথার প্রভাব পড়বে না আর সকল খাজানাগুলিকে নিজের বলে অনুভব হবে।

স্লোগান:- পরমাত্ম প্রেমের দোলনায় উড়ন্ত কলার আনন্দ উপভোগ করা এটাই হলো সবথেকে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের কাজ হলো নিজের সাথে নিজে কথা বলে পবিত্র হওয়া, অন্য আত্মাদের বিষয়ে চিন্তা করে নিজের টাইম ওয়েস্ট করো না"

*প্রশ্নঃ - কোন্ কথাটি বুদ্ধিতে এসে গেলে সমস্ত পুরানো অভ্যাস চলে যাবে?

*উত্তরঃ - আমরা হলাম অসীম জগতের পিতার সন্তান, সেই অর্থে দাঁড়ায় বিশ্বের মালিক, আমাদের দেবতা হতে হবে - এই কথা বুদ্ধিতে এসে গেলে তো পুরানো সব অভ্যাস চলে যাবে, তোমরা বলো বা নাই বলো, আপনাকেই ছেড়ে যাবে। উল্টো-পাল্টা খাদ্য-পানীয়, মদ্য ইত্যাদি নিজে থেকেই ছেড়ে দেবে। বলবে বাঃ! আমাকে তো এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে হবে। ২১ জন্মের রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত হবে, তাহলে পবিত্র থাকবো না কেন !

ওম্ শান্তি । বাবা বারংবার বাচ্চাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে বাবার স্মরণে বসেছো? বুদ্ধি আর কোনো দিকে যাচ্ছে না তো? বাবাকে ডাকেই এই জন্য যে বাবা এসে আমাদের পবিত্র করে। পবিত্র তো অবশ্যই হতে হবে আর নলেজ তো তোমরা যে কাউকেই বোঝাতে পারো। এই সৃষ্টি চক্র কি ভাবে আবর্তিত হয়, যে কাউকেই বোঝাও না কেন অতি দ্রুত বুঝতে পেরে যাবে। যদি পবিত্র নাও হয় তবুও নলেজ তো পড়ে নেবেই। কোনো বড় ব্যাপার নয়। ৮৪ জন্মের চক্র আর প্রতিটি যুগের এতো আয়ু, এতো জন্ম হয়ে থাকে। কতো সহজ। এর কানেকশন স্মরণের দ্বারা হবে না, এটা তো হলো পড়াশুনা। বাবা তো যথার্থ কথা বোঝান। এছাড়াও আছে সতোপ্রধান হওয়ার ব্যাপার। সেটা হবে স্মরণের দ্বারা। যদি স্মরণ না করো তো খুবই ছোটো পদ প্রাপ্ত করবে। এতো উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না, সেইজন্য বলা হয়ে থাকে - অ্যাটেনশন। বুদ্ধির যোগ বাবার সাথে হবে। একেই প্রাচীন যোগ বলা হয়ে থাকে। টিচারের সাথে তো যোগ প্রত্যেকেরই থাকে। মুখ্য ব্যাপার হলো স্মরণের। স্মরণের যাত্রার দ্বারাই সতোপ্রধান হতে হবে আর সতোপ্রধান হয়ে গৃহে (অর্থাৎ পরমধামে) ফিরে যেতে হবে। তাছাড়া পড়াশুনা তো একদমই সহজ। ছোট বাচ্চাও বুঝতে পারবে। মায়ার যুদ্ধ এই স্মরণেই চলে। তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো আর তখন মায়া তার নিজের দিকে আকৃষ্ট করে ভুলিয়ে দেয়। এরকম বলবে না যে আমার মধ্যে শিববাবা বসে আছেন, আমি হলাম শিব। না, আমি হলাম আত্মা, শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। এরকম নয় আমার ভিতরে শিববাবা প্রবেশ করে রয়েছেন। এরকম হতে পারে না। বাবা বলেন আমি কারোর মধ্যে যাই না। আমি এই রথের উপর চড়েই তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুঝিয়ে থাকি। হ্যাঁ, কোনো ডাল বুদ্ধির বাচ্চা থাকলে আর কোনো ভালো জিজ্ঞাসা এসে গেলে তার সার্ভিসের জন্য প্রবেশ করে দৃষ্টি দিতে পারি। সম্পূর্ণ ভাবে বসতে পারি না। অনেক রূপ ধারণ করে যে কোনো কারোরই কল্যাণ করতে পারা যায়। তাছাড়া এইরকম কেউ বলতে পারে না যে আমার মধ্যে শিববাবার প্রবেশ হয়েছে, আমাকে শিববাবা এটা বলছে। না, শিববাবা তো বাচ্চাদেরকেই বোঝান। মুখ্য ব্যাপার হলোই পবিত্র হওয়ার, যাতে আবার পবিত্র দুনিয়াতে যাওয়া যেতে পারে। ৮৪ জন্মের চক্র তো খুবই সহজে বোঝান হয়। চিত্র সামনে লাগিয়ে রাখা থাকে। বাবা ব্যাখ্যা এই জ্ঞান তো কেউ দিতে পারে না। আত্মারই নলেজ প্রাপ্ত হয়। তাকেই জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র বলা হয়। আত্মারই সুখ-দুঃখ হয়, শরীর তো তারই যে না। আত্মাই দেবতা হয়। কেউ ব্যারিস্টার, কেউ ব্যাপারী- আত্মাই হয়। তো এখন আত্মাদের সাথে বাবা বসে কথা বলেন, নিজের পরিচয় দেন। তোমরা যখন দেবতা ছিলে, তো মানুষই ছিলে, কিন্তু পবিত্র আত্মা ছিলে। এখন তোমরা পবিত্র নেই সেইজন্য তোমাদের দেবতা বলা যায় না। এখন দেবতা হওয়ার জন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। তার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে। প্রায়ই বলে থাকে যে - বাবা, আমার দ্বারা এই ভুল হয়েছে যে আমি দেহ-অভিমাণে এসে গেছি। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। কোনো বিকর্ম করো না। তোমাদের সর্বগুণ সম্পন্ন এখানে হতে হবে। পবিত্র হওয়ার ফলে মুক্তিধামে চলে যাবে। আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারই নেই। তোমরা নিজেদের সাথে কথা বলো, দ্বিতীয় কোনো আত্মার চিন্তা করো না। বলা হয় লড়াইতে দুই কোটি মরেছে। এতো আত্মা কোথায় গেল? আরে, তারা যেখানেই যাক, তাতে তোমাদের কি গেল। তোমরা কেন টাইম ওয়েস্ট করছো? আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। তোমাদের কাজ হলো পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হওয়া। আর কোনো ব্যাপারে গেলে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। কারোর সম্পূর্ণ উত্তর না পাওয়ার ফলে বিমর্ষ হয়ে পড়ে।

বাবা বলেন মন্মনাভব। দেহ সহ দেহের সকল সম্বন্ধ ছাড়া, আমার কাছেই তোমাদের আসতে হবে। মানুষ মারা গেলে

পরে যখন শ্মশানে নিয়ে যায় সেই সময় মুখ এই দিকে আর পা-দুইটি শ্মশানের দিকে রাখে, আবার যখন শ্মশানের কাছে পৌঁছায় তো পা-দুইটি এই দিকে আর মুখ শ্মশানের দিকে করে দেয়। তোমাদেরও গৃহ যে উপরে। উপরে কোনো পতিত যেতে পারে না। পবিত্র হওয়ার জন্য বুদ্ধির যোগ বাবার সাথে যুক্ত করতে হবে। বাবার কাছে মুক্তিধামে যেতে হবে। পতিত বলেই তো ডাকে যে আমাদের পতিতদের এসে পবিত্র করে তোলা, লিবরেট (মুক্ত) করো। তো বাবা বলেন এখন পবিত্র হও। বাবা যেই ভাষায় বোঝান, তাতেই কল্প-কল্প বোঝাবেন। এনার যে ভাষা হবে, তাতেই তো বোঝাবেন তাই না। আজকাল হিন্দি বেশী চলে, এইরকম নয় যে ভাষা পরিবর্তন করে নিতে পারে। না, সংস্কৃত ভাষা ইত্যাদি দেবতাদের ভাষা নয়। সংস্কৃত হিন্দু ধর্মের নয়। হিন্দি-ই হওয়া চাই। তবে সংস্কৃতির প্রসঙ্গ আসে কেন? তো বাবা বোঝান এখানে যখন বসছো তো বাবার স্মরণেই বসতে হবে, আর কোনো ব্যাপারে তোমরা যাবেই না। এতো মশা যে বের হয়, যায় কোথায়? আর্থকোয়েকে (ভূ-কম্প) অনেকে হঠাৎ মারা যায়, আল্লারা কোথায় যায়? এতে তোমাদের কি আসে যায়। বাবা তোমাদের শ্রীমৎ দিয়েছেন যে নিজের উন্নতির জন্য পুরুষার্থ করো। অপরের চিন্তায় থেকো না। এরকম তো অনেক কিছুই চিন্তা এসে যাবে। ব্যস্, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, যে কারণে ডেকেছে সেই যুক্তিতে চলো। তোমাদের বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে, অন্য ব্যাপারে যেতে নেই, সেই জন্য বাবা ক্ষণে ক্ষণে বলেন অ্যাটেনশন ! বুদ্ধি কোথাও যাচ্ছে না তো। ভগবানের শ্রীমত তো মানা দরকার, তাই না ! অন্য কোনো কথায় লাভ নেই। মুখ্য ব্যাপার হলো পবিত্র হওয়ার। এটা সুনিশ্চিত ভাবে স্মরণে রাখো - আমাদের বাবা, বাবাও হন, টিচারও হন, প্রিন্সিপালও (গুরু) হন। এটা অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম হওয়া দরকার - বাবা, বাবাও বটে, তিনি আমাদের পড়ান, যোগ শেখান। টিচার পড়ালে বুদ্ধি টিচারের সাথে আর পড়ার প্রতিও যুক্ত থাকে। এটা বাবাও বলেন তোমরা তো বাবার হয়েই গেছো। বাচ্চা তো হওই, তাই তো এখানে বসে আছো। টিচারের কাছে অধ্যয়ন করছো। যেখানেই থাকো বাবার তো হলেই, তবুও পঠন-পাঠনে অ্যাটেনশন দিতে হবে। শিববাবাকে স্মরণ করবে তো বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এই নলেজ আর কেউ দিতে পারে না। মানুষ যে রয়েছে ঘোর অন্ধকারে। জ্ঞানে দেখো - কতো শক্তি। শক্তি কোথা থেকে প্রাপ্ত হয়? বাবার থেকে শক্তি প্রাপ্ত হয়, যার দ্বারা তোমরা পবিত্র হও। আবার এই পড়াশোনাও হলো সিম্পল। লৌকিক পড়াশোনায় তো অনেক মাস লাগে। এটা তো হলো ৭ দিনের কোর্স। এর মাধ্যমে তোমারা সব কিছু বুঝে যাবে, আবার তাতে বুদ্ধির উপর সব নির্ভর করে। কারোর বেশী টাইম লাগে, কারোর কম। কেউ তো ২-৩ দিনেই ভালো ভাবে বুঝে যায়। প্রধান ব্যাপার হলো বাবাকে স্মরণ করা, পবিত্র হওয়া। সেটাই কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। এছাড়া পড়াশুনা তো খুবই সিম্পল। স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। ৭ দিনের কোর্সেও সব কিছু বুঝতে পারো। আমরা হলাম আল্লা, অসীম জগতের পিতার সন্তান আমরা, তাই অবশ্যই আমরা বিশ্বের মালিক প্রতিপন্ন হলাম। এটা বুদ্ধিতে আসে কি না। দেবতা হতে চাও তো দৈবী গুণও ধারণ করতে হবে। যার বুদ্ধিতে এসে গেছে সে সব অভ্যাস ছেড়ে দেবে। তোমরা বলো বা নাই বলো, নিজে থেকেই ছেড়ে দেবে। উল্টো-পাল্টা, খাদ্য-পানীয়, মদ্য ইত্যাদি নিজে থেকেই ছেড়ে দেবে। বলে - বাঃ ! আমাদের এইরকম হতে হবে, ২১ জন্মের জন্য রাজ্য প্রাপ্ত হবে, তবে আমরা পবিত্র থাকি না কেন। আঁকড়ে থাকা চাই। মুখ্য ব্যাপার হলো স্মরণের যাত্রা। এছাড়া ৮৪ জন্মের চক্রের নলেজ তো এক সেকেন্ডে প্রাপ্ত হয়ে যায়। দেখা মাত্রই বুঝে যায়। নতুন বৃক্ষ অবশ্যই ছোটো হবে। এখন তো কতো বড়-বড় বৃক্ষ তমোপ্রধান হয়ে গেছে। কাল আবার নূতন ছোটো হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে, এই জ্ঞান কখনোই যে কোনো জায়গা থেকে প্রাপ্ত হয় না। এ হলো পড়াশোনা। প্রথম ও প্রধান শিক্ষাও প্রাপ্ত হয় বাবাকে স্মরণ করে। ভগবানুবাচ-ই - আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছি। আর কোনো মানুষ এইরকম বলতে পারবে না। টিচার পড়ালে তো অবশ্যই তো টিচারকে স্মরণ করবে। অসীম জগতের পিতাও তিনি। বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক করেন। কিন্তু আল্লা কীভাবে পবিত্র হবে - এটা কেউই বলতে পারে না। যদি নিজেকে ভগবান বলে বা আর যা কিছুই বলুক, কিন্তু পবিত্র করতে পারবে না। আজকাল তো অনেক ভগবান হয়ে গেছে। মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। বলে অনেক ধর্ম বের হচ্ছে, কি জানি কোনটা রাইট। যদি তোমাদের প্রদর্শনী বা মিউজিয়াম ইত্যাদির উদ্বোধন করে কিন্তু কিছু বোঝেই না। বাস্তবে তো উদ্বোধন হয়েই গেছে। প্রথমে ফাউন্ডেশন হয়, তারপর যখন গৃহ নির্মাণ করে, তখন উদ্বোধন হয়। ফাউন্ডেশন রাখার জন্যও ডাকা হয়। তো এটাও বাবা স্থাপনা করে দিয়েছেন, এছাড়া নূতন দুনিয়ার স্থাপনা তো হয়েই যায়, ওতে কারোর উদ্বোধন করার দরকার হয় না। উদ্বোধন তো স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে যাবে। এখানে পড়াশুনা করে আমরা আবার নূতন দুনিয়াতে চলে যাবো। তোমরা মনে করো এখন আমরা স্থাপনা করছি, যার জন্যই পরিশ্রম করতে হবে। বিনাশ হলে তো আবার এই দুনিয়াই পরিবর্তন হয়ে যাবে। তোমরা আবার নূতন দুনিয়াতে রাজ্য কর্তে আসবে। সত্যযুগের স্থাপনা বাবা করেন আবার তোমরা এলে তো স্বর্গের রাজধানী প্রাপ্ত হবে। তাহলে ওপেনিং সেরিমনি কে করবে? বাবা তো স্বর্গে আসেন না। জ্ঞানে অগ্রগতির সাথে-সাথে বুঝতে পারবে স্বর্গে কি হয়। পরে কি হয়! অগ্রগতি হলে বোঝা যায়। বাচ্চারা, তোমরা তো জানো পবিত্রতা ব্যাভীত উইথ অন্যর তো আমরা স্বর্গে যেতে পারবো না। উচ্চ পদও প্রাপ্ত করতে পারব না। সেইজন্য বাবা বলেন, বেশী করে পুরুষার্থ করো। ব্যবসা ইত্যাদি করো, কিন্তু অতিরিক্ত পয়সা দিয়ে কি করবে! খেতে তো পারবে

না। তোমাদের পুত্র-পৌত্র ইত্যাদিও থাকে না। সমস্ত মাটিতে মিশে যাবে। সেইজন্য যুক্তির সাথে চলতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে জমাও, (অধিক নয়)। এছাড়া সব ওখানে ট্রান্সফার করে দাও। সবাই তো ট্রান্সফার করতে পারে না। গরীব তাড়াতাড়ি করে ট্রান্সফার করে দেয়। ভক্তি মার্গেও ট্রান্সফার করে দেয় দ্বিতীয় জন্মের জন্য। কিন্তু সেটা হলো ইনডাইরেক্ট। এটা হলো ডায়রেক্ট। পতিত মানুষের তো পতিতের সাথেই লেন-দেন। এখন তো বাবা এসেছেন, তোমাদের তো পতিতের সাথে লেন-দেন নেই। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, তোমাদের ব্রাহ্মণদেরই সাহায্য করতে হবে। যে নিজে সার্ভিস করে, তার তো সাহায্যের দরকার নেই। এখানে গরীব, বিত্তশালী ইত্যাদি সবাই আসে। এছাড়া কোটিপতির তো আসা মুশকিল। বাবা বলেন আমি হলাম দীনদয়াল। ভারত খুবই গরীব ভূ-খন্ড। বাবা বলেন আমি আসিও ভারতেই, সবচেয়ে বড় তীর্থ হলো আবু, যেখানে বাবা এসে সমগ্র বিশ্বের সন্নতি করেন। এটা হলো নরক। তোমরা জানো নরক থেকে স্বর্গ আবারও কীভাবে হয়। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সমস্ত নলেজ আছে। বাবা এমন ভাবে যুক্তি দিয়ে বলেন যে সবার কল্যাণ করেন। সত্যযুগে কোনো অকল্যাণের ব্যাপার, কাল্লা, মারধোর ইত্যাদি কিছুই হয় না। বাবার মহিমা হলো- তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। এখন তোমাদেরও হলো এই মহিমা, যা কিনা হলো বাবার। তোমরাও আনন্দের সাগর হয়ে ওঠো, অনেককে সুখ দাও আবার যখন তোমাদের আত্মা সংস্কার নিয়ে নূতন দুনিয়াতে যাবে তো সেখানে আবার তোমাদের মহিমা পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তখন তোমাদের বলা হবে সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী..... এখন তোমরা নরকে বসে আছো, একে বলা হয় কাঁটার জঙ্গল। বাবাকেই বাগানের মালিক, পাটনী বলা হয়। গায়ও, আমাদের নৌকা পার করো। কারণ দুঃখ থাকলে আত্মা ডাকতে থাকে। মহিমা যদিও গায়, কিন্তু কিছুই বোঝে না। যা মনে এল সেটাই বলে দেয়। উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ ভগবানের নিন্দা করতে থাকে। তোমরা বলবে আমি তো আস্তিক। সকলের সন্নতি দাতা হলেন যে বাবা, ওঁনাকে আমরা জেনে গেছি। বাবা স্বয়ং নিজের পরিচয় দিয়েছেন। তোমরা ভক্তি করো না বলে কতো বিরক্ত করে। তারা হলো মেজরিটি (সংখ্যায় বেশি), তোমাদের হলো মাইনরিটি (অল্প সংখ্যক)। যখন তোমাদের মেজরিটি হয়ে যাবে, তখন তারাও আকৃষ্ট হবে। বুদ্ধির তালা খুলে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের উন্নতিরই চিন্তা করতে হবে। অন্য কোনো কথায় যেতে নেই। পড়াশোনা আর স্মরণের উপরে সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দিতে হবে। বুদ্ধিকে অস্থির করবে না।

২) এখন বাবা ডায়রেক্ট এসেছেন, সেইজন্য নিজের সব কিছু যুক্তির সাথে ট্রান্সফার করে দিতে হবে। পতিত আত্মাদের সাথে লেনদেন করতে নেই। উইথ অনার স্বর্গে যাওয়ার জন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে।

বরদান:- মন আর বুদ্ধিকে ব্যর্থ থেকে মুক্ত রেখে ব্রাহ্মণ সংস্কার নির্মাণকারী রুলার ভব যেকোনও ছোটো ব্যর্থ কথা, ব্যর্থ বাতাবরণ বা ব্যর্থ দৃশ্যের প্রভাব প্রথমে মনের উপর পড়ে তারপর বুদ্ধি তাকে সহযোগ দেয়। মন আর বুদ্ধি যদি সেই প্রকার চলতে থাকে তাহলে সংস্কার তৈরী হয়ে যায়। আবার ভিন্ন-ভিন্ন সংস্কার দেখা যায়, যেটা ব্রাহ্মণ সংস্কার নয়। কোনও ব্যর্থ সংস্কারের বশীভূত হওয়া, নিজের সাথেই যুদ্ধ করা, বারে-বারে খুশী হারিয়ে যাওয়া - এটা হল ক্ষত্রিয়ভাবের সংস্কার। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ রুলার, ব্যর্থ সংস্কার থেকে মুক্ত থাকবে, পরবশ নয়।

স্লোগান:- মাস্টার সর্বশক্তিমান হলো সে, যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার দ্বারা সকল সমস্যাকে সহজেই অতিক্রম করতে পারে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে বাবার মতো খুদাই খিদমতগার (ঈশ্বরীয় সেবাধারী) হতে হবে, সঙ্গমযুগে বাবা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সেবা করার জন্যই আসেন"

*প্রশ্নঃ - এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগই হলো সব থেকে সুন্দর এবং কল্যাণকারী - কীভাবে ?

*উত্তরঃ - এই সময়েই তোমরা বাচ্চারা, অর্থাৎ স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই উত্তম হও। কলিযুগের অন্তিম এবং সত্যযুগের আদিকালের মধ্যবর্তী সময়েই এই সঙ্গমযুগ হয়। এই সময়েই বাবা তোমাদের মতো বাচ্চাদের জন্য ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় খোলেন, যেখানে তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হও। এইরকম বিশ্ববিদ্যালয় গোটা কল্পে আর কখনো থাকবে না। এই সময়েই সকলের সদগতি হয়ে যায়।

ওম শান্তি। আত্মিক পিতা বসে থেকে তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। এখানে বসে থেকেই তোমরা বাবাকে স্মরণ করো। কারণ তিনি হলেন পতিত-পাবন। তোমাদের লক্ষ্যই হলো তাঁকে স্মরণ করে পবিত্র সতোপ্রধান হওয়া। তবে কেবল সতঃ অবস্থায় পৌঁছানো আমাদের লক্ষ্য নয়। সতোপ্রধান হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে। সুইট হোমকেও স্মরণ করতে হবে, কারণ আমাদেরকে সেখানে যেতে হবে। তারপর সম্পত্তিও প্রাপ্ত করতে হবে। তাই স্বর্গধামকেও স্মরণ করতে হবে। বাচ্চারা জানে যে আমরা এখন বাবার বাচ্চা হয়েছি। বরাবরের মতো এবারও আমরা বাবার কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে পুরুষার্থের ক্রম-অনুসারে স্বর্গে যাব। অন্যন্য সকল জীবাত্মারা শান্তিধামে চলে যাবে। ঘরে তো অবশ্যই যেতে হবে। বাচ্চারা এটাও জেনেছে যে এখন এটা হলো রাবণ রাজ্য। তাই এর সাথে তুলনা করে সত্যযুগের নাম দেওয়া হয়েছে রাম-রাজ্য। ধীরে ধীরে দুই কলা কম হয়ে যায়। ওদেরকে সূর্যবংশী এবং তারপরে এদেরকে চন্দ্রবংশী বলা হয়। খ্রীস্টানদের যেমন একটাই রাজবংশ হয়, সেইরকম এরাও একটাই রাজবংশ। কিন্তু ওদের মধ্যে সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী রয়েছে। দুনিয়ার কোনো শাস্ত্রে এইসব কথা লেখা নেই। বাবা স্বয়ং বসে থেকে এইসব বিষয় বোঝাচ্ছেন। এটাকেই জ্ঞান বা নলেজ বলা হয়। একবার স্বর্গ স্থাপন হয়ে গেলে আর জ্ঞানের প্রয়োজন হবে না। পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই বাচ্চাদেরকে এই নলেজ শেখানো হয়। তোমাদের সেন্টারে অথবা মিউজিয়ামে অবশ্যই বড় বড় হরফে লিখে রাখা উচিত যে - বোনেরা এবং ভাইয়েরা, এটা হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ যেটা কেবল একবার আসে। যদি কেউ পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগের অর্থ বুঝতে না পারে তবে লিখে দিতে হবে যে কলিযুগের অন্তিম এবং সত্যযুগের আদিকালের মধ্যবর্তী সময়কেই সঙ্গমযুগ বলা হয়। এই সঙ্গমযুগ হলো সবথেকে সুন্দর এবং কল্যাণময়। বাবা বলছেন, আমিও এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই আসি। তিনি এসে সঙ্গমযুগের অর্থ বুঝিয়েছেন। বেশ্যালয়ের সমাপ্তি এবং শিবালয়ের শুভারম্ভের মধ্যবর্তী সময়কেই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ বলা হয়। এখানে সবাই বিকারগ্রস্ত। কিন্তু ওখানে সবাই নির্বিকারী হবে। নিশ্চয়ই নির্বিকারীকেই উত্তম বলা যাবে। এই সময় স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই উত্তম হয়ে যায়। তাই পুরুষোত্তম বলা হয়। বাবা এবং তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউই এটা জানে না যে এই সময়টাকে সঙ্গমযুগ বলা হয়। এটা কারোর মাথাতেই আসে না যে কখন পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ হয়। এখন বাবার আগমন হয়েছে। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। এটা কেবল তাঁরই মহিমা। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর। তিনিই হলেন পতিত-পাবন। জ্ঞানের দ্বারা তিনি সদগতি করেন। তোমরা কখনোই বলবে না যে ভক্তির দ্বারা সদগতি হয়। জ্ঞানের দ্বারা-ই সদগতি হয় এবং সত্যযুগেই সদগতি হয়। সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই কলিযুগের অন্তিম এবং সত্যযুগের আদিকালের সঙ্গমে আসবেন। বাবা কত স্পষ্টভাবে বোঝাচ্ছেন। অনেক নুতন বাচ্চা আসে। যেভাবে আগের কল্পে এসেছিল, সেইভাবে আসতে থাকে। এইভাবেই রাজধানী স্থাপিত হবে। তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পেরেছো যে আমরাই হলাম সত্যিকারের ঈশ্বরীয় সহযোগী। তিনি নিশ্চয়ই একজনকে পড়াবেন না। প্রথমে একজন শিক্ষালাভ করে, তারপর এনার দ্বারা তোমরাও পড়ো এবং অন্যদেরকেও পড়াও। তাই এত বড় ইউনিভার্সিটি খুলতে হয়েছে। সমগ্র দুনিয়াতে আর এমন কোনো ইউনিভার্সিটি নেই। আর না দুনিয়ার কেউ জানে যে এই রকম ঈশ্বরীয় ইউনিভার্সিটি আছে। তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছো যে গীতা জ্ঞান দাতা শিববাবা এসে এই ইউনিভার্সিটি স্থাপন করেন। নুতন দুনিয়ার মালিক অর্থাৎ দেবী-দেবতাদেরকে তৈরি করেন। এখন যেসকল আত্মা তমোপ্রধান হয়ে গেছে, তাদেরকেই এখন সতোপ্রধান হতে হবে। এখন তো সকলেই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। হয়তো কোনো কুমার, কুমারী কিংবা সন্ধ্যাসী পবিত্র থাকে, কিন্তু সেইরকম পবিত্রতা এখন আর নেই। কোনো আত্মা যখন প্রথম এখানে আসে, তখন সে পবিত্র থাকে। তারপর অপবিত্র হয়ে যায়। কারণ তোমরা জানো সবাইকেই সতোপ্রধান থেকে সতো, রজো এবং তমো অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। অন্তিমে সবাই তমোপ্রধান হয়ে যায়। এখন স্বয়ং বাবা সন্মুখে বসে থেকে বোঝাচ্ছেন যে এই বৃক্ষ এখন অতি

বৃদ্ধাস্থায় এসে পৌঁছেছে। খুব পুরাতন হয়ে গেছে। তাই এখন এর বিনাশ হওয়া প্রয়োজন। এ হলো বিভিন্ন ধর্মের বৃক্ষ। তাই বলা হয় বিরাট লীলা। কত বড় অসীম জগতের বৃক্ষ। ওই বৃক্ষ তো জড় বৃক্ষ, বীজ পুঁতলে গাছ বের হয়। এ হলো বিভিন্ন ধর্মের অদ্ভুত চিত্র। আসলে তো সকলেই মানুষ, কিন্তু ওদের মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য। তাই একে বিরাট লীলা বলা হয়। কিভাবে ক্রম অনুসারে সকল ধর্মের উৎপত্তি হয়, সেটাও তোমরা জেনেছো। সবাইকে এখন যেতে হবে, তারপর আবার আসতে হবে। এটা একটা পূর্ব-নির্মিত নাটক। এই নাটক আসলে নির্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ। সেই নিয়ম অনুসারে এত ছোট আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে কত ভূমিকা ভরা থাকে। পরম আত্মাকে এক সঙ্গে পরমাত্মা বলা হয়। তোমরা ওঁনাকে বাবা বলো। কারণ তিনি হলেন সকল আত্মার পরম পিতা। বাচ্চারা জানে যে আত্মাই বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে। দুনিয়ার মানুষ এইসব বিষয় জানে না। ওরা তো বলে দেয় যে আত্মার ওপরে কোনো প্রলেপ পড়ে না। বাস্তবে এটা একেবারেই ভুল ধারণা। বড় বড় হরফে লিখে দিতে হবে যে আত্মা কখনোই নির্লেপ (আত্মাতে কোনো দাগ লাগে না একথা ঠিক নয়) নয়। আত্মাই ভাল কিংবা খারাপ যেরকম কর্ম করে, সেই অনুসারে সে ফল ভোগ করে। খারাপ সংস্কারের কারণে যখন পতিত হয়ে যায়, তখন দেবতাদের সামনে গিয়ে ওদের গুণগান করে। এখন তোমরা ৮৪ জন্ম সম্বন্ধে জেনে গেছ। দুনিয়ার কোনো মানুষ এটা জানে না। তোমরা যখন ওদেরকে যুক্তি সহকারে ৮৪ জন্মের কথা শোনাও, তখন ওরা প্রশ্ন করে যে শাস্ত্রে কি সব মিথ্যা লেখা আছে? কারণ ওরা শুনেছে যে মনুষ্য আত্মা ৮৪ লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করে। বাবা এখন বসে থেকে এইসব বিষয় বোঝাচ্ছেন। বাস্তবে গীতা-ই হলো সকল শাস্ত্রের শিরোমণি। বাবা আমাদেরকে ৫ হাজার বছর আগে যে রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, সেটাই এখন পুনরায় শেখাচ্ছেন।

তোমরা জানো যে আমরা পবিত্র ছিলাম, পবিত্র গৃহস্থ ধর্ম ছিল। এখন এটাকে আর ধর্ম বলা যাবে না। সকলে অধার্মিক বা বিকারগ্রস্ত হয়ে গেছে। তোমরা বাচ্চারা এখন এই খেলাটা বুঝতে পেরেছ। এটা একটা সীমাহীন নাটক যেটা প্রত্যেক ৫ হাজার বছর অন্তর পুনরাবৃত্ত হয়। লক্ষ লক্ষ বছরের বিষয় হলে তো কেউ কিছু বুঝতেই পারবে না। এটা তো যেন গতকালের কথা। তোমরা গতকাল শিবালয়ে ছিলে, এখন বেশ্যালয়ে রয়েছে, আবার আগামীকাল শিবালয়ে থাকবে। সত্যযুগকে শিবালয় বলা হয়। ত্রেতাযুগকে সেমি বলা হয়। এতগুলো বছর তোমরা ওখানে থাকবে। পুনর্জন্ম তো নিতেই হবে। এটা হলো রাবণ রাজ্য। অর্ধেক কল্প তোমরা পতিত হয়ে ছিলে, এখন বাবা বলছেন- ঘর গৃহস্থ থেকেও কমল পুষ্পের মতো পবিত্র হও। কুমার এবং কুমারীরা তো পবিত্রই আছে। সেক্ষেত্রে ওদেরকে বোঝাতে হবে যে এইরকম (অপবিত্র) গৃহস্থ ধর্ম পালন করে কি লাভ যার জন্য পুনরায় পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। ভগবানুবাচ হল - পবিত্র হও। অসীম জগতের পিতার উপদেশ তো পালন করা উচিত। তোমরা তো ঘর গৃহস্থ থেকেও কমল ফুলের মতো পবিত্র থাকতে পারো। তাহলে তোমাদের সন্তানদের মধ্যে পতিত হওয়ার অভ্যাস কেন তৈরি করো? স্বয়ং বাবা এখন ২১ জন্মের জন্য পতিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করছেন। এক্ষেত্রে (পবিত্র হওয়ার জন্য) সামাজিক লজ্জা কিংবা কুল মর্যাদাও ত্যাগ করতে হয়। এটা তো অসীম জগতের বিষয়। সকল ধর্মেই অনেকেই ব্যাচেলার জীবন যাপন করে। কিন্তু এই রাবণের রাজ্যে সুরক্ষিত ভাবে ব্যাচেলার অবস্থায় জীবন যাপন করা খুবই মুশকিল। বিদেশেও অনেক মানুষ এইরকম অবিবাহিত থাকে, কিন্তু পরবর্তীকালে জীবনে একজন কম্প্যানিয়ন (সাথী) প্রয়োজন হলে বিয়ে করে নেয়। ওরা কোনো খারাপ দৃষ্টি রেখে বিয়ে করে না। দুনিয়াতে এইরকম অনেক মানুষ রয়েছে। যাকে বিয়ে করে, সে তার সম্পূর্ণ দেখাশোনা করে এবং মৃত্যুর সময়ে তাকে কিছু সম্পত্তি দিয়ে যায়। কিছু সম্পত্তি দান করে দেয়। মৃত্যুর আগে ট্রাস্ট কমিটি গঠন করে যায়। বিদেশে এইরকম অনেক বড় বড় ট্রাস্ট রয়েছে যারা এদেশেও সেবা করে। কিন্তু এদেশে এইরকম কোনো ট্রাস্ট নেই যারা বিদেশেও সেবা করে। এখানে তো গরিব মানুষরা রয়েছে। ওরা কিভাবে সাহায্য করবে? বিদেশে মানুষের কাছে অনেক অর্থ রয়েছে। ভারত তো গরিব দেশ। ভারতবাসীর অবস্থা খুবই করুণ। ভারত কতই না সম্পত্তিবান ছিল। গতকালের কথা। মানুষ নিজেই বলে যে ৩ হাজার বছর পূর্বে প্যারাডাইস ছিল। বাবা-ই বানান। তোমরা জানো যে তিনি ওপর থেকে নিচে এসে পতিতদেরকে পবিত্র বানান। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন, সকলের সদগতি দাতা। অর্থাৎ তিনিই সবাইকে পবিত্র বানান। তোমরা বাচ্চারা জানো যে সকলেই আমার মহিমা করে। তোমাদেরকে পবিত্র বানানোর জন্য আমি এই পতিত দুনিয়াতেই আসি। তোমরা পবিত্র হয়ে গেলে প্রথমে পবিত্র দুনিয়াতেই আসবে। প্রথমে অনেক সুখ ভোগ করো, তারপরে রাবণ রাজ্যে অধঃপতন হয়। হয়তো মহিমা করে বলে যে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর এবং পতিত-পাবন। কিন্তু তিনি কখন পবিত্র বানানোর জন্য আসবেন সেটা তো কেউই জানে না। বাবা বলছেন, তোমরা তো আমার মহিমা করো, তাই না? এখন আমি স্বয়ং এসে তোমাদেরকে আমার পরিচয় দিচ্ছি। প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পরে এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই আমি আসি। কীভাবে আমি আসি - সেটাও বোঝাচ্ছি। ছবিও রয়েছে। সূক্ষ্মবতনে তো ব্রহ্মা থাকে না। ব্রহ্মা এবং ব্রাহ্মণ উভয়েই এখানেই রয়েছে। ব্রহ্মাকেই গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয়। পরবর্তীকালে তার বংশ তৈরি হয়। মনুষ্য সৃষ্টির বৃক্ষ তো ব্রহ্মা থেকেই শুরু হয়। যেহেতু তিনি প্রজাপিতা, সূত্রাং তাঁর

নিশ্চয়ই প্রজাও থাকবে। বিকারের দ্বারা তো জন্ম হতে পারে না। নিশ্চয়ই অ্যাডপ্ট এড হবে। যেহেতু তিনি গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার, সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই অ্যাডপ্ট করবেন। তোমরা সকলে হলে অ্যাডপ্টেড সন্তান। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছে, এরপর তোমরা দেবতা হবে। শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ, তারপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা - এ হলো ডিগবাজির খেলা। বিরাট রূপের চিত্রও রয়েছে। ওখান থেকে তো সবাইকেই এখানে অবশ্যই আসতে হবে। যখন সকলে চলে আসে, তখন ক্রিয়েটরও চলে আসে। তিনি হলেন ক্রিয়েটরও ডায়রেক্টর, অ্যাক্টও করেন। বাবা বলেন - হে আত্মারা, তোমরা এখন আমাকে জেনেছো। তোমরা আত্মারা সবাই আমার সন্তান। তোমরা প্রথমে সত্যযুগে শরীর ধারণ করে অনেক সুখের পার্ট প্লে করেছিলে। এরপর ৮৪ জন্ম নিয়ে তোমরা অনেক দুঃখী হয়ে গেছো। যেকোনো ড্রামার ক্রিয়েটর, ডায়রেক্টর, প্রোডিউসার থাকে। এটা হলো অসীম জাগতিক ড্রামা। এই অসীম জাগতিক ড্রামাকে কেউই জানে না। ভক্তিমার্গে এমন এমন সব কথা লিখে দিয়েছে যেগুলো মানুষের বুদ্ধিতে গেঁথে বসে গেছে।

বাবা এখন বলছেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, এ সব হলো ভক্তিমার্গের শাস্ত্র। ভক্তিমার্গের অনেক সামগ্রী রয়েছে। যেভাবে ছোট একটা বীজ থেকে কত বড় বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সেইরকম ভক্তিরও অনেক বিস্তার। জ্ঞান হলো বীজ। এতে কোনো সামগ্রীর প্রয়োজন নেই। বাবা তো কেবল বলছেন - নিজেকে আত্মা অনুভব করে বাবাকে স্মরণ করো। এছাড়া আর কোনো ব্রত পালন করতে হবে না। এগুলো সব বন্ধ হয়ে যাবে। তোমাদের সদগতি হয়ে গেলে এগুলোর আর কোনো প্রয়োজন থাকবে না। তোমরাই একসময়ে অনেক ভক্তি করেছো। এখন তোমাদেরকে তার ফল দেওয়ার জন্য এসেছি। দেবতারাতো তো শিবালয়ে ছিল। তাই তো মন্দিরে গিয়ে ওদের গুণগান করে। বাবা বলছেন - মিষ্টি বাচ্চারা, আমি ৫ হাজার বছর আগেও তোমাদেরকে বুঝিয়েছিলাম যে নিজেকে আত্মা অনুভব করো। সকল শারীরিক সম্বন্ধ ভুলে গিয়ে আমাকে অর্থাৎ কেবল বাবাকে স্মরণ করলে সেই যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের সকল পাপ নাশ হয়ে যাবে। এখন বাবা যা কিছু বোঝাচ্ছেন, সেগুলো তিনি প্রত্যেক কল্পেই বোঝান। গীতাতেও কিছু ভালো কথা রয়েছে। "মন্বনাভব" অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করো। শিববাবা বলছেন, আমি এখন এখানে এসেছি। আমি কার শরীরে প্রবেশ করি, সেটাও বলছি। ব্রহ্মার দ্বারা সকল বেদ-শাস্ত্রের সার তোমাদেরকে শোনাচ্ছি। চিত্রতেও দেখানো হয় কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। তোমরাই এখন বুঝেছো যে শিববাবা কিভাবে ব্রহ্মার দ্বারা সকল বেদ-শাস্ত্রের সার শোনান। ৮৪ জন্মের এই ড্রামার রহস্যও তোমাদেরকে বোঝানো হয়। এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে আমি আসি। ইনিই এরপর নম্বর ওয়ান প্রিন্স হয়ে যান এবং তারপর আবার ৮৪ জন্মের আসেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই রাবণ রাজ্যে থেকেও পতিত লোকলজ্জা এবং কুল মর্যাদাকে ছেড়ে অসীম জগতের পিতার কথা মেনে চলতে হবে। ঘর গৃহস্থে কমল ফুলের মতো থাকতে হবে।

২) এই ভ্যারাইটি বিরাট লীলাকে সঠিকভাবে জানতে হবে। এতে যে আত্মারা পার্ট প্লে করছে, তারা কেউই নির্লিপ নয়। ভালো কিংবা খারাপ কর্ম করে এবং তার ফলও ভোগ করে। এই রহস্যটা ভালো করে বুঝে শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে।

বরদান:- বাবার সংস্কারগুলিকে নিজের অরিজিনাল সংস্কার বানানো শুভ ভাবনা, শুভ কামনাধারী ভব এখনও পর্যন্ত কোনও কোনও বাচ্চার মধ্যে ফিলিংসের, বাবার থেকে দূরে সরে যাওয়ার, পরচিন্তন করার বা শোনার ভিন্ন-ভিন্ন সংস্কার রয়েছে, যেটাকে তোমরা বলে থাকো - কি করবো... আমার সংস্কারই এইরকম.... এই 'আমার' শব্দই পুরুষার্থে টিলা করে দেয়। এটা হল রাবনের জিনিস, আমার নয়। কিন্তু যেটা বাবার সংস্কার সেটাই হলো ব্রাহ্মণদের অরিজিনাল সংস্কার। সেই সংস্কার হলো বিশ্বকল্যাণকারী, শুভ চিন্তনধারী। সকলের প্রতি শুভ ভাবনা, শুভ কামনাধারী।

স্লোগান:- যার মধ্যে সামর্থ্য রয়েছে, সে-ই হলো সর্ব শক্তির খাজানার অধিকারী।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা কল্প-কল্প এসে বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের নিজের পরিচয় দেন, তোমাদেরও সবাইকে বাবার যথার্থ পরিচয় দিতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের কোন্ প্রশ্নটি শুনে বাবা আশ্চর্য হয়ে যান?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা বলে - বাবা তোমার পরিচয় দেওয়া খুব মুশকিল। আমরা তোমার পরিচয় দেবো কিভাবে? এই প্রশ্ন শুনে বাবার ওয়ান্ডার অনুভব হয়। যখন বাবা তোমাদের নিজের পরিচয় দিয়েছেন তখন তোমরাও অন্যদের দিতে পারো, এতে অসুবিধা হওয়ার কোনো কথাই নেই। এ তো খুব সহজ। আমরা সবাই আত্মারা নিরাকার তাই আত্মাদের বাবাও নিরাকার হবেন।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি আত্মারূপী (রুহানী) বাচ্চারা বোঝে যে আমরা অসীম জগতের বাবার কাছে বসে আছি। এই কথাও জানে অসীম জগতের বাবা এই রথেই আসেন। যখন বাপদাদা বলা হয়, এই কথা তো জানা আছে যে শিববাবা আছেন এবং এই রথেই বসে আছেন। নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। বাচ্চারা জানে তিনি হলেন বাবা, বাবা মত দেন যে রুহানী পিতাকে স্মরণ করো তো পাপ ভস্ম হয়ে যাবে, যাকে যোগ অগ্নি বলা হয়। এখন তোমরা বাবাকে তো জেনে গেছো। তাহলে কখনও এমন বলবে নাকি যে বাবার পরিচয় কিভাবে দেবো। তোমরা যদি অসীম জগতের পিতার পরিচয় জানো তাহলে অবশ্যই দিতে পারবে। পরিচয় দেবে কিভাবে, এই প্রশ্ন উঠতে পারে না। যেমন তোমরা বাবাকে জেনেছো, তেমনিই তোমরা বলতে পারো যে আমরা হলাম আত্মা আমাদের পিতা হলেন একজন-ই, এতে কনফিউজড হবে কেন ! কেউ কেউ বলে বাবা আপনার পরিচয় দেওয়া খুব মুশকিল কাজ। আরে, বাবার পরিচয় দেওয়া - এতে অসুবিধা হওয়ার কোনও কথাই নেই। জন্তুরাও ইঙ্গিতে বুঝে নেয় আমি অমুকের সন্তান। তোমরাও জানো যে আমরা হলাম আত্মা, তিনি আমাদের পিতা। আমরা আত্মারা এখন এই শরীরে প্রবিষ্ট রয়েছি। যেমন বাবা বুঝিয়েছেন আত্মা হলো অকাল মূর্তি। এমন নয় যে আত্মার কোনো রূপ নেই। বাচ্চারা চিনেছে - খুব সিম্পল এই কথা। আত্মাদের একজনই নিরাকার পিতা আছেন। আমরা সব আত্মারা হলাম ভাই-ভাই। এক পিতার সন্তান। বাবার কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এই কথাও জানে এমন কোনও বাচ্চা দুনিয়ায় নেই যে বাবা ও তাঁর রচনার কথা জানে না বাবার কাছে কি সম্পত্তি রয়েছে, তারা সব জানে। এটা হলই আত্মা ও পরমাত্মার মেলা। এ হলো কল্যাণকারী মেলা। বাবা হলেন কল্যাণকারী। অনেক কল্যাণ করেন। বাবার পরিচয় পেয়ে তোমরা বুঝতে পারো - অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে আমরা অসীমিত উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। তারা সন্ন্যাসী গুরু, তাদের শিষ্যদের গুরুর উত্তরাধিকার নিয়ে কিছুই জ্ঞান থাকে না। গুরুর কাছে কি সম্পত্তি আছে, এই কথা শিষ্যরা জানে না। তোমাদের বুদ্ধিতে তো আছে - তিনি হলেন শিববাবা, সম্পত্তিও বাবার কাছে থাকে। বাচ্চারা জানে অসীমের পিতার কাছে সম্পত্তি আছে - বিশ্বের বাদশাহী স্বর্গ। বাচ্চারা, এই কথা তোমরা ছাড়া আর কারো বুদ্ধিতে নেই। লৌকিক পিতার কাছে কি সম্পত্তি আছে, সেসব তার সন্তানরা-ই জানে। এখন তোমরা বলবে আমরা জীবিত অবস্থায় পারলৌকিক বাবার আপন হয়েছি। তাঁর কাছে কি উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, সেসবও জানো। আমরা প্রথমে শূদ্র কুলে ছিলাম, এখন ব্রাহ্মণ কুলে এসেছি। এই নলেজ আছে যে বাবা এই ব্রহ্মা দেহে আসেন, তাঁকে প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলা হয়। তিনি (শিব) তো হলেন সব আত্মাদের পিতা। এনাকে (প্রজাপিতা ব্রহ্মা কে) গ্রেট-গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয়। এখন আমরা এনার সন্তান হয়েছি। শিববাবার জন্য তো বলা হয় তিনি সর্বদা হাজির রয়েছেন। তিনি হলেন সর্বজ্ঞানী। এই কথাও তোমরা বুঝেছো যে তিনি কিভাবে রচনার আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ প্রদান করেন। তিনি হলেন সব আত্মাদের পিতা, তাঁর উদ্দেশ্যে নাম-রূপহীন বলা তো মিথ্যা। তাঁর নাম-রূপও মনে আছে। রাত্রিও পালন করা হয়, জয়ন্তী তো মানুষের হয়। শিববাবার রাত্রি বলা হয়। বাচ্চারা বোঝে রাত্রি কাকে বলে। রাতে ঘোর অন্ধকার থাকে। অজ্ঞানতার অন্ধকার, তাই না। জ্ঞান সূর্য প্রকট হলে অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ হয় - এখনও এই গান গাওয়া হয় কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। সূর্য কে, কবে প্রকট হয়েছে, কিছুই বোঝে না। বাবা বোঝান জ্ঞান সূর্যকে জ্ঞান সাগরও বলা হয়। অসীম জগতের পিতা হলেন জ্ঞানের সাগর। সন্ন্যাসী, গুরু, গোঁসাই ইত্যাদি নিজেদের শাস্ত্রের অর্থরিটি ভাবে, সেই সব হলো ভক্তি। অনেক বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে বিদ্বান হয়। অতএব বাবা বসে আত্মারূপী বাচ্চাদের বোঝান, একেই বলা হয় আত্মা ও পরমাত্মার মেলা। তোমরা বুঝতে পারো যে বাবা এই রথে উপস্থিত আছেন। এই মিলনকেই মেলা বলা হয়। যখন আমরা ঘরে ফিরে যাই সেও হল মেলা। এখানে বাবা স্বয়ং বসে পড়াচ্ছেন। তিনি হলেন পিতাও, টিচারও। এই একটি পয়েন্ট ভালো রীতি ধারণ করো, ভুলে যেও না। এবার বাবা তো হলেন নিরাকার, তাঁর নিজস্ব শরীর নেই তাই শরীর লোনে নিতে হয়। তাই নিজেই বলেন আমি প্রকৃতির আধার নিই। তা

নাহলে কথা বলবো কিভাবে? শরীর ব্যতীত তো কথা বলা যাবে না। অতএব বাবা এই শরীরে প্রবেশ করে আসেন, এনার নাম রাখা হয় ব্রহ্মা। আমরাও শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণে পরিণত হয়েছি তো নাম পরিবর্তন হওয়া উচিত। নাম তো তোমাদের রাখা হয়েছিল। কিন্তু তাতেও দেখো এখন অনেকেই নেই তাই ব্রাহ্মণদের মালা থাকে না। ভক্ত মালা ও রুদ্র মালার গায়ন আছে। ব্রাহ্মণদের মালা থাকে না। বিষ্ণুর মালা তো আছেই। প্রথম নম্বরে মালার দানা কে? বলা হবে যুগল তাই সূক্ষ্ম বতনে যুগল দেখানো হয়েছে। বিষ্ণুর রূপও চার ভূজাধারী দেখানো হয়। দুটি ভূজ লক্ষ্মীর, দুটি ভূজ নারায়ণের।

বাবা বোঝান আমি হলাম ধোপাও। আমি যোগ বলের দ্বারা তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের শুদ্ধ করি তবুও তোমরা বিকার গ্রস্ত হয়ে নিজের শৃঙ্গার নষ্ট করো। বাবা আসেন সবাইকে শুদ্ধ করতে। এসে আত্মাদের শেখান। সুতরাং শেখানোর জন্য অবশ্যই এখানে থাকা উচিত, তাইনা। আহ্বানও করা হয় এসে পবিত্র করো। কাপড় ময়লা হলে তাকে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। তোমরাও ডেকে বলো - হে পতিত-পাবন বাবা, এসে পবিত্র করো। আত্মা পবিত্র হলে তো পবিত্র শরীর প্রাপ্ত হবে। অতএব সর্বপ্রথম মূল কথা হল বাবার পরিচয় দেওয়া। বাবার পরিচয় কিভাবে দেবে, এই প্রশ্ন তো জিজ্ঞাসা করতে পারো না। তোমাদেরও বাবা পরিচয় দিয়েছেন তবেই তো তোমরা এসেছ, তাইনা। বাবার কাছে এসেছ, বাবা আছেন কোথায়? এই রথ। এ হলো অকাল তখত। তোমরা আত্মারাও হলে অকাল মূর্তি। এ হলো তোমাদের তখত, যার উপরে তোমরা আত্মারা বিরাজমান রয়েছো। ওই অকাল তখত (অমৃতসরের) তো জড়, তাইনা। তোমরা জানো আমি অকাল মূর্তি অর্থাৎ নিরাকার, যার কোনও সাকার রূপ নেই। আমি আত্মা অবিনাশী, কখনও বিনাশ হতে পারে না। এক শরীর ত্যাগ করে অন্য ধারণ করি। আমি আত্মা, আমার অবিনাশী পাট নির্দিষ্ট আছে। আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বেও আমাদের এমন পাট শুরু হয়েছিল। ওয়ান - ওয়ান সম্বৎ থেকে আমরা এখানে পাট প্লে করতে ঘর অর্থাৎ পরম ধাম থেকে আসি। এটা হল-ই ৫ হাজার বছরের চক্র। তারা তো লক্ষ বছর বলে দেয়, তাই অল্প বছরের সময়কাল চিন্তা করে না। অতএব বাচ্চারা এমন কখনও বলতে পারবে না যে আমরা বাবার পরিচয় কাউকে কিভাবে দেবো। এমন-এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে আশ্চর্য অনুভব হয়। আরে, তোমরা বাবার আপন হয়েছো, তাহলে বাবার পরিচয় দিতে পারবে না কেন! আমরা সবাই হলাম আত্মা, তিনি হলেন আমাদের পিতা। সর্বজনের সদগতি করেন। সদগতি কবে করবেন এই কথাও তোমরা এখন জেনেছ। কল্প-কল্প, কল্পের সঙ্গম যুগে এসে সকলের সদগতি করবেন। তারা তো ভাবে - এখনও ৪০ হাজার বছর বাকি আছে এবং আগেই বলে দেয় নাম-রূপহীন। এবারে নাম-রূপহীন কোনও কিছু হয় না। পাথর কাঁকরেরও নাম থাকে, তাইনা। তাই বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা এসেছো অসীম জগতের পিতার কাছে। বাবাও জানেন, অসংখ্য বাচ্চা রয়েছে। বাচ্চাদের এখন সসীম আর অসীমেরও ওপারে যেতে হবে। বাবা সব বাচ্চাদের দেখেন, জানেন এদের সবাইকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি। সত্যযুগে তো সংখ্যা খুব কম হবে। কতখানি ক্লিয়ার তাই চিত্র দিয়ে বোঝানো হয়। নলেজ তো খুবই সরল। যদিও স্মরণের যাত্রায় সময় লাগে। এমন পিতাকে কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয়। বাবা বলেন মামেকম স্মরণ করো তো পবিত্র হয়ে যাবে। আমি আসি পতিত থেকে পবিত্র করতে। তোমরা অকালমূর্তি আত্মারা সবাই নিজের নিজের তখত (ক্ৰকুটি রূপী সিংহাসনে) বিরাজমান আছো। বাবাও এই তখত বা দেহের লোন নিয়েছেন। এই ভাগ্যশালী রথে বাবা প্রবিষ্ট হন। কেউ বলে পরমাত্মার নাম-রূপ নেই। এ তো সম্ভব নয়। তাঁকে আহ্বান করা হয়, তাঁর মহিমা বর্ণনা করা হয়, তো অবশ্যই কোনো স্বরূপ আছে, তাইনা। তমোপ্রধান হয়ে যাওয়ার জন্য কিছুই বোঝে না। বাবা বোঝান - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, এত গুলি ৮৪ লক্ষ যোনি তো হয় না। আছেই ৮৪-টি জন্ম। পুনর্জন্ম তো সবার হবে। এমন তো নয় ব্রহ্মে বিলীন হবে বা মোক্ষ প্রাপ্ত করবে। এ হল পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। একটুও কম বেশি হতে পারে না। এই অনাদি অবিনাশী ড্রামা থেকেই আবার ছোট ছোট ড্রামা বা নাটক তৈরি করে। সেসব হল বিনাশী। এখন তোমরা বাচ্চারা অসীমের জগতে দাঁড়িয়ে আছো। তোমরা বাচ্চারা এই জ্ঞান অর্জন করেছ যে - আমরা কিভাবে ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি। এখন বাবা বলেছেন, এর আগে কেউ জানত না। ঋষি-মুনিরাও বলতেন - আমরা জানি না। বাবা আসেনই সঙ্গমযুগে, এই পুরানো দুনিয়াটি পরিবর্তন করতে। ব্রহ্মা দ্বারা পুনরায় নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করেন। তারা তো লক্ষ বছর বলে দেয়। লক্ষ বছর হলে তো পূর্বের কোনও কথাই মনে আসবে না। মহাপ্রলয় কখনোই হয় না। বাবা রাজযোগ শেখান, ফলে তোমরা রাজস্ব প্রাপ্ত কর। এতে সংশয়ের কোনো জায়গা নেই। তোমরা বাচ্চারা জানো প্রথম নম্বরে সবচেয়ে প্রিয় হলেন শিব বাবা তারপরে নেত্রট প্রিয় হলেন শ্রীকৃষ্ণ। তোমরা জানো শ্রীকৃষ্ণ হলেন প্রথম প্রিন্স, নম্বর ওয়ান। তিনিই পরে ৮৪ জন্ম নেন। তাঁরই অষ্টম জন্মে আমি প্রবেশ করি। এখন তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। পতিত-পাবন হলেন একমাত্র বাবা, নদী কখনও পবিত্র করতে পারে না। এইসব নদী সত্যযুগেও থাকে। সেখানে তো জল খুবই শুদ্ধ থাকে। আবর্জনা ইত্যাদি কিছুই থাকে না। এখানে তো কত ময়লা আবর্জনা পড়ে থাকে। বাবার দেখেছেন, সেই সময় তো জ্ঞান ছিল না। এখন আশ্চর্য অনুভব করেন জল কিভাবে পবিত্র করতে পারে।

অতএব বাবা বোঝাচ্ছেন - মিষ্টি বাচ্চারা, কখনও কনফিউজড হ'য়ো না যে বাবাকে কিভাবে স্মরণ করি। আরে, তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে পারো না ! তারা হলো গর্ভের সন্তান, তোমরা হলে মুখ বংশাবলী সন্তান। দত্তক সন্তানদের যখন বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় তারা কি পিতাকে কখনও ভুলতে পারে? অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অসীমের সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় তো তাঁকে ভুলে যাওয়া কি উচিত । লৌকিক বাচ্চারা পিতাকে ভুলে যায় কি? কিন্তু এখানে মায়ার অপজিশন (বিরোধিতা) আছে। মায়ার যুদ্ধ চলে, সম্পূর্ণ দুনিয়া হল কর্মক্ষেত্র। আত্মা এই শরীরে প্রবেশ করে এখানে কর্ম করে। বাবা কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের রহস্য বুঝিয়ে দেন। এখানে রাবণের রাজ্যে কর্ম বিকর্মে পরিণত হয়। স্বর্গে রাবণ রাজ্যই নেই, তাই কর্ম অকর্ম হয়ে যায়, বিকর্ম হয় না। এই কথা তো খুব সহজ। এখানে রাবণের রাজ্যে কর্ম বিকর্ম হয় তাই বিকর্মের দন্ড ভোগ করতে হয়। এমন বলা হবে না যে রাবণ হলো অনাদি। না, অর্ধকল্প রাবণ রাজ্য হয়, অর্ধকল্প রাম রাজ্য হয়। তোমরা যখন দেবতা ছিলে তখন তোমাদের কর্ম ছিল অকর্ম। এখন এ হলো নলেজ। সন্তান যখন হয়েছে তখন পড়াশোনা তো করতেই হবে। ব্যস, পড়াশোনার সময় ব্যবসা ইত্যাদির চিন্তন করা উচিত নয়। কিন্তু গৃহস্থে থাকতে হবে, ব্যবসা ইত্যাদিও করতে হবে। বাবা বলেন, পদ্ম ফুলের মতন থাকো। তবেই এমন দেবতা রূপে পরিণত হবে, তাইনা। সেইসব চিহ্ন বিষ্ণুকে দেওয়া হয়েছে, কারণ তোমাদের দিলে শোভা পাবে না। বিষ্ণুকে শোভা পায়। সেই বিষ্ণুর দুইটি রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে। সেটা হল অহিংস পরম দেবী-দেবতা ধর্ম। না সেখানে কোনও বিকারের কাম কাটারী থাকে, না থাকে কোনও লড়াই ঝগড়া। তোমরা ডবল অহিংসক হয়ে যাও। সত্যযুগের মালিক ছিলে তোমরা। নামই ছিল গোল্ডেন এজ। কাঞ্চন দুনিয়া। আত্মা ও শরীর (কায়া) দুই-ই হয় কাঞ্চন। কাঞ্চন কায়া কে বানায় ? বাবা। এখন তো হলো আয়রন এজ, তাইনা। এখন তোমরা বলো সত্যযুগ পার হয়েছে। গতকাল সত্যযুগ ছিল, তাইনা। তোমরা রাজত্ব করেছিলে। এখন তোমরা নলেজফুল হয়ে উঠছো। সবাই তো একরকম হবে না। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) আমি আত্মা অকাল সিংহাসনে (তক্ষতে) বিরাজিত, এই স্মৃতিতে থাকতে হবে, সসীম ও অসীমের ওপারে যেতে হবে, তাই সসীম জগতে বুদ্ধি লাগবে না।

২) অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অসীম জগতের সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, এই নেশায় থাকতে হবে। কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি জেনে বিকর্ম থেকে মুক্ত থাকতে হবে। পড়াশোনার সময় ব্যবসা ইত্যাদি থেকে বুদ্ধি যকে ফ্রী রাখতে হবে।

বরদানঃ:- শ্রীমতের লাগামকে টাইট করে মনকে বশ করতে পারা বালক তথা মালিক ভব
দুনিয়ার মানুষ বলে যে মন হলো ঘোড়া যে অনেক তেজ গতিতে ছুটতে থাকে, কিন্তু তোমাদের মন এদিক-ওদিক ছুটতে পারবে না কেননা শ্রীমতের লাগাম মজবুত আছে। যখন মন-বুদ্ধি সাইড সিন-কে দেখতে থাকে তখন লাগাম টিলা হওয়ার কারণে মন চঞ্চল হয়। সেইজন্য যখনই কোনও পরিস্থিতি আসবে, মন চঞ্চল হবে তখন শ্রীমতের লাগাম টাইট করো তাহলে গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। আমি হলাম বালক তথা মালিক - এই স্মৃতির দ্বারা অধিকারী হয়ে মনকে নিজের বশে রাখো।

স্লোগানঃ:- সদা নিশ্চয় থাকো যে, যাকিছু হচ্ছে সেটা ভালোই হচ্ছে আর যেটা হতে চলেছে সেটা আরও ভালো হতে চলেছে, তাহলে অচল-অনড় থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

রিভাইস: 18-01-2002 মধুবন

"স্নেহের শক্তির দ্বারা সমর্থ হও, সর্ব আত্মাকে প্রতিটি ফোঁটায় ফোঁটায় সুখ-শান্তি দাও"

আজ সমর্থ বাবা নিজের স্মৃতি স্বরূপ, সমর্থ স্বরূপ বাচ্চাদের সাথে মিলনের জন্য এসেছেন। আজ চতুর্দিকের বাচ্চাদের মধ্যে বিশেষ স্নেহের তরঙ্গ তরঙ্গিত হচ্ছে। ব্রহ্মা বাবার বিশেষ স্নেহের স্মরণে সমাহিত হয়ে আছে। এই স্নেহ প্রত্যেক বাচ্চার এই জীবনের বরদান। পরমাত্ম-স্নেহই তোমাদের সবাইকে নতুন জীবন দিয়েছে। স্নেহের শক্তিই প্রত্যেক বাচ্চাকে বাবার বানিয়েছে। এই স্নেহের শক্তি সব সহজ করে দেয়। যখন তোমরা স্নেহে সমাহিত হও তখন যে কোনও পরিস্থিতি সহজ অনুভব করো। বাপদাদাও বলেন যে, সদা স্নেহের সাগরে সমাহিত থাকো। স্নেহ ছত্রছায়া, যে ছত্রছায়ার ভিতরে মায়ার কোনো ছায়া পড়তে পারে না। সহজে মায়জিৎ হয়ে যাও। যে নিরন্তর স্নেহে থাকে তার কোনও বিষয়ে পরিশ্রম করতে হয় না। স্নেহ সহজে বাবা সমান বানিয়ে দেয়। স্নেহের যে কোনো কিছু সমর্পণ করা সহজ হয়।

তো আজও অমৃতবেলা থেকে প্রত্যেক বাচ্চা বাবাকে স্নেহের মালা পরিয়েছে আর বাবাও স্নেহী বাচ্চাকে স্নেহের মালা পরিয়েছেন। যেভাবে এই বিশেষ স্মৃতি দিবসে অর্থাৎ স্নেহের দিনে স্নেহে নিমজ্জিত থেকেছ, ঠিক সেভাবেই সদা নিমজ্জিত থাকো, তাহলে পরিশ্রমের পুরুষার্থ করতে হবে না। এক হলো স্নেহের সাগরে ডুবে যাওয়া আরেক হলো স্নেহের সাগরে অল্প সময়ের জন্য ডুব দেওয়া। তো কোনো কোনো বাচ্চা ডুবে থাকে না, তাড়াতাড়ি করে বাইরে বেরিয়ে আসে। সেইজন্য সহজ কঠিন হয়ে যায়। তো কীভাবে ডুবে থাকতে হয় জানো তোমরা? ডুবে থাকাতেই মজা। ব্রহ্মা বাবা সদা বাবার স্নেহ হৃদয়ে সমাহিত করেছেন, এর স্মৃতিচিহ্ন কোলকাতায় দেখানো হয়েছে।

বাবার প্রতি ভালবাসার প্রমাণ সমান হওয়া, এখন বাপদাদা চান সব বাচ্চা প্রমাণ দেখাও। সদা সংকল্পে সমর্থ হও, এখন ব্যর্থের সমাপ্তি সমারোহ উদযাপন করো, কেননা ব্যর্থ সমর্থ হতে দেবে না, আর যতক্ষণ তোমরা ৪৯ বাচ্চা যারা নিমিত্ত হয়েছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত সদা সমর্থ হচ্ছে ততক্ষণ বিশ্বের আত্মাদের শক্তি কীভাবে প্রাপ্ত করাবে! সর্ব আত্মা শক্তি থেকে একেবারে খালি হয়ে শক্তির ভিখারী হয়ে গেছে। হে সমর্থ আত্মারা! এমন ভিখারী আত্মাদেরকে এই ভিখারীভাব থেকে মুক্ত করো। আত্মারা তোমরা সব সমর্থ আত্মাকে আহ্বান করছে - হে মুক্তিদাতার বাচ্চা মাস্টার মুক্তিদাতা, আমাদের মুক্তি দাও। এই আওয়াজ কি তোমাদের কানে পৌঁছাচ্ছে না? শুনতে পাচ্ছে না? এখনো পর্যন্ত নিজেকেই মুক্ত করতে বিজি আছো কি? বিশ্বের আত্মাদের জন্য তোমাদের অসীম স্বরূপ দ্বারা মাস্টার মুক্তিদাতা হলে নিজের ছোট ছোট সমস্ত বিষয় আপনা থেকেই মুক্ত হয়ে যাবে। এখন আত্মাদের আহ্বান শোনার সময়। আর্ত চিৎকার শুনতে পাও কি পাও না? অসহায় আত্মাদের ফোঁটায় ফোঁটায় সুখ-শান্তি দাও। এটাই হলো ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করা।

আজ বিশেষভাবে ব্রহ্মা বাবাকে তোমরা বেশি স্মরণ করেছো, তাই না! ব্রহ্মা বাবাও সব বাচ্চাকে তাদের স্মৃতি আর শক্তি স্বরূপে স্মরণ করেছেন। কিছু বাচ্চা ব্রহ্মা বাবার সাথে আধ্যাত্মিক বার্তালাপ করার সময় মিষ্টি মিষ্টি অনুযোগ করেছে যে, আমরা সব বাচ্চার থেকে ছুটি নিয়ে কেন যাননি? তো ব্রহ্মা বাবা বলেন যে আমিও শিব বাবার কাছে জিজ্ঞাসা করেছি আমাকে হঠাৎ কেন ডেকে নিয়েছেন? তখন বাবা বললেন - যদি তোমাকে বলতাম ছুটি নিয়ে এসো, তবে কি তুমি বাচ্চাদের ছাড়তে পারতে, নাকি বাচ্চারা তোমাকে ছাড়তে পারত? অর্জুন হিসেবে এটাই তো তোমার স্মৃতিচিহ্ন, অন্তে তুমিই নষ্টমোহা স্মৃতি স্বরূপ ছিলে। তো ব্রহ্মা বাবা মৃদু হেসেছেন এবং বলেছেন যে এটা তো চমৎকার ছিল, বাচ্চারাও বুঝতে পারেনি যে চলে যাচ্ছি আর ব্রহ্মাও বুঝতে পারেননি যে চলে যাচ্ছেন। সামনে থেকেও উভয় তরফই চুপ ছিল কেননা, সময় অনুসারে সন শোজ্ ফাদারের পার্ট ড্রামায় নির্ধারিত ছিল, একেই বলে, বাঃ ড্রামা বাঃ! সেবার পরিবর্তন নির্ধারিত ছিল। বাচ্চাদের জন্য ব্রহ্মা বাবার ব্যাকবোন হওয়ার ছিল। তাইতো, অব্যক্ত রূপে ফাস্ট সেবার পার্ট প্লে করারই ছিল।

বিশেষ করে আজ ডবল বিদেশিরা খুব মিষ্টি মিষ্টি নালিশ জানিয়েছে। ডবল ফরেনার্স তোমরা নালিশ জানিয়েছো? ডবল ফরেনার্স ব্রহ্মা বাবাকে বলেছে, তিন বছর আপনি যদি অপেক্ষা করে যেতেন তবে আমরা দেখে তো নিতাম! তো ব্রহ্মা

বাবা হেসে বলেন, হাসলেন - তো ড্রামার সাথে কথা বোলো, ড্রামা এরকম কেন করেছে? কিন্তু এটা "লাস্ট সো ফাস্ট"-এর এক্সাম্পল হওয়ারই ছিল - তা' ভারতেই হোক বা বিদেশে। সেইজন্য এখন লাস্ট সো ফাস্ট-এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাও। যেভাবে আজ সমর্থ দিবস উদযাপন করেছে, ঠিক সেভাবেই এখন প্রতিটা দিন সমর্থ দিবস হোক। কোনও প্রকারের অস্থিরতা যেন না হয়। যা আজকের দিনে ব্রহ্মা বাবা তিন শব্দে শিক্ষা দিয়েছেন (নিরাকারী, নির্বিকারী এবং নিরহংকারী) এই তিন শব্দের শিক্ষা স্বরূপ হও। মন্মাতে নিরাকারী, বাচাতে নিরহংকারী, কর্মণায় নির্বিকারী। সেকেন্ডে সাকার স্বরূপে এসো, সেকেন্ডে নিরাকারী স্বরূপে স্থিত হয়ে যাও। এই অভ্যাস সারাদিনে বার বার করো। এমন নয় যে স্মরণে বসার টাইমে নিরাকারী স্টেজে স্থিত থাকবে, বরং মাঝে মাঝে সময় বের করে এই দেহবোধ থেকে স্বতন্ত্র নিরাকারী আত্মা স্বরূপে স্থিত হওয়ার অভ্যাস করো। যে কোনো কার্যই করো, কার্য করতে করতেও এই অভ্যাস করো যে, আমি নিরাকার আত্মা এই সাকার কর্মেন্দ্রিয়র আধার দ্বারা কর্ম করছি। নিরাকার স্থিতি হলো করাবনহার স্থিতি। কর্মেন্দ্রিয় করণহার, আত্মা করাবনহার। সুতরাং নিরাকারী আত্মা স্থিতিতে নিরাকার বাবা আপনা থেকেই স্মরণ আসে। যেমন বাবা করাবনহার তেমন আমি আত্মাও করাবনহার। সেইজন্য কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হলেই সমস্যা উৎপন্ন হয়। সারাদিনে চেক করো - করাবনহার হয়ে কর্ম করছি? আত্মা! এখন মুক্তি দেওয়ার মেশিনারিকে তীব্র করো।

আত্মা - এই কল্পে এই প্রথম বার যারা এসেছে, তারা হাত তোলো। তো নতুন নতুন আগত বাচ্চাদের বাপদাদা বিশেষ স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন, সময়মতো বাবাকে চিনে বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়ে গেছো। সদা নিজের এই ভাগ্যকে স্মরণে রেখো - আমরা বাবাকে চিনে নিয়েছি।

আত্মা - ডবল ফরেনার্স হাত তোলো। খুব ভালো। ডবল ফরেনার্সকে বাপদাদা বলেন ব্রহ্মার সংকল্পে জন্ম। এক হলো ডাইরেক্ট মুখ দ্বারা বংশাবলি আরেক হলো সংকল্প দ্বারা বংশাবলি। তো সংকল্প শক্তি অনেক মহান হয়। তোমাদের রচনা সংকল্প শক্তি যেমন ফাস্ট তেমনই ডবল ফরেনার্স ফাস্ট পুরুষার্থ করে এবং ফাস্ট প্রালব্ধ অনুভব করে, সেইজন্য সমগ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে ডবল ফরেনার্স তোমরা ডবল হারানিধি। ভারতের ভাই- বোনেরা তোমাদের দেখে খুশি হয়, বাঃ ডবল ফরেনার্স বাঃ! ডবল ফরেনার্সের খুশি হয় তো না? তোমাদের কত খুশি আছে? অনেক আছে? এমন কোনো জিনিস নেই যার সাথে তুলনা করা যায়! ডবল ফরেনে শুনেছো, দেখেছো। এটা ভালো, সায়ম্পের এই সাধন অসীম সেবা করতে তোমাদেরকে অনেক সহযোগ দেবে আর সহজভাবে সেবা করাবে। তোমাদের স্থাপনের কানেকশন দ্বারাই এই সায়ম্পেরও তীব্রগতি হয়েছে।

আত্মা - পান্ডবরা সবাই তোমরা সমর্থ তো না? হীনবল নও তো, সবাই সমর্থ? আর শক্তির, বাবা সমান তোমরা? শক্তি সেনা তোমরা। শক্তিদেব শক্তি ময়াজিত বানায়। আত্মা।

আজ বিশেষ অলঙ্করণ করতে ওরাও এসেছে। (কোলকাতার ভাই-বোনেরা ফুল নিয়ে এসেছে, সব জায়গা ফুল দিয়ে খুব ভালো সাজিয়েছে।) এটাও স্নেহের লক্ষণ। এটা ভালো, তোমরা নিজেদের স্নেহের প্রমাণ দিয়েছ। আত্মা। টিচার্স হাত তোলো। প্রতিটা গ্রুপে অনেক টিচার আসে। টিচারদের ভালো চাক্স প্রাপ্ত হয়। সেটা ভালো, এখন নিজের ফিচার্স দ্বারা সবাইকে ফিউচারের সাফাংকার করাও। শুনেছো, কী করতে হবে? আত্মা।

মধুবনের তোমরা হাত তোলো - খুব ভালো। মধুবন নিবাসীরা অনেক চাক্স পায়। সেইজন্য বাপদাদা বলেন, মধুবন নিবাসী অধ্যাত্ম চ্যাম্পেলর। তোমরা চ্যাম্পেলর তো না? সেবা করতে হবে। যদিও সবাইকে মধুবন নিবাসী সন্তুষ্ট করে, তাই তো না! সেইজন্য বাপদাদা মধুবন নিবাসীকে কখনো ভোলেন না। মধুবন নিবাসীদের বিশেষভাবে স্মরণ করেন। মধুবন নিবাসীদের তিনি কেন স্মরণ করেন? কারণ মধুবন নিবাসীর মেজরিটি বাবার ভালোবাসায় পাশ হয়েছে। বাবার প্রতি মেজরিটির ভালবাসা অটুট। মধুবন কম নয়, খুব ভালো।

ইন্দোর জোনের সেবাধারী এসেছে - যারা ইন্দোরের তারা হাত তোলো। অনেকে রয়েছে, ভালো। সেবা করা অর্থাৎ সমীপে আসার ফল খাওয়া। সেবার চাক্স নেওয়া অর্থাৎ পুণ্য জমা করা। তো সব সেবাধারী নিজের পুণ্যের খাতা জমা করেছে। এই শুভ আশিস বা পুণ্য লিফটের কাজ করে।

আত্মা - দেশ ও বিদেশের যারা দূরে বসেও সমীপে রয়েছে, সব বাচ্চাকে বাপদাদা স্নেহের দিবসের রিটার্নে পদ্ম গুণ স্নেহের স্মরণ- ভালবাসা দিচ্ছেন। বাপদাদা দেখেন, কোথায় ক'টা বাজে, কোথায় কত টাইম হয়েছে, কিন্তু জাগ্রত জ্যোতি অক্লান্ত

হয়ে শুনছে আর খুশি হচ্ছে। বাপদাদা বাচ্চাদের খুশি দেখছেন। বলো, সবাই খুশিতে নাচছে তো না? সবাই কাঁধ নাড়াচ্ছে, হ্যাঁ বাবা। জনক বস্টিও খুব মিষ্টি মিষ্টি হাসছে। বাস্তুবে তো সবাইকে বাবার স্মরণ আছে, কিন্তু কতজনের নাম নেবেন! অনেক বাচ্চা আছে, সেইজন্য বাপদাদা বলেন, তোমরা প্রত্যেক বাচ্চা নিজের নামে পার্সোনাল স্মরণ-স্নেহ স্বীকার করছ আর করতে থাকো। আচ্ছা - এখন এক সেকেন্ডে নিরাকারী স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও। (বাপদাদা ড্রিল করিয়েছেন)

লিভিং ভ্যালুজ এর ট্রেনিং চলছে - সেবার জন্য এটা ভালো সাধন। লিভিং ভ্যালু পরিচালনা করতে করতে নিজের লাভলি লিভিংয়ের অভ্যাস নিরন্তর বাড়াও।

আচ্ছা - বাপদাদা আজ একটা বিষয় গুলজার বস্টিকে বলছিলেন, বিশেষ অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন, ব্রহ্মা তনের সেবার মতো এই রথও ৩৩ বছর পূর্ণ করেছে। এই পার্টও ড্রামাতে আছে। বাবার সহযোগ আর বস্টির সাহস, উভয়ে মিলে পার্ট প্লে করেন। আচ্ছা -

সদা স্নেহের সাগরে সমাহিত হওয়া সকলকে, যারা সদা লাভে লীন থাকে, সদা করাবনহার আত্মা স্বরূপে স্থিত থাকে, সদা তিন শব্দের "শিব মন্ত্র" প্রত্যক্ষ জীবনে নিয়ে আসে, সদা বাবার সমান মাস্টার মুক্তিদাতা হয়ে বিশ্বের আত্মাদের মুক্তি প্রাপ্ত করায় এমন সর্ব শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণের স্নেহ- সুমন আর নমস্কার।

দাদিজির সাথে - আজকের দিনে বাবা বাচ্চাদেরকে বিশেষভাবে বিশ্বের সামনে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। বাবা করাবনহার হয়েছেন এবং বাচ্চাদের করণহার বানিয়েছেন। এটা ভালো, এই স্নেহের তরঙ্গ সবাইকে সমাহিত করে। আচ্ছা - শরীর চালানোর বিধি শিখে নিয়েছ তো না! এটা দ্বারা কাজ করাতে করাতে বাবা সমান অব্যক্ত হয়ে যাবে। সহজ পুরুষার্থ হলো শুভ আশিস। সারাদিনে কেউই যেন অসন্তুষ্ট না হয়, আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় - এটাই হলো ফার্স্ট ক্লাস পুরুষার্থ। সহজও, ফার্স্টও। ঠিক আছে তো না! শরীর যেমনই হোক কিন্তু আত্মা তো শক্তিশালী, তাই না! তো তোমরা সবাই যে ১৪ বছর তপস্যা করেছে, সেই তপস্যার বল সেবা করাচ্ছে। এখন তো তোমার অনেক সাথী হয়ে গেছে। ভালো ভালো সেবার সাথী। শুধু তোমাকে দেখে খুশি হয়, এটাই অনেক। ঠিক আছে!

(বরিস্ঠ বড় ভাইদের সাথে) - ড্রামা অনুসারে যে প্ল্যান তৈরি হয় তা' ভালো হচ্ছে এবং প্রত্যেকে সদা সংগঠনে স্নেহ বা স্নেহাশিস নেওয়ার জন্য বালক তথা মালিক এর পার্ট পাকা করে পরস্পরকে অগ্রচালিত করতে করতে, পরস্পরের ধারণাকেও সম্মান দিয়ে যদি অগ্রচালিত হও, তবে শুধু সফলতা আর সফলতা। সফলতা তো হওয়ারই আছে। কিন্তু এখন যে নিমিত্ত আত্মারা রয়েছে তাদেরকে স্নেহের সম্বন্ধে নিয়ে এসো; প্রত্যেকের এই পুরুষার্থ তীর বানাতে হবে। স্নেহ যেন নিঃস্বার্থ স্নেহ হয়, যেখানে নিঃস্বার্থ স্নেহ থাকবে তারা সম্মান দেবেও আর নেবেও। বর্তমান সময়ে সবাইকে স্নেহের মালায় গাঁথতে হবে, এটাই বিশেষ আত্মাদের কার্য আর এর জন্যই এই স্নেহ সংস্কারকে পরিবর্তনও করাতে পারে। প্রত্যেকের কাছে জ্ঞান আছে কিন্তু স্নেহ যে কোনো সংস্কারের কাউকে সমীপে নিয়ে আসতে পারে। শুধু স্নেহের দুটো কথা সদাসর্বদার জন্য তাদের জীবনের সহায় হতে পারে। নিঃস্বার্থ স্নেহ শীঘ্রাতিশিঘ্র মালা তৈরি করে দেবে। ব্রহ্মা বাবা কী করেছেন? স্নেহ দিয়ে তোমাদের আপন বানিয়েছেন। সুতরাং আজ এর আবশ্যকতা রয়েছে। এটা এরকমই তো না!

(সোনিপতের জন্য মিটিং হচ্ছে, ওখানে অনুভব করানোর জন্য সমূহ সাধনের ব্যবহার কীভাবে করবে)

সেই প্ল্যান তো তোমরা বানাচ্ছো, প্রত্যেকের সংকল্প, ধারণা যা মেজরিটি দ্বারা বিশেষভাবে স্বীকৃত হবে, সেটা বানাও। অনুভব তখনই করাতে পারবে যখন অনুভব স্বরূপ হবে। আচ্ছা।

বরদান:- দূততার শক্তির দ্বারা সফলতা প্রাপ্ত করে ত্রিকালদর্শী আসনধারী ভব
দূততার শক্তি হলো শ্রেষ্ঠ শক্তি যা অসতর্কতামূলক শক্তিকে সহজে পরিবর্তন করে দেয়। বাপদাদার বরদান হলো - যেখানে দূততা আছে সেখানে সফলতা আছেই। শুধু যেমন সময়, তেমন নিয়মে সিদ্ধি স্বরূপ হও। যে কোনও কর্ম করার আগে আদি মধ্য অন্ত ভেবেচিন্তে কার্য করো এবং করাও অর্থাৎ ত্রিকালদর্শী আসনধারী হও, তবে অসতর্কতা সহজে সমাপ্ত হয়ে যাবে। সংকল্প রূপী বীজ শক্তিশালী দূততা সম্পন্ন হোক, তবে বাণী আর কর্মে সহজ সাফল্য আছেই।

স্লোগান:- সদা সন্তুষ্ট থেকে যারা সবাইকে সন্তুষ্ট করে তারাই সন্তুষ্টমণি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ভিতরে-ভিতরে দিন রাত বাবা - বাবা চলতে থাকলে তবে অপার খুশী থাকবে, বুদ্ধিতে থাকবে বাবা আমাদের কুবেরের ধন-ভান্ডার দিতে এসেছেন"

*প্রশ্নঃ - বাবা কোন্ বাচ্চাদের অনেস্ট (সং) ফুল বলেন? তাদের লক্ষণ বলো?

*উত্তরঃ - অনেস্ট ফুল হলো সে-ই, যে কখনোই মায়ার বশীভূত হয় না। মায়ার সংঘাতের মধ্যে আসে না। এইরকম অনেস্ট ফুল লাস্ট এসেও ফাস্ট (দ্রুত) যাওয়ার পুরুষার্থ করে। তারা পুরানোদের থেকেও এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রাখে। নিজেদের অবগুণকে বের করে দেওয়ার পুরুষার্থতে থাকে। অপরের অবগুণকে দেখে না।

ওম্ শান্তি । শিব ভগবানুবাচ। তিনি হলেন আত্মাদের পিতা। কারণ শিব তো সুপ্রিম রুহ (আত্মা), আত্মাই তো, তাই না। বাবা তো প্রতিদিন নতুন নতুন কথা বোঝাতে থাকেন। গীতা শোনার সন্ধ্যাসী ইত্যাদি অনেক আছে। তারা বাবাকে স্মরণ করতে পারে না। বাবা শব্দ ওদের মুখ থেকে কখনো বের হতে পারে না। এই শব্দ হলোই গৃহস্থ মার্গের লোকদের জন্য। ওরা তো হলো নিবৃত্তি মার্গের। তারা ব্রহ্মকেই স্মরণ করে। মুখে কখনো শিববাবা বলবে না। তোমরা চাইলে গিয়ে চেক করতে পারো। মনে করো বড়-বড় বিদ্বান সন্ধ্যাসী চিন্ময়ানন্দ ইত্যাদি গীতা শোনায়, এরকম নয় যে তারা গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বুঝতে পেরে তার সাথে যোগ যুক্ত হতে পারবে। না। তারা তো হলো ব্রহ্মর সাথে যোগ যুক্ত হতে চাওয়া ব্রহ্ম-জ্ঞানী বা তত্ত্ব জ্ঞানী। কৃষ্ণকে কখনো কেউ বাবা বলছে, এটা হতে পারে না। তাহলে কৃষ্ণ তো গীতা শোনানোর বাবা- এটা দাঁড়ালো না। শিবকে সকলে বাবা বলে, কারণ উনি সমস্ত আত্মাদের পিতা। সব আত্মারা ওঁনাকে ডাকে - পরমপিতা পরমাত্মা। উনি হলেন সুপ্রিম, পরম- কারণ পরমধামে থাকেন। তোমরাও সকলে পরমধামে থাকো, কিন্তু ওঁনাকে পরমাত্মা বলা হয়। উনি কখনো পুনর্জন্মে আসেন না। নিজেই বলেন - আমার জন্ম হলো দিব্য আর অলৌকিক। এ'রকম কোনো রথে প্রবেশ করে তোমাদের বিশ্বের মালিক হওয়ার যুক্তি বলি, এটা আর কোথাও হতে পারে না। তাই বাবা বলেন - আমি কে, আমি কিরকম, আমাকে কেউ জানে না। আমি যখন নিজের পরিচয় দিই তখন জানতে পারে। এই ব্রহ্ম বা তত্ত্বকে মানে যারা, তারা আবার কৃষ্ণকে নিজের বাবা মানবে কিভাবে। আত্মারা সবাই বাচ্চা সাব্যস্ত হলো যে না। সবাই কিভাবে কৃষ্ণকে পিতা বলবে। এইরকম তো আর বলতে পারে না যে কৃষ্ণ সবার পিতা। আমরা সবাই হলাম ব্রাদার্স। এরকমও নয় কৃষ্ণ সর্বব্যাপী। সবাই কি আর কৃষ্ণ হতে পারে। যদি সবাই কৃষ্ণ হয় তো তার বাবাও চাই। মানুষ অনেক কিছু ভুলে আছে। জানে না বলেই বলেন আমাকে কোটির মধ্যে কেউ জানে। কৃষ্ণকে তো যে কেউই জেনে যায়। বিদেশের সবাইও তাকে জানে। লর্ড কৃষ্ণ বলে থাকে। চিত্রও আছে, আসল চিত্র তো নেই। ভারতবাসীদের থেকে শোনে, এনার পূজা অনেক হয়, তারপর গীতাতে এটা লিখে দিয়েছে - কৃষ্ণ ভগবান। ভগবানকে কী লর্ড বলা যায়? তারা বলে লর্ড কৃষ্ণ। লর্ড টাইটেল বাস্তবে বড় মানুষদের প্রাপ্ত হয়। তারা তো সবাইকে দিতে থাকে, একে বলা হয় অন্ধকার নগরী। যে কোনো পতিত মানুষকে লর্ড বলে দেয়। কোথায় আজকালকার পতিত মানুষ, কোথায় শিব বা কৃষ্ণ! বাবা বলেন, আমি তোমাদের যে জ্ঞান প্রদান করি, সেটা আবার বিলুপ্ত হয়ে যায়। আমি এসেই নূতন দুনিয়া স্থাপন করি। আমি জ্ঞানও এখনই দিই। আমি যখন জ্ঞান দেব তখনই বাচ্চারা শুনবে। আমি ছাড়া কেউ শোনাতে পারে না। জানেই না।

সন্ধ্যাসী কি আর শিববাবাকে স্মরণ করতে পারে? তারা বলতেও পারে না যে নিরাকার গডকে স্মরণ করো। তোমরা কী কখনো তাদের তা বলতে শুনেছো? অনেক লেখা-পড়া করা মানুষও বোঝে না। বাবা এখন বোঝান - কৃষ্ণ ভগবান নয়। মানুষ তো তাকেই ভগবান বলতে থাকে। কতো পার্থক্য হয়ে গেছে। বাবা তো বসে বাচ্চাদের পড়ান। তিনি বাবা, টিচার এমন কি গুরুও। শিববাবা বসে সকলকে বোঝান। না বোঝার কারণে ত্রিমূর্তিতে শিব রাখেই না। ব্রহ্মাকে রাখে, যাকে প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলে। প্রজাকে রচনা করেন যিনি। কিন্তু ওনাকে ভগবান বলা হবে না। ভগবান প্রজা রচনা করেন না। ভগবানের তো সকল আত্মারা হলো বাচ্চা। আবার কারোর দ্বারা প্রজা রচনা করেন। তোমাদের কে অ্যাডপ্ট করেছে? ব্রহ্মা দ্বারা বাবা অ্যাডপ্ট করেছেন। ব্রাহ্মণ হবে যখন তখনই তো দেবতা হবে। এই কথা তো তোমরা কখনো শোনেনি। প্রজাপিতারও অবশ্যই পার্ট আছে। অ্যাঙ্কট চাই তো। এতো প্রজা কোথা থেকে আসবে। তারা তো কুখ বংশাবলী (গর্ভজাত) হতে পারে না। সেই গর্ভজাত ব্রাহ্মণ বলবে - আমার সারনেম (পদবী) হলো ব্রাহ্মণ। সবার নাম তো আলাদা-আলাদা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো তখনই বলবে, যখন শিববাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করেন। এ হলো নতুন কথা। বাবা নিজে বলেন - আমাকে কেউ জানে না, সৃষ্টি চক্র কি তাও জানে না। তাই তো ঋষি- মুনি সকলে নেতি, নেতি (এটাও না - ওটাও না) বলে

গেছে। না পরমাত্মাকে, না পরমাত্মার রচনাকে জানে। বাবা বলেন যখন আমি এসে নিজের পরিচয় দিই, তখনই জানে। এই দেবতাদের কি আর ওখানে এই কথা মনে পড়ে যে আমরা এই রাজ্য কীভাবে পেয়েছি? এদের মধ্যে জ্ঞান থাকেই না। পদ প্রাপ্ত করে নিয়েছে তাই আর জ্ঞানের দরকার থাকে না তাদের। সঙ্গতির জন্যই জ্ঞানের প্রয়োজন। এরা তো সঙ্গতি প্রাপ্ত করেছেই। এটা খুবই বোঝার মতো রহস্যপূর্ণ বিষয়। বুদ্ধিমান যে, সে-ই বুঝতে পারবে। এছাড়া যে সব বয়স্ক মাতা-রা আছে, ওদের মধ্যে এতো বুদ্ধিই তো নেই। সেটাও ড্রামার প্ল্যান অনুসারে প্রত্যেকের নিজস্ব পার্ট আছে। এইরকম তো বলবে না যে - হে ঈশ্বর বুদ্ধি দাও। আমি সবাইকে একরকম বুদ্ধি দিলে তো সবাই নারায়ণ হয়ে যাবে। সবাই একে অপরের উপরে সিংহাসনে বসবে নাকি! হ্যাঁ, এইম অবজেক্ট হলো এটা হওয়া। সবাই পুরুষার্থ করছে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার। হবে তো পুরুষার্থ অনুসারে, তাই না। সবাই যদি হাত তোলে যে - আমি নারায়ণ হবো, তো বাবার ভিতরে-ভিতরে হাসি আসবে যে, তাই না। সবাই এক রকম হতে পারে কীভাবে! নম্বর অনুযায়ী তো হয়। নারায়ণ- দ্যা ফাস্ট, সেকেন্ড, থার্ড। যে'রকম এডওয়ার্ড দ্যা ফাস্ট, সেকেন্ড থার্ড...হয়। যদিও এইম অবজেক্ট হলো এটা, কিন্তু নিজে তো বুঝতে পারে- চলন এমন হলে তবে কি পদ প্রাপ্ত হবে? পুরুষার্থ তো অবশ্যই করতে হবে। বাবা নম্বর অনুযায়ী ফুল নিয়ে আসেন, নম্বর অনুযায়ী ফুল দিতেও পারেন কিন্তু ঐরকম করেন না। অনেকেই তাতে আশাহত হয়ে পড়বে। বাবা জানেন, দেখেনও কে বেশী সার্ভিস করছে, এ তো খুব ভালো ফুল। শেষে তো নম্বর অনুযায়ী হয়ই। অনেক পুরানোরাও বসে আছে কিন্তু তাদের মধ্যে নতুন নতুন, বড়-বড় ভালো ফুল আছে। বাবা বলবেন, এ তো নম্বর ওয়ান অনেস্ট ফুল, কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব, ঈর্ষা ইত্যাদি এর মধ্যে নেই। অনেকের মধ্যে কোনো না কোনো ঘাটতি অবশ্যই আছে। কাউকেই তো সম্পূর্ণ বলা যায় না। ষোলো কলা সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য অনেক পরিশ্রমের দরকার। এখন তো কেউ সম্পূর্ণ হতে পারে না। এখন তো ভালো ভালো বাচ্চাদের মধ্যেও তো অনেক ঈর্ষা রয়ছে। ঘাটতি তো আছে। বাবা জানেন, সকলে কেমন পুরুষার্থ করছে। দুনিয়ার লোকেরা কি জানে! তারা তো কিছু বোঝে না। খুবই কম বোঝে। গরীব যে তাড়াতাড়ি বোঝে। অসীম জগতের বাবা পড়াতে এসেছেন। সেই বাবাকে স্মরণ করলে আমাদের পাপ খন্ডন হবে। আমরা বাবার কাছে এসেছি, বাবার থেকে নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। নম্বর অনুযায়ী তো হয়ে থাকে - ১০০ থেকে শুরু করে এক নম্বর পর্যন্ত। বাবাকে জেনে নিয়েছে, একটু যদি শুনে থাকে তো অবশ্যই স্বর্গে যাবে। ২১ জন্মের জন্য স্বর্গে আসা কি কিছু কম ব্যাপার! এইরকম তো নয় যে, কেউ মরলে পরে বলবে ২১ জন্মের জন্য স্বর্গে গেছে। স্বর্গ আছেই বা কোথায়! কিরকম মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং (ভুল বোঝাবুঝি) করে দিয়েছে। বড়-বড় ভালো লোকেরাও বলে দিয়েছে অমুকে স্বর্গে গেছেন। স্বর্গ বলে কাকে? অর্থ কিছুই বোঝে না। এটা শুধুমাত্র তোমরাই জানো। তোমরাও মানুষ, কিন্তু তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো। নিজেকে ব্রাহ্মণই বলে থাকো। তোমাদের ব্রাহ্মণদের এক বাপদাদা আছেন। সন্ন্যাসীদেরকেও তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো - এই যে মহাবাক্য বা ভগবানুবাচ আছে যে, দেহের সাথে দেহের সকল ধর্ম ছেড়ে মামেকম্ স্মরণ করো - এটা কি কৃষ্ণ বলে যে, "মামেকম্ স্মরণ করো"? তোমরা কৃষ্ণকে স্মরণ করো কি? তারা কিন্তু কখনো হ্যাঁ বলবে না। সেখানেই প্রত্যক্ষ হয়ে যাবে। কিন্তু বেচারী অবলারা যায়, তারা কি আর জানে। তারা নিজেদের ফলোয়ারদের প্রতি ফুঙ্ক হয়ে যায়। দুর্ভাসার নাম আছে না! তাদের আবার খুব অহঙ্কার। তাদের ফলোয়ারসও অনেক। ভক্তির রাজ্য যে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করার ক্ষমতা কারোর নেই। নয়তো তাকে বলতে হতো তুমি তো শিববাবাকে পূজা করো। এখন ভগবান বলে কাকে? নুড়ি-পাথর, ভাঙা কলসীর টুকরোতে কি ভগবান? তারাও পরে এ'সব কথা বুঝবে। তারা এখন তাদের নেশায় রয়েছে। সবাই হলো পূজারী। তাদেরকে পূজ্য বলা যাবে না।

বাবা বলেন, আমাকে বিরলই কেউ জানে। বাচ্চারা, আমি যে হই, যে' রকম হই - তোমাদের মধ্যেও বিরলই কেউ, অ্যাকুউরেট জানে। তার ভিতরে ভিতরে অনেক খুশী থাকে। এটা তো বোঝে যে, বাবা-ই আমাদের স্বর্গের বাদশাহী দেন। কুবেরের ধন-ভান্ডার লাভ হয় আমাদের। আল্লাহ্ আলাদীনের খেলাও (আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ) দেখায়। প্রদীপ ঘোষলেই অটেল ধন-ভান্ডার বেরিয়ে আসবে। অনেক খেলা দেখায় - এক সম্রাটের বন্ধু ছিলেন ভগবান, তার উপরেও গল্প আছে। যে কিনা তার রাজত্ব একদিনের জন্য দিয়ে দেবে তাকে, যে প্রথম সাঁকোর উপরে আসবে। এই সবই হলো গল্প। এখন বাবা বোঝান খোদা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বন্ধু হন, এনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের সাথে থাওয়া-দাওয়া করেন, খেলাও করেন। শিববাবা আর ব্রহ্মাবাবার রথ একই, অবশ্যই তাই শিববাবাও খেলা করতে পারেন। বাবাকে স্মরণ করে খেললে এনার মধ্যে দুই জন থাকে। হলেন তো দুই জন - বাবা আর দাদা। কিন্তু এ'কথা কেউই বোঝে না, বলে রথে করে এসেছেন, তাই আবার ঘোড়ার গাড়ীর রথ দেখিয়ে দিয়েছে। এইরকম বলে না যে, কৃষ্ণের উপর বসে শিববাবা জ্ঞান দিচ্ছেন। তারা আবার বলে দেয় কৃষ্ণ ভগবানুবাচ। এইরকম তো বলবে না যে, ব্রহ্মা ভগবানুবাচ। না। এটা হলো রথ। শিব ভগবানুবাচ। বাবা বসে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের নিজের আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের পরিচয়, ডিউরেশন (সময় কালের পরিধি সম্বন্ধে) বলেন। যে কথা কেউই জানে না। যারা সেন্সেবেল হবে তারা বুদ্ধি দিয়ে কাজে

লাগাবে। সন্ন্যাসীদের তো সন্ন্যাস করতে হবে। তোমরাও শরীর সহ সব কিছুই সন্ন্যাস করো। তোমরা জানো যে, এটা পুরানো চামড়া, আমাদের তো এখন নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে। আমরা আত্মারা এখানে থাকার জন্য নই। এখানে পার্ট প্লে করতে এসেছি। আমরা পরমধামের বাসিন্দা। তোমরা বাচ্চারা এটাও জানো ওখানে নিরাকারী বৃক্ষ কিরকম। সমস্ত আত্মারা ওখানে থাকে, এই অনাদি ড্রামা নির্ধারিত হয়েই আছে। কতো কোটি-কোটি জীব-আত্মারা আছে। এতো সব কোথায় থাকে? নিরাকারী দুনিয়ায়। এছাড়া নক্ষত্র সমূহ তো আর আত্মা নয়। মানুষ তো নক্ষত্রদেরও দেবতা বলে দিয়েছে। কিন্তু সেসব কোনো দেবতা নয়। জ্ঞান সূর্য তো আমরা শিববাবাকে বলবো। তাই ওঁনাকে দেবতা বলা যাবে কি? শাস্ত্রে কি-কি সব লিখে দিয়েছে। এই সব হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী। যার দ্বারা তোমরা নীচে নামতেই থেকেছো। ৮৪ জন্ম নিলে তো অবশ্যই নীচে আসতে থাকবে। এখন এটা হলো আয়রন এজেড দুনিয়া। সত্যযুগকে বলা হয় গোল্ডেন এজেড দুনিয়া। সেখানে কারা থাকতো? দেবতারা। তারা গেলো কোথায়- এটা কারোরই জানা নেই। তারা এটা বোঝে যে মানুষ পুনর্জন্ম নেয়। বাবা বুঝিয়েছেন, পুনর্জন্ম নিতে নিতে দেবতা থেকে পরিবর্তিত হয়ে হিন্দু হয়ে গেছে। পতিত হয়ে গেছে। আর কারোর ধর্ম পরিবর্তিত হয় না। এদের ধর্ম কেন পরিবর্তিত হয় - কারোর জানা নেই। বাবা বলেন ধর্ম ভ্রষ্ট, কর্ম ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। দেবী দেবতা যখন ছিলো নারী-পুরুষ পবিত্র জুড়ি ছিলো। তোমরা আবার রাবণ-রাজ্যে অপবিত্র হয়ে গেছো। তাই দেবী-দেবতা বলা যায় না, সেইজন্য নাম হলো হিন্দু। দেবী-দেবতা ধর্ম কৃষ্ণ ভগবান স্থাপন করেননি। অবশ্যই শিববাবা এসেই করে থাকবেন। শিব জয়ন্তী শিব রাত্রিও পালন করা হয় কিন্তু উনি এসেই করেছেন, এটা কারোর জানা নেই। শিব পুরাণও একটি আছে। বাস্তবে শিবের একমাত্র গীতাই আছে, যা শিববাবা শুনিয়েছেন, আর কোন শাস্ত্র হয় না। তোমরা কোনো হিংসা করো না। তোমাদের কোনো শাস্ত্র তৈরী হয় না। তোমরা নতুন দুনিয়াতে চলে যাও। সত্যযুগে গীতা ইত্যাদি কোনো শাস্ত্রই হয় না। সেখানে কে পড়বে? তারা তো বলে দেয় এই বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি পরমম্পরায় চলে আসছে। ওদের কিছুই জানা নেই। স্বর্গে কোনো শাস্ত্র ইত্যাদি হয় না। বাবা তো দেবতায় পরিণত করে দিয়েছেন, সকলের সঙ্গতি হয়ে গেছে আবার শাস্ত্র পড়ার দরকার কি। সেখানে শাস্ত্র হয় না। এখন বাবা তোমাদের জ্ঞানের চাবি দিয়ে দিয়েছেন, যার দ্বারা বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। প্রথমে তালা একদম বন্ধ ছিলো, কিছুই বুঝতে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কারোর প্রতিই ঈর্ষা ইত্যাদি করতে নেই। যাবতীয় দুর্বলতা বের করে দিয়ে সম্পূর্ণ হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। ঈশ্বরীয় পার্থ পড়ে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে হবে।

২) শরীর সহ সব কিছুই সন্ন্যাস করতে হবে। কোনো প্রকারেরই হিংসা করতে নেই। অহঙ্কার রাখতে নেই।

বরদানঃ:- অবিনাশী আর অসীম জগতের অধিকারের খুশী বা নেশায় থেকে সদা নিশ্চিন্ত ভব দুনিয়ায় লৌকিক অধিকারের জন্য অনেক পরিশ্রম করে, তোমরা তো বিনা পরিশ্রমেই অধিকার প্রাপ্ত করেছো। বাচ্চা হয়েছো অর্থাৎ অধিকার নিয়েছো। “বাঃ আমি শ্রেষ্ঠ অধিকারী আত্মা” - এই অসীম জগতের অধিকারের নেশা আর খুশীতে থাকো তো সদা নিশ্চিন্ত থাকবে। এই অবিনাশী অধিকার নিশ্চিত রূপেই আছে। যেখানে নিশ্চিত থাকে সেখানে নিশ্চিন্ত থাকে। নিজের সকল দায়িত্ব বাবাকে অর্পণ করে দাও তো সকল চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- যারা উদারচিত্ত, বিশাল হৃদয়ের অধিকারী হয় তারাই হলো একতা-র ভিত্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা যতটা সময় বাবার স্মরণে থাকবে, ততটা সময় উপার্জন(কামাই) হতেই থাকবে, স্মরণের দ্বারাই তোমরা বাবার সমীপে আসতে থাকবে"

*প্রশ্নঃ - যে বাচ্চারা স্মরণে থাকতে পারে না, তারা কোন্ বিষয়ে লজ্জা পায়?

*উত্তরঃ - তারা নিজেদের চার্ট রাখতে লজ্জা পায়। মনে করে, সত্যিকথা লিখলে বাবা কি বলবে। কিন্তু বাচ্চাদের কল্যাণ এতেই রয়েছে যে, তারা যেন সত্যিকারের চার্টই লিখতে থাকে। চার্ট লেখায় অনেক লাভ রয়েছে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, এতে লজ্জা পেও না।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা বসে তাঁর বাচ্চাদের বোঝান। বাচ্চারা, এখন তোমরা এখানে ১৫ মিনিট পূর্বে এসে বাবাকে স্মরণ করতে বসো। এখানে এখন আর অন্য কোনো কাজ নেই। বাবার স্মরণেই এসে বসো। ভক্তিমার্গে তো বাবার কোনো পরিচয়ই পাওয়া যায়নি। এখানে বাবার পরিচয় পেয়েছো আর বাবা বলেন, মামেকম্ স্মরণ করো। আমি তো সব বাচ্চাদেরই পিতা। বাবাকে স্মরণ করলে (বাবার) অবিনাশী উত্তরাধিকার স্বাভাবিকভাবেই স্মরণে চলে আসা উচিত। ছোট বাচ্চা তো নও, তাই না। যদিও লেখে যে, আমরা ৫ মাস বা ২ মাসের (বাচ্চা), কিন্তু তোমাদের কর্মেন্দ্রীয় তো বড়। তাই আত্মিক পিতা বোঝান, এখানে বাবা আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে বসতে হবে। তোমরা জানো, আমরা নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পুরুষার্থে তৎপর বা স্বর্গে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। বাচ্চারা, তাই তোমাদের নোট করা উচিত - আমরা এখানে বসে-বসে (বাবাকে) কতটা স্মরণ করি? (চার্ট) লিখলে বাবা বুঝে যাবেন। এমনও নয় যে বাবা জানেন না - প্রত্যেকে কতটা সময় স্মরণে থাকে? সে তো প্রত্যেকেই নিজেদের চার্ট দেখেই বুঝতে পারে - বাবার স্মরণে ছিল, না বুদ্ধি অন্যদিকে চলে গিয়েছিল? এও বুদ্ধিতে রয়েছে যে, বাবা যখন আসবেন, সেটাও তো বাবার-ই স্মরণ। কতটা সময় স্মরণ করেছো, চার্টে সত্যিকথা লিখবে। মিথ্যাকথা লিখলে তো শতগুণ পাপ চড়বে আরও ক্ষতি হয়ে যাবে তাই সত্যিকথা লেখো - যত স্মরণ করবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে। আর এও জানো যে, আমরা বাবার সমীপে এসে গেছি। শেষে যখন স্মরণ করা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন আমরা পুনরায় বাবার কাছে চলে যাবো। পুনরায় কেউ শীঘ্র নতুন দুনিয়ায় এসে পার্ট প্লে করবে, আর কেউ কেউ ওখানেই (শান্তিধামে) বসে থাকবে। ওখানে কোনো সঙ্কল্প চলে না। ওটা হলো মুক্তিধাম, দুঃখ-সুখের উর্ধ্ব। সুখধামে যাওয়ার জন্য এখন তোমরা পুরুষার্থ করছো। যত তোমরা স্মরণ করবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে। স্মরণের চার্ট রাখলে জ্ঞানের ধারণাও ভালো হবে। চার্ট রাখলে লাভই হয়। বাবা জানে যে, স্মরণে না থাকার কারণে লিখতে লজ্জা পায়। বাবা কি আর করবে, মুরলীর মাধ্যমে শুনিয়ে দেবেন। বাবা বলেন, এতে লজ্জার কি আছে। মনে-মনে প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে - আমরা স্মরণ করি কি করি না? কল্যাণকারী বাবা বোঝান যে, নোট করলে তোমাদের কল্যাণই হবে। যতক্ষণ না বাবা (ক্লাসে) আসছেন সেইসময়ে তোমাদের স্মরণের চার্ট কেমন ছিল? তফাৎটা তোমাদের দেখা উচিত। প্রিয় জিনিসকে তো অনেক স্মরণ করা হয়। কুমার-কুমারীর যখন বাগদান-পর্ব সমাপ্ত হয়ে যায় তখন তারা স্মরণের মাধ্যমে একে-অপরের হৃদয়ে বিরাজ করে। এমনকি একে-অপরকে না দেখেও তারা জানে যে, তারা বাগদত্ত বা বাগদত্তা। পরে বিবাহ হওয়ার পর সেই স্মরণ আরও পাকা হয়ে যায়। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, শিববাবা হলেন আমাদের অসীম জগতের পিতা। যদিও বাবাকে দেখোনি, কিন্তু বুদ্ধির সাহায্যে বুঝতে পারো। যদি সেই পিতা নাম-রূপ রহিত হন, তাহলে পূজা কার করো? স্মরণ কেন করো? নাম-রূপ রহিত, অনন্ত তো কোনো বস্তুই হয় না। অবশ্যই সব বস্তুকে দেখা যায় তবেই তো তার বর্ণনা করা হয়। আকাশকেও তো দেখো, তাই না। অনন্ত বলতে পারো না। ভক্তিমার্গে ভগবানকে স্মরণ করে - 'হে ভগবান' তাহলে অন্তহীন বলবে কি, না বলবে না। 'হে ভগবান' বললেই তো তৎক্ষণাৎ তিনি স্মরণে আসেন তাহলে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে। আত্মাকেও জানা যায়, কিন্তু দেখা যায় না।

সকল আত্মাদের পিতা একজনই, আর তোমরা তাঁকে জেনেও গেছো। বাচ্চারা, তোমরা এও জানো যে, বাবা এসে আমাদের পড়ানও। পূর্বে একথা তোমাদের জানা ছিল না যে, তিনিই পড়ান। তাই কৃষ্ণের নাম বলা হয়েছে। কৃষ্ণকে তো এই স্থূল নয়ন দ্বারা দেখা যায়। তাঁর উদ্দেশ্যে অনন্ত, নাম-রূপ বহির্ভূত এসব কথা বলা যেতে পারে না। কৃষ্ণ তো কখনো বলে না - মামেকম্ স্মরণ করো। তিনি তো সম্মুখেই বিরাজমান। তাকে বাবাও বলা যাবে না। মাতারা তো কৃষ্ণকে (তাঁর মূর্তিকে) শিশু মনে করে কোলে বসায়। জন্মাষ্টমীতে ছোট কৃষ্ণকে দোলনায় দোলায়। তাহলে কি সর্বদা ছোটই রয়ে যায়। আবার রাসলীলাও তো করে। তাহলে তো অবশ্যই একটু বড় হয়েছে, যখন আরো বড় হয় তখন কি হন, কোথায় যান, কারোর

জানা নেই। সর্বদা শরীর ছোটই তো থাকবে না, তাই না। লোকেরা এইসব কিছুই খেয়াল করে না। (বহুপূর্ব হতেই) এই পূজা-অর্চনাদির রীতি-রেওয়াজের প্রচলন রয়েছে। কারোর মধ্যেই এখন আর জ্ঞান নেই। দেখানোও হয় যে, কৃষ্ণ কংসপুরীতে জন্মগ্রহণ করেছে। এখানে কংসপুরীর তো কোন কথাই নেই। এই ব্যাপারে কারও বিচার-বুদ্ধিই সঠিক দিশায় চলে না। ভক্তরা তো বলে যে, কৃষ্ণ সর্বব্যাপী, পুনরায় তাঁকে স্নানও করানো হয়, ভোজনও করানো হয়। এখন তিনি তো ভোজন করেন না। মূর্তির সম্মুখে রাখে এবং নিজেরাই খেয়ে নেয়। এও তো ভক্তিমার্গ, তাই না। শ্রীনাথজীর সম্মুখে এত ভোগ অর্পণ করা হয়। উনি তো খান না, (ভক্তরা) নিজেরাই খেয়ে নেয়। দেবীমাতা-দের পূজাতেও সেটাই করে। নিজেরাই দেবী-মূর্তি তৈরী করে, পূজা-অর্চনা করে পুনরায় ডুবিয়ে দেয়। গহনাদি সব খুলে নিয়ে ডুবিয়ে দেয়, ওখানে অনেক লোকজন থাকে। যার যাকিছু হাতে আসে সে সেগুলো নিয়ে নেয়। অধিক পূজা দেবীদেরই হয়। লক্ষ্মী আর দুর্গা দুয়েরই মূর্তি তৈরী করা হয়, কিন্তু বড়মা তো এখানেই রয়েছেন, তাই না। তাকে ব্রহ্মপুত্রও বলা হয়। তোমরাই জানো যে, তাঁর এই জন্ম আর ভবিষ্যৎ-রূপের পূজা হয়। ড্রামা কতো ওয়ান্ডারফুল। এই ধরনের কথা শাস্ত্রে আসে না। এ হলো প্র্যাটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি। বাচ্চারা, এখন তোমাদের জ্ঞান রয়েছে। তোমরা জানো যে, সর্বাপেক্ষা অধিক চিত্র যা বানানো হয়েছে তা হলো আত্মাদের। যখন রুদ্র-যজ্ঞ রচনা করা হয় তখন লক্ষ-লক্ষ শালগ্রামও তৈরী করা হয়। দেবীমাতাদের চিত্র কখনো লক্ষ-লক্ষ তৈরী করা হয় না। যদিও সেখানে অনেক ভক্তরা থাকে, তারা অনেক দেবী-মূর্তিও বানায়, আর ওরাই আবার সেই একই সময়ে লক্ষ-লক্ষ শালগ্রামও তৈরী করে। যদিও তাদের কোনো ফিক্সড দিন থাকে না। কোনো শুভ মুহূর্ত ইত্যাদিও থাকে না। যেমন দেবীদের পূজার জন্য নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা থাকে, তখনই হয়। বড় বড় ব্যবসায়ীরা যখন মনে করে যে যজ্ঞের জন্য রুদ্র বা শালগ্রাম তৈরী করবে, তখন তারা ব্রাহ্মণদের ডাকে। রুদ্র বলা হয় একমাত্র বাবাকেই। তার সঙ্গে আবার অনেক শালগ্রামও তৈরী করে। তারা বলে দেয় এত গুলো শালগ্রাম তৈরী করো। তাদের এরজন্য কোনো তিথি-তারিখ নির্দিষ্ট করা থাকে না। এমনও নয় যে, তারা শিবজয়ন্তীতেই রুদ্রপূজা করে থাকে। না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃহস্পতিবারকেই শুভদিন হিসাবে ধার্য করা হয়। দীপাবলীতে একটি খালার উপর লক্ষ্মীর চিত্র সাজিয়ে পূজা করে, পুনরায় রেখে দেয়। উনি হলেন মহালক্ষ্মী, যুগল-মূর্তি। মানুষ এইসব কথা জানে না। লক্ষ্মীর কাছে টাকাপয়সা কোথা থেকে আসবে? যুগলকে তো চাই, তাই না। তাই এঁরা হলেন যুগল (লক্ষ্মী-নারায়ণ)। পুনরায় নাম মহালক্ষ্মী রেখে দেয়। কখন দেবীদের আবির্ভাব হয়েছিল? কোন্ সময়ে মহালক্ষ্মী ছিলেন? এইসমস্ত কথা মানুষ জানেই না। এখন একথা তোমাদের বাবা বসে বোঝান। তোমাদের মধ্যেও সকলের ধারণা একরকম থাকে না। বাবা এতকিছু বুঝিয়েও পুনরায় বলেন, শিববাবা স্মরণে রয়েছে তো? উত্তরাধিকার স্মরণে রয়েছে তো? মুখ্য কথাই হলো এটা। ভক্তিমার্গে কত টাকা পয়সা নষ্ট করে। এখানে তোমাদের পাই-পয়সাও নষ্ট হয় না। তোমরা সলভেন্ট হওয়ার জন্য সার্ভিস করো। ভক্তিমার্গে তোমরা অনেক পয়সা খরচ করো, বিকারী হয়ে যাও, সবকিছু মাটিতে মিশে যায়। কত পার্থক্য। এইসময় যাকিছু করে তা ঈশ্বরীয় সেবায় শিববাবাকে দেয়। শিববাবা তো খান না, খাও তো তোমরা। তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা তো এর ড্রাস্টী। ব্রহ্মাকে তো দাও না। তোমরা শিববাবাকে দাও। কেউ-কেউ বলে - বাবা, তোমার জন্য ধুতি-পাঞ্জাবি (কুর্তা) নিয়ে এসেছি। বাবা বলেন -- এঁনাকে (ব্রহ্মা) দিলে তোমাদের কিছুই জমা হবে না। জমা সেটাই হবে যা তোমরা শিববাবাকে স্মরণ করে এঁনাকে দেবে। তাছাড়া এটাও তো জানো যে, ব্রাহ্মণরা শিববাবার ভান্ডার থেকেই লালিত-পালিত হয়। বাবাকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই যে পাঠাব কি? উনি তো নেবেন না। যদি ব্রহ্মাকে স্মরণ করো, তবে তোমাদের (প্রাপ্তি) জমাই হবে না। ব্রহ্মাকেও তো নিতে হবে শিববাবার ভান্ডার (খাজানা) থেকে। তখন শিববাবাই স্মরণে আসবে। তোমাদের জিনিস তিনি কেন গ্রহণ করবেন। বি.কে.-দের দেওয়াও ভুল। বাবা তো বুঝিয়েছেন যে, তোমরা কারোর কাছ থেকে নিয়ে যদি পরিধান করো তাহলে তার কথাই স্মরণে আসবে। যদি কোনো ছোট বা হালকা জিনিস হয় সেটা কোনো বড় ব্যাপার নয়। কোনো ভালো বা বড় জিনিস হলে তো আরোই মনে পড়বে - অমুকে এটা দিয়েছে। তাদের জমা তো কিছুই হয় না। তাহলে তো ক্ষতিই হলো, তাই না। শিববাবা বলেন - মামেকম্ স্মরণ করো। আমার বস্ত্রাদির কোনো প্রয়োজনই নেই। বস্ত্রাদি তো বাচ্চাদের চাই। তারা শিববাবার ভান্ডার থেকে পরবে। আমার তো নিজের শরীর নেই। ইনি (ব্রহ্মা) তো শিববাবার ভান্ডার থেকে নেওয়ার অধিকারী। রাজস্বেরও অধিকারী। বাবার ঘরেই তো বাচ্চারা খাওয়া-দাওয়া করে, তাই না। তোমরাও সার্ভিস করো, আর জমা করতে থাকো। যত বেশী সার্ভিস করবে, তত বেশী উপার্জন হবে। তোমরা শিববাবার ভান্ডার থেকেই খাও, পান করো। ওঁনাকে যদি না দাও তাহলে তো জমাই হবে না। শিববাবাকেই দিতে হবে। বাবা তোমার থেকে আমরা ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য পদ্মাপদমপতিই হবে। টাকা পয়সা তো শেষ হয়ে যাবে, তাই সমর্থকে আমরা দিয়ে দিই। বাবা-ই তো সমর্থ (সর্বশক্তিমান), তাই না। তিনি ২১ জন্মের জন্য সবকিছু দিয়ে দেন। ইনডায়রেস্টলী যারা দেয় তারাও তো ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই দান করে, তাই না। ইনডায়রেস্ট দানে এতটা শক্তি থাকে না। এখন তোমরা অনেক শক্তি অর্জন করো কারণ তিনি সম্মুখে রয়েছেন। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি

তো এইসময়েই এখানে থাকেন।

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কিছু দান-পুণ্য করলে, অল্পকালের জন্য কিছু প্রাপ্ত হয়। এখানে তো বাবা তোমাদের বোঝান - আমি সম্মুখে রয়েছি। আমিই দাতা। ইনি তো শিববাবাকে সবকিছু দান করে দিয়ে সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব (বাদশাহী) নিয়ে নিয়েছেন, তাই না। এও জানো যে - এই ব্যক্তির-ই (সাকারী ব্রহ্মা) অব্যক্ত-রূপের সাক্ষাৎকার হয়। এঁনার মধ্যেই শিববাবা এসে বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলেন। কখনই এ'কথা মনে আনা উচিত নয় যে - আমরা মানুষজনের থেকে নেবো। বলা, শিববাবার ভান্ডারায় পাঠিয়ে দাও, এঁনার উদ্দেশ্যে দান করলে তো কিছুই পাওয়া যাবে না। আরও ক্ষতি হয়ে যাবে। যদি গরীব হয়, তাহলে ৩-৪ টাকার কোনো জিনিস দেবে। এর থেকে তো শিববাবার ভান্ডারায় দান করলে তা পদমণ্ডল হয়ে যাবে। নিজেকে ক্ষয়-ক্ষতির দিকে নিয়ে যাবে কি, না যাবে না। পূজা সাধারণতঃ দেবীদেরই হয়ে থাকে, কারণ তোমরা দেবীরাই বিশেষভাবে নিমিত্ত হও জ্ঞান প্রদানের জন্য। যদিও গোপেরাও (ভাই) জানে, কিন্তু সাধারণতঃ মাতারাই ব্রাহ্মণী হয়ে পথ বলে দেয়। তাই দেবীদের নামের মহিমা অধিক। দেবীদের পূজার প্রচলন বেশী। বাচ্চারা, এও তোমরাই জানো যে অর্ধকল্প আমরা পূজ্য ছিলাম। প্রথমে ফুল পূজ্য, তারপর সেমি-পূজ্য। কারণ দুই কলা কম হয়ে যায়। রামের ডিনায়েসাটি বলা হবে ত্রেতাকে। ওরা তো লক্ষ-লক্ষ বছরের কথা বলে, তাই তার কোনো হিসেবই হতে পারে না। ভক্তিমার্গে চলা মানুষের বুদ্ধিতে আর তোমাদের বুদ্ধিতে কত রাত-দিনের পার্থক্য! তোমরা হলে ঈশ্বরীয় বুদ্ধিসম্পন্ন, ওরা হলো রাবণ-বুদ্ধিসম্পন্ন। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে, এই সমগ্র চক্রই ৫ হাজার বছরের, যা আবর্তিত হতেই থাকে। যারা রাতে (ভক্তিতে) রয়েছে তারা বলে লক্ষ-লক্ষ বছর, আর যারা দিনে (জ্ঞানে) রয়েছে তারা বলে ৫ হাজার বছর। ভক্তিমার্গে অর্ধকল্প তোমরা অসত্য কথা শুনেছো। সত্যযুগে এমন কথা হয়ই না। ওখানে তো অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এখন তোমরা ডায়রেক্ট মত পাও। এ হলো শ্রীমদভগবতগীতা, তাই না। আর কোনো শাস্ত্রে 'শ্রীমদ্' শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। প্রতি ৫ হাজার বছর পর এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ, গীতার যুগ আসে। লক্ষ-লক্ষ বছরের কথা তো হতে পারে না। যখনই কেউ আসবে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। অসীম জগতের পিতা, রচয়িতা অর্থাৎ নিজের এবং তাঁর রচনার সমগ্র পরিচয় (জ্ঞান) দিয়েছেন। বাবা তাও বলেন যে - আচ্ছা, বাবাকে স্মরণ করো, আর কোনো ধারণা না করতে পারলে শুধু নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। পবিত্র তো হতেই হবে। বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হলে দৈবী-গুণও ধারণ করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ২১ জন্মের জন্য পদমণ্ডল উপার্জন করতে হলে ডায়রেক্ট ঈশ্বরীয় সেবায় সবকিছু সফল করতে হবে। ট্রাস্টী হয়ে শিববাবার জন্য সেবা করতে হবে।

২) যতটা সময়ের জন্য স্মরণ করতে বসো, ততটা সময়ে বুদ্ধি কোথায়-কোথায় গেছে - তা চেক করতে হবে। সততার সাথে নিজের পোতামেল (চার্ট) রাখতে হবে। নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য বাবা আর তাঁর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণে রাখতে হবে।

বরদানঃ:- বিস্মৃতির দুনিয়া থেকে বেরিয়ে স্মৃতি স্বরূপ থেকে হিরো-র পার্ট প্লে করা বিশেষ আত্মা ভব
এই সঙ্গম যুগ হলো স্মৃতির যুগ আর কলিযুগ হলো বিস্মৃতির যুগ। তোমরা সবাই বিস্মৃতির দুনিয়া থেকে বেরিয়ে এসেছো। যে স্মৃতি স্বরূপ থাকে সে-ই হলো হিরো-র পার্ট প্লে করা বিশেষ আত্মা। এই সময় তোমরা হলে ডবল হিরো, এক হলো হিরের সমান ভ্যালুয়েবল হয়েছে আর দ্বিতীয় হলো হিরো পার্ট। তো মনের মধ্যে এই গান সদাই যেন বাজতে থাকে যে - বাঃ আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য। যেরকম লৌকিক অক্যুপেশন স্মরণে থাকে সেইরকম এই অবিনাশী অক্যুপেশন - “আমি হলাম শ্রেষ্ঠ আত্মা” স্মরণে থাকলে তখন বলা হবে বিশেষ আত্মা।

স্নোগানঃ:- সাহসের প্রথম কদম এগিয়ে দাও তাহলে বাবার সম্পূর্ণ সহায়তা প্রাপ্ত হবে।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - অসীম জগতের স্ফলারশিপ নিতে হলে অভ্যাস করো - একমাত্র বাবার স্মরণ ছাড়া অন্য কেউ যেন স্মরণে না আসে"

*প্রশ্নঃ - বাবার আপন হওয়ার পরেও যদি খুশী অনুভব না হয় তো তার কারণ কি?

*উত্তরঃ - ১. বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে না। ২. বাবাকে যথার্থ ভাবে স্মরণ করে না। স্মরণ না করার জন্য মায়া ধোঁকা দেয়, তাই খুশী থাকে না। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে যেন এই নেশা থাকে - বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক করেন, তাই সর্বদা আনন্দ ও খুশী থাকে। বাবার যে উত্তরাধিকার আছে - পবিত্রতা, সুখ ও শান্তি, এতে ফুল (পরিপূর্ণ) হও তাহলে খুশী থাকবে।

ওম্ শান্তি। ওম্ শান্তির অর্থ তো বাচ্চাদের ভালো ভাবে জানা আছে যে - আমি আত্মা, এ হলো আমার শরীর। এই কথা ভালো ভাবে স্মরণ করো। ভগবান মানে আত্মাদের পিতা, তিনি আমাদের পড়ান। এমন কথা কখনও শুনেছো? তারা তো ভাবে কৃষ্ণ পড়ান, কিন্তু তাঁর তো নাম-রূপ আছে, তাইনা। এখানে যিনি পড়ান তিনি হলেন নিরাকার পিতা। আত্মা শোনে এবং পরমাত্মা বলেন। এ হলো নতুন কথা, তাইনা। বিনাশ তো হওয়ারই, তাই না। এক হলো বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি, দ্বিতীয় হলো বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধি। আগে তো তোমরাও বলতে ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী, পাথরে নুড়িতে ভগবান আছেন। এইসব কথা ভালো মতন বুঝতে হবে। এই কথা তো বোঝানো হয়েছে আত্মা হলো অবিনাশী, শরীর হল বিনাশী। আত্মা কখনও ছোটো হয় না, বড়ও হয় না। আত্মা হলো খুব ছোট, সেই সূক্ষ্ম আত্মা-ই ৮৪ জন্ম নিয়ে সম্পূর্ণ পার্ট প্লে করে। আত্মা শরীরকে চালায়। উঁচু থেকে উঁচু বাবা পড়ান, তাই পদ মর্যাদাও অবশ্যই উঁচুই হবে, তাইনা। আত্মা-ই পড়াশোনা করে উচ্চ পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করে। আত্মাকে চোখে দেখা যায় না। খুব চেষ্টা করা হয় যাতে আত্মা কিভাবে আসে তা দেখার, বা কোথা থেকে বেরিয়ে যায়? কিন্তু জানা যায় না। যতই চেষ্টা করা হয়েছে তবুও কেউ বুঝতে পারেনি। এই কথা তো তোমরা বুঝেছ আত্মা-ই এই শরীরে বাস করে। আত্মাও আলাদা, জীবও আলাদা। আত্মা ছোট-বড় হয় না। জীব ছোট থেকে বড় হয়। আত্মা-ই পতিত থেকে পবিত্র হয়। আত্মা-ই বাবাকে আহ্বান করে - হে পতিত আত্মাদের পবিত্রকারী বাবা - এসো। এই কথাও বোঝানো হয়েছে - সব আত্মারা হল ব্রাইড (সীতা) এবং উনি হলেন রাম। ব্রাইড গ্রুম হলেন একজন। তারা আবার সবাইকে ব্রাইড গ্রুম বলে দেয়। এবারে ব্রাইড গ্রুম সকলের মধ্যে প্রবেশ করবে, এমন তো হতে পারে না। বুদ্ধিতে এই উল্টো জ্ঞান থাকার দরুন নীচে নেমে এসেছে কারণ গ্লানি বা নিন্দে করেছে, পাপ করেছে, সম্মান হনন করেছে। বাবার অতিরিক্ত গ্লানি করেছে। সম্মান কখনও পিতার গ্লানি করবে নাকি ! কিন্তু আজকাল বাচ্চারা খারাপ হয় বাবারও গ্লানি করে থাকে। ইনি তো হলেন অসীম জগতের পিতা। আত্মারা-ই অসীম জগতের পিতার নিন্দা করে - বাবা তুমি হলে কচ্ছ-মচ্ছ অবতার। কৃষ্ণেরও নিন্দা করেছে - রানীদের হরণ করেছে, এই করেছে সেই করেছে, মাখন চুরি করেছে। এবারে মাখন ইত্যাদি চুরি করার কি দরকার আছে। কতখানি তমোপ্রধান বুদ্ধি হয়েছে। বাবা বলেন আমি তোমাদের পবিত্র হওয়ার সহজ যুক্তি বলি। বাবা হলেন পতিত-পাবন সর্ব শক্তিমান অথরিটি। যেমন সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদি যারা আছেন, তাদের শাস্ত্রের অথরিটি বলা হয়। শঙ্করাচার্যকেও বেদ শাস্ত্র ইত্যাদির অথরিটি বলা হবে, তার কত না আড়ম্বর রয়েছে। শিবাচার্যের তো কোনোরকম আড়ম্বর নেই, তাঁর সঙ্গে কোনো পল্টন (লোক লস্কর) নেই। ইনি তো বসে সকল বেদ-শাস্ত্রের সার তত্ত্ব বলে দেন। যদি শিববাবা আড়ম্বর করবেন তাহলে তো সর্বপ্রথমে এনার (ব্রহ্মাবাবার) আড়ম্বর করা উচিত। কিন্তু না। বাবা বলেন আমি তো বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের সার্ভেন্ট। বাবা এনার (ব্রহ্মা বাবার) মধ্যে প্রবেশ করে বোঝান যে বাচ্চারা, তোমরা পতিত হয়েছে। তোমরা পবিত্র হয়ে ৮৪ জন্মের পরে পতিত হয়েছে। এদের-ই হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি আবার রিপিট হবে। এনারাই ৮৪ জন্ম ভোগ করেছে। তারপরে এদেরই সতোপ্রধান হওয়ার যুক্তি বলি। বাবা-ই হলেন সর্বশক্তিমান। ব্রহ্মা দ্বারা বেদ-শাস্ত্রের সার তত্ত্ব বোঝান। চিত্রে ব্রহ্মাকে শাস্ত্র সহ দেখানো হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে শাস্ত্র ইত্যাদির ব্যাপার নেই। না বাবার কাছে শাস্ত্র আছে, না ব্রহ্মার কাছে আছে, না তোমাদের কাছে শাস্ত্র আছে। এইসব তো তোমাদের নিত্য নতুন কথা শোনান তিনি। এই কথা তো জানো যে সবই হল ভক্তি মার্গের শাস্ত্র। আমি কোনও শাস্ত্র খোড়াই শোনাই। আমি তো তোমাদের মুখ দিয়ে শোনাই। তোমাদের রাজ যোগ শেখাই, যার নাম ভক্তি মার্গে গীতা রাখা হয়েছে। আমার কাছে বা তোমাদের কাছে কোনও গীতা ইত্যাদি আছে কি? এ তো হলো পড়াশুনা। পড়াশুনায় অধ্যায়, শ্লোক ইত্যাদি হয় নাকি। বাচ্চারা, আমি তোমাদের পড়াই, হুবহু কল্প-কল্প এমন ভাবে পড়াব। কতখানি সহজ কথা বলি - নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এই শরীর তো মাটিতে মিশে যাবে। আত্মা হল অবিনাশী, শরীর তো ক্ষণে ক্ষণে

শেষ হতে থাকে। আত্মা এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করে।

বাবা বলেন আমি তো একবার-ই আসি। শিবরাত্রিও পালন করা হয়। বাস্তুবে হওয়া উচিত শিব জয়ন্তী। কিন্তু জয়ন্তী বললে মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া হয় যায়, তাই শিব রাত্রি বলা হয়। দ্বাপর-কলিযুগের রাত্রিতে আমাকে খুঁজে বেড়ায়। বলে দেয় সর্বব্যাপী। তবে তো তোমাদের মধ্যেও আছে ! তাহলে ধাক্কা কেন খাও ! একদম দেবতা সম্প্রদায় থেকে অসুরী সম্প্রদায়ের হয়েছে। দেবতারা কখনও মদ্য পান করে কি? সেই আত্মারা-ই পতিত হয়ে মদ ইত্যাদি পান করে। বাবা বলেন, এখন এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে। পুরানো দুনিয়ায় আছে অনেক ধর্ম, নতুন দুনিয়ায় থাকে একটি ধর্ম। এক থেকে অনেক ধর্ম হয়েছে পুনরায় এক ধর্ম নিশ্চয় হতে হবে। মানুষ তো বলে দেয় কলিযুগে এখন ৪০ হাজার বছর বাকি আছে, একেই বলা হয় ঘোর অন্ধকার। জ্ঞান সূর্য প্রকট হয়েছে ফলে অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ হবেই। মানুষ কত জ্ঞানহীন। বাবা জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান সাগর আসেন তো তোমাদের ভক্তি মার্গের অজ্ঞানতা মিটে যায়। তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে-করতে পবিত্র হয়ে যাও, খাদ বেরিয়ে যায়। এ হলো যোগ অগ্নি। কাম অগ্নি কালো করে দেয়। যোগ অগ্নি অর্থাৎ শিববাবার স্মরণ সুন্দর বানিয়ে দেয়। কৃষ্ণের নামও রাখা হয় - শ্যাম-সুন্দর। কিন্তু অর্থ কি আর বোঝে। বাবা এসে অর্থ বুঝিয়ে দেন। সর্ব প্রথমে সত্যযুগে কত সুন্দর স্বরূপ থাকে। আত্মা পবিত্র সুন্দর হয় তো শরীরও পবিত্র সুন্দর ধারণ করে। সেখানে ধন সম্পদ সবকিছুই নতুন থাকে। নতুন পৃথিবী আবার পুরানো হয়। এখন এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে। খুব আয়োজন করা হচ্ছে। ভারতবাসী এত বোঝে না, যতটা বোঝে যে, আমরা নিজেদের কুলের বিনাশ করছি। কেউ প্রেরিত করছে। বিজ্ঞানের দ্বারা আমরা নিজেদের বিনাশ টেনে আনছি। এই কথাও বুঝে যে খ্রাইস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে প্যারাডাইজ ছিল। এই গড-গডেজদের (দেব-দেবীর) রাজ্য ছিল। ভারত-ই প্রাচীন ছিল। এই রাজ যোগের দ্বারা লক্ষ্মী-নারায়ণ এমন স্বরূপে পরিণত হয়েছিলেন। সেই রাজ যোগ আবার বাবা-ই শেখাতে পারেন। সন্ন্যাসীরা শেখাতে পারে না। আজকাল কত ঠগবাজি চলেছে। বাইরে গিয়ে বলে - আমরা ভারতের প্রাচীন যোগের শিক্ষা দিয়ে থাকি। আর তারপরে বলে ডিম খাও, মদ্য পান ইত্যাদি করো, যা হচ্ছে তাই করো। এবারে তারা রাজ যোগের শিক্ষা দেবে কিভাবে। মানুষকে দেবতায় পরিণত করবে কিভাবে। বাবা বোঝান আত্মা কতখানি উচ্চ স্বরূপধারী হয়, পরে পুনর্জন্ম নিতে নিতে সত্যপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়ে যায়। এখন তোমরা আবার স্বর্গের স্থাপনা করছ। সেখানে দ্বিতীয় কোনও ধর্ম থাকেই না। এখন বাবা বলেন নরকের বিনাশ তো অবশ্যই হবে। এখানে যারা এসেছে তারা আবার স্বর্গেও নিশ্চয়ই আসবে। শিববাবার কথা একটু শুনে নিলেও স্বর্গে অবশ্যই আসবে। তারপরে যত পড়া করবে, বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। এখন বিনাশ কাল তো হল সবার জন্যই। বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধি যারা আছে, বাবা ব্যতীত কাউকে স্মরণ করে না, তারা-ই উঁচু পদের অধিকারী হয়। একেই বলা হয় অসীম জগতের স্ফলারশিপ, এতেই তো রেস করা উচিত। এ হল ঈশ্বরীয় লটারি। এক হল স্মরণ, দ্বিতীয়তঃ দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে এবং রাজা-রানী হতে গেলে প্রজা তো বানাতেই হবে। কেউ অনেক প্রজা বানায়, কেউ কম। প্রজা তৈরি হয় সার্ভিস দ্বারা। মিউজিয়াম, প্রদর্শনী ইত্যাদিতে অসংখ্য প্রজা তৈরি হয়। এই সময় তোমরা পড়ছ তারপরে সূর্যবংশী- চন্দ্রবংশী কুলে চলে যাবে। এ হল তোমরা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণদের কুল। বাবা ব্রাহ্মণ কুল অ্যাডপ্ট করে তাদের পড়ান। বাবা বলেন আমি একটি কুল এবং দুইটি বংশ নির্মাণ করি। সূর্যবংশী মহারাজা-মহারানী, চন্দ্রবংশী রাজা-রানী। এদেরকে বলা হয় ডবল মুকুটধারী। পরে যখন বিকারগ্রস্ত রাজারা থাকে তাদের লাইটের মুকুট থাকে না। সেই ডবল মুকুটধারীদের মন্দির বানিয়ে তাঁদের পূজা করে। পবিত্রের সামনে গিয়ে মাথা নত করে। সত্যযুগে এইসব কথা থাকে না। ওটা হল পবিত্র দুনিয়া, সেখানে পতিত কেউ হয় না। তাকে বলা হয় সুখধাম, ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড। এই দুনিয়াকে বলা হয় ভিসস ওয়ার্ল্ড, অপবিত্র দুনিয়া। একজনও পবিত্র নয়। সন্ন্যাসীরা ঘর সংসার ত্যাগ করে চলে যায়, রাজা গোপীচন্দ্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় কিনা। তোমরা জানো কোনও মানুষ একে-অপরকে গতি-সদগতি দিতে পারে না। সকলের সদগতি দাতা হলাম একমাত্র আমিই। আমি এসে সবাইকে পবিত্র করি। এক তো পবিত্র হয়ে শান্তিধাম যাবে এবং দ্বিতীয় পবিত্র হয়ে সুখধাম আসবে। এটা হল অপবিত্র দুঃখধাম। সত্যযুগে অসুখ বিসুখ ইত্যাদি কিছুই হয় না। তোমরা সেই সুখধামের মালিক ছিলে, তারপরে রাবণ রাজ্যে দুঃখধামের মালিক হয়েছে। বাবা বলেন কল্প-কল্প তোমরা আমার শ্রীমৎ অনুসারে স্বর্গ স্থাপন কর। নতুন দুনিয়ায় রাজ্য প্রাপ্ত কর। তারপরে পতিত নরকবাসী হও। দেবতারা-ই পরে বিকার গ্রস্ত হয়। বাম মার্গে যায়।

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদেরকে বাবা এসে পরিচয় দিয়েছেন যে আমি একবার-ই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে আসি। আমি যুগে-যুগে তো আসিই না। কল্পের সঙ্গম যুগে আসি, যুগে-যুগে নয়। কল্পের সঙ্গমে কেন আসি? কারণ নরককে স্বর্গে পরিণত করি। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আসি। অনেক বাচ্চারা লেখে - বাবা, আমাদের খুশীর অনুভূতি স্থির থাকে না, উল্লাস অনুভব হয় না। আরে, বাবা তোমাদের বিশ্বের মালিক করেন, এমন পিতাকে স্মরণ করে তোমাদের খুশীর অনুভূতি হয় না ! তোমরা

সম্পূর্ণ রূপে স্মরণ করো না। তাই খুশীও স্থির থাকে না। স্বামীকে স্মরণ করে খুশী অনুভব হয়, যে পতিতে পরিণত করে এবং বাবা, যিনি ডবল মুকুটধারী বানান, তাঁকে স্মরণ করে খুশী অনুভব হয় না। বাবার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও বলো যে খুশী থাকে না ! বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান নেই। স্মরণ করো না, তাই মায়া ধোঁকা দেয়। বাচ্চাদের কত ভালো ভাবে বোঝানো হয়। কল্প-কল্প বোঝানো হয়। আত্মারা যারা পাথর বুদ্ধি হয়েছে, তাদের পারস বুদ্ধি অর্থাৎ দৈবী বুদ্ধিতে পরিণত করেন। নলেজফুল বাবা নিজে এসে নলেজ প্রদান করেন। তিনি হলেন সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ। পবিত্রতায় ফুল বা সম্পূর্ণ, প্রেম ভালোবাসায় ফুল। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর, প্রেমের সাগর তাই না। এমন পিতার কাছে তোমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত কর। এমন হতেই তোমরা আসো। বাকি ওইসব সংসঙ্গ ইত্যাদি সবই হল ভক্তি মার্গের। তাতে মূখ্য উদ্দেশ্য কিছুই নেই। একেই তো গীতা পাঠশালা বলা হয়, বেদ পাঠশালা নয়। গীতার দ্বারা নর থেকে নারায়ণ হও। নিশ্চয়ই বাবা বানাবেন, তাইনা। মানুষ মানুষকে দেবতা করতে পারে না। বাবা বার-বার বাচ্চাদেরকে বোঝান - বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। তোমরা কেউ দেহ নও। আত্মা বলে আমি এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করি। আত্মা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) যেমন শিববাবার কোনো আড়ম্বর নেই, সার্ভেন্ট হয়ে বাচ্চাদেরকে পড়াতে এসেছেন, সেই রকম বাবার সম অথরিটি হওয়া সত্ত্বেও নিরহংকারী হয়ে থাকতে হবে। পবিত্র হয়ে পবিত্র করার সেবা করতে হবে।

২) বিনাশ কালের সময় ঈশ্বরীয় লটারি প্রাপ্ত করার জন্য প্রীত বুদ্ধি হয়ে স্মরণে থাকার বা দৈবী গুণ ধারণ করার রেস করতে হবে।

বরদানঃ:- শুদ্ধ সংকল্পের ঘেরাটোপের দ্বারা সেক্টর অনুভব করে এবং অন্যদেরকে করিয়ে শক্তিশালী আত্মা ভব শক্তিশালী আত্মা হলো সে, যে দূততার শক্তির দ্বারা সেকেন্ডেরও কম সময়ে ব্যর্থকে সমাপ্ত করতে পারে। শুদ্ধ সংকল্পের শক্তিকে চিনে নাও, একটা শুদ্ধ বা শক্তিশালী সংকল্প অনেক চমৎকার দেখাতে পারে। কেবল যেকোনও দূত সংকল্প করো, দূততাই সফলতাকে নিয়ে আসবে। সকলের জন্য শুদ্ধ সংকল্পের বন্ধন, ঘেরাটোপ এমন ভাবে তৈরী করো যে যদি কেউ একটু দুর্বলও থাকে, তারজন্য এই ঘেরাটোপ এক ছত্রছায়া হয়ে যাবে, সেক্টর সাধন বা দুর্গ হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- সব থেকে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য হলো তার, যে ডাইরেক্ট ভগবানের দ্বারা পালনা, পড়া আর শ্রেষ্ঠ জীবনের শ্রীমৎ প্রাপ্ত করেছে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা, সদা শ্রীমত অনুসারে চলা - এটাই হলো শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ, শ্রীমৎ অনুসারে চললে আত্ম-দীপ প্রজ্জ্বলিত হয়ে যায়"

*প্রশ্নঃ - সম্পূর্ণরূপে পুরুষার্থ কে করতে পারে? উচ্চ পুরুষার্থ কি?

*উত্তরঃ - সম্পূর্ণ পুরুষার্থ সে-ই করতে পারে যার অ্যাটেনশন বা বুদ্ধির যোগ এক এর প্রতিই থাকে। সর্বাপেক্ষা উচ্চ পুরুষার্থ হলো বাবার উপর সম্পূর্ণরূপে বলিপ্রদত্ত (কুর্বান) হয়ে যাওয়া। (সেচ্ছায়) বলিপ্রদত্ত বাচ্চারা ই বাবার অতি প্রিয়।

*প্রশ্নঃ - সত্যিকারের দীপাবলী উদযাপনের জন্য অসীম জগতের বাবা কোন্ রায় দেন?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা, অসীম জাগতিক পবিত্রতাকে ধারণ করো। এখানে যখন অসীম জাগতিক পবিত্র হয়ে উঠবে, এই রকম উচ্চ পুরুষার্থ করলে তবেই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্বে যেতে পারবে অর্থাৎ সত্যিকারের দীপাবলী বা করোনেশন ডে পালন করতে পারবে।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, এখন এখানে বসে কি করছে? চলতে-ফিরতে অথবা বসে-বসে জন্ম-জন্মান্তরের যা কিছু পাপের বোঝা মাথার উপর রয়েছে সেগুলিকে স্মরণের যাত্রার মাধ্যমে বিনাশ করছে। আত্মা একথা জানে যে, আমরা যত বাবাকে স্মরণ করব ততই পাপ খন্ডন হয়ে যাবে। বাবা ভালোভাবে বোঝান যে, যদিও (সকলেই) এখানে বসে রয়েছে তথাপি যারা শ্রীমতানুসারে চলে তাদের বাবার পরামর্শ ভালোই লাগবে। অসীম জগতের বাবার পরামর্শ পাওয়া যায়, তাই অপার পবিত্রতা ধারণ করতে হবে। তোমরা এখানে এসেছ অসীম জগতের পবিত্রতা ধারণ করতে, আর তা হবেই স্মরণের যাত্রার মাধ্যমে। কেউ-কেউ তো একদমই স্মরণ করতে পারে না, কেউ-কেউ আবার মনে করে, আমরা স্মরণের যাত্রার দ্বারা নিজেদের পাপ খন্ডন করছি অর্থাৎ নিজেদের কল্যাণ করছি। বাইরের লোকেরা তো এইসব কথা জানেই না। তোমরাই বাবাকে পেয়েছো, তোমরাই তো থাকো বাবার নিকটে। তোমরা জানো যে, এখন আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছি, পূর্বে আসুরী সন্তান ছিলাম। এখন আমাদের সঙ্গ ঈশ্বরীয় সন্তানদের সাথে হয়েছে। গায়নও তো রয়েছে, তাই না - সংসঙ্গে স্বর্গবাস, অসংসঙ্গে নরকবাস অর্থাৎ ডুবে যায়। বাচ্চারা প্রতিমুহূর্তে একথা ভুলে যায় যে, আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান তাই আমাদের ঈশ্বরীয় মতানুসারে চলা উচিত, না কি মনমত অনুসারে। মানুষের মতকেই মনমত বলা হয়। মানুষের মত আসুরীই হয়ে থাকে। যে বাচ্চারা নিজেদের কল্যাণ চায়, সতোপ্রধান হওয়ার জন্য তারা বাবাকে সঠিকভাবে স্মরণ করতে থাকে। সতোপ্রধানের মহিমা-কীর্তনও হয়ে থাকে। তারা ঠিকই জানে যে, আমরা নম্বরের ক্রমানুযায়ী সুখধামের মালিক হয়ে যাই। যত শ্রীমতানুসারে চলে ততই উচ্চপদ লাভ করে, আর যত নিজের মতে (মনমত) চলবে ততই পদব্রষ্ট হয়ে যাবে। স্বকল্যাণ করার জন্য বাবার ডায়রেকশন তো পেতেই থাকে। বাবা বোঝান, এটাও পুরুষার্থ, যে যত স্মরণ করে তার পাপও ততই খন্ডিত হয়। স্মরণের যাত্রা ব্যতীত পবিত্র হতে পারবে না। উঠতে, বসতে, চলতে যেন এই প্রচেষ্টাই থাকে। বাচ্চারা, তোমরা কত বছর ধরে শিক্ষা পাচ্ছ তাও মনে কর যে, আমরা কত দূরে রয়েছি। বাবাকে এত স্মরণ করতে পারি না। তাহলে সতোপ্রধান হতে তো অনেকসময় লেগে যাবে। এর মাঝে যদি (আত্মা) শরীর পরিত্যাগ করে দেয় তাহলে তো কল্প-কল্পান্তরের জন্য পদপ্রাপ্তি কম হয়ে যাবে। যখন ঈশ্বরের হয়ে গেছ তখন তাঁর কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়ার পুরুষার্থ করা উচিত। তোমরা এখন শ্রীমত প্রাপ্ত কর। তিনি হলেন সর্বোচ্চ, ভগবান। তাঁর মতানুসারে না চললে অনেক ধোঁকা খেতে হবে। শ্রীমতানুসারে চলো কি চলো না, সে তো তোমরাই জানো আর শিববাবা জানে। তোমাদের যিনি পুরুষার্থ করান তিনি হলেন শিববাবা। সকল দেহধারীরাই পুরুষার্থ করে। ইনিও দেহধারী, এঁনাকেও শিববাবা পুরুষার্থ করান। বাচ্চাদেরই পুরুষার্থ করতে হবে। মুখ্য কথাই হলো, পতিতদের পবিত্র বানাতে হবে। সন্ন্যাসীরাও পবিত্র থাকে। তারা তো এক জন্মের জন্য পবিত্র হয়। এমনও অনেকে রয়েছে যারা এই জন্মে বাল-ব্রহ্মচারী হয়ে যায়। তারা দুনিয়াকে পবিত্র করার বিষয়ে কোন সহায়তা প্রদান করতে পারে না। সাহায্য তখন করা যায় যখন শ্রীমতানুসারে পবিত্র হয় এবং (সমগ্র) দুনিয়াকে পবিত্র করে।

এখন তোমরা শ্রীমৎ প্রাপ্ত করছো। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তোমরা আসুরী মতানুসারে চলেছো। এখন তোমরা জানো যে, সুখধামের স্থাপনা হচ্ছে। আমরা যত শ্রীমতানুসারে পুরুষার্থ করবো ততই উচ্চপদ লাভ করব। এ ব্রহ্মার মত নয়। ইনি তো পুরুষার্থী। এঁনার পুরুষার্থ অবশ্যই এত উচ্চ, তবেই তো লক্ষ্মী-নারায়ণ হন। তাই বাচ্চাদেরও তা ফলো করতে হবে।

শ্রীমতানুসারে চলতে হবে, মনমতে নয়। নিজের আত্ম-জ্যোতিকে জাগ্রত করতে হবে। এখন দীপাবলী পালিত হয়, সত্যযুগে দীপাবলী হয় না। ওখানে শুধু রাজ্যাভিষেক হয়। এছাড়া ওখানে আত্মারা তো সতোপ্রধান হয়ে যায়। এখানে যে দীপাবলী পালিত হয়, সে সবই মিথ্যে। বাইরের(শূল) প্রদীপ জ্বালানো হয়, ওখানে তো প্রতিটি ঘরেই প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয় অর্থাৎ সকলের আত্মাই সতোপ্রধান অবস্থায় থাকে। ২১ জন্মের জন্য জ্ঞান-ঘৃত ঢেলে দেওয়া হয়। পুনরায় ধীরে-ধীরে হ্রাস পেতে-পেতে এইসময় সমগ্র দুনিয়ার জ্যোতি ম্লিয়মাণ হয়ে যায়। তারমধ্যেও বিশেষ হলো ভারতবাসী, সাধারণভাবে সমগ্র দুনিয়া। এখন তো সকলেই পাপাত্মা, সকলেরই বিনাশের সময়, সকলকেই হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে ফেলতে হবে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের উচ্চপদ লাভ করার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে, শ্রীমতানুসারে চলেই তা লাভ করতে পারবে। রাবণ-রাজ্যে তো শিববাবার অনেক গ্লানি হয়েছে। এখনও যদি তাঁর আদেশানুসারে না চল তাহলে অনেক ধোঁকা খেতে হবে। ওঁনাকেই তো ডেকেছো যে, এসে আমাদের পবিত্র কর। তাই এখন স্ব-কল্যাণ করার জন্য শিববাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। তা নাহলে অতীব অকল্যাণ হয়ে যাবে। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা এটাও জানো যে - শিববাবার স্মরণ ব্যতীত আমরা সম্পূর্ণ পবিত্র হতে পারবে না। এত বছর হয়ে গেলো, তথাপি এখনও কেন তোমাদের জ্ঞানের ধারণা হলো না। (বুদ্ধিরূপী) স্বর্ণপাত্রের ধারণা হবে। নতুন-নতুন বাচ্চারা কত সার্ভিসেবেল হয়। দেখো, কত পার্থক্য। পুরানো-পুরানো বাচ্চারা এত স্মরণের যাত্রায় থাকে না যতটা নতুনরা থাকে। শিববাবার অনেক আদরের দুলাল রয়েছে, যারা অনেক সার্ভিস করে। যেভাবে শিববাবার নিকটে নিজেকে বলি (কুর্বান) দিয়েছে। বলিপ্রদত্ত হয়ে আবার কত সার্ভিসও করে। কত প্রিয়, মিষ্টি লাগে। স্মরণের যাত্রায় থেকেই বাবাকে সাহায্য করতে হবে। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। এইজন্যই তো আমাকে ডেকেছ যে, এসে পবিত্র করো, তাই বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করতে থাকো। দেহের সর্ব সম্বন্ধ পরিত্যাগ করতে হবে। শুধুমাত্র এক পিতা ব্যতীত মিত্র-সম্বন্ধীরাও যেন স্মরণে না আসে, তবেই উচ্চপদ লাভ করবে। স্মরণ না করলে উচ্চপদ লাভ করতে পারবে না। একথা বাপদাদাও বোঝে। বাচ্চারা, তোমরাও জানো। নতুন-নতুন যখন আসে তখন মনে করে দিনে-দিনে শুধরে যাবে। শ্রীমতানুসারে চলেই তো শুধরে যায়। ক্রোধের উপরেও পুরুষার্থ করতে-করতে বিজয় প্রাপ্ত করে। তাই বাবাও বোঝান, খারাপ সংস্কারকে নিষ্কাশিত করতে থাকো। ক্রোধ অত্যন্ত খারাপ। নিজের অন্তরকেও দহন করে আর অন্যকেও দহন করে। তাই একেও নিষ্কাশিত করা উচিত। বাচ্চারা বাবার শ্রীমতানুসারে চলে না তাই পদপ্রাপ্তি কম হয়ে যায়, জন্ম-জন্মান্তর, কল্প-কল্পান্তরের জন্য ক্ষতি হয়ে যায়।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, ওটা হলো লৌকিক পড়াশোনা, এ হলো আধ্যাত্মিক পঠন-পাঠন, যা আধ্যাত্মিক (পারলৌকিক) পিতা পড়ান। সবারকমের লালন-পালনও হতে থাকে। কোন বিকারী এর অভ্যন্তরে (মধুবন) প্রবেশ করতে পারে না। অসুখ-বিসুখ ইত্যাদির সময়ে মিত্র-সম্বন্ধীরা আসে, এ তো ঠিক নয়। আমরা সেটা পছন্দ করি না, কারণ তাহলে অন্তিম সময়ে সেই মিত্র-সম্বন্ধীরাই স্মরণে আসবে। তাহলে সেই উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। বাবা তো পুরুষার্থ করান, তাই কেউ-ই যেন স্মরণে না আসে। এমন নয় যে, আমরা অসুস্থ তাই মিত্র-সম্বন্ধীরা দেখা করতে এসেছে। না, তাদের ডেকে আনা নিয়ম বহির্ভূত। নিয়মানুসারে চললেই সঙ্গতি হয়। তা নাহলে শুধু-শুধুই নিজের ক্ষতি করে দেয়। এ হলো পবিত্র থেকেও পবিত্রতম স্থান। এখানে অপবিত্রতা থাকতে পারে না। যদি মিত্র-সম্বন্ধীরা স্মরণে থাকে তাহলে মৃত্যুকালে অবশ্যই তারাই স্মরণে আসবে। দেহ-অভিমান এলে নিজেরই ক্ষতি হয়ে যায়। সাজার যোগ্য হয়ে যায়। শ্রীমতে না চলার কারণে অনেক দুর্গতি হয়ে যায়। সার্ভিসের যোগ্য হতে পারে না। হাজার মাথা কুটলেও কিন্তু সার্ভিসেবেল হতে পারে না। অবজ্ঞা বা গ্লানি করলে প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে যায়। উর্ধ্ব ওঠার পরিবর্তে আরও অধঃপতনে যায়। বাবা বলেন, বাচ্চাদের আঞ্জাকারী হওয়া উচিত। তা নাহলে পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে। লৌকিক পিতারও ৪-৫টি সন্তান থাকে, কিন্তু তারমধ্যে যে আঞ্জাকারী হয় সেই তার প্রিয় হয়। যে আঞ্জাকারী নয়, সে তো দুঃখই দেবে। বাচ্চারা, এখন তোমরা দুজন অতি উচ্চ পিতাকে পেয়েছ, ওঁনাদের গ্লানি করা উচিত নয়। গ্লানি করলে জন্ম-জন্মান্তর, কল্প-কল্পান্তরের জন্য অতি নিম্নপদ লাভ করবে। পুরুষার্থ এমনভাবে করতে হবে যে অন্তিম সময়ে যেন একমাত্র শিববাবাই স্মরণে আসে। বাবা বলেন, আমি জানতে পেরে যাই যে - প্রত্যেকে কেমন পুরুষার্থ করছে। কেউ-কেউ তো যৎসামান্য স্মরণ করে, বাকি সময়ে নিজের মিত্র-সম্বন্ধীদের স্মরণ করে থাকে। তারা খুব খুশীতে থাকতে পারে না। উচ্চপদ লাভ করতে পারে না।

তোমাদের তো রোজই সঙ্করুবার। বৃহস্পতিবার কলেজ শুরু হয়। ওটা হলো লৌকিক বা পার্থিব জ্ঞান, এ হলো আধ্যাত্মিক জ্ঞান। তোমরা জানো যে, শিববাবা হলেন আমাদের বাবা, শিক্ষক, সঙ্করু। তাই তাঁর ডায়রেকশন অনুসারে চলা উচিত, তবেই তো উচ্চপদ লাভ করবে। যারা পুরুষার্থী, তাদের অন্তরে এত খুশী থাকে যে সেকথা আর জিজ্ঞাসা করো না। তাদের মধ্যে খুশী থাকে তাই অন্যদেরকেও খুশীতে রাখার পুরুষার্থ করে। দেখ, কন্যারা রাত-দিন কত পরিশ্রম করে - কারণ এ হলো অতি ওয়ান্ডারফুল জ্ঞান, তাই না। বাপদাদারও করুণা হয়, অনেক বাচ্চারা অবুঝ হওয়ার কারণে

কত লোকসান করে ফেলে। দেহ-অভিমানের কারণে ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত জ্বলতে থাকে। ক্রোধে মানুষ তামার মতন লালবর্ণের হয়ে যায়। ক্রোধ মানুষকে দহন করে আর কাম-বিকার কালো করে দেয়। মোহ-লোভে এতটা জ্বলে না যা ক্রোধে জ্বলে। ক্রোধের ভূত অনেকের মধ্যেই থাকে। কত লড়াই করে। লড়াই করে নিজেরই ক্ষতি করে ফেলে। নিরাকার, সাকার দুজনেরই গ্লানি করে। বাবা জানেন এরা হলো কুপুত্র। পরিশ্রম করলে উচ্চপদ লাভ করবে। তাই স্বকল্যাণের জন্য সর্ব সম্বন্ধকে ভুলতে হবে। একমাত্র বাবা ব্যতীত আর কাউকেই স্মরণ করবে না। গৃহে থেকেও, মিত্র-সম্বন্ধীদের দেখেও শুধু শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে। তোমরা সঙ্গমযুগে রয়েছে, এখন নিজেদের প্রকৃত গৃহকে, শান্তিধামকে স্মরণ করো।

এ হলো অসীম জগতের পড়াশোনা, তাই না। বাবা শিক্ষা দেন এতে বাচ্চাদেরই লাভ। অনেক বাচ্চা নিজেদের বেকায়দা চলনের জন্য শুধু-শুধুই নিজের ক্ষতি করে। পুরুষার্থ করে বিশ্বের রাজস্ব নেওয়ার জন্য কিন্তু মায়া-রূপী বিড়াল কান কেটে নেয়। অলৌকিক জন্ম নিয়ে বলে আমরা এই পদ প্রাপ্ত করবো কিন্তু মায়া-রূপী বিড়াল নিতে দেয় না, তাই পদব্রষ্ট হয়ে যায়। মায়া প্রচন্ড জোরে আঘাত করে। তোমরা এখানে এসেছো রাজ্য নেওয়ার জন্য। কিন্তু মায়া উত্ত্যক্ত করে। বাবারও করুণা হয় যে, বেচারী উচ্চপদ লাভ করতে পারলে ভালো হয়। আমার নিন্দাকারী যেন না হয়ে যায়। সঙ্গুর নিন্দাকারী এখানে স্থান পেতে পারে না, কার নিন্দা? শিববাবার। আচার আচরণ এমন হওয়া উচিত নয় যাতে বাবার গ্লানি হয়ে যায়, এখানে অহংকারের কিছু নেই। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) স্বকল্যাণের জন্য সর্ব সম্বন্ধকে ভুলে যেতে হবে। তাদের প্রতি মোহ রেখো না। ঈশ্বরের মতানুসারে চলতে হবে, নিজের মতে নয়। কুসঙ্গ থেকে বাঁচতে হবে, ঈশ্বরীয় সঙ্গে থাকতে হবে।

২) ক্রোধ অত্যন্ত খারাপ, নিজেকেই দহন করে। ক্রোধের বশীভূত হয়ে গ্লানি করা উচিত নয়। স্বয়ং খুশীতে থাকার এবং সকলকে খুশীতে রাখার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদানঃ:- স্নেহের রিটার্নে নিজেকে টার্ন করে বাবার সমান সম্পন্ন আর সম্পূর্ণ ভব
স্নেহের লক্ষণ হলো, সে স্নেহীর দুর্বলতা দেখে না, স্নেহীর করা ভুল নিজের ভুল মনে করে। বাবা যখন বাচ্চাদের কোনও কথা শোনের তখন মনে করেন যে এটা তাঁরই কথা। বাবা বাচ্চাদেরকে নিজের সমান সম্পন্ন আর সম্পূর্ণ দেখতে চান। এই স্নেহের রিটার্নে নিজেকে টার্ন করে নাও। ভক্তরা তো নিজের শিরশ্ছেদ করে সম্মুখে রাখার জন্য তৈরী থাকে, তোমরা শরীরের শিরশ্ছেদ করো না, পরিবর্তে রাবণের শিরশ্ছেদ করো।

স্নোগানঃ:- নিজের আত্মিক ভায়রেশনের দ্বারা শক্তিশালী বায়ুমন্ডল বানানোর সেবা করাই হলো সবথেকে শ্রেষ্ঠ সেবা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণে থাকার পুরুষার্থ (পরিশ্রম) তোমাদের সকলেরই করা উচিত, নিজেকে আত্মা অনুভব করে আমাকে অর্থাৎ পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করলে আমিই তোমাদের সকল পাপ থেকে মুক্ত করে দেবো"

*প্রশ্নঃ - সকলের সঙ্গতির স্থান কোনটি - যার মহত্বের কথা সমগ্র দুনিয়াই জানতে পারবে?

*উত্তরঃ - আবু ভূমি হলো সকলের সঙ্গতির স্থান। (বোর্ডে) ব্রহ্মাকুমারীসের পাশে ব্র্যাকেটে তোমরা লিখতে পারো যে - এটাই সর্বোত্তম তীর্থস্থান। সমগ্র দুনিয়ার সদগতি এখান থেকেই হয়। সকলেরই সঙ্গতিদাতা বাবা এবং আদম (ব্রহ্মা) এখানে বসে সকলের সঙ্গতি করেন। আদম অর্থাৎ তিনিও মানব, দেবতা নয়। ওনাকে ভগবানও বলা চলে না।

ওম্ শান্তি। দু-বার ওম্ শান্তি কেননা এক হলো বাবার, দ্বিতীয় হলো দাদার। দু'জনের আত্মা রয়েছে নি! উনি হলেন 'পরম আত্মা', আর ইনি 'আত্মা'! সেই উঁনিই তোমাদের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছেন যে, উঁনি আসলে সুদূর পরমধামের বাসিন্দা। ইনিও সেই একই কথা জানাচ্ছেন। তাই বাবা যেমন বলেন - ওম্ শান্তি, ইনিও তেমনই বলেন - ওম্ শান্তি। বাচ্চারাও তেমনই বলে - ওম্ শান্তি! অর্থাৎ আমরা আত্মারা সবাই শান্তিধাম নিবাসী। এখানে আলাদা আলাদা হয়ে বসবে। একজনের অঙ্গ যেন অপরজনের অঙ্গ স্পর্শ না করে। যেহেতু প্রত্যেকেরই নিজের নিজের অবস্থা ও যোগের রাত-দিনের প্রভেদ থাকে। কেউ হয়তো খুব ভালো স্মরণ করে, কেউ একেবারেই স্মরণ করে না। তো যারা একেবারেই স্মরণ করে না - তারা হলো পাপ আত্মা, তমোপ্রধান। আর যারা স্মরণ করে তারা হলো পুণ্য আত্মা, সতোপ্রধান। অনেকটাই পার্থক্য হয়ে যায় তাই না! বাড়ীতে সবাই একসাথেই থাকলেও, তফাৎ তো থাকবেই। সেইজন্যই ভগবতে অসুরের নাম গুলি করা হয়েছে। যা কিন্তু আসলে এই বর্তমান সময় কালেরই। তাই বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন - এ'সব হলো ঈশ্বরীয় চরিত্র, যার কথা ভক্তি-মার্গে গাওয়া হয়। সত্যযুগে তো কিছুই মনে থাকবে না, সব ভুলে যাবে। বাবা এখনই শিক্ষা প্রদান করছেন। সত্যযুগে তো এইসব একদমই ভুলে যাবে, পুনরায় দ্বাপরে শাস্ত্র রচনা করবে আর রাজযোগ শেখানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু রাজযোগ তো শেখাতে পারবে না। সেটা তো বাবা যখন সম্মুখে আসেন তখনই এসে শেখান। তোমরা জানো যে কিভাবে বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন। পুনরায় পাঁচ হাজার বছর পর এসে এইভাবেই বলবেন - মিষ্টি মিষ্টি আত্মিক বাচ্চারা, এইভাবে কখনও কোনও মানুষ মানুষকে বলতে পারবে না। আর না দেবতারা দেবতাদেরকে বলবে! এক আত্মিক পিতাই আত্মিক বাচ্চাদেরকে বলেন - এক বার পার্ট প্লে করলে পুনরায় পাঁচ হাজার বছর পর এই পার্ট প্লে করবে, কেননা পুনরায় তোমরা সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকবে, তাই না। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন আদি-মধ্য-অন্তের রহস্যের জ্ঞান আছে। তোমরা জানো যে সেটা হল শান্তিধাম অথবা পরমধাম। আমরা ভিন্ন-ভিন্ন ধর্মের আত্মারা সবাই নশ্বরের ক্রমানুসারে সেখানে থাকি, নিরাকারী দুনিয়াতে। যেরকম আকাশে স্টার্স (তারামন্ডল) দেখে থাকো - কিভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, এছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। উপরে কোনও জিনিস নেই। ব্রহ্ম তত্ত্ব আছে। এখানে তোমরা ধরিত্রীর উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, এটা হলো কর্মক্ষেত্র। এখানে এসে শরীর ধারণ করে কর্ম করে থাকো। বাবা বুঝিয়েছেন যে তোমরা যখন আমার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো তখন ২১ জন্ম তোমাদের কর্ম অকর্ম হয়ে যায় কেননা সেখানে রাবণ রাজ্যই থাকে না। সেটা হল ঈশ্বরীয় রাজ্য, যেটা এখন ঈশ্বর স্থাপন করছেন। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন - শিববাবাকে স্মরণ করে স্বর্গের মালিক হও। স্বর্গ শিববাবা স্থাপন করছেন তাই না। তাই শিববাবাকে আর সুখধামকে স্মরণ করো। সবার প্রথমে শান্তিধামকে স্মরণ করো তাহলে চক্রও স্মরণে এসে যাবে। বাচ্চারা ভুলে যায়, এইজন্য বারংবার স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। হে মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা মনে করো আর বাবাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের সব পাপ ভুল হয়ে যাবে। বাবা প্রতিজ্ঞা করছেন যে তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদেরকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করে দেবো। বাবা-ই হলেন পতিত-পাবন সর্বশক্তিমান অথোরিটি, তাঁকে ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথোরিটি বলা হয়ে থাকে। তিনি সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানেন। বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি সবকিছু জানেন, তবেই তো বলেন যে এতে কোনও সার নেই। গীতাতেও কোনও সার নেই। যদিও গীতা হলো সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি মাতা-পিতা, বাদবাকি সব হলো বাচ্চা। যেরকম সর্ব প্রথম হল প্রজাপিতা ব্রহ্মা, বাকি সবাই হলো তার সন্তান। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে আদম বলা হয়। আদম মানে আদমী। মানুষ, তাই না, তাই এনাকে দেবতা বলা হয় না। অ্যাডমকে আদম বলা হয়। ভক্তরা ব্রহ্মা অ্যাডমকে দেবতা বলে দেয়। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন অ্যাডম অর্থাৎ মানুষ। না দেবতা, না ভগবান। লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন দেবতা। ডিটিজ্জ (দৈবী রাজ্য) থাকে প্যারাডাইসে (স্বর্গে)। নতুন দুনিয়া আছে তাই না। সেটা হলো ওয়াল্ডার অফ দি ওয়াল্ড। বাদবাকি সেইসব হলো মায়ার ওয়াল্ডার।

দ্বাপরের পর থেকে মায়ার ওয়ান্ডার্স তৈরী হয়। ঈশ্বরীয় ওয়ান্ডার হলো - হেভেন, স্বর্গ, যেটা বাবা-ই স্থাপন করেন। এখন স্থাপন হচ্ছে। এই যে দিলওয়াড়া মন্দির, এর ভ্যালু সম্বন্ধে কারোরই কিছু জানা নেই। সাধারণ মানুষ যাত্রা করতে যায়, তো সবথেকে ভালো তীর্থস্থান হলো এটা। তোমরা লিখে থাকো যে - ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়, আবু পর্বত। তো ব্র্যাকেটে এটাও লিখতে হবে - (সর্বোত্তম তীর্থ স্থান) কেননা তোমরা জানো যে সকলের সঙ্গতি এখান থেকেই হয়। এটা কেউ জানে না। যেরকম সকল শাস্ত্রের শিরোমণি হল গীতা সেরকমই সকল তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীর্থ হলো আবু। তাহলে মানুষ পড়বে, অ্যাটেনশন যাবে। সমগ্র বিশ্বের তীর্থগুলির মধ্যে এটা হলো সবথেকে বড় তীর্থ, যেখানে বাবা বসে সকলের সঙ্গতি করেন। তীর্থ তো অনেক হয়ে গেছে। গান্ধীর সমাধি স্থলকেও তীর্থ মনে করে। সবাই গিয়ে সেখান ফুল ইত্যাদি প্রদান করে, তাদের কিছুই জানা নেই। তোমরা বাচ্চারা জানো - তাই এখানে বসে তোমাদের হৃদয়ের অন্দরে বড়ই খুশী হওয়া চাই। আমরা হেভেনের স্থাপনা করছি। এখন বাবা বলছেন - নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো। এই পড়াও খুব সহজ। কিছুই খরচা করতে হয় না। তোমাদের মাস্কার এক পয়সা খরচা হয়েছে? বিনা কডি খরচ করে কতো হাশিয়ার নম্বর ওয়ান হয়ে গেছে। রাজযোগিনী হয়ে গেছে তাই না। মাস্কার মতো আর কেউ হতে পারেনি।

দেখো, আত্মাদেরকেই বাবা বসে পড়াচ্ছেন। আত্মাদেরই রাজ্য প্রাপ্ত হয়, আত্মারাই রাজ্য হারিয়েছে। এত ছোটো আত্মা কতো কাজ করে! খারাপের থেকেও খারাপ কাজ হলো বিকারে যাওয়া। আত্মা ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করে। ছোটো আত্মার মধ্যে কতো শক্তি রয়েছে! সমগ্র বিশ্বের উপরে রাজত্ব করে। এই দেবতাদের আত্মার মধ্যে কতো শক্তি! প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে নিজস্ব শক্তি থাকে তাই না। খ্রীষ্টান ধর্মে কতো শক্তি। আত্মার মধ্যে শক্তি রয়েছে, তাই তো আত্মা শরীরের দ্বারা কর্ম করে। আত্মাই এখানে এসে এই কর্মক্ষেত্রে কর্ম করে। সেখানে খারাপ কর্তব্য হয় না। আত্মা বিকারী মার্গে যায়ই তখন, যখন রাবণ রাজ্য হয়। মানুষ তো বলে দেয় যে বিকার সর্বদাই আছে। তোমরা বোঝাতে পারো যে সেখানে রাবণরাজ্যই নেই তো বিকার কিভাবে হবে! সেখানে যোগবল থাকবে। ভারতের রাজযোগ সুপ্রসিদ্ধ। অনেকেই শিখতে চায় কিন্তু যখন তোমরা শেখাবে। আর তো কেউ শেখাতে পারবে না। যেরকম মহর্ষি ছিলেন, কত পরিশ্রম করতেন রাজযোগ শেখানোর জন্য। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ খোড়াই জানতো যে এই হঠযোগী রাজযোগ কিভাবে শেখাবেন? চিন্মিয়ানন্দের কাছে কতো মানুষ যায়, একবার যদি সে বলে দেয় যে সত্যিকারের ভারতের প্রাচীন রাজযোগ বি.কে রা ছাড়া আর কেউ শেখাতে পারবে না তো ব্যাস। কিন্তু এরকম নিয়ম নেই যে এখনই এই আওয়াজ উঠবে। সবাই খোড়াই বুঝবে। অনেক পরিশ্রম করতে হবে, শেষে মহিমাও হবে, বলে যে - অহো প্রভু, অহো শিববাবা তোমার লীলা। এখন তোমরা বুঝে গেছো যে তোমরা ছাড়া বাবাকে সুপ্রীম বাবা, সুপ্রীম টিচার, সুপ্রীম সঙ্গুরু আর কেউ বুঝতে পারে না। এখানেও অনেকে আছে, যাদেরকে চলতে-চলতে মায়া হয়রান করে দেয় তখন একদম অবুঝ হয়ে পড়ে। লক্ষ্য অনেক উঁচু। এটা হলো যুদ্ধের ময়দান, এখানে মায়া অনেক বিঘ্ন ঘটায়। দুনিয়ার লোক বিনাশের জন্য তৈরী করছে। তোমরা এখানে ৫ বিকারগুলিকে জয় করার জন্য পুরুষার্থ করছো। তোমরা বিজয়ের জন্য, তারা বিনাশের জন্য পুরুষার্থ করছে। দুটি কাজ একসাথে হবে, তাই না। এখনও সময় আছে। আমাদের রাজ্য খোড়াই স্থাপন হয়েছে। রাজা, প্রজা এখন সব তৈরী হবে। তোমরা অর্ধেক কল্পের জন্য বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছো। এছাড়া মোক্ষ তো কারোর প্রাপ্ত হয় না। দুনিয়ার মানুষ যদিও বলে যে অমুক ব্যক্তি মোক্ষ প্রাপ্ত করেছে, মৃত্যুর পর সে খোড়াই জানতে পারবে যে কোথায় গেছে! এমনিই তারা গল্প বানিয়ে বলে দেয়।

তোমরা জানো যে, যারা শরীর ত্যাগ করছে তারা পুনরায় অবশ্যই শরীর ধারণ করবে (অর্থাৎ জন্ম গ্রহণ করবে)। কেউই মোক্ষ পাবে না। এমন নয় যে, জলের বৃদবৃদ যেভাবে জলেই মিশে যায় সেইরকম আত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়। বাবা বলছেন - এই শাস্ত্র ইত্যাদি হল সব ভক্তিমার্গের সামগ্রী। বাচ্চারা তোমরা সম্মুখে শুনছো। গরম-গরম হালুয়া খাচ্ছে (অর্থাৎ ডাইরেক্ট বাবার থেকে মুরলী শুনছো)। সবথেকে বেশী গরম হালুয়া কে খায়? (ব্রহ্মা) ইনি তো একদম পাশেই বসে আছেন। শোনার সাথে-সাথেই ধারণ করেন তারপর ইনিই উঁচুপদ পাবেন। সূক্ষ্ম বতনে, বৈকুণ্ঠে এনারই সাক্ষাৎকার করে। এখানেও ওনাকেই সবাই দেখে এই চোখ দিয়ে। বাবা তো সবাইকে পড়াচ্ছেন। বাকী থাকলো স্মরণের পরিশ্রম। স্মরণে থাকা যেরকম তোমাদের ডিফিকাল্ট লাগে, সেইরকম এনারও লাগে। এতে কোনও কৃপা করার কথা নেই। বাবা বলছেন আমি লোন নিয়েছি, তার হিসেব নিকেশ শোধ করে দেবো। এছাড়া স্মরণে থাকার পুরুষার্থ তো এনাকেও করতে হবে। বুঝতেও পারি - (শিববাবা) পাশেই বসে আছেন। বাবাকে আমি (ব্রহ্মা) স্মরণ করি, তথাপি ভুলে যাই। সবথেকে বেশী পরিশ্রম এনাকে (ব্রহ্মাকে) করতে হয়। যুদ্ধের ময়দানে যে মহাবীরী শক্তিবান হয়, যেরকম হনুমানের উদাহরণ দেয়, তো তাকেই মায়া পরীক্ষা নিয়েছিল কেননা সে মহাবীর ছিল। যতবেশী শক্তিবান ততই বেশী মায়া পরীক্ষা নেয়। তুফানও বেশী আসে। বাচ্চারা লেখে যে বাবা আমাদের এই-এই হয়। বাবা বলেন এখন তো সবকিছুই হবে। বাবা প্রতিদিন

বোঝাচ্ছেন - সতর্ক থাকো। লেখে যে - বাবা, মায়া অনেক তুফান নিয়ে আসে। কেউ কেউ দেহ-অভিমানী হয় তাই বাবাকে বলে না। এখন তোমরা অত্যন্ত সুবুদ্ধিসম্পন্ন হচ্ছে। আত্মা পবিত্র হলে শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত হয়। আত্মা কতই চমকপ্রদ হয়ে যায়। প্রথমে তো গরীবরাই জ্ঞান নেবে। বাবাকেও তো গরীবের ভগবান বলা হয় তাই না। বাকীরা তো দেরীতে আসবে। তোমরা বুঝতে পারো যে যতক্ষণ ভাই-বোন না হতে পারবে, ততক্ষণ ভাই-ভাই কিভাবে হবে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান তো ভাই-বোন হল তাই না। পুনরায় বাবা বোঝান যে নিজেদেরকে ভাই-ভাই মনে করো। এটা হলো শেষ সম্বন্ধ, পুনরায় উপরে গিয়েও ভাইদের সাথে মিলিত হবে। পুনরায় সত্যযুগে নতুন সম্বন্ধ শুরু হবে। সেখানে শ্যালক, কাকা, মামা ইত্যাদি এত সম্বন্ধ হবে না। সম্বন্ধ অনেক হালকা হবে। তারপর ধীরে ধীরে বুদ্ধি হতে থাকবে। এখন তো বাবা বলছেন যে নিজেদেরকে ভাই-বোনও নয়, ভাই-ভাই মনে করতে হবে। নাম-রূপ থেকেও বেরিয়ে যেতে হবে। বাবা ভাইদেরকেই (আত্মাদের) পড়াচ্ছেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মা আছেন তাই তোমরা ভাই-বোন হয়েছো। শ্রীকৃষ্ণ তো নিজেই হলো বাচ্চা। সে কিভাবে ভাই-ভাই বানাবে। গীতাতেও এই কথাটি নেই। এই জ্ঞান হলো সবার থেকে আলাদা। ড্রামাতে সবকিছু পূর্ব নির্ধারিত আছে। এক সেকেন্ডের পাঁচ অন্য সেকেন্ডের সাথে এক হবে না। কত মাস, কত ঘন্টা, কত দিন অতিবাহিত হচ্ছে, ৫ হাজার বছর পর পুনরায় হবে। কম বুদ্ধি যুক্ত আত্মারা তো এতটাও ধারণা করতে পারবে না এইজন্য বাবা বলছেন এ তো খুব সহজ - নিজেকে আত্মা মনে করো, অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করো। পুরানো দুনিয়ার বিনাশও হবে। বাবা বলছেন আমি তখনই আসি যখন সঙ্গম হয়। তোমরাই দেবী-দেবতা ছিলে। এটাও জানো যে যখন এনাদের রাজ্য ছিল তখন আর অন্য কোনও ধর্ম ছিলো না। এখন তো এনাদের রাজ্য নেই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এখন হলো অন্তিম সময়, বাড়ি ফিরে যেতে হবে, সেইজন্য নিজের বুদ্ধি নাম-রূপ থেকে বের করে দিতে হবে। আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই - এই অভ্যাস করতে হবে। দেহ-অভিমাণে আসবে না।

২) প্রত্যেকের স্থিতি আর যোগের মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য রয়েছে, সেইজন্য আলাদা-আলাদা হয়ে বসতে হবে। কারোর শরীরের সাথে যেন স্পর্শ না হয়। পুণ্য আত্মা হওয়ার জন্য স্মরণ করার পরিশ্রম করতে হবে।

বরদানঃ:- বাবার ভালোবাসায় নিজের মূল দুর্বলতাগুলিকে সমর্পণ করে দেওয়া জ্ঞানী তু আত্মা ভব বাপদাদা দেখছেন যে এখনও পর্যন্ত পাঁচটি বিকারেরই ব্যর্থ সংকল্প মেজোরিটির মধ্যে চলছে। জ্ঞানী তু আত্মাদের মধ্যেও কখনও কখনও নিজের গুণ বা বিশেষত্বের অভিমান এসে যায়। প্রত্যেকে নিজের মূল দুর্বলতা বা মূল সংস্কারকে জানে। সেই দুর্বলতাগুলিকে বাবার ভালোবাসায় সমর্পণ করে দেওয়া - এটাই হলো তার প্রমাণ। স্নেহী বা জ্ঞানী তু আত্মারা বাবার ভালোবাসায় ব্যর্থ সংকল্পকেও সমর্পণ করে দেয়।

স্নোগানঃ:- স্বমানের সিটের উপর স্থিত থেকে সকলকে সম্মান প্রদানকারী মাননীয় আত্মা ভব।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - যখন তোমরা নম্বরানুসারে সতোপ্রধান হয়ে উঠবে, তখন ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ বা বিনাশের ফোর্স (তীব্রতা) বাড়বে আর এই পুরানো দুনিয়া সমাপ্তি হবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ পুরুষাধীনের বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকার সম্পূর্ণ রূপে প্রাপ্ত হয়?

*উত্তরঃ - সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হলে প্রথমে বাবাকে নিজের উত্তরাধিকারী বানাও অর্থাৎ তোমাদের কাছে যা কিছু আছে, সে সমস্ত কিছু বাবাকে সমর্পণ করো। বাবাকে নিজের সন্তান বানিয়ে নাও তবেই সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারী হতে পারবে। ২) সম্পূর্ণ পবিত্র হও তবেই পুরো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। সম্পূর্ণ পবিত্র না হলে সাজা (মোচরা) খেয়ে ছোটখাটো পুরস্কার টুকুই (রুটি) প্রাপ্ত হবে।

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের শুধুমাত্র একজনের স্মরণে বসলেই হবে না। তিনজনের স্মরণে বসতে হবে। যদিও তিনি একজনই কিন্তু তোমরা জানো যে তিনি যেমন পিতা, তেমনি শিক্ষক এবং সঙ্গী। তিনি আমাদের সবাইকে নিয়ে যেতে এসেছেন, এই নতুন কথা তোমারই বুঝেছে। বাচ্চারা জানে ওরা যারা ভক্তি শেখায়, শাস্ত্র শোনায়, তারা সবাই মানুষ। এনাকে তো মানুষ বলা যায় না, তাই না! ইনি হলেন নিরাকার, নিরাকার আত্মাদের বসে পড়াচ্ছেন। আত্মা শরীর দ্বারা শুনছে। এই জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকা উচিত, এখন তোমরা অসীম জগতের বাবার স্মরণে বসেছো। অসীম জগতের পিতা বলেন - আত্মা রূপী বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের পাপ বিনষ্ট হবে। এখানে শাস্ত্র ইত্যাদির কোনও প্রশ্নই নেই। তোমরা জানো বাবা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তিনি একজন মহান শিক্ষক, উচ্চ থেকেও উচ্চতর, সুতরাং পদও উচ্চই প্রাপ্ত করান। যখন তোমরা নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী সতোপ্রধান হয়ে উঠবে, তখনই আবার লড়াই হবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবে। স্মরণ অবশ্যই করতে হবে। বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা উচিত। শুধু একবারই বাবা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে এসে বোঝান, নব নির্মিত দুনিয়ার জন্য। ছোট বাচ্চারাও বাবাকে স্মরণ করে। তোমরা তো বিচক্ষণ, তোমরা জানো যে বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে আর উচ্চ পদও প্রাপ্ত করতে পারবে। তোমরা এটাও জানো যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ নতুন দুনিয়াতে যে পদ প্রাপ্ত করেছে তা শিববাবার কাছ থেকেই পেয়েছে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণই আবার ৮৪ জন্ম পরিক্রমা করে এখন ব্রহ্মা - সরস্বতী হয়েছে। এরাই আবার লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে। এখন পুরুষার্থ করছে। সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের জ্ঞান তোমাদের আছে। এখন তোমরা অন্ধ শ্রদ্ধা নিয়ে দেবতাদের সামনে মাথা নত করবে না। দেবতাদের সামনে মাথা নত করে মানুষ নিজেকে পতিত বলে প্রমাণ করে। ওরা বলে তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন, আমি পাপী বিকারী, আমার কোনও গুণ নেই। তোমরা যাদের মহিমা করতে, এখন তোমরা নিজেরাই সেটা হয়ে উঠেছো। বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে -- বাবা, এই শাস্ত্র ইত্যাদি কবে থেকে পড়া শুরু হয়েছে? বাবা বলেন - যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছে। এ সবই হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী। তোমরা যখন এখানে এসে বসেছ, সুতরাং সম্পূর্ণ জ্ঞান বুদ্ধিতে ধারণ হওয়া উচিত। আত্মা এই সংস্কার নিয়ে যাবে (জ্ঞানের)। ভক্তির সংস্কার নিয়ে যাবে না। ভক্তির সংস্কার নিয়ে জন্মানো মানুষ পুরানো দুনিয়াতে মানুষের কাছেই জন্ম নেবে। এরও প্রয়োজন আছে। তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞানের চক্র ঘোরা উচিত। সাথে সাথে বাবাকেও স্মরণ করা উচিত। উনিই আমাদের পিতা। বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা আমাদের শিক্ষক, সুতরাং ঈশ্বরীয় পাঠ বুদ্ধিতে ধারণ হবে আর সৃষ্টি চক্রের জ্ঞানও বুদ্ধিতে আছে, যার জন্য তোমরা চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে। (স্মরণের যাত্রা চলছে)

ওম্ শান্তি। ভক্তি আর জ্ঞান। বাবাকে বলা হয় জ্ঞানের সাগর। উনি ভক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত যে - ভক্তি কবে থেকে শুরু হয়েছে, কবে সম্পূর্ণ হবে, মানুষ এসব কিছুই জানে না। বাবা এসেই বুঝিয়ে বলেন। সত্যযুগে তোমরা দেবী-দেবতা বিশ্বের মালিক ছিলে। ওখানে ভক্তির নামটুকুও নেই। একটাও মন্দির ছিল না। সব দেবী-দেবতারাই ছিল। পরবর্তী সময়ে যখন অর্ধেক দুনিয়া পুরানো হয়ে যায় অর্থাৎ ২৫০০ বছর সম্পূর্ণ হয়ে যায় অথবা ত্রেতা আর দ্বাপরের সঙ্গম শুরু হয় তখনই রাবণের প্রবেশাধিকার ঘটে। সঙ্গম তো অবশ্যই প্রয়োজন। ত্রেতা আর দ্বাপরের সঙ্গমে রাবণের আবির্ভাব হয় আর তখনই দেবী-দেবতার বাম মার্গে নামতে থাকে। তোমরা ছাড়া এ বিষয়ে আর কেউ-ই জানে না। বাবাও আসেন কলিযুগের অন্তে আর সত্যযুগ শুরুর সঙ্গমে আর রাবণ আসে ত্রেতা আর দ্বাপরের সঙ্গমে। ঐ সঙ্গমকে কল্যাণকারী বলা হয় না। তাকে তো অকল্যাণকারী-ই বলা হবে। বাবার নাম-ই হলো কল্যাণকারী। দ্বাপর থেকে অকল্যাণকারী যুগ শুরু হয়। বাবা হলেন চৈতন্য বীজরূপ। বাবার সম্পূর্ণ বৃক্ষের নলেজ রয়েছে। ঐ বীজ যদি চৈতন্য

হতো তবে বোঝাতে পারতো যে - আমার থেকে এই গাছ কিভাবে নির্গত হয়। কিন্তু জড় হওয়ার কারণে বলতে পারেন না। আমরা বুঝতে পারি বীজ বপন করার পরে গাছ ছোটই বের হয়। তারপর বড় হয়ে ফল দেওয়া শুরু করে। কিন্তু চৈতন্য যিনি, তিনিই সবকিছু বলতে পারেন। দুনিয়াতে দেখা মানুষ আজকাল কত কি করেছে। কত কি আবিষ্কার করেছে। চাঁদে যাওয়ারও চেষ্টা করেছে। এই সব কথাই তোমরা এখন শুনছ। কত লক্ষ মাইল উচ্চতায় চাঁদ, সেখানে চলে যাচ্ছে, পরীক্ষা করে দেখার জন্য চাঁদ বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে কি? সমুদ্রেও চলে যাচ্ছে, পরীক্ষা করেছে। কিন্তু অন্ত পাওয়া সম্ভব নয়, শুধু জল আর জল। এরোপ্লেনে চড়ে অনেক উচ্চতায় উঠে যাচ্ছে, তার মধ্যে এতটাই পেট্রোল ঢালা হয় যাতে সে আবার ফিরে আসতে পারে। আকাশ অনন্ত তাই না, সাগরও অনন্ত। যেমন বাবা অনন্ত জ্ঞানের সাগর, আর সেটা হলো জলের অনন্ত সাগর। আকাশ তব্ব অনন্ত, ধরিত্রীও অনন্ত, চলতেই থাকে। সাগরের নীচে ধরিত্রী। পাহাড় কার উপর দাড়িয়ে আছে? ধরিত্রীর উপর। এই ধরিত্রী খনন করলে পাহাড় বেড়িয়ে আসে, তার নীচ থেকে আবার জলও বেড়িয়ে আসে। সাগরও ধরিত্রীর উপরে। সাগরের অন্ত পাওয়া সম্ভব নয় যে কতদূর পর্যন্ত জল আছে, কতদূরে ধরিত্রী আছে? পরমপিতা পরমাত্মা যিনি অসীম জগতের পিতা, ওঁনাকে অন্তহীন বলা যাবে না। মানুষ যদিও বলে থাকে ঈশ্বর অন্তহীন, মায়াও অন্তহীন। কিন্তু তোমরা বাচ্চারা জানো যে, ঈশ্বর কখনোই অন্তহীন হতে পারেন না। এই আকাশ অনন্ত, ৫ তব্ব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মাটি তমোপ্রধান হয়ে পড়ে। আত্মাও তমোপ্রধান হয়ে যায়। তারপর বাবা এসে সতোপ্রধান করে তোলেন। কত ছোট্ট আত্মা, ৮৪ জন্ম ভোগ করে। এই চক্র ক্রমান্বয়ে ঘুরতেই থাকে। এ হলো অনাদি নাটক, এর কোনও শেষ নেই। পরম্পরা ধরে চলে আসছে। কবে থেকে শুরু হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে বলা, এর অন্তও আছে। এইসব কথাই বোঝাতে হবে যে - কবে থেকে নতুন দুনিয়া শুরু হয়, কিভাবে পুরানো হয়। এই ৫ হাজার বছরের চক্র ঘুরতেই থাকে। এখন তোমরা জেনেও যে, ওরা তো নানা গল্প জুড়ে দিয়েছে। শাস্ত্রেও লিখেছে সত্যযুগের আয়ু লক্ষ বছরের। মানুষ এসব শুনতে শুনতে একেই সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে। তারা এটা জানেই না যে - ভগবান কবে এসে নিজের পরিচয় দেবেন? না জানার কারণে বলে থাকে কলিযুগের আয়ু ৪০ হাজার বছর এখনও বাকি আছে। যতক্ষণ তোমরা না বুঝিয়ে বলবে। এখন তোমরা নিমিত্ত হয়েছো বোঝাবার জন্য যে কল্পের আয়ু ৫ হাজার বছরের, লক্ষ বছরের নয়।

ভক্তি মার্গে কতরকম সামগ্রী, পয়সা থাকলেই মানুষ খরচ করে। বাবা বলেন, আমি তোমাদের কত ধন ঈশ্বর্য দিয়ে যাই। অসীম জগতের পিতা যখন নিশ্চয়ই অনন্ত উত্তরাধিকারই দেবেন। এর দ্বারা সুখও প্রাপ্তি হয়, আয়ুও বৃদ্ধি হয়। বাবা বাচ্চাদের বলেন - আমার প্রিয় বাচ্চারা, আয়ুজ্ঞান ভব (দীর্ঘজীবী হও)। ওখানে তোমাদের আয়ু ১৫০ বছরের হয়, কখনও কাল খায় না (অকালে মৃত্যু হয় না)। বাবা বর দেন, তোমাদের দীর্ঘজীবী করে তোলেন। তোমরা অমর হও। ওখানে কখনও অকাল মৃত্যু হয় না। ওখানে তোমরা খুব সুখে থাকো তাই বলা হয় সুখধাম। ওখানে আয়ুও বৃদ্ধি হয়, ধন সম্পদও অগাধ থাকে, সবাই খুব সুখে থাকে। কাঙাল থেকে মুকুটধারী হয়ে ওঠে। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে - বাবা আসেন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করতে। নিশ্চয়ই ছোট বৃক্ষ হবে। ওখানে এক ধর্ম, এক রাজ্য, এক ভাষা। তাকেই বলে বিশ্বে শান্তি বিরাজ করছে। সম্পূর্ণ বিশ্বে আমরাই পাট প্লে করে থাকি। এই দুনিয়া সেটা জানে না। যদি জেনেই থাকে তবে বলুক কবে থেকে আমরা আমাদের ভূমিকা পালন করে আসছি? এখন বাচ্চারা বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন। গীতও আছে না যে - বাবার থেকে যা পাওয়া যায়, তা আর কারোর থেকে পাওয়া যায় না। পৃথিবী, আকাশ, সম্পূর্ণ বিশ্বের রাজধানী তিনি দিয়ে থাকেন। এই লক্ষী-নারায়ণও বিশ্বের মালিক ছিলেন, তারপর যে রাজারা এসেছে তারা ভারতের ছিল। গীতও আছে বাবা যা দিয়ে থাকেন, তা আর কেউ দিতে পারেনি। বাবা এসেই প্রাপ্তি করান। সুতরাং এই সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকা উচিত যাতে তোমরা যে কোনও আত্মাকে বোঝাতে পার। এটাই ভালো করে বুঝতে হবে। কে বোঝাতে পারবে? যে বন্ধনমুক্ত হবে। বাবার কাছে যখন কেউ আসে বাবা জিজ্ঞাসা করেন - ক'টি সন্তান? উত্তরে বলে ৫ টি সন্তান নিজের আর ষষ্ঠ সন্তান শিববাবা, সুতরাং সবচেয়ে বড় সন্তান হবে, তাই না। শিববাবার হয়ে গেলে উনিও নিজের সন্তান বানিয়ে বিশ্বের মালিক করে তোলেন। বাচ্চারা উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। এই লক্ষী-নারায়ণও শিববাবার সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারী। পূর্বজন্মে শিববাবাকে সবকিছু সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। সুতরাং উত্তরাধিকার তো বাচ্চাদের অবশ্যই পাওয়া উচিত। বাবা বলেন - আমাকেই উত্তরাধিকারী বানাও, দ্বিতীয় কেউ নয়। বাচ্চারা বলে - বাবা এই সবকিছুই তোমার, আর যা কিছু তোমার, সবই আমাদের। তুমি আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বের বাদশাহী উত্তরাধিকারী হিসেবে দিয়ে থাক। কেননা আমাদের যা কিছু ছিল সব তোমাকে দিয়েছি (তন,মন,ধন)। ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে, তাইনা। অর্জুনকে যেমন বিনাশের দৃশ্য দেখানো হয়েছে, তেমনই চতুর্ভুজও দেখানো হয়েছে। অর্জুন তো অন্য কেউ নয়, ব্রহ্মাবাবার সাক্ষাৎকার হয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন, রাজস্ব প্রাপ্তি হচ্ছে, তবে কেন শিববাবাকে উত্তরাধিকারী করব না। তারপর উনিও আমাকে তাঁর উত্তরাধিকারী বানান। এই লেনদেন খুব ভালো। কখনও কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করেননি। গুপ্ত ভাবে সবকিছু দান করেছেন। একেই বলে গুপ্ত দান। কেউ জানতেই পারলো না, এর কি হয়েছে। কেউ কেউ ভাবল

বৈরাগ্য এসেছে, তাই সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। সুতরাং এই বাচ্চারাও বলে - ৫ সন্তান নিজের, আরেকটি সন্তান হলো আমাদের শিববাবা। ব্রহ্মা বাবাও সবকিছুই বাবার কাছে দান করেছেন, যাতে অনেক আত্মার সেবা হয়। বাবাকে দেখে সবারও একই ইচ্ছে হয় আর তারাও ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে আসে। তখন থেকেই হাস্যামা শুরু হয়। ওরা ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে আসার মতো সাহস দেখিয়েছে। শাস্ত্রেও লেখা আছে, ভাঙি তৈরি হয়েছিল। কেননা তাদের একান্তে থাকা প্রয়োজন ছিল। বাবা ছাড়া আর কেউ যেন স্মরণে না আসে, মিত্র-সম্বন্ধী ইত্যাদি কেউ-ই যেন স্মরণে না আসে। কেননা আত্মা পতিত হয়ে গেছে, তাকে পবিত্র হতে হবে। বাবা বলেন গৃহস্থ পরিবারে থেকেও পবিত্র হও। পবিত্র থাকতেই যত বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। বলা হয় এই জ্ঞান স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে। কেননা একজন যদি পবিত্র হয় আর অপরজন যদি না হয় তবে মারামারি লেগে যায়। অনেকেই মার খেয়েছে, কেননা হঠাৎ-ই নতুন কথা বাবা এসে বলেছেন। সবাই অবাক হয়ে গেল, ভাবতে লাগল কি এমন ঘটেছে যে সবাই সেখানে ছুটে ছুটে যাচ্ছে। মানুষের মধ্যে তো বিচক্ষণতা নেই, শুধু বলতো - নিশ্চয়ই কোনো শক্তি আছে! এমন তো এর আগে কখনও হয়নি যে নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে ছুটে চলে যাবে। অবিনাশী ড্রামায় এসবই শিববাবার ঐশ্বরীয় কার্যকলাপ। কেউ তো একেবারে খালি হাতেই চলে গেছে, এও একটা খেলা। ঘরবাড়ি সব ছেড়ে চলে এসেছে, পিছনের আর কিছুই স্মরণে থাকে না। অবশিষ্ট রইলো এই শরীর, যার উপরেই কাজ করতে হবে (কর্মেন্দ্রিয়কে কন্ট্রোলে আনা, সংযমী হওয়া)। আত্মাকে স্মরণের যাত্রা দ্বারাই পবিত্র করে তুলতে হবে, তবেই পবিত্র আত্মারা ফিরে যেতে পারবে। স্বর্গে অপবিত্র আত্মারা ফিরে যেতে পারে না। নিয়ম নেই। মুক্তিধামে যেতে পবিত্রতা প্রয়োজন। পবিত্র থাকার জন্য কতরকম বিঘ্ন আসে। কোনো সংসঙ্গ ইত্যাদি স্থানে যেতে হলে কোনও রকম বাধা নিষেধ থাকে না। যেখানে খুশি চলে যেতে পারে। এখানে পবিত্রতার কারণে বিঘ্ন আসে। এটা তো বোঝা গেছে - পবিত্র হওয়া ছাড়া পরমধাম ঘরে ফেরা যাবে না। ধর্মরাজের সাজা খেতে হবে। তারপর অল্প-স্বল্প পদ প্রাপ্ত হবে। সাজা না খেয়ে গেলে পদও ভালো প্রাপ্তি হবে। এই সবকিছুই বোঝার বিষয়। বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের আমার কাছে আসতে হবে। এই পুরানো শরীর ছেড়ে পবিত্র আত্মা হতে হবে। তারপর ৫ তন্ত্র যখন সতোপ্রধান হয়ে যাবে, তখন তোমরাও সতোপ্রধান শরীর ধারণ করতে পারবে। সমস্ত কিছুই উত্থাল-পাতাল হয়ে নতুন হয়ে যাবে। যেমন বাবা ব্রহ্মা বাবার মধ্যে এসে বসেন, তেমনি আত্মাও কোনও কষ্ট ছাড়াই গর্ভ মহলে প্রবেশ করবে। তারপর যখন সময় হবে বাইরে বেড়িয়ে আসবে। ঠিক যেন বিচ্ছুরিত আলোর মতো, কেননা আত্মা পবিত্র। এইসব কিছুই ড্রামায় নির্ধারিত। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) আত্মাকে পবিত্র করে তোলার জন্য একান্তে ভাঙিতে যোগ যুক্ত হতে হবে। এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও মিত্র-সম্বন্ধী যেন স্মরণে না আসে।

২) বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান ধারণ করে, বন্ধনমুক্ত হয়ে অন্যদের সার্ভিস করতে হবে। বাবার সাথে প্রকৃত লেনদেন করা উচিত। যেমন বাবা সবকিছু গুপ্ত ভাবে করেছেন, তেমনিই গুপ্ত ভাবে দান করতে হবে।

বরদানঃ:- মায়ার ভয়ংকর রূপের খেলাকে সাক্ষী হয়ে দেখে মায়াজীং ভব
মায়াকে ওয়েলকাম যারা করে, তারা মায়ার ভয়ংকর রূপকে দেখে ঘাবড়ে যায় না। সাক্ষী হয়ে খেলা দেখতে দেখতে মজা আসে, কেননা মায়ার বাইরের রূপ বাঘের মতো হলেও তার মধ্যে শক্তি বিড়ালের মতোও নেই। শুধুমাত্র তোমরা ঘাবড়ে গিয়ে তাকে বড় বানিয়ে দাও - কি করবো... কিভাবে হবে... কিন্তু এই পাঠ স্মরণে রাখো - যেটা হচ্ছে সেটা ভালোই হচ্ছে আর যেটা হতে চলেছে সেটা আর-ই ভালো হবে। সাক্ষী হয়ে খেলা দেখো তো মায়াজীং হয়ে যাবে।

স্নোগানঃ:- যে সহনশীল হয়, সে কারোর ভাব-স্বভাবে উত্তেজিত হয় না, ব্যর্থ কথা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"লক্ষ্য আর লক্ষণ সমান বানাও, সর্ব ভান্ডারে সম্পন্ন হও"

আজ সর্ব ভান্ডারের মালিক ভান্ডারে সম্পন্ন তাঁর নিজের বাচ্চাদের দেখছেন। প্রত্যেক বাচ্চা সর্ব ভান্ডারে সম্পন্ন। যে সম্পন্ন হয় তার লক্ষণ সदा প্রাপ্তি স্বরূপ, তুষ্ট আত্মা রূপে প্রতীয়মান হবে। নজরে আসবে তারা সदा খুশি কেননা, পরিপূর্ণ তারা। সুতরাং প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, আমার কাছে কত ভান্ডার জমা আছে! এই অবিনাশী ভান্ডার এখনও প্রাপ্ত হয়েছে আর ভবিষ্যতেও অনেক জন্ম সাথে থাকবে। এই ভান্ডার শেষ হওয়ার নয়। সবচেয়ে প্রথম ভান্ডার হলো - জ্ঞানের ভান্ডার, যে জ্ঞানের ভান্ডারে এই সময়ও তোমরা সবাই মুক্তি আর জীবনমুক্তির অনুভব করছো। জীবনে থেকে, পুরানো দুনিয়ায় থেকে, তমোগুণী বায়ুমন্ডলে থেকে জ্ঞানের ভান্ডারের আধারে এই সব বায়ুমন্ডল, ভাইব্রেশন থেকে বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত হও। কমল পুষ্প সমান স্বতন্ত্র ও মুক্ত আত্মারা দুঃখ থেকে, চিন্তা থেকে, অশান্তি থেকে মুক্ত হও। জীবনে থেকে খারাপের বন্ধন থেকে মুক্ত হও। ব্যর্থ সংকল্পের তুফান থেকে মুক্ত হও। মুক্ত তোমরা? সবাই হাত নাড়ছে।

সুতরাং মুক্তি আর জীবনমুক্তি এই জ্ঞানের ভান্ডারের ফল, এটা প্রাপ্তি। হয়তো ব্যর্থ সংকল্প আসার চেষ্টা করে, নেগেটিভও আসে, কিন্তু জ্ঞান অর্থাৎ বোধ আছে যে, ব্যর্থ সংকল্প বা নেগেটিভের কাজ হলো আসা এবং তোমরা সব জ্ঞানী তু আত্মার কাজ হলো এর থেকে মুক্ত, স্বতন্ত্র এবং বাবার প্রিয় থাকা। সুতরাং চেক করো - জ্ঞানের ভান্ডার প্রাপ্ত হয়েছে? পরিপূর্ণ হয়েছে? সম্পন্ন হয়েছে নাকি কম আছে? যদি কম থাকে তবে তা' জমা করো, খালি থেকো না।

যোগের ভান্ডার - যার দ্বারা এই ভাবেই সর্ব শক্তির প্রাপ্তি হয়। তো নিজেকে দেখ যোগের ভান্ডার দ্বারা সর্ব শক্তি জমা হয়েছে? সর্ব? একটা শক্তিও যদি কম হয় তবে প্রয়োজনের সময় তোমাকে প্রতারণা করবে। তোমাদের সকলের টাইটেল - মাস্টার সর্বশক্তিমান, শক্তিমান নয়, সর্বশক্তিমান। তো সর্বশক্তির ভান্ডার যোগবল দ্বারা জমা হয়েছে? পরিপূর্ণ, প্রাপ্তি স্বরূপ তোমরা, নাকি খামতি আছে? কেন? এখন তোমাদের খামতি পরিপূর্ণ করে নিতে পারো। এখনও তোমাদের চান্স আছে। পরে নিজেকে সম্পন্ন করার সময় সমাপ্ত হয়ে যাবে, তো খামতি থেকেই যাবে। চেক করো - প্রতিটা শক্তি তোমাদের সামনে নিয়ে এসো আর সারাদিনের দিনচর্চায় চেক করো - যদি পার্সেন্টেজও কম থাকে তবে ফুল পাস বলা হবে না কেননা, বাচ্চারা তোমাদের যে কোনো কাউকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় তোমাদের সবার লক্ষ্য কী, ফুল পাস হওয়া নাকি হাফ পাস? তখন তোমরা সবাই বলে থাকো, আমি তো সূর্যবংশী হবো, চন্দ্রবংশী হবো না। চন্দ্রবংশী হবে তোমরা? বাপদাদা খুব ভালো রাজ-সিংহাসন দেবেন, হবে চন্দ্রবংশী? ইন্ডিয়ান যারা সূর্যবংশী হবে, ফরেনের যারা চন্দ্রবংশী হবে, হবে? হবে না? সূর্যবংশী হবে? অবশ্যই সেটা তোমাদের হতে হবে। এটা তো বাপদাদা চিটচ্যাট করছেন। যখন দূঢ় নিশ্চয় আছে সূর্যবংশী হতেই হবে এবং বাবার কাছে আর নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছ তো এখন থেকে কোনও শক্তির পার্সেন্টেজ যেন কম না হয়। যদি বলবে সরকমস্ট্যান্স অনুসারে, সমূহ সমস্যা অনুসারে পার্সেন্টেজ কম থেকে গেছে তো ১৪ কলা হয়ে যাবে। সেইজন্য আজকাল বাপদাদা চতুর্দিকের সব বাচ্চার পোতামেল, রেজিস্টার চেক করছেন। বাপদাদার কাছেও প্রত্যেকের রেজিস্টার আছে, কেননা, সময় অনুসারে আগেই বাপদাদা বাচ্চাদের শুনিয়েছেন যে, সময়ের গতি অনুসারে এখন 'কবে' ব'লো না, এই ক্ষণে। কখনো হয়ে যাবে, পরে করে নেবো... এতো হতেই হবে... এটা ভেবো না। এইরকম নয় এটা তো হবেই, বরং এখন এখনই এটা তোমাদের করতেই হবে। সময়ের গতি তীব্র হচ্ছে, সেইজন্য তোমরা যে লক্ষ্য রেখেছ বাবা সমান হওয়ার, ফুল পাস হওয়ার, ১৬ কলা সম্পন্ন হওয়ার, তো বাপদাদাও এটাই চান যে লক্ষ্য আর লক্ষণ সমান হোক। যখন লক্ষ্য আর লক্ষণ সমান হবে তখনই সহজে বাবা সমান হয়ে যাবে। সুতরাং চেক করো, হয়ে যাবে, আমি হয়েই যাবো... এটা অসতর্কতা। যা করতে হবে, যা হতে হবে, যে লক্ষ্য রয়েছে, তা' এখন থেকেই করতে হবে, হতে হবে। 'কখনো' শব্দ প্রয়োগ ক'রো না, এফুনি এফুনি।

তো জ্ঞানের ভান্ডার, যোগের ভান্ডার, আরও ধারণার ভান্ডার আছে, যার দ্বারা (ধারণার দ্বারা) গুণের ভান্ডার জমা হয়ে যায়। গুণের মধ্যেও যেমন সর্বশক্তি আছে, সেরকমই সর্বগুণ রয়েছে, শুধু গুণ নয়, সর্বগুণ রয়েছে। তো সর্ব গুণ আছে তোমাদের, নাকি ভাবছ দু-একটা গুণ কম আছে তো কী হয়েছে! তা'তে সব কিছু ঠিক চলবে? চলবে না। সুতরাং তোমাদের সর্ব গুণের ভান্ডার জমা হয়েছে? কোন্ গুণের অভাব আছে, তা' চেক করে পরিপূর্ণ হও।

চতুর্থ বিষয় হলো - সেবা। সেবার দ্বারা সবার অনুভব আছে, যখনই মন্সা সেবা কিংবা বাণীর দ্বারা বা কর্মের দ্বারাও তোমরা সেবা করো তখন তার প্রাপ্তি হিসেবে আত্মিক খুশি মেলে। তো চেক করো সেবা দ্বারা খুশির অনুভূতি কতটা করেছে? যদি সেবা করেছে আর খুশি হয়নি, তবে সেই সেবা যথার্থ সেবা নয়। সেবাতে কোনো না কোনো খামতি আছে, সেইজন্য খুশির প্রাপ্তি হয় না। সেবার অর্থ হলো, আত্মা নিজেকে প্রফুল্ল, সম্পূর্ণ রূপে বিকশিত অধ্যাত্ম গোলাপ, খুশির দোলায় দোদুল্যমান অনুভব করবে। সুতরাং চেক করো - সারা দিন সেবা করেছে কিন্তু সারাদিনের সেবার তুলনায় এত খুশি হয়েছে নাকি ভাবনা চিন্তাই চলতে থাকেছে, এটা নয় এটা, এটা নয় এটা...? আর তোমাদের খুশির প্রভাব এক সেবা স্থানে, দ্বিতীয় সেবা সাথীদের ওপরে, তৃতীয় - যে আত্মাদের তোমরা সেবা করেছে সেই আত্মাদের ওপরে যেন পড়ে, বায়ুমন্ডলও যেন খুশি হয়ে যায়। এই খুশি হলো সেবার ভান্ডার।

আরেকটা বিষয় - চার সাবজেক্ট তো এসেই গেছে। আর আছে সম্বন্ধ- সম্পর্ক, সেটাও অত্যাৱশ্যক, কেন? কিছু কিছু বাচ্চা মনে করে বাপদাদার সাথে সম্বন্ধ তো আছেই। পরিবারের সাথে সম্বন্ধ থাকলো কি থাকলো না, সেটা এমন কি ব্যাপার (কী ক্ষতি) বীজের সাথে তো সম্বন্ধ আছেই। কিন্তু তোমাদের বিশ্ব- রাজত্ব করতে হবে তো না! সুতরাং রাজ্যে তো সম্বন্ধে আসতেই হবে। সেইজন্য সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসতেই হবে। কিন্তু সম্বন্ধ-সম্পর্কে তোমাদের যথার্থ ভান্ডার প্রাপ্তি হয়, আশীর্বাদ। সম্বন্ধ-সম্পর্ক ব্যতীত তোমাদের কাছে আশীর্বাদের ভান্ডার জমা হবে না। মা বাবার আশীর্বাদ তো আছে, কিন্তু সম্বন্ধ-সম্পর্ক থেকেও আশীর্বাদ নিতে হবে। যদি আশীর্বাদ প্রাপ্ত না হয়, সর্ব ভান্ডারে সম্পন্ন আত্মাদের বাপদাদার স্মরণের স্নেহ- সুমন আর নমস্কারের ফিলিংস না আসে তবে বুঝবে সম্বন্ধ-সম্পর্কে কোনো খামতি আছে। যথার্থ রীতিতে যদি সম্বন্ধ-সম্পর্ক থাকে তবে আশীর্বাদের অনুভূতি হওয়া উচিত। আর আশীর্বাদের অনুভূতি কী হবে? তোমরা অনুভবী তো না! যদি সেবা থেকে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় তবে আশীর্বাদ পাওয়ার অনুভব এটাই হবে যে অন্যদের সাথে সম্বন্ধে এসে, যে কোনো কার্য করতে করতে নিজেও ডবল লাইট (হাল্কা) হবে, বোঝা অনুভব করবে না এবং যাদের সেবা করেছে, তোমাদের সম্বন্ধ-সম্পর্কে এসেছে তারাও ডবল লাইট ফিল করবে। তারা অনুভব করবে যে এই সম্বন্ধে তারা সদা হাল্কা অর্থাৎ ইজি, ভারী বোধ করবে না। তোমাদের সাথে সম্বন্ধে আসুক কি না আসুক... কিন্তু আশীর্বাদ প্রাপ্তির কারণে উভয় তরফ নিয়মানুসারে ইজি হবে। তবে, এতটাও ইজিও নয় যে - যেমন প্রবাদ আছে যে, বেশি মিষ্টিতে অনেক পিঁপড়ে আসে। সুতরাং এত ইজিও নয়, কিন্তু তোমরা ডবল লাইট থাকবে। তো বাপদাদা বলেন - নিজের ভান্ডার চেক করো। তোমাদের সময় দেওয়া হচ্ছে। এখনো সমাপ্তির বোর্ড লাগানো হয়নি। অতএব, চেক করো আর এগিয়ে চলো।

বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালবাসা আছে তো না! তাইতো বাপদাদা মনে করেন কোনও বাচ্চা যেন পিছনে থেকে না যায়। প্রত্যেক বাচ্চা যেন সামনে আরও সামনে এগিয়ে যায়। চলতে চলতে দেহ-অভিমান চলে আসে। স্বমান এবং দেহ-অভিমান। দেহ-অভিমানের কারণ হলো স্বমানে পূর্ণতার অভাব হয়ে যায়। তো দেহ-অভিমান শেষ করার খুব সহজ সাধন রয়েছে। দেহ-অভিমান আসার একটাই অক্ষর, একটাই শব্দ, সেটা জানো তোমরা। দেহ-অভিমানের সেই একটি শব্দ কী? (ম্যায়/আমি) আত্মা, তো কতবার তোমরা আমি আমি বলো? সারাদিনে কতবার "আমি" বলো কখনো নোট করেছে? আত্মা একদিন নোট ক'রো। বারবার আমি শব্দ তো আসেই। কিন্তু আমি কে? প্রথম পাঠ হলো আমি কে? তোমরা দেহ-অভিমানে আমি বলো, কিন্তু বাস্তবে আমি কে? আত্মা নাকি দেহ? আত্মা দেহ ধারণ করেছে, নাকি দেহ আত্মাকে ধারণ করেছে? কী হয়েছে? আত্মা দেহ ধারণ করেছে। ঠিক আছে তো না? আত্মা দেহ ধারণ করেছে, তাহলে আমি কে? আত্মা তো না! সুতরাং সহজ সাধন হলো, যখনই আমি শব্দ বলবে, তখন স্মরণ করো আমি কোন্ আত্মা? আত্মা নিরাকার, দেহ সাকার। নিরাকার আত্মা সাকার দেহ ধারণ করেছে, তো যতবারই আমি আমি শব্দ বলো, ততো সময় এটা স্মরণ করো যে আমি নিরাকার আত্মা সাকারে প্রবেশ করেছি। যখন নিরাকার স্থিতি স্মরণ হবে তখন নিরহংকারী আপনা থেকেই হয়ে যাবে। দেহবোধ শেষ হয়ে যাবে। সেই প্রথম পাঠ আমি কে? এটা স্মৃতিতে রেখে আমি কোন্ আত্মা স্মরণে আসতে নিরাকারী স্থিতি পাকা হয়ে যাবে। যেখানে নিরাকারী স্থিতি হবে সেখানে নিরহংকারী, নির্বিকারী স্থিতি হয়েই যাবে। তো কাল থেকে নোট করবে - যখন আমি শব্দ বলো তখন কী স্মরণে আসে? আর যতবার আমি শব্দ ইউজ করবে ততবার নিরাকারী, নিরহংকারী, নির্বিকারী আপনা থেকেই হয়ে যাবে।

আত্মা - আজ ইউথ গ্রুপ এসেছে। ইউথ অনেক। বাপদাদা ইউথ গ্রুপকে বরদান দেন, সদা খুশিতে পরিপূর্ণ থাকো। একটা ভান্ডারও বরবাদ ক'রো না, প্রসন্ন থাকো, প্রসন্ন করো। লৌকিক গুরুরা আশীর্বাদ দেয় আয়ুষ্সহান ভব আর বাপদাদা বলেন, শরীরের আয়ু তো যত আছে ততটা থাকবে, সেইজন্য শরীরের আয়ুর হিসেবে তিনি আয়ুষ্সহান ভব-র বরদান দেন না, বরং এই ব্রাহ্মণ জীবনে সদা আয়ুষ্সহান ভব। কেন? যে ব্রাহ্মণ সেই দেবতা হবে। সুতরাং আয়ুষ্সহান হবে তো না!

ইউথের একটি বিশেষত্ব থাকে। ইউথ, তোমরা নিজেদের বিশেষত্বকে জানো? কী বিশেষত্ব থাকে জানো? কী বিশেষত্ব রয়েছে তোমাদের মধ্যে? (যা চাই তাই করতে পারি) আচ্ছা - করতে পারো তোমরা? এটা ভালো ব্যাপার, দুনিয়ার হিসেবে বলা হয়, ইউথ খুব জেদি হয়, যা ভাবে তা' করে দেখাবে। তারা উল্টো বলে। ব্রাহ্মণ ইউথ এখানে জেদি নয় বরং নিজের প্রতিজ্ঞায় অবিচল থাকে। তারা তাদের প্রতিজ্ঞা থেকে সরে যায় না। ইউথ এইরকম কি তোমরা? হাত তোলা তো অনেক সহজ। বাপদাদা খুশি কারণ, তোমাদের অন্ততঃ হাত উঁচু করার সাহস রয়েছে। কিন্তু প্রতিদিন অমৃতবেলায় বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে যে আমরা এই ব্রাহ্মণ জীবনের প্রাপ্তি দ্বারা, সেবা দ্বারা সংকল্প থেকে কখনও সরে যাবো না। এই সাহস, প্রতিজ্ঞা রোজ পুনরাবৃত্তি করো এবং বারবার চেক করো, যে সাহস বজায় রেখেছো, সংকল্প করেছেো সেটা প্র্যাকটিক্যালি হচ্ছে কিনা।

গভর্নমেন্ট তো বলে, শুধু দু-চার লাখ ইউথও যদি শক্তিশালী হয়ে যায় তবুও সেটা ঠিক আছে। তোমরা কে! ব্রাহ্মণ তোমরা, তাই না! বাপদাদা বলেন - প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ইউথ এক এক লাখের সমান। এত মজবুত তোমরা? দেখ, এরকম নয় যে গৃহে ফিরে গিয়ে তারপর লিখবে বাবা! মায়া এসে গেছে, সংস্কার এসে গেছে, সমস্যা এসে গেছে। সমস্যার সমাধান স্বরূপ হও। সমস্যা তো আসবে কিন্তু নিজেকে জিজ্ঞাসা করো আমি কে? সমাধান স্বরূপ নাকি সমস্যার কাছে হার মেনে নেওয়া রত্ন? তোমরা বিজয়ী রত্ন। ব্রাহ্মণ জন্ম হওয়ার সাথে সাথেই বাপদাদা প্রত্যেক ব্রাহ্মণের মস্তকে বিজয়ের অমর তিলক লাগিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং অমরভব-র বরদানী তোমরা। এখন নিজের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করো। যদি এখানে তোমাদের প্রতিজ্ঞা করতে বলা হয় তো তোমরা সবাই করে নেবে, কিন্তু নিজের মনে নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করো - আমি কখনও সংস্কারের বশ হবো না, যা বাবার সংস্কার তা' আমি-ব্রাহ্মণ-আত্মার সংস্কার। যা দ্বাপর কলিযুগের সংস্কার তা' আমার সংস্কার নয়, কারণ সেগুলো বাবার সংস্কার নয়। ওই তমোগুণী সংস্কার ব্রাহ্মণের সংস্কার? না তো! তাহলে, তোমরা কে? ব্রাহ্মণ, তাই না?

বাপদাদারও ইউথ গ্রুপের জন্য গর্ব হয়। দেখ, দাদিদেরও ইউথের জন্য গর্ব হয়। ইউথদের প্রতি দাদির ভালবাসা আছে তো না। এক্সট্রা ভালোবাসা আছে। কুমার হলো সুকুমার। কুমার নয় সুকুমার। এক এক কুমার বিশ্বের কুমারদের পরিবর্তন করে দেখাতে সক্ষম। আচ্ছা, কুমারদের কাজ দেওয়া যায়? সাহস আছে তোমাদের? করতে হবে। কুমারীরা করবে?

তো বাবা তোমাদের কাজ দিচ্ছেন, মনোযোগের সঙ্গে শোনো। সুতরাং পরবর্তী যে সিজন হবে, সেই পরবর্তী সিজনে কুমারদের জন্য আমরা এরকমই স্পেশাল প্রোগ্রাম রাখবো কিন্তু... একটা কিন্তুও আছে। বাবা বেশি কাজ দেন না, একেক কুমার প্রত্যেক দশ দশ কুমারের ছোট ছোট হাতের বালা তৈরি করে এনো। বালা হাতে পরে, তাই না! ব্রহ্মা বাবাকে তোমরা সদাসর্বদা ফুলের বালা পরিয়ে থাকো। তো একেক কুমার অপরিপক্ব নিয়ে এসো না, পরিপক্ব এনো। মধুবনে তো আসবে তারপর গৃহে ফিরে বদলে যাবে! না। এমন পরিপক্ব বানিয়ে আনবে যে বাপদাদা দেখে বলেন বাহু কুমার বাঃ! এভাবে করতে তৈরি আছ তোমরা? করবে এটা? একটু ভাবো। এভাবে হাত তুলো না। করতে হবে। তাদেরকে বানাতে হবে। ডবল ফরেনার্সও করবে? ডবল ফরেনার্স কুমার হাত উঠাও। তো তোমরাও ১০ আনবে, আনবে না? ফরেনার্সও আনবে, যারা ইন্ডিয়ান তারাও আনবে। তখন, যে ফার্স্টক্লাস কোয়ালিটি নিয়ে আসবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। খুব ভালো উপহার দেওয়া হবে, নিকৃষ্ট দেওয়া হবে না। কুমারদের প্রতি ভালোবাসা আছে তো না! গভর্নমেন্ট যদি পজিটিভ কর্ম করে এমন সর্বোচ্চ সংখ্যক কুমার পেয়ে যায় তাহলে গভর্নমেন্ট কত খুশি হবে। যদি তোমরা প্রত্যেকে ১০-১০ কুমার আনো তবে পুরো হলো কুমার-এ ভরে যাবে আর তখন আমরা গভর্নমেন্টকে ডাকতে পারবো, দেখো, এরা কুমার। যতই হোক, তাদেরকে তোমাদের আনতে হবে, বানাতে হবে। যদি তোমাদের স্থিতি, লক্ষ্য এবং লক্ষণ সমান রাখো তবে সেবায় সফলতা হবে কি হবে না - এই সংকল্পও উঠতে পারে না। সম্পন্ন হয়েই আছে। শুধু তোমাদের নিমিত্ত হতে হবে। এই প্রতিজ্ঞা সদা রিভাইস করতে থাকো। চমৎকার তো করতেই হবে। আচ্ছা।

ডবল বিদেশিও এসেছে। বাপদাদা বলেন যে, ডবল বিদেশিরা বাপদাদার একটা টাইটেল প্র্যাকটিক্যালি প্রত্যক্ষ করেছে, সেটা কোনটা? (বিশ্ব-কল্যাণকারী) যখন প্রথম স্বপ্ন হয়েছে তখন ভারত কল্যাণকারী হয়েছে কিন্তু যখন থেকে ডবল ফরেনার্স ব্রাহ্মণ আত্মা হয়েছে তখন বাবার বিশ্ব-কল্যাণকারী টাইটেল প্র্যাকটিক্যালি প্রত্যক্ষ হয়েছে। সেইজন্য বাপদাদার ডবল ফরেনারদের প্রতি বিশেষ গর্ব হয়। বাপদাদা দেখেছেন যে ডবল ফরেনার্স সেবার এক অবিরাম চেষ্টায় লেগে আছে, কোনও কোণা যেন বাকি থেকে না যায়!

(মুরলীর মাঝখানে হঠাৎ বাপদাদার সামনে দুই কুমার স্টেজে চলে এলো, যাদের স্টেজ থেকে নামানো হয়েছে)

আচ্ছা। তোমরা খেলার মধ্যে খেলা দেখেছো। এখন বাপদাদা বলছেন, সাক্ষী হয়ে খেলা দেখেছো, এনজয় করেছো, এখন এক সেকেন্ডে একদম দেহ থেকে স্বতন্ত্র পাওয়ারফুল আত্মিক রূপে স্থিত হতে পারো? ফুলস্টপ।

(বাপদাদা অনেক পাওয়ারফুল ড্রিল করিয়েছেন)

আচ্ছা - এই অভ্যাসই সবসময় মাঝখানে মাঝখানে করা উচিত। এই মুহূর্তে কার্যে আসলে, আর পর-মুহূর্তে কার্য থেকে পৃথক, সাকারী তথা নিরাকারী স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও। এভাবেই এই একটা অনুভব তোমরা দেখেছো, যখন কোনও সমস্যা থাকবে তখন এইরকমই এক সেকেন্ডে সাক্ষী দ্রষ্টা হয়ে, সমস্যাকে একটা সাইড সীন মনে করে তুফানকে তোহফা (উপহার) মনে করে তাকে পার করো। এই অভ্যাস আছে না? ভবিষ্যতে তো এইরকম অভ্যাসের আবশ্যিকতা হবে। ফুলস্টপ। কোশ্চেন মার্ক নয়, এটা কেন হলো, এটা কীভাবে হলো? হয়ে গেছে। ফুলস্টপ আর নিজের ফুল (full) শক্তিশালী স্টেজে স্থিত হয়ে যাও। সমস্যা নিচে থেকে যাবে, তোমরা উঁচু স্টেজ থেকে সমস্যাকে সাইড সীন হিসেবে দেখতে থাকবে। আচ্ছা।

চতুর্দিকের সর্ব ভান্ডারে সম্পন্ন আত্মাদের, সদা সবসময় প্রাপ্তিতে পরিপূর্ণ, সহাস্য আনন্দিত আত্মাদের, সদা বাবার কাছে করা প্রতিজ্ঞা জীবনে প্রত্যক্ষ করায় এমন জ্ঞানী তু আত্মাদের, যোগী তু আত্মা-বাচ্চাদের, যারা সদা লক্ষ্য আর লক্ষণকে সমান করে এমন বাবা সমান আত্মাদের, সদা সবসময় সর্ব ভান্ডারের স্টক করে এবং স্টপ লাগানো তীর পুরুষাধী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- সমস্ত পরিস্থিতিকে শিক্ষক মনে করে তার থেকে পাঠ পড়ে অনুভাবী মূর্ত ভব কোনও পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে যাওয়ার পরিবর্তে অল্প সময়ের জন্য তাকে শিক্ষক মনে করো। পরিস্থিতি তোমাকে বিশেষ দুটো শক্তির অনুভাবী বানায়, এক হলো সহন শক্তি, আরেক হলো মোকাবিলা করার শক্তি। এই দুটো পাঠ পড়ে নাও তবে অনুভাবী হয়ে যাবে। যখন তোমরা বলেই থাকো যে আমি তো ট্রাস্টি, আমার কিছু নেই, তখন আবার পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে যাও কেন? ট্রাস্টি মানে সবকিছু বাবাকে হস্তান্তরিত করে দিয়েছো, সেইজন্য যা হবে ভালোই হবে এই স্মৃতিতে নিশ্চিত, সমর্থ স্বরূপে থাকো।

স্লোগান:- যার মেজাজ (স্বভাব) মিষ্টি হয় সে ভুল করেও কখনো অন্যকে দুঃখ দিতে পারে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2

Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজের ব্যাটারি চার্জ করার দিকে খেয়াল করো, নিজের সময় পরচিন্তন ওয়েস্ট ক'রো না, নিজের মনে নিজে মন্থন করলে নেশা চড়বে"

*প্রশ্নঃ - জ্ঞান এক সেকেন্ডের হওয়া সত্ত্বেও বাবাকে এত ডিটেলে বোঝাতে হয় বা এত সময় দেওয়ার প্রয়োজন হয় কেন?

*উত্তরঃ - কারণ জ্ঞান প্রদান করার পরে বাচ্চাদের মধ্যে কোনও পরিবর্তন হয়েছে কি হয়নি, এও বাবা দেখেন এবং তারপরে শুধরে নেওয়ার জন্য জ্ঞান প্রদান করতেই থাকেন। সম্পূর্ণ বীজ এবং কল্প বৃক্ষের জ্ঞান প্রদান করেন, যে কারণে তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। যদি এক সেকেন্ডের মন্ত্র দিয়ে চলে যান তাহলে তো জ্ঞানের সাগরের টাইটেল তাঁকে দেওয়া যাবে না।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের পিতা বসে আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে বোঝান। ভক্তি মার্গে পরমপিতা পরমাত্মা শিবকে এখানেই পূজা করা হয়। যদিও বুদ্ধিতে আছে তিনি এসে চলে গেছেন। তারা শিবলিঙ্গ সামনে রেখেই তাঁর পূজা করে। এই কথা তো বোঝে শিব পরমধামে নিবাস করেন, তিনি এসে চলে গেছেন, তাই তাঁর স্মরণিক তৈরি করে পূজা করে। যে সময়ে স্মরণ করা হয় তখন বুদ্ধিতে অবশ্যই আসে যে তিনি হলেন নিরাকার, যিনি পরমধামে থাকেন, তাঁকে শিব নামে পূজা করা হয়। মন্দিরে গিয়ে মাথা নত করে, তাঁর উপরে দুধ, ফল, জল ইত্যাদি অর্পণ করে। কিন্তু সে তো হলো জড়। জড় বস্তুর ভক্তিই করে। এখন তোমরা জানো - তিনি হলেন চৈতন্য, তাঁর নিবাস স্থল হলো পরমধাম। তারা যখন পূজা করে তো বুদ্ধিতে থাকে যে তিনি হলেন পরমধাম নিবাসী, দুনিয়ায় এসে চলে গেছেন। তবেই তো এই চিত্র তৈরি হয়েছে, যে স্বরূপের পূজা হয়। ওই চিত্রটি (শিবলিঙ্গ) শিব নয়, শিবের প্রতিমা। সেই ভাবেই দেবতাদেরও পূজা করে, সে সবও হলো জড় চিত্র, চৈতন্য নয়। কিন্তু চৈতন্য যারা ছিলেন তারা কোথায় গেছেন, সে কথা বুঝতে পারে না। অবশ্যই পুনর্জন্ম নিয়ে নীচে এসেছে। এখন তোমরা বাচ্চারা জ্ঞান প্রাপ্ত করছো। তোমরা বুঝেছো যে দেবতারা ছিলেন, তাঁরা পুনর্জন্ম নিয়েছেন। আত্মা একই আছে, আত্মার নাম পরিবর্তন হয় না। কিন্তু শরীরের নাম পরিবর্তন হয়। ওই আত্মা কোনো শরীরে আছে। পুনর্জন্ম তো নিতেই হয়। তোমরা তাঁদের পূজা করো, যারা সর্বপ্রথমে শরীরধারী ছিলেন (সত্যযুগী লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করে) এই সময় তোমাদের চিন্তন চলে যে, এই নলেজ বাবা দিয়ে থাকেন। তোমরা বুঝেছো, যে চিত্রের পূজা করা হয় তারা হলেন নম্বর ওয়ান। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ চৈতন্য ছিলেন। এখানে ভারতেই ছিলেন, এখন নেই। মানুষ এই কথা বোঝে না যে, তাঁরা পুনর্জন্ম নিয়ে ভিন্ন নাম-রূপ ধারণ করে ৮৪ জন্ম পাট প্লে করেছেন। এই কথা কারো চিন্তনে নেই। সত্যযুগে তো তারা ছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু এখন নেই। এই কথাও কেউ বুঝতে পারে না। এখন তোমরা জানো যে - ডামার প্ল্যান অনুযায়ী আবার চৈতন্য রূপে আসবেন নিশ্চয়ই। মানুষের বুদ্ধিতে এই চিন্তন থাকে না। যদিও এই কথা তারা বোঝে যে, এনারা কখনও ছিলেন। তাঁদের জড় চিত্র রয়েছে। কিন্তু এখন এই কথা কারো বুদ্ধিতে থাকে না যে, তাদের চৈতন্য রূপ এখন কোথায় রয়েছে। মানুষ তো ৮৪ লক্ষ পুনর্জন্ম বলে দেয়, এই কথাও তোমরা বাচ্চারা জেনেছো যে ৮৪ জন্ম হয়, ৮৪ লক্ষ জন্ম নয়। রাম চন্দ্রের পূজা করে, তারা এই কথা জানে না যে, রাম কোথায় গেছেন। তোমরা জানো যে, শ্রী রামের আত্মা তো নিশ্চয়ই পুনর্জন্ম নিতে থাকে। এখানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না। কিন্তু কোনও এক রূপে তো আছে, তাইনা। এখানেই পুরুষার্থ করছে। এত খ্যাতি রামের, তবে তো আসবেন নিশ্চয়ই, তাঁকেও নলেজ নিতে হবে। এখন মানুষ যেহেতু কিছুই জানে না, তাই সেসব কথায় এখন না যাওয়াই ভালো। এইসব কথায় সময় নষ্ট হয়, তারচেয়ে বরং নিজের সময় সফল করা উচিত। নিজের উন্নতির জন্য ব্যাটারি চার্জ করো। অন্যদের কথা চিন্তন করলে তো পরচিন্তন করা হয়ে গেল। এখন তো নিজের চিন্তন করতে হবে। আমরা বাবাকে স্মরণ করি। তারাও নিশ্চয়ই পড়ছে। নিজের নিজের ব্যাটারি চার্জ করছে। কিন্তু তোমাদের নিজেরটা করতে হবে। বলাও হয় - নিজের মনে নিজে মন্থন করতে থাকলে নেশা চড়তে থাকে।

বাবা বলেন - যখন তোমরা সতোপ্রধান ছিলে, তখন তোমাদের অনেক উঁচু পদ ছিল। এখন আবার পুরুষার্থ করো, আমাকে স্মরণ করো, তবে বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমাদের সামনে লক্ষ্য তো রয়েছে, তাইনা। এই চিন্তন করতে করতে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। নারায়ণকে স্মরণ করলেই আমরা নারায়ণ হবো। অস্তিম কালে যে নারায়ণকে স্মরণ করে....। তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে, যাতে পাপ বিনষ্ট হয়। তারপরে নারায়ণ হবে। এ হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার

হাইয়েস্ট যুক্তি। মাত্র একজন নারায়ণ তো হবে না, তাইনা। এ তো সম্পূর্ণ ডিনায়েস্টি তৈরি হবে। বাবা হাইয়েস্ট পুরুষার্থ করাবেন। এটা হল-ই রাজযোগের নলেজ, তাও আবার সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হওয়ার। যত পুরুষার্থ করবে, ততই অবশ্যই লাভ হবে। এক তো নিজেকে অবশ্যই আত্মা নিশ্চয় করো। কেউ-কেউ তো এমন লিখেও পাঠায় যে, অমুক আত্মা আপনাকে স্মরণ করে। আত্মা শরীরের দ্বারা লেখে। আত্মার কানেকশন হলো শিববাবার সঙ্গে। আমি আত্মা অমুক শরীরের নাম-রূপে পরিচিত। এই কথা তো নিশ্চয়ই বলতে হবে, কারণ আত্মার শরীরের উপরেই ভিন্ন-ভিন্ন নাম থাকে। আমি আত্মা তোমার সন্তান, আমি আত্মার শরীরের নাম অমুক। আত্মার নাম তো কখনও বদলায় না। আমি আত্মা অমুক শরীরধারী। শরীরের নাম তো অবশ্যই চাই। তা নাহলে কাজ কারবার, ব্যবসা ইত্যাদি চলতে পারে না। এখানে বাবা বলেন - আমিও এই ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ করি টেম্পোরারি, ব্রহ্মার আত্মাকেও বোঝাই। আমি এই শরীরের দ্বারা তোমাদের পড়াতে এসেছি। এই শরীর আমার নয়। আমি এই শরীরে প্রবেশ করেছি। পরে ফিরে যাবো নিজের ধামে। আমি এসেছি বাচ্চারা তোমাদেরকে এই মন্ত্র দিতে। এমন নয় যে মন্ত্র দিয়ে চলে যাবো। না, বাচ্চাদেরকে দেখতেও হয় যে কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে। তারপরে শুধরে নেওয়ার শিক্ষা দিতে থাকি। সেকেন্ডের জ্ঞান দিয়ে চলে গেলে তো আর জ্ঞান সাগরও বলা হবে না। কত সময় হয়েছে সেসবও বোঝাতে থাকেন। সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের, ভক্তি মার্গের সব কথা বিস্তৃত ভাবে বোঝানোর প্রয়োজন রয়েছে। বাবা তাই ডিটেলে বোঝান। তবে হোলসেলে "মন্মনাভব"। কিন্তু এমন এক কথায় বলে তো চলে যাবেন না। বাচ্চাদের লালন পালনও করতে হয়। অনেক বাচ্চা বাবাকে স্মরণ করতে করতে হারিয়ে যায়। অমুক আত্মা যার নাম অমুক নাম ছিল, পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল - স্মৃতি তো আসবে, তাইনা। পুরানো পুরানো অনেক বাচ্চা খুব ভালো ছিল, তাদেরকে মায়া গ্রাস করেছে। শুরুর দিকে অনেকে এসেছিল। হঠাৎ করে বাবার কোলে চলে এসেছিল। ভাঙি হয়েছিল। তাতে সবাই নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছিল। তারপরে ভাগ্য নির্ধারণের চেষ্টা করতে করতে মায়া একেবারে শেষ করে দিল। এখানে থাকতে পারলো না তারা। আবার ৫ হাজার বছর পরেও এমনই হবে। কতজন চলে গেছে, বৃক্ষের অর্ধেক তো চলেই গেছে। যদিও বৃক্ষের বৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু পুরানো বাচ্চারা চলে গেছে, যদিও বোঝা যায় - তাদের মধ্যে অনেকে আবার ফিরে আসবে নিশ্চয়ই পড়াশোনা করতে। স্মরণ করবে যে, আমরা বাবার কাছে পড়তাম, অন্যরা সবাই এখনও পড়ছে। আমরা হার স্বীকার করেছি। আবার ময়দানে আসবে। বাবা আসতে দেবেন, যদি এসে পুরুষার্থ করে। কিছু ভালো পদ যদি প্রাপ্ত করতে পারে।

বাবা মনে করিয়ে দেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, মামেকম্ স্মরণ করো, তবে পাপ বিনষ্ট হবে। এবারে কিভাবে স্মরণ করছো, এটা কি মনে করো যে, বাবা পরমধামে রয়েছেন? বাবা তো এইখানে রথে বসে আছেন। এই রথের কথা সবাই জানে। এ হলো ভাগ্যশালী রথ। বাবা ঐনার মধ্যে এসেছেন। ভক্তিমার্গে যখন ছিলে তখন তাঁকে পরমধামে স্মরণ করতে কিন্তু এই কথা না জেনে যে, স্মরণ করলে লাভ কি হবে। এখন বাচ্চারা তোমাদের বাবা নিজে এই রথে বসে শ্রীমৎ দিচ্ছেন, তাই তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ বাবা এইখানে এই মৃত্যুলোকে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে আছেন। তোমরা জানো আমরা ব্রহ্মাকে স্মরণ করি না। বাবা বলেন - "মামেকম্ স্মরণ করো, আমি এই রথে বিরাজিত হয়ে তোমাদের এই নলেজ দিচ্ছি। নিজের পরিচয়ও দিয়ে থাকি, আমি এইখানে আছি"। আগে তো তোমরা ভাবতে বাবা তো পরমধাম নিবাসী। এসে চলে গেছেন। কিন্তু কবে, সে কথা জানতে না। এসে সবাই তো চলে গেছে, তাইনা। যাদের চিত্র ইত্যাদি আছে, তারা এখন কোথায়, সে কথা জানা নেই। যারা চলে যায় তারা আবার নিজের সময় অনুযায়ী আসে। ভিন্ন-ভিন্ন পাট প্লে করে। স্বর্গে তো কেউ ফিরে যায় না। বাবা বুঝিয়েছেন, স্বর্গে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হয় এবং পুরানো দুনিয়ার শেষ, নতুন দুনিয়ার আদি হওয়া চাই, যাকে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ বলা হয়। এই জ্ঞান এখন তোমাদের আছে। মানুষ কিছুই জানে না। তারা বুঝতে পারে মৃত্যু হলে শরীর জ্বলে পুড়ে যায়, আত্মা গমন করে। এখন কলিযুগ, তাই জন্ম অবশ্যই কলিযুগেই নেবে। সত্যযুগে যখন ছিল তখন জন্ম সত্যযুগে হতো। তোমরা এই কথাও জানো যে, আত্মাদের সম্পূর্ণ স্টক নিরাকারী দুনিয়ায় থাকে। এই কথা তো বুদ্ধিতে আছে, তাইনা। তারপরে সেখান থেকে আসে, এখানে শরীর ধারণ করে জীব আত্মা হয়। সবাইকে এখানে এসে জীব আত্মা হতে হবে। তারপরে ক্রম অনুসারে ফিরে যেতে হবে। সবাইকে তো নিয়ে যাবে না, তাহলে তো প্রলয় হয়ে যাবে। দেখানো হয় প্রলয় হয়েছে, রেজাল্ট কিছুই দেখায়নি। তোমরা তো জানো যে এই দুনিয়া কখনোই খালি হতে পারে না। বলা হয়ে থাকে - রাম গেলো, রাবণ গেলো, যার অনেক বড় পরিবার। সম্পূর্ণ দুনিয়ায় তো রাবণ সম্প্রদায় রয়েছে, তাইনা। রাম সম্প্রদায় তো খুবই কম আছে। রামের সম্প্রদায় হয়ই সত্যযুগ-ত্রৈতায়। উভয়ের অনেক তফাৎ। পরে (দ্বাপরে) আরও শাখা-প্রশাখা বের হয়। এখন তোমরা বীজ ও বৃক্ষের কথা জেনেছ। বাবা সবকিছু জানেন, তবেই তো জ্ঞান শোনাতে থাকেন তাই তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়, একই কথা যদি হয় তাহলে তো কোনও শাস্ত্র ইত্যাদি তৈরি হবে না। বাবা সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের বিষয়ে ডিটেলে বোঝাতে থাকেন। মুখ্য কথা নম্বরওয়ান সাবজেক্ট হল বাবাকে স্মরণ করা। এতেই পরিশ্রম আছে। স্মরণের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। যদিও বৃক্ষের বিষয়ে তোমরা তো জেনেছ।

দুনিয়ায় এই কথাগুলি কেউ জানে না। তোমরা সব ধর্মের মানুষদের তিথি-তারিখ ইত্যাদি সবই বলে দাও। অর্ধকল্প বললে এইসব এসে যায়। বাকি রইল সূর্যবংশী ও চন্দ্রবংশী। তার জন্যে অনেক যুগ তো হবে না, তাইনা। আছেই দুটি যুগ। সেখানে মানুষের সংখ্যা কম থাকে। ৮৪ লক্ষ জন্ম তো হতেও পারে না। কথাগুলি মানুষের বোধ শক্তির বাইরে চলে যায়, তাই আবার বাবা এসে বোধগম্য করান। বাবা, যিনি হলেন রচয়িতা, তিনি-ই রচয়িতা ও রচনার আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ বসে প্রদান করেন। ভারতবাসী তো একেবারেই কিছু জানে না। সবার পূজা করতে থাকে, মুসলমানকে, ফরাসীকে, যে আসে তারই পূজা করে, কারণ নিজের ধর্মস্থাপককে ভুলে গেছে। অন্যরা তো সবাই নিজের-নিজের ধর্মকে জানে, সবার জ্ঞান আছে অমুক ধর্ম কবে, কে স্থাপন করেছে। যদিও সত্যযুগ-ত্রৈতার হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি কারো জানা নেই। চিত্র দেখে, ভাবে শিববাবার এই রূপ। তিনি হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চতম পিতা। অতএব স্মরণও তাঁকেই করতে হবে। এখানে আবার সবচেয়ে বেশি পূজা করে কৃষ্ণের, কারণ নেক্সট নম্বরে আছে, তাই না। কৃষ্ণকেই ভালোবাসে, তাই গীতার ভগবানও তাঁকেই ভেবে নিয়েছে। জ্ঞান শোনার জন্য কাউকে তো চাই, তবে তো তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। বাবা-ই শোনান, নতুন দুনিয়ার স্থাপনা এবং পুরানো দুনিয়ার বিনাশ করেন যিনি, তিনি এক বাবা ব্যতীত অন্য কেউ হতে পারে না। ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, শঙ্কর দ্বারা বিনাশ, বিষ্ণু দ্বারা পালনা - এই কথাও লেখে। তা যে এখানকার জন্যই। কিন্তু কিছুই বোঝে না।

তোমরা জানো ওটা হলো নিরাকারী সৃষ্টি। এটা হলো সাকারী সৃষ্টি। সৃষ্টি তো এইটাই - এখানেই রামরাজ্য ও রাবণরাজ্য হয়। মহিমা সম্পূর্ণ এখানকার। যদিও সূক্ষ্মলোকে (বতনে) শুধু সাক্ষাৎকার হয়। মূলধামে (বতনে) তো আত্মারা থাকে, তারপরে এখানে এসে পার্ট প্লে করে। বাকি সূক্ষ্মলোকে কি আছে, তার চিত্রও বানানো হয়েছে, যে চিত্রের বিষয়ে বাবা বোঝান। বাচ্চারা, তোমাদের এমন সূক্ষ্মবতনবাসী ফরিস্তা হতে হবে। ফরিস্তা বা অ্যাঞ্জেল হাড়-মাংস বিহীন হয়। বলা হয়ে থাকে - দধিচি ঋষি হাড় দান করেছিলেন। যদিও শঙ্করের প্রশস্তি কোথাও নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণুর মন্দির আছে। শঙ্করের কিছু নেই। অতএব তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে বিনাশের কার্যে। যদিও এমন কেউ চোখ খুলেই বিনাশ করে না। দেবতার হিংসাপূর্ণ কোনো কর্ম করবেন কিভাবে। না তাঁরা করেন, না বাবা এমন ডাইরেকশন দেন। যিনি ডাইরেকশন দেন, তার উপরেও তো দায়িত্ব থাকে, তাইনা। যে বলবে সে-ই ফেসে যাবে। তারা তো শিব-শঙ্করকে একত্রে বলে দেয়। এখন বাবাও বলেন আমাকে স্মরণ করো, মামেকম্ স্মরণ করো। এমন তো বলেন না শিব-শঙ্করকে স্মরণ করো। পতিত-পাবন একজন কেই বলা হয়। ভগবান অর্থ সহ বুঝিয়ে দেন, এই কথা কেউ জানে না। তাই এই চিত্র দেখে কনফিউজড হয়ে পড়ে। অর্থ অবশ্যই বলে দিতে হবে, তাইনা। বুঝতে সময় লাগে। কোটিতে কেউ একজন বিরল আত্মা জ্ঞানে আসে। আমি আসলে কে, কেমন, কোটিতে কেউ একজন-ই আমাকে চিনতে পারে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অন্য কোনো বিষয়ে চিন্তা করে নিজের সময় নষ্ট করবে না। নিজের মনে আনন্দে থাকতে হবে। নিজের প্রতি চিন্তন করে আত্মাকে সতোপ্রধান করতে হবে।

২) নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্যে অন্তিম সময়ে একমাত্র বাবার স্মরণ-ই যেন থাকে। এই হাইয়েস্ট যুক্তিটি সামনে রেখে পুরুষার্থ করতে হবে যে - আমি হলাম আত্মা। এই শরীরকে ভুলে যেতে হবে।

বরদান:- দাতার দানকে স্মৃতিতে রেখে সকল বন্ধন থেকে মুক্ত থাকা আকর্ষণমুক্ত ভব
কিছু কিছু বাচ্চা বলে যে এনার সাথে আমার কোনও বন্ধন নেই, কিন্তু এনার এই গুণ আমার খুব ভালো লাগে বা এনার মধ্যে সেবার অনেক বিশেষত্ব রয়েছে। কিন্তু কোনও ব্যক্তি বা বৈভবের প্রতি বারংবার সংকল্প যাওয়াও হলো আকর্ষণ। কারোর বিশেষত্বকে দেখে, গুণকে বা সেবাকে দেখতে গিয়ে দাতাকে ভুলে যেও না। এ হলো দাতারই দান - এই স্মৃতি বন্ধন থেকে মুক্ত, আকর্ষণমুক্ত বানিয়ে দেবে। কারো প্রতিই প্রভাবিত হবে না।

স্নোগান:- এমন আত্মিক সোশাল ওয়ার্কার হও যে উদ্বালিত হয়ে পড়া আত্মাকে সঠিক ঠিকানা বলে দাও, ভগবানের সাথে মিলন করিয়ে দাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;